জ্যোতিষ-রত্নাকর।

দ্বিতীয় ভাগ।

বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

"বিফলান্যন্যানি শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষশাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥"

প্রথম সংস্করণ।

২নং হরিমোহন বসুর লেন, "নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটারী" হইতে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২নং হরিমোহন বসুর লেন, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

ভূমিকা।

জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বক্তব্য প্রথমভাগেই আমরা একরূপ বলিয়াছি ; নূতন কথা বলিবার কিছুই নাই।

দ্বিতীয়ভাগে যেরূপ বিষয়ের অবতারণা করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা সম্যক্‌রূপে হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, তবে বহু গ্রন্থের পাঠের ফল, নানা জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত নানা বিষয়ের জ্ঞানের আভাস, ইহাতে যাহাতে পাওয়া যায়, সে-বিষয় আমরা যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি ; যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত বা পণ্ডিতাভিমানী তাঁহাদের জন্য এই সংগ্রহ পুস্তকের সৃষ্টি হয় নাই।

জ্যোতিষরত্নাকর খামখেয়ালি বা ইচ্ছামত মত প্রচারের গ্রন্থ নহে, সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতেও অবলম্বনে লিখিত, সুতরাং কোন তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ জ্যোতিষ-রত্নাকরে সংস্কৃত নাই বলিয়া প্রামাণিক গ্রন্থ নহে বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু আমরা বাঙ্গালা গ্রন্থে সংস্কৃত দিবার অপ্রয়োজনীয়তা বোধে মূল উদ্ধৃত না করিয়া কেবল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছি কিন্তু সমস্ত সংস্কৃত ও ইংরাজীর অনুবাদ, সুতরাং অপ্রামাণিক নহে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে মহা-মহোপাধ্যায় মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "পঞ্জিকার ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধ অবলম্বনে আমরা "পঞ্জিকার ইতি-বৃত্ত"টী লিখিয়াছি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়। ১—৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৭৩—১৩৪

তৃতীয় অধ্যায়। ১৩৪—১৫৫

চতুর্থ অধ্যায়। ১৫৬—২১৭

জ্যোতিষ-রত্নাকর।

দ্বিতীয় ভাগ।

অতিরিক্ত কোষ্ঠী গণনা প্রকরণ।

সংজ্ঞা ও পরিভাষা।

ক্ষেত্র-ফল।

রবি,—রবির ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক কর্ম্ম কুশল, ত্যাগশীল, পবিত্র, শূর, মেধাবী, নানা শাস্ত্রজ্ঞ ও মন্মথ সদৃশ গুণসম্পন্ন হয়।

চন্দ্র,—চন্দ্রের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে বালক নানাবিধ বিভব সুখসম্পন্ন, অত্যুত্তম যান ও ছত্র ব্যবহারী ও নিয়ত বান্ধব পরিবৃত থাকে।

মঙ্গল,—মঙ্গলের ক্ষেত্রে জন্মিলে জাতশিশু ক্রোধী, অহিতান্বেষী, মিথ্যাবাদী, অখ্যাতিদাতা ও ভূম্যধিকারী হইবে।

বুধ,—বুধের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক সদা উৎসাহযুক্ত, হৃষ্টপুষ্ট, গুণবান্, বলদর্পকারী, দাতা, ভোক্তা ও ধীর-প্রকৃতি হয়।

বৃহস্পতি,—বৃহস্পতির ক্ষেত্রে জন্মিলে জাতব্যক্তি বাক্‌পটু, লোকানন্দকর, ধনবান্, মহান্ গুণসম্পন্ন এবং নিত্যলক্ষ্মী প্রমুদিত হইবে।

শুক্র,—শুক্রের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে শিশু উত্তম স্ত্রী ও বিভবসম্পন্ন, শূর, রাজমন্ত্রী, ধীর, সর্ব্বদা পণ্ডিতগণ পরিসেবিত হইয়া থাকে।

শনি,—শনির ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতশিশু গণ্ডারের ন্যায় মহাপ্রতাপী, মনোজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মনিরত, অহঙ্কারান্বিত, কুটীল ও কুনখী হয়।

হোরা-ফল।

মেষ,—মেষের প্রথম হোরায় জন্মগ্রহণ করিলে জাত শিশু অতি উৎকট রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট, শূর, ধনবান্, শুভ্রবস্ত্র পরিধায়ী, ক্রূর, স্ত্রীনিরত, পীনোন্নত দেহবিশিষ্ট, ক্রোধী ও তস্করাধিপতি হইবে। দ্বিতীয় হোরায় জন্মিলে জাতক গর্দ্দভ ও অশ্বের ন্যায় দৃঢ় পাদাঙ্গুলিসম্পন্ন, বহুপ্রমদাপ্রিয়, চোর, চতুর, স্নিগ্ধ চক্ষুসম্পন্ন, পৃথুপীন দেহবিশিষ্ট ও মেধাবী হয়।

বৃষ,—বৃষের প্রথম হোরায় জন্মগ্রহণ করিলে জাতকের উন্নত শরীর, চক্ষু ললাট ও বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং দাম্ভিক, রতিবশ্য, স্থূলশরীরাস্থি ও বপুষ্মান্ হইবে এবং দ্বিতীয় হোরায় জন্মিলে স্থূলতর দীর্ঘ শরীর ও উদার প্রকৃতি ও মনোহর কটিদেশ-যুক্ত হইয়া থাকে।

মিথুন,—মিথুনের প্রথম হোরায় জন্মিলে জাতবালক মনোহর আয়তাক্ষ, মধ্যশরীর, সুন্দর গঠন, কোমল কুন্তল, সুরূপা, শূর, সুরতপ্রিয়, ধনী ও প্রাজ্ঞ হইবে; এবং দ্বি

হোরায় মধুমারতাক্ষ, কামী, শূর, মৃদুবস্ত্ররত, বাচাল, ওষ্ঠ ও দন্ত এবং দেহ সাতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে।

কর্কট,—কর্কটের প্রথম হোরায় জাতক উন্নতমূর্ত্তি, উত্তম মস্তক বিশিষ্ট, প্রসন্নচিত্ত, সমিষ্টভাষী, চঞ্চলাঙ্গ, শঠ, শ্যামবর্ণ দেহী, কৃতঘ্ন ও দম্ভাগ্রভগ্ন হইবে এবং দ্বিতীয় হোরায় পথ পর্য্যটন ও দ্যূতক্রীড়ানুরক্ত, পৃথুবক্ষঃস্থল, সৎপ্রমাণ সম্বন্ধ, কঠিন শরীরী ও ক্রোধী হয়।

সিংহ,—সিংহের প্রথম হোরায় জাতক রক্তাক্তচক্ষু, প্রশস্ত, শুদ্ধপ্রকৃতি, আরক্ত দৃষ্টিবিশিষ্ট ক্রূরস্বভাব ও স্থিরসত্ত্ব কর্ম্মা হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় হোরায় স্ত্রী ও মিষ্টপান ভোজনেচ্ছু, বহু চেষ্টাবান, কঠিনাঙ্গ, দাতা ও পথরত, অল্প সন্ততিবিশিষ্ট, ভোগী ও স্থিরমিত্র হইয়া থাকে।

কন্যা, কন্যার প্রথম হোরায় সুকুমার মূর্ত্তি, কমনীয় সুমিষ্টভাষী, গীত ও অভিনয় রতিপ্রিয়, মধুর চক্ষুষ্মান্, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদ, বিনয়ী ও সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় হোরায় হ্রস্ব শরীর, গমনশীল, শ্রুতার্থবিশিষ্ট, স্থূলাশয়, সাধুমতাবলম্বী, বিবাদী, সেবালেখ্য ও লিপিজ্ঞ সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত ও সুখী হইবে।

তুলা,—তুলার প্রথম হোরায় বৃত্তানন অর্থাৎ মুখমণ্ডল গোল, উচ্চনাসিকা, মনোহর মূর্ত্তি, শ্বেতবর্ণ, বিস্তৃত নয়ন, বিলাসপ্রিয়, পীনাবক্ষ দেহ, দৃঢ়াস্থিবিশিষ্ট, ধনবান্ ও আত্মীয়-প্রিয় হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় হোরায় বহুশ্রীভাক্, স্থিরার্থ-সম্পন্ন, শ্যামবর্ণ, কুঞ্চিতকেশ, শঠ, গোলাকার চক্ষুবিশিষ্ট ও পদাগ্র সন্ধিশূন্য হয়।

বৃশ্চিক,—বৃশ্চিকের প্রথম হোরায় রক্তাক্ত পিঙ্গল দৃষ্টি-সম্পন্ন, সাহসিক কার্য্যযুক্ত, যুদ্ধশূর, দুষ্টস্বভাব ও রমণীপ্রিয় হইবে এবং দ্বিতীয় হোরায় বিস্তীর্ণ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, পীনায়ত

শরীর, ভূপাদ-সেবী, বহুমিত্রবান্ এবং অস্ফুটিত চক্ষু-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ধনু,—ধনুর প্রথম হোরায় বিস্তারিত পৃষ্ঠ, মনোহর বক্ষঃস্থল, হস্তীর ন্যায় কুঞ্চিত নেত্র, পীনগণ্ডস্থল, শৈশবে অর্থরহিত, গুরুভাবাপন্ন ও তপস্বী হয় এবং দ্বিতীয় হোরায় পদ্মের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, দীর্ঘবাহু, সাধু, বহুশাস্ত্রদর্শী, সুন্দর মূর্ত্তি, বাক্সুভাগ, ধর্ম্মপরায়ণ, ধনবান্, মনুষ্যপোষক ও যশস্বী হইবে।

মকর,—মকরের প্রথম হোরায় শ্যামবর্ণ, হরিণচক্ষুবিশিষ্ট, খ্যাত, স্ত্রীবিজিত, সৌম্যমূর্ত্তি, শঠ, ধনী, মিষ্টভোজী, উচ্চনাসাযুক্ত ও উত্তম বেশকর হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় হোরায় রক্তাক্ত দৃষ্টিসংযুক্ত, অলস, গুরুভাবযুক্ত, দীর্ঘাঙ্গ, মূর্খ, শ্যামবর্ণ রোমশ শরীর, সাহসী ও রৌদ্র-কর্ম্মকর হয়।

কুম্ভ,—কুম্ভের প্রথম হোরায় স্ত্রী ও মিত্রের ভজনাকারী, অলস তৃষান্বিত, মৃদুগুণাবলম্বী, আদ্যাশ্রুত, সদ্গুণবিভূষিত, শূর, তাম্রবর্ণ ও পাপমতি হইবে এবং দ্বিতীয় হোরায় তাম্রবর্ণ, বিদারিত চক্ষু, কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ, অলস, কুদাকার, সদাবিষন্ন, কৃপণ ও শঠ হইয়া থাকে।

মীন,—মীনের প্রথম হোরায় হ্রস্ব, মনোহর, স্থূলতনু, বিশাল ললাট, বিস্তৃতমুখ ও বক্ষঃস্থল, স্ত্রীবিজ্জিত, সুযশস্বী, ক্রিয়াপটু ও শূর হইবে এবং দ্বিতীয় হোরায় দাতা, উত্তম উন্নতনাসা, কর্ম্মনিপুণ, মেধাবী, সুন্দরনয়ন, রাজপ্রিয়, স্ত্রীসুভগ, মনোহর মূর্ত্তি ও সুবাক্যসম্পন্ন হয়।

যদি রবি অথবা চন্দ্র বলবান্ থাকিয়া লগ্নপতিকে অবলোকন করে, কিম্বা কেন্দ্রস্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতক যথোদ্দিষ্ট হোরা ফল প্রাপ্ত হয়।

দ্রেক্কাণ ফল।

মেষ,—মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে দাতা, ভোক্তা, তেজস্বী, যুদ্ধ-দুর্দ্ধর্ষ, উগ্র, উন্নতিহীন, বন্ধুপ্রিয় ও কোপন স্বভাব হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে—স্ত্রীচঞ্চল, বিহারী, রতিমান, গীতপ্রিয়, প্রশস্ত-মনা, মিত্রধনভোগী, সুরূপ ও স্ত্রী ভিন্ন রুচি হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—গুণবান্, পরদোষজ্ঞ, স্বত্বযুক্ত, নরেন্দ্রমেধী, স্বজন-প্রিয়, অতি ধার্ম্মিক ও রাজপ্রিয় হইয়া থাকে।

বৃষ,—বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে—পান ও ভোজন-প্রিয়, শারীরি রোগ সন্তাপযুক্ত, স্ত্রীকর্ম্মানুযায়ী ও বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে—উত্তম ধনসম্পন্ন, সুন্দর মিত্রতা যুক্ত, সুরূপসম্পন্ন, ভোক্তা, ভূষণরত, বলবান্, স্থিরপ্রকৃতি, মনস্বী, লোভী ও স্ত্রীপ্রিয় হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে—চতুর, অল্পভাগ্যবর্দ্ধ, মলিন এবং স্বজাতিগণকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পরিতাপ করে।

মিথুন,—মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে—স্থূলমস্তকসম্পন্ন বলাঢ্য, প্রাজ্ঞ, গুণবান্, ধূর্ত্ত, বিলাসী, রাজলব্ধমানী ও যশস্বী হইবে; দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—সুরূপ ও সুন্দর গঠন, সুশ্রীবদনসম্পন্ন, সূক্ষ্মকেশযুক্ত, বিখ্যাত, মৃদু, মহা ধীসম্পন্ন, প্রতাপ ও বলশালী এবং যশস্বী হইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে—কোমল নয়ন, উত্তম শরীর সম্পন্ন, বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট, শত্রুসংযুক্ত, স্ত্রীর প্রভু, পদ বক্ষঃস্থল ও নখ অতি উৎকৃষ্ট, চঞ্চলার্থ, নির্জ্জনতা-প্রিয় ও ভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

কর্কট,—কর্কটের প্রথম হোরায় দেব ও ব্রাহ্মণ-ভক্ত, চপল, গৌরবর্ণ, অন্যের কীর্ত্তিকর, সুধীর মূর্ত্তি ও স্ত্রীপুত্র-প্রিয় হয়; দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—লোভী, সুন্দর স্ত্রীরত, অন্নরুচি, স্ত্রীজিত, অভিমানী, ভ্রাতৃ-পূজিত, বিলাসী, চপল ও বহু ভোজী দুষ্ট

থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—স্ত্রীচঞ্চল, ভাগ্যবান্, বিদেশ-প্রিয়, মিত্র ও পুত্রের গুণানুকীর্ত্তক, বাচাল ও অর্থরত এবং স্ত্রীমান্যকর হইবে।

সিংহ,—সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে—দাতা, ঘাতক, সর্ব্বদা জয়েচ্ছু, বহুধনশালী, রমণীবন্ধু, গুরু ও রাজসেবক এবং উত্তম সহনশীল হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে—সুকবি, কামী, দাতা, স্থির-স্বভাব, উত্তম শরীর, ভূষণেচ্ছু, সুখভোগী, শুভকর্ম্মরুচি ও বিশাল বুদ্ধি হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—পরধন হরণে লোভী, স্থূল শরীর, মহামতি, ধূর্ত্ত, ক্ষীর ও দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট, বহু অপত্যযুক্ত ও প্রগল্ভ হইয়া থাকে।

কন্যা,—কন্যা রাশির প্রথম দ্রেক্কাণে,—শ্যামবর্ণ, সুবাক্য-সম্পন্ন, বিনীত, প্রাজ্ঞ, সুন্দর মূর্ত্তি, স্ত্রীহেতু অর্থভোক্তা, দীর্ঘ-পৃষ্ঠ ও দীর্ঘমস্তকযুক্ত ও উত্তম চক্ষুবিশিষ্ট হয়; দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে—ধীর, বিদেশগামী, শিল্প ও বাক্পাণ্ডিত, সমরশূর, বাচাল, শ্রুত-বাক্ ও বনৌফলের সমান মতিমান্ হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—রোগী, পরান্নভোজী, শ্রুতিগীতযুক্ত, রাজপ্রিয়, খর্ব্ব, উত্তমবেশী, স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলমস্তক হইবে।

তুলা,—তুলার প্রথম দ্রেক্কাণে,—কন্দর্প সমান রূপবান্, কর্ম্মনিপুণ, মন্ত্র ও সেবাজ্ঞ, শ্যামবর্ণ, ফল ও পণ্যনিরত নিয়োগ-ধীর ও উত্তম মেধাসম্পন্ন বুদ্ধি হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—পদ্মাক্ষ, উত্তম রূপবান্, হাস্যবেত্তা, প্রণায়ী, বিখ্যাত, আত্মবংশবর্দ্ধক, বৃত্তি ও অর্থপটু হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—চপল, শঠ, কৃতঘ্ন, রূপ-হীন, ক্রূরাচারী, কৃশ-শরীর, ধন বন্ধু ও যশোহীন, অল্পবুদ্ধি ও পতিত হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক,—বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে,—গৌরবর্ণ, স্থির-প্রকৃতি, ক্রোধী, মদরহিত, বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট, স্থূল ও বিশাল শরীর এবং বিবাদ-প্রিয় হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—মিষ্টান্ন পান-

ভোগী, বলবান্, রতিপ্রিয়, হিমগৌর মূর্ত্তি, কমনীয়, পরাজিত শত্রু, সরল ক্রিয়াবান্ হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—শ্মশ্রুরোম-বিহীন, হিংস্র, পিঙ্গাক্ষ, প্রবক্তা, সহোদর, ধর্ম্মচ্যুত, বাহু ও হৃদয় স্থূল এবং সতৃষ্ণ হইয়া থাকে।

ধনু,—ধনুর প্রথম দ্রেক্কাণে,—উত্তম মণ্ডলাকারে চক্ষু-সম্পন্ন, বক্তা প্রধান্, সাধু আচরণ-সেবিত, মৃদু ও ধর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—শাস্ত্রার্থবেত্তা, উত্তম বাক্‌পটু, শত-যজ্ঞকর্ত্তা, মন্ত্রভৃতের শ্রেষ্ঠতম অনেক সূক্ষ্ম রতনচারী ও প্রভু হয় এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—বন্ধুতাপটু, সাধুগতি, ধর্ম্মভাক্, মানী, পরাঙ্গনাসক্ত, রূপ ও যশোভাজন এবং প্রভু হইয়া থাকে।

মকর,—মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে—আজানুলম্বিত বাহু, শ্যামবর্ণ, পৃথুলোচন ও উরু, শঠ, উত্তম কমনীয়, মিষ্টভাষী, স্ত্রী-বিজিত ও মধ্যম মেধাযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—শ্যামবর্ণ, শঠ, অল্পবাচী, পরস্ত্রী ও পরধনাপহারী, উদ্বদ্ধ জঙ্ঘ, খল ও সুবর্ণবাদে প্রবাদী হইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে—দীর্ঘললাট, পাপাত্মা, কৃশ ও দীর্ঘাঙ্গ, প্রিয়-বিয়োগ, লোভী এবং বিদেশ গমন দ্বারা দ্রব্য ও আসন লাভ করে।

কুম্ভ,—কুম্ভরাশির প্রথম দ্রেক্কাণে,—স্ত্রী আলস্যযুক্ত; অতিশয় লুব্ধ, প্রিয়ার প্রসূতিপ্রিয়, উন্নত, কর্ম্মে সুনিপুণ, ধন-বান্ ও সুবাক্যসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—লুব্ধ, পটু, ধৃতি-মান্, গৌরবর্ণ, শিশুর ন্যায় উচ্চহাস্য ও ধনসম্পন্ন, অত্যুচ্চ-ভাষী, মেধাবান্ ও বহুমিত্র সম্পন্ন হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—দীর্ঘ, শঠ ও পাপী, কৃশ, ক্ষুদ্রবাহু, সুত অর্থ ও বান্ধবভাগ্য-সম্পন্ন, শুষ্ক, বহুবন্ধু, কুটিলমনা, বিদারিত চক্ষু ও রতিবেত্তা হইয়া থাকে।

মীন,—মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে মধুপিঙ্গল, লোচনটি

গৌরবর্ণ, মেধান্বিত, কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত, ক্রিয়ারতিজ্ঞ, সুখভোগী, ও বিনীত হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে,—উপকারনিরত, বহনশীল, মিষ্টান্নরুচি, পরান্ন ভোক্তা, সজ্জনের স্মরণীয়, কামী এবং পণ্ডিতপ্রিয় হইবে এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে,—শ্যামবর্ণ, কলা-নিপুণ, শুচি, স্থূল করপদ, দ্বিজানুরক্ত, ক্রীড়া ও হাস্যানুরক্ত হইয়া থাকে।

গ্রহগণের দ্রেক্কাণ ফল।

রবি,—রবির দ্রেক্কাণে জন্মিলে জাতক মলিন, শূর, স্ত্রীবল্লভ, ক্রূর, সাহসিক; কুকর্ম্মকুশল, মূর্খ, রূপহীন, ব্রণযুক্ত শরীর, বহু আশাযুক্ত, গুরুস্ত্রীগামী, অল্প সন্তান-বিশিষ্ট, দ্যূত ক্রীড়া-নিরত, পাপাত্মা, মুখর, অতি কৃপণ এবং অসূয়ান্বিত হইয়া থাকে।

সোম,—চন্দ্রের দ্রেক্কাণে সুন্দর গঠন সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ধন-শালী, বহুভাষী, বৈধকর্ম্মরত, তীর্থগামী, শাস্ত্রবেত্তা, কুলভূষণ, দেবগুরু ও বন্ধুভক্ত, নিত্যকর্ম্মরত, বিদেশযাত্রানুরক্ত এবং দাতা হয়।

মঙ্গল,—মঙ্গলের দ্রেক্কাণে মলিন, ক্রূর, ধনহীন, পাপী, খল, সুতার্থ-রহিত, কঠিন, নির্দ্দয়, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, ক্ষত শরীর সম্পন্ন, আত্মম্ভরি, ক্রোধগ, রোগার্ত্ত, পরসেবক ও গুণবিহীন হইবে।

বুধ,—বুধের দ্রেক্কাণে বুদ্ধি কুশল, মহারাজপূজ্য, দীর্ঘায়ু, ধনবান্, বহু পুত্রবান্, শান্ত, যশস্বী, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞান পরায়ণ, প্রমাদশূন্য, নিত্যসাধুবল্লভ, শাস্ত্রবিৎ, কুলভূষণ, বহুধন সম্পন্ন, মানী ও সুরূপ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি,—বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জাতক অতিশয় গুণবান্, দীর্ঘায়ু, রত্নযুক্ত, সদ্বুদ্ধি, প্রিয়ভাষী, আশ্রয়যুক্ত, ধার্ম্মিক, মোক্ষজ্ঞানপরায়ণ, দয়ালু, শান্ত, সুশীল, শুচি, স্বীয়পত্নীনিরত, অন্যস্ত্রীবিরত, বিখ্যাত ও যশস্বী হইয়া থাকে।

শুক্র,—শুক্রের দ্রেক্কাণে—জাতক সুন্দরশরীরী, রাজমন্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞ, স্বজনানুরাগী, সাধুপ্রতিপালন, মুক্তারত্ন, উত্তম স্ত্রীপুত্র ও ধনসংযুক্ত, দয়ালু, শুচি, শান্তপ্রকৃতি, সত্যরত, অতিশয় মুক্তহৃদয় এবং ধর্ম্মানুরক্ত হইবে।

শনি,—শনির দ্রেক্কাণে মলিন, ক্রূর, মৃদু, তস্কর, দুশ্চরিত্র, কৃপণ, সুতার্থ-রহিত, ভৃত্যকর্ম্মকর, গুণহীন, পাপাত্মা, গুর্ব্বাঙ্গনাগামী, অতিখল, ক্রোধন, নির্দ্দয়, রোগার্ত্ত, মুখর, রূপহীন ও কামাতুর হয়।

সপ্তাংশ ফল।

রবির সপ্তাংশে ক্ষীণ ও দৈন্যমনা, চন্দ্রের সপ্তাংশে গুণময় ও শান্তপ্রকৃতি, মঙ্গলের সপ্তাংশে দুর্জন ও পাপী, বুধের সপ্তাংশে দানশীল, খ্যাত ও প্রিয়; বৃহস্পতির সপ্তাংশে প্রকৃষ্টগুণী, স্থিরচিত্তসম্পন্ন, শুক্রের সপ্তাংশে সুখী ও দাতা এবং শনির সপ্তাংশে জাতক পাপনিরত হইবে।

নবাংশ ফল।

মেষ।

মেষের প্রথম নবাংশে জন্মিলে জাতক সেই গ্রহের যেরূপ আকৃতির বর্ণনা আছে, তদ্রূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইবে ও অল্প

উন্নত নাসা ও অঙ্গসম্পন্ন, ভয়ঙ্কর শব্দকারী, রূপহীন কৃশ ও সঙ্কুচিত চক্ষু ও বাহুবিশিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে উরু স্কন্ধ ও ভুজ শ্যামবর্ণ, হ্রস্ব ললাট, করাল হস্তবিশিষ্ট, অফুল্ল নয়ন, দীর্ঘ নাসা ও দীর্ঘ মুখসম্পন্ন, অস্ফুট বাক্য এবং অঙ্গসন্ধি কৃশ হইয়া থাকে।

তৃতীয় দ্রেক্কাণে কেশহীন মস্তক, গৌরবর্ণ, বক্ষঃস্থল হস্ত ও চক্ষু বিস্তৃত, লজ্জাহীন, বিদ্বান্ জানু ও জঙ্ঘা অতিশয় কৃশ হইবে।

চতুর্থ নবাংশে বিভ্রান্ত দৃষ্টিসম্পন্ন, নম্র, ক্ষুদ্রনাসাবিশিষ্ট, ভ্রমণপ্রিয়, কঠোর পদ ও খর রোমাবিশিষ্ট, ম্লানবদন ও কৃশ হইয়া থাকে।

পঞ্চম নবাংশে গর্ব্বিত, গজেন্দ্র তুল্য লোচনবিশিষ্ট, নাসা ভ্রূ ও ললাট মধ্যম স্থূল, অতি দীর্ঘ শরীর, নখ পদ দেহ বজ্র-সদৃশ এবং কেশবিশিষ্ট দেহ হয়।

ষষ্ঠ নবাংশে শ্যামবর্ণ, মৃদু, হরিণের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, গুরু-ভাবাপন্ন, কৃশ, মনোহর, স্ফীত চরণ অর্থাৎ গোদা, উদর ও স্কন্ধ স্থূল সুবিস্তৃত, ভীরুস্বভাব ও বহুভাষী হইবে।

সপ্তম নবাংশে জন্মিলে দূর্ব্বাঙ্কুরের ন্যায় রূপবান্, চপল, শুভ্রবর্ণ চক্ষু, অর্থবান্, সুন্দর নাসাসম্পন্ন, কুলটারতিপ্রিয়, দুর্জ্জন, বিশাল ও বিস্তীর্ণ মূর্ত্তি হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে বানরের সদৃশ মুখবিশিষ্ট, অতিশয় বক্তা, খর্ব্বাঙ্গ, কর্কশ চর্ম্মসম্পন্ন, দেহ ও গুহ্য সর্ব্বদা রোগযুক্ত, হিংসা অনৃত ও পাপরত, প্রিয়বন্ধু ও উগ্রপ্রকৃতি হইবে।

নবম নবাংশে দীর্ঘ, কৃশ, বিহারী, অশ্বের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, বাক্য ও ললাট বিস্তৃত, বহুভাষী, কুটীল ও নীচপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

বৃষ।

বৃষের প্রথম নবাংশে কুৎসিত, কৃশ ও সমানশরীরসম্পন্ন, লোভী, শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ কিছু নিম্ন, নীচ কর্ম্মকর, বিরুদ্ধ স্বভাব, বিষম প্রকৃতি, বুদ্ধি বিষম ও অল্পদৃষ্টি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নবাংশে গম্ভীর প্রকৃতিহীন, নির্ধন, সদা স্বীয় কুল-মর্য্যাদা ও মেধাশূন্য, বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী, মিথ্যাব্যবহারী, অনর্থক অনেক মিথ্যাবাক্যভাষী এবং বিরুদ্ধ দাননিরত হইবে।

তৃতীয় নবাংশে মিষ্টান্নভোজী, বপুষ্মান্, চক্ষু ও নাসা প্রফুল্ল, গোল জঙ্ঘা, যজ্ঞাগ্নি কর্ম্মরত, গুল্‌ফ এবং হস্ত অতিশয় দৃঢ় হইয়া থাকে।

চতুর্থ নবাংশে মহাতেজস্বী, দীর্ঘহস্ত, তীব্রদুষ্টশব্দকারী, দুষ্টান্তঃকরণ, ছাগসদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট, অল্পচিত্তসম্পন্ন ও উগ্রপ্রকৃতি হয়।

পঞ্চম নবাংশে দীর্ঘ উপনাসাবিশিষ্ট, বৃষের ন্যায় আকার-সম্পন্ন, বক্র ও নিবিড় কেশযুক্ত, বিলাসী, ভুজ স্কন্ধ ও কটিদেশ অতিদৃঢ় এবং গৌরবর্ণ হয়।

ষষ্ঠ নবাংশে—পটু, স্থিরপ্রকৃতি, উত্তম কেশযুক্ত, স্নিগ্ধ শরীর, বাচাল, প্রগল্‌ভ, মধুর হাস্যযুক্ত, কৃশ ও অতিশয় নিপুণ হইয়া থাকে।

সপ্তম নবাংশে—নিতান্ত মিথ্যারত, পরস্ত্রী আশক্ত, দেহের উর্দ্ধভাগ বর্দ্ধিত, আত্মীয়দ্বেষী, স্থূলপদ ও কেশবিশিষ্ট হইবে এবং তাহার স্ত্রীপুত্র কখনও তাহার দর্শনে সুখী হইবে না।

অষ্টম নবাংশে তাম্রনয়ন দৃষ্টি, উন্নতবক্ষ, কোমল দেহ, প্রফুল্ল নাসা, অল্পকর্ম্মা, মস্তক [illegible] অতিশয় উদ্বোলিত হয়।

নবম নবাংশে পাপী, অল্পমান, সর্ব্বপ্রাণীভয়শঙ্ক, ক্রোধী,

কুৎসিত দেহী, ধূর্ত্ত, সঞ্চিত ধনসম্পন্ন, বিখ্যাত ও কৃশ হইয়া থাকে।

মিথুন।

মিথুনের প্রথম নবাংশে হস্ত পদ লোমযুক্ত, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টিসম্পন্ন; উগ্রনাসাযুক্ত, দূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ, অঙ্গ ও হস্ত কৃশ হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে বিকৃত মস্তক, গর্হিত কর্ম্মকর, পানীয় রুচি, নাসার মধ্যভাগ নিম্ন, বহুভাষী, বহু চেষ্টান্বিত, যুদ্ধ গমনশীল ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে।

তৃতীয় নবাংশে অতি কৃষ্ণবর্ণ লোচন, সুন্দর ও দীর্ঘনাসাযুক্ত, সমশরীর, উত্তমমেধাযুক্ত, অল্প ভ্রুবিশিষ্ট ও বাক্‌চতুর হইবে।

চতুর্থ নবাংশে ললাট ও ভ্রূযুগল সুন্দর, কামী, নীলোৎপল লোচন, চঞ্চল; শুভ্রদন্ত, মৃদু মুখ ও প্রশস্ত রোমাবৃত হইয়া থাকে।

পঞ্চম নবাংশে বৃহন্নিতম্ববিশিষ্ট, হস্ত, মুখ বক্ষঃস্থল ও অধর পীন, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলমস্তক, মায়াবী, মার্জ্জারের ন্যায় মুখ ও নয়ন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন, [illegible] ললাট ও হৃদয় বিস্তৃত, [illegible], [illegible], ধূর্ত্ত, স্থূলদেহ, মনোহর মুখ ও ওষ্ঠ [illegible] হইবে।

[illegible] নবাংশে [illegible], [illegible], বিশাল বক্ষঃস্থল, [illegible] ও শিল্প বিদ্যানিপুণ এবং হাস্যরতিবান হইয়া থাকে।

[illegible] নবাংশে শ্যামবর্ণ, গুরুভাবাপন্ন, মনস্বী, লম্পট,

দৃষ্টান্তপ্রদ, সুন্দরদেহী, বিবৃদ্ধ দেহ, দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ লোচন ও কলাবেত্তা হয়।

নবম নবাংশে কৃষ্ণবর্ণ গোল চক্ষু, সুন্দর শরীর, চিক্কণবর্ণ, মেধাবী, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানকাব্যরত ও শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক হইবে।

কর্কট।

কর্কটের প্রথম নবাংশে নির্ম্মল বাক্যসম্পন্ন, সুন্দর গৌরবর্ণ, উত্তম কেশবিশিষ্ট, বিশাল উদর, গোলাকার মুখ ও উন্নত চক্ষু এবং শুদ্ধাঙ্গ হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে মনোহর দৃষ্টিবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ নাসাসম্পন্ন, যুদ্ধপ্রিয়, চক্ষু ও মুখ বিস্তৃত, ভোগী ও কৃশ জানু জঙ্ঘা হয়।

তৃতীয় নবাংশে গৌরবর্ণ, সুন্দর লোচন, বাক্‌পটু, সুকুমার মূর্ত্তি, শূর, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু, শ্রীসম্পন্ন, মৃদুকর্ম্মরত ও অলস হইয়া থাকে।

চতুর্থ নবাংশে শ্যামবর্ণ, বিনত ভ্রূ, বিশাল নেত্র, উচ্চতনু, সুন্দর বক্ষঃস্থল, সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ দন্ত, দাতা ও স্বজাতি কার্য্যার্থ হয়।

পঞ্চম নবাংশে কলসের তুল্য মস্তকবিশিষ্ট, নিম্নমুখ, ভ্রূযুগল মিলিত, দীর্ঘবাহু সম্পন্ন, সেবারত, গর্হিত কর্ম্মকারী, অমর্ষ পরায়ণ ও অল্পমেধাসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে দীর্ঘ-বিশাল-শরীর, প্রশস্ত নয়ন, বহু প্রতাপবান, গৌরবর্ণ, স্ববংশ পালক, বক্তা ও স্থূলদন্ত হয়।

সপ্তম নবাংশে বিদারিত মস্তক, বহুরোমযুক্ত, বলবান শরীর, স্থূল শিরাবিশিষ্ট জঙ্ঘা, পরগৃহে ভক্ষণশীল ও সাতিশয় প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে কলসের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট, উত্তম শিল্পকর্ম্ম-কুশল, বিদ্বান্, সুন্দর মুখ, উত্তম জঙ্ঘাযুক্ত, কুমতি সম্পন্ন, নাসিকার মধ্যস্থল বিলম্ব ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

নবম নবাংশে গৌরবর্ণ, ধর্ষিত নেত্র, গুরু উদরবিশিষ্ট, বক্ষঃস্থল স্থূল ও উন্নত, দীর্ঘদেহী, লম্বোষ্ঠ মহৎ উরু এবং জানু ও গুল্‌ফদেশ কৃশ হইবে।

সিংহ।

সিংহের প্রথম নবাংশে অপকৃষ্ট উদর, অত্যুগ্র, বক্তা, অলস, স্বভাব, শিরা বৃহৎ, স্থূল শরীর ও স্থূল বক্ষঃস্থল হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নবাংশে ললাট উন্নত ও বিস্তৃত, চতুর, সুন্দর শরীর, বিশাল নেত্র, গুরু ভাবাপন্ন, দীর্ঘভুজ, উন্নত বক্ষঃস্থল ও উগ্র নাসাযুক্ত হয়।

তৃতীয় নবাংশে রোমাবৃত দীর্ঘ বাহুসম্পন্ন, চঞ্চল-লোচন, চপল, শুভ, ত্যাগশীল, উন্নত নাসাযুক্ত, স্নিগ্ধ শরীর ও বাহ্য আচারবিশিষ্ট হইবে।

চতুর্থ নবাংশে ঘৃতমণ্ডের ন্যায় গৌর গাত্র, দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ-লোচন, মৃদুকেশ, স্থূল কর ও পদ, ভেকের ন্যায় উদর ও অস্ফুট শব্দ সম্পন্ন হয়।

পঞ্চম নবাংশে ঘটের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট, অল্প কেশযুক্ত, চক্ষু ও নাসা কৃষ্ণবর্ণ, ঊর্দ্ধ সুরুচির দেহ, লম্বোদর, উৎকৃষ্ট দন্ত এবং হৃদয় ও কটিদেশ স্থূল হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে অল্পরোগযুক্ত, নয়নবিশিষ্ট, শরীর চিক্কণ, দীর্ঘাকার নয়ন, শ্যামবর্ণ, স্ত্রীচতুর, বৃথা গর্ব্বকর ও বাক্‌পণ্ডিত হইয়া থাকে।

সপ্তম নবাংশে দীর্ঘবদন, স্থূল শিরা, পীনতনু, স্ত্রী-দৌর্ভাগ্য-বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, উত্তম সত্বসম্পন্ন, রোষযুক্ত, মিথ্যা ও নিষ্ঠুর-ভাষী হইবে।

অষ্টম নবাংশে উচ্চবাক্য সম্পন্ন, স্থিরাংশ, বন্ধুবর্গে উগ্র; ভীরু দৃষ্টি-গর্হিত কর্ম্মকারী, ধনহীন, কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণ হয়।

নবম নবাংশে গর্দ্দভের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, সরল হস্ত, জঙ্ঘার পশ্চাৎ ভাগ উত্তম ও খাস্ নিপীড়িত বক্ষঃস্থল হইবে।

কন্যা।

কন্যার প্রথম নবাংশে জন্মিলে মৃগের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, বক্তা, স্নানভোগ ও বন্ধুগণ দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন; শ্যামবর্ণ ও উন্নত-হৃদয় হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে পূর্ণানন, সুন্দর বক্ষঃস্থল, চিকণ, মৃদুবচন-সম্পন্ন, বাদশীল, পণ্ডিত, লোভী ও স্থূলোদর হইবে।

তৃতীয় নবাংশে প্রফুল্ল নাসাবিশিষ্ট, প্রশস্ত গৌরবর্ণ, দেহ ও ভুজ সাতিশয় ঘন, প্রফুল্ল, বাগ্মী, সুন্দর নয়ন, শ্রুতিধর ও বহু স্ত্রী-রতিকর হইয়া থাকে।

চতুর্থ নবাংশে সুকুমার দেহসম্পন্ন, মধুর, দীর্ঘ, অল্পরোম ও অল্পকেশবিশিষ্ট দেহ, বক্র ভাবাপন্ন, অতিশয় গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ-স্বভাব, কৃশ এবং দ্বিমস্তক হইয়া থাকে।

পঞ্চম নবাংশে সূক্ষ্ম ওষ্ঠবিশিষ্ট, বহুভাষী, উচ্চ ভুজ, স্থূলশিরা, বৃহৎ কোষযুক্ত, পৃথু বক্ষঃস্থল, অন্যের আশ্রয় দাতা এবং কেশ ও জঙ্ঘা কুৎসিত হয়।

ষষ্ঠ নবাংশে চিকণ দীপ্তি বিশিষ্ট, বাক্যসম্পন্ন, প্রশস্ত দেহ, শাস্ত্রে প্রচুর বুদ্ধি, লিপিলেখ্য, কলাভিজ্ঞ ও সুমতি হইবে।

সপ্তম নবাংশে হ্রস্বমুখ, উন্নত স্কন্ধ, স্নিগ্ধ কোমল হস্ত, কুটিল কেশসম্পন্ন, স্থূল জঠর, গুরুবাক্যসম্পন্ন ও জলভীরু হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে সুন্দর, গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, শ্বেতবর্ণ, উন্নত-দৃষ্টিসম্পন্ন, উগ্র প্রকৃতি, মানী, দীর্ঘ, সরল হস্ত ও পিঙ্গলবর্ণ লোমযুক্ত হয়।

নবম নবাংশে খ্যাত, মৃদু, সুন্দর শরীর, বিশাল নয়ন, বিষম প্রকৃতি, চতুর, নিয়স্কন্ধ, লেখ্যাদি কার্য্যপটু হইবে।

তুলা।

তুলার প্রথম নবাংশে জন্মিলে গৌরবর্ণ বিশাল নেত্র, শ্লাঘাকর, দীর্ঘবদনবিশিষ্ট, ধনলোপনকারী, ঘনশ্মশ্রুসম্পন্ন, বাণিজ্য-কুশল ও উত্তম কার্য্যবিশিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে চক্ষুযুগল বিশাল ও গোলাকার, ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট, হস্তদ্বয় লম্বিত, সুগণ সম্পন্ন, বিশাল হৃদয়, কুৎসিত শরীর ও মলিন ভ্রূ হয়।

তৃতীয় নবাংশে গৌরবর্ণ, ঘোটকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, সুন্দর দন্তযুক্ত, উত্তম উন্নত-লোচন, কৃশদেহ, শত্রু লব্ধ যশ, কেশ ও নাসা দীর্ঘ এবং সকলের শরণ্য হয়।

চতুর্থ নবাংশে হরিণের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টিসম্পন্ন, মুখ ও নাসা খর্ব্ব, বিলাসী, উন্নতদেহ, স্নিগ্ধ, উগ্র স্বভাব, শীলবান্, চতুঃষষ্টি-শাস্ত্রবেত্তা, বিবাদযুক্ত ও শ্যামবর্ণ হয়।

পঞ্চম নবাংশে গম্ভীর দৃষ্টিবিশিষ্ট, স্থির প্রকৃতি, বন্ধুপ্রিয়, মাংস, কেশ ত্বক্ ও নেত্র অতিশয় তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি ও নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে স্থূলাঙ্গসম্পন্ন, গৌরবর্ণ, বিশাল মুখ, সুন্দর নাসা, উন্নতদেহ, স্নিগ্ধ স্বরসম্পন্ন, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট, শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থ-বেত্তা হইয়া থাকে।

সপ্তম নবাংশে রক্তাক্ত চক্ষু, বুদ্ধিমান্, ক্রূর ভাবাপন্ন, কৃশ-শরীর, ললাট কৃশ, যোদ্ধা, প্রচণ্ড, বলবান্ ও বচস্বী হয়।

অষ্টম নবাংশে গণ্ড ও অঙ্গ অতিশয় উচ্চ, ভোক্তা, কঠিন শরীর, ভ্রূ ও নাসা দীর্ঘ, বিশুদ্ধ বাক্য, প্রশান্ত, সুন্দর নয়ন, বক্ষ ও মস্তক উত্তম হইবে।

নবম নবাংশে সুন্দর ব্যবহারবিশিষ্ট, প্রসন্ন মূর্ত্তি, গৌরবর্ণ, সমতাবাপন্ন, মনোহর তনু, কর্ম্মকুশল, কলাশাস্ত্রে নিযুক্ত, দয়াবান্, হাস্যনিরত এবং বৈশ্যের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হয়।

বৃশ্চিক।

বৃশ্চিকের প্রথম নবাংশে খর্ব্ব, নিম্ন ওষ্ঠ ও নাসিকা সম্পন্ন, সুগলিত নাভী, দৃঢ়াঙ্গ, গৌরবর্ণ, উদর মস্তক ও হস্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ হয়।

দ্বিতীয় নবাংশে গৌরবর্ণ, দীর্ঘায়ত হৃদয় ও বাহুবিশিষ্ট, তাম্র বর্ণ চক্ষু, উদ্ধত, বলবান্, শত্রুহন্তা, সাহসী ও ক্রোধী হইয়া থাকে।

তৃতীয় নবাংশে বুদ্ধিমান, দৃঢ়হস্ত, ক্রোধক্ষমী, সুমধুর বাক্য-বিশিষ্ট, কামী, বপুষ্মান, গৌরবর্ণ; অধর ও ওষ্ঠ মনোহর হইবে।

চতুর্থ নবাংশে পরস্ত্রী ধর্ম্মনাশী, ক্ষেপনকর্ত্তা, ধীর, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘদেহ, কেশ ও নয়ন কৃষ্ণবর্ণ, গমনে প্রগল্‌ভান্বিত, স্কন্ধ ও রোম পীন হয়।

পঞ্চম নবাংশে গম্ভীর প্রকৃতি, তাম্রবর্ণ লোচন, লঘু নাসা, ধনেশ্বর, দীর্ঘ উদরবিশিষ্ট, উগ্র কর্ম্মকর, বিস্তৃত দৃঢ়দেহ ও যশস্বী হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে বিদ্বেষী, সুন্দর স্তব্ধ নয়ন, প্রফুল্ল, অশ্বের ন্যায় নাসাবিশিষ্ট, গম্ভীর প্রকৃতি, উত্তম বিনয় সম্পন্ন, উগ্রকর্ম্মা, পটু, অল্পভাষী ও নত শ্রী হইবে।

সপ্তম নবাংশে বিস্তৃত বদন, স্থূল শিরাসম্পন্ন, বিরল দন্ত-বিশিষ্ট, শিরাবরণে পঙ্গু, লম্বোদর, রোমযুক্ত নয়ন এবং সুন্দর শরীর সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অষ্টম নবাংশে নাসিকার অগ্রভাগ প্রফুল্ল, মলিন দেহ, কেশ-দ্বারা কুদৃশ্য, মিথ্যাবাদী ও কুমতিসম্পন্ন হয়।

নবম নবাংশে গৌরবর্ণ, মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, সুন্দর মূর্তিসম্পন্ন স্থূল প্রশস্ত স্কন্ধ দৃঢ় রোমযুক্ত, গুরুজনের সুসম্মত, ও দাতা হইয়া থাকে।

ধনু।

ধনুর প্রথম নবাংশে জন্মিলে জাতক সুন্দর, বৃহন্নখ, বলবান্ উগ্রদৃষ্টিবান, উচ্চহাস্যকারী, প্রফুল্ল, মনোহর রোমযুক্ত, গৌরবর্ণ, সুন্দর বৃষণ ও ক্রোধী হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে উচ্চমস্তক, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, বিশাল নেত্র, গুরু ভাবাপন্ন, স্থির চরণ, নাসাগ্র বিকৃত ও হনুদেশ বিস্তৃত হইয়া থাকে।

তৃতীয় নবাংশে দীক্ষাশাস্ত্রে অনুরক্ত, প্রগল্‌ভ, সম্পূর্ণ গঠন, সুন্দর বক্ষঃ, স্ত্রীবল্লভ, মনস্বী, হাস্যবান্ ও শিল্পবেত্তা হইবে।

চতুর্থ নবাংশে পটু, মনোহর, মণ্ডলাকার নয়ন, গৌরবর্ণ, কচ্ছপ সদৃশ বিস্তৃত কুক্ষিদেশ, প্রাজ্ঞ, নটকর্ম্মকর, উত্তম কেশ-সম্পন্ন ও পৃথু সুন্দর মূর্ত্তি হইয়া থাকে।

পঞ্চম নবাংশে কর্ণ নেত্র বদন অতি স্থূল, বিখ্যাত, সুন্দরদেহ, মহৎ, হস্ত ও স্কন্ধ পীন এবং উন্নত, ঘন কেশযুক্ত এবং দৃঢ়বুদ্ধি সম্পন্ন হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অতিগুরুদৃষ্টিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ ললাট, সুন্দর মূর্ত্তি, কাব্যানুরক্ত, পৃথুপীনবদন হীনপ্রকৃতি, বিদ্বান্, কবি ও ধীর হইয়া থাকে।

সপ্তম নবাংশে শ্যামবর্ণ, মৃদু, বর্চস্বী, উচ্চ মস্তক, সংগ্রহার্থ রত, দীর্ঘদেহ, বিস্তৃত লোচন, দয়ালু ও পটু হইবে।

অষ্টম নবাংশে চিপিটনাসাগ্র, বিস্তীর্ণ মস্তক, সুবন্ধর্কের, বিভ্রান্তদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রতাপশালী ও গুরুগণে অভিরত হইয়া থাকে।

নবম নবাংশে গৌরবর্ণ, অশ্বাকৃত বদন, কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘচক্ষু, অল্পবাক্, সত্যবাদী, সাধুবিবাদী এবং উরু ও জঙ্ঘা কুটীল হয়।

মকর।

মকরের প্রথম নবাংশে জন্মিলে দুর্ব্বল দন্তাগ্র, শ্যামবর্ণ, প্রভিন্নবাক্, তীক্ষ্ণকেশাগ্র তনু, গায়কশ্রেষ্ঠ, সুহাস্যযুক্ত, ধনবল সম্পন্ন ও কৃশশরীর হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে শ্যামবর্ণ, বক্রনখবিশিষ্ট, গীতাভিরত, বিস্তীর্ণ দেহসম্পন্ন, বহুস্ত্রীরত, বহুভাষী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়।

তৃতীয় নবাংশে গন্ধর্ব্বকলাসম্পন্ন, খ্যাত, গৌরদেহ, অতিরক্তবর্ণ নখ ও চক্ষু, সুন্দর নাসাবিশিষ্ট, বহুমিত্র সম্পন্ন, অভিমানী ও ইষ্টকর্ম্মকারী হয়।

চতুর্থ নবাংশে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার চক্ষুবিশিষ্ট, ললাট ও হস্তমহান্, দুর্ব্বলাঙ্গ শোভা, বিস্তীর্ণ কেশ ও বিরল দন্ত হইবে।

পঞ্চম নবাংশে প্রচণ্ড সুন্দর নাসা, কুকামিনীপতি, উত্তম ভোক্তা, সুন্দর স্কন্ধ, শ্যামবর্ণ, উরু ও ভুজ বর্ত্তুল এবং শিরাবন্ত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে স্নিগ্ধদীপ্তি, সুবেশকর, ইষ্টানুরক্ত, সমসূক্ষ্মদন্ত, সুবক্তা, স্থূল হনুদেশ ও মহাললাট হইবে।

সপ্তম নবাংশে শ্যামবর্ণ, অলস প্রকৃতি, সুবক্তা, কুঞ্চিতকেশবিশিষ্ট, বৃহৎ তনু, কঠিন, কোমল হস্তপদ, মতিমান্ ও শীলসম্পন্ন হয়।

অষ্টম নবাংশে গভীর দৃষ্টি, কুৎসিত নিম্ননাসা, বক্রমুখ, ভিন্ন নখ ও কেশ, উদ্ধত তনু, এবং নিম্নললাট হইয়া থাকে।

নবম নবাংশে বিপুল চক্ষু ও হৃদয়সম্পন্ন, সুন্দর মেধান্বিত, পরিপূর্ণ মুখ, গীতবাদ্যানুরক্ত, মাধুর্য্যসত্বযুক্ত, সাধুপ্রকৃতি এবং সুন্দর জানু হইবে।

কুম্ভ।

কুম্ভের প্রথম নবাংশে জন্মিলে শ্যামবর্ণ, মৃদুস্বভাব, কৃশাঙ্গ, শাস্ত্রকাব্যে বিপুলমতিবিশিষ্ট, কামী, রতিমান ও কমনীয় হইবে।

দ্বিতীয় নবাংশে ত্বক্ নখ দৃষ্টি কেশ ও শব্দ দ্বারা বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি স্নেহকর, সাধু, দীর্ঘাকৃতি, অতিমস্তক ও মূর্খ হইবে।

তৃতীয় নবাংশে সংশক্ত শরীর, প্রমদাপ্রিয়, বৈদূর্য্যকান্তি, ধর্ম্মরত, শাস্ত্রার্থবেত্তা ও সুন্দর বচনশীল হয়।

চতুর্থ নবাংশে কাস্তনিরত, গৌরবর্ণ, বিদারিত বদন, বিপ্র-প্রাণনাশক, গম্ভীর প্রকৃতি, ধীর ও রতি ভোগযুক্ত হইবে।

পঞ্চম নবাংশে স্পষ্টার্থবেত্তা, কলাজ্ঞ, বাক্যচরণ রোম ও কেশ কর্কশ, রুক্ষ কর্ণ নাসা ও কৃষ্ণ নয়নবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ নবাংশে ব্যাঘ্রতুল্য মুখবিশিষ্ট, প্রগল্‌ভ, কুঞ্চিত কেশ-সম্পন্ন, অনিশ্চিতার্থবেত্তা, চপল ও বাতমৃতা ঘাতক এবং রাজ-বল্লভ হয়।

সপ্তম নবাংশে মেষের ন্যায় চক্ষু সম্পন্ন, তীক্ষ্ণদন্ত, নীচরতি, স্ত্রীপরাভূত, পিত্তরোগার্ত্তদেহ এবং ধৃতিসত্ত্বসম্পন্ন হইবে।

অষ্টম নবাংশে স্থিরসত্ত্বসম্পন্ন, অভিমানী, নরেন্দ্রসেবী, ধনে-শ্বর, সৌভাগ্যবান্, স্থূলদন্ত, বিপুল চক্ষু এবং সুন্দর দেহ হইয়া থাকে।

নবম নবাংশে শ্যামবর্ণ, সমগ্র কর্ম্মকুশল, ধন পুত্র, পত্নী বিচ্যুত, সুবাক্যসম্পন্ন এবং যাজ্ঞাপটু হইবে।

মীন।

মীনের প্রথম নবাংশে জন্মিলে গৌরবর্ণ, বিভক্ত দেহ, চপল.

মৃদু, স্ত্রীমনা, প্রবল চিত্ত, হ্রস্বগলদেশ ও মধ্য কৃশ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নবাংশে নাসা ও মুখাগ্র পৃথুপীন, ক্রিয়াপটু, অংশ-ভোক্তা, মনোহর দেহসম্পন্ন, গর্ব্বিত ও বনচারী এবং বৃহৎ মস্তক-বিশিষ্ট হইবে।

তৃতীয় নবাংশে গৌরবর্ণ, সুন্দর সমান চক্ষুবিশিষ্ট, সুন্দর শরীর, ধনবান্, সদ্বিদ্যাসম্পন্ন, দয়াবান্ ও বিনীত হইয়া থাকে।

চতুর্থ নবাংশে গুণবান, সদাবিপদযুক্ত, বৃদ্ধজনসেবক, ক্রিয়া-পটু, ধীর সত্ত্বাধিক, দেবার্চ্চনাবিরত ও উচ্চনাসাযুক্ত হয়।

পঞ্চম নবাংশে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ-কায়, সবক্তা, স্বল্পনাসা, স্থির-বুদ্ধি, হিংসারতি, শোভন দন্তবিশিষ্ট; দুঃখবহনশীল এবং প্রতাপান্বিত হইবে।

ষষ্ঠ নবাংশে কমনীয় মূর্ত্তি, প্রতাপী, গুণবান, কুলপ্রশস্ত-কারী, উচ্চনাসাবিশিষ্ট, মানী, তির্য্যকলোচন, বিখ্যাত এবং নিপুণ হইয়া থাকে।

সপ্তম নবাংশে পুরুষাভিমানী হৃদয়সম্পন্ন, কুমতিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, রাজমন্ত্রী, প্রতাপান্বিত, বিবাদপরায়ণ, শঠ ও অস্থির হইবে।

অষ্টম নবাংশে বৃহৎ শিরাসম্পন্ন কৃশ, অলসপ্রকৃতি, রুক্ষ, অল্পকেশ-বিশিষ্ট, কুপুত্রবান্, অর্থনিরত এবং রণকুশল হইয়া থাকে।

নবম নবাংশে হ্রস্ব, মৃদুশরীর, বক্ষ, চক্ষু ও নাসা বিশাল, স্নিগ্ধ, বিহিতাঙ্গ বুদ্ধি ও গুণবান হইবে।

যেরূপ রাশিফল কথিত হইয়াছে, সেই সমুদায় ফল দ্বাদশাংশে বিহিত হইবে। পণ্ডিতগণ এই রাশির ফল ও সপ্তাংশে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

দ্বাদশাংশ ফল।

রবি,—রবির দ্বাদশাংশে ভূপালের ন্যায় বলসম্পন্ন, স্বীয়-দারনিরত ও লোকমান্য এবং দক্ষ হয়।

চন্দ্র,—চন্দ্রের দ্বাদশাংশে নানাবিধ ভোগযুক্ত, শান্ত, খ্যাত, ধীমান্, বিচক্ষণ, শোভনদেহ এবং কুলাধ্যক্ষ হইবে।

মঙ্গল,—মঙ্গলের দ্বাদশাংশে নির্দ্দয়, মলিন, ধূর্ত্ত, ধন ও শীলবর্জ্জিত, শাস্ত্রার্থ-কুশল ও ধীর হইয়া থাকে।

বুধ,—বুধের দ্বাদশাংশে দেবদ্বিজরত, ধীমান্, সুখ ও সৌখ্যগুণযুক্ত, চিরজীবি ও মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতি,—বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে সুখী, সৌম্যমূর্ত্তি, ধীর, কৃপালু, দানতৎপর এবং বন্ধুবর্গের উপকারী হইবে।

শুক্র,—শুক্রের দ্বাদশাংশে রতিকীর্ত্তিযুক্ত, বলবান্, লোক-পূজিত, কবি, বিচক্ষণ ও দাতা হয়।

শনি,—শনির দ্বাদশাংশে প্রবাসী, বলবান্, মূর্খ, দারা-পুত্রবিবর্জ্জিত, খল এবং কামকলাযুক্ত হইয়া থাকে।

ত্রিংশাংশ ফল।

মঙ্গল,—মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্মিলে স্ত্রীবিজয়ী, ধনহীন, ক্রোধপরায়ণ, আত্মবিস্ময়ে গর্ব্বিত, তস্করবৃত্তিধারী এবং পুত্র-বিত্তবিহীন হয়।

বুধ,—বুধের ত্রিংশাংশে বিভবসুখসম্পন্ন, নানারত্নসমন্বিত এবং তাহার তোষাগার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বৃহস্পতি,—বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে শ্রেষ্ঠকামিনীবল্লভ, নিত্যভাগ্যসম্পন্ন, রাজপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু হইবে।

শুক্র,—শুক্রের ত্রিংশাংশে শ্রীমান্, বহু আশাযুক্ত, দান-ধর্ম্মপরায়ণ, দেবার্চ্চন এবং নৃত্যগীতপরায়ণ হইয়া থাকে।

শনি,—শনির ত্রিংশাংশে পাপাত্মা, পাপানুরক্ত, লোভী, পরনিন্দুক, পরদারনিরত ও ধনবান্ হইবে।

রবি চন্দ্রের ত্রিংশাংশ নাই।

রবিস্থিত রাশিফল।

মেষ রাশিতে রবি থাকিলে শাস্ত্র ও অর্থবিহিত কর্ম্মকারী, দুষ্টপ্রিয়, ক্রোধী, উদ্যোগী, ভ্রমণেচ্ছু, কৃপণ ও শ্রেষ্ঠক্রিয়াকর হয়।

মেষরাশিস্থিত রবি স্বীয় তুঙ্গাংশে থাকিলে সাহস কর্ম্মরত, রক্তপিত্তব্যাধিযুক্ত কান্তি ও স্বত্বসম্পন্ন ও মানবের শ্রেষ্ঠ হয়।

মেষরাশিস্থিত রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক দানরত, বহুভৃত্যবান্, মনোহর, যুবতীপ্রিয় ও মৃদুশরীর হইবে।

মেষরাশিস্থিত রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামে উৎকট, বলবীর্য্যসম্পন্ন, ক্রূর, সংরক্ত চক্ষু, কেশ ও পদবিশিষ্ট তেজ ও বলবান হইয়া থাকে।

মেষরাশিস্থ রবি যদি বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হয়, তবে ভৃত্যকর্ম্মকর, পরকার্য্যরত, মন্দধনসম্পন্ন, সত্ত্বহীন, বহুদুঃখযুক্ত ও মলিনদেহ হয়।

মেষরাশিস্থ রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে প্রচুর ধনসম্পন্ন, দাতা, রাজমন্ত্রী, কিম্বা দণ্ডনায়ক ও শ্রেষ্ঠ হইবে।

মেষরাশিস্থ রবি শুক্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে কুৎসিত কামিনীর পতি, অনেক শত্রুযুক্ত, বন্ধুহীন, দীন ও কুষ্ঠরোগী হইয়া থাকে।

মেষরাশি গত রবি শনিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, দুঃখময় দেহবিশিষ্ট, কার্য্যে উৎসাহী, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও মূর্খ হইবে।

বৃষরাশিস্থ রবির ফল।

বৃষরাশিতে রবি থাকিলে জাতক মুখ ও চক্ষুরোগে পীড়িত,

কষ্টসহ, কৃশ, অল্পমিত্রবান, ভোক্তা, ব্যবহাররত; রতিমান ও উত্তমস্ত্রীদ্বেষী, ভক্ষ্যদ্রব্য মাল্য আচ্ছাদন ও গন্ধযুক্ত, নৃত্যগীত বাদ্যজ্ঞ এবং সলিলভীরু হইয়া থাকে।

ঐ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বেশ্যারমণশীল মৃদুভাষী, বহু-যুবতীর আশ্রয়স্থল ও সলিলজীবী হয়।

ঐ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মূর্খ, সংগ্রামপ্রিয়, তেজস্বী, সাহসান্বিত, ধনকীর্ত্তিযুক্ত ও বিকল হইবে।

ঐ রবি বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে লিপিলেখ্য, কাব্য পুস্তক নিরত, অতিশয় নিপুণ ও সুতনু হইয়া থাকে।

ঐ রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে অনেক শত্রু ও মিত্র পক্ষসম্পন্ন রাজসচিব চারু লোচনবিশিষ্ট, কমনীয় কান্তি ও সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইবে।

ঐ রবি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজা কিম্বা রাজমন্ত্রী, স্ত্রীধন ভোগ সংযুক্ত, মতিমান ও ভীরু হয়।

ঐ রবি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নীচ, অলস, দরিদ্র, বৃদ্ধা স্ত্রীকর্ত্তৃক প্রতিপালিত, বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন ও ব্যাধিসন্তপ্ত হইবে।

মিথুন রাশিস্থ রবির ফল।

রবি মিথুন রাশিতে থাকিলে জাতক মেধাবী, মধুর বাক্য সম্পন্ন, বাৎসল্য গুণযুক্ত, বেদাচার পরায়ণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশারদ, বহুধনসম্পন্ন, উদার চেষ্টান্বিত; নিপুণ, জ্যোতির্ব্বেত্তা, সমকায়, বিমাতৃ প্রতিপালিত, সৌভাগ্যসমান্বিত ও বিনীত হইবে।

ঐ রবি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রিপু ও বান্ধব দ্বারা পীড়াগ্রস্ত, বিদেশ গমনে পীড়িত ও বহু বিলাসসম্পন্ন হইবে।

ঐ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সদা রিপুভয় ও কলহযুক্ত, শত্রু দ্বারা পরিবাদপ্রাপ্ত, দীনতাসম্পন্ন ও সলজ্জ হয়।

ঐ রবি বুধ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে নৃপতির স্থায় চরিত্রবান্, বিখ্যাত, বান্ধবযুক্ত, নিরন্তর শত্রুসংত্যক্ত ও বৃদ্ধতম হইবে।

ঐ রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে বহুশাস্ত্রালোচনা দ্বারা সুখসম্পন্ন, রাজদূত, বিদেশগমনশীল, সুস্থ ও সর্ব্বদা উৎসাহী হইয়া থাকে।

ঐ রবি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধন দারা ও পুত্রযুক্ত, অল্প স্নেহ বিশিষ্ট, রোগহীন, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও চপল হইবে।

ঐ রবি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুভৃত্যযুক্ত, উদ্বিগ্নান্তঃকরণ বহুবন্ধু পোষণে সদা খিন্ন ও ধূর্ত্ত হয়।

কর্কট রাশিস্থ রবির ফল।

রবি কর্কট রাশিতে থাকিলে কর্ম্মকুশল, রাজগুণে বিখ্যাত, আত্মপক্ষদ্বেষী স্ত্রীদৌর্ভাগ্যযুক্ত, সুরূপ সম্পন্ন, কফপিত্ত-রোগার্ত্ত, শ্রমপীড়িত, সত্যপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মানী, পারলৌকিক দৃষ্টিবেত্তা, বহু স্ত্রীযুক্ত এবং পিতৃগুণদ্বেষ্টা হইবে।

ঐ রবি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজতুল্য, অচল পণ্য-ধনসম্পন্ন স্থিরোদ্যমশীল ও ক্রূর হইয়া থাকে।

ঐ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শোথ ও ভগন্দর রোগ-সন্তপ্ত, বন্ধুসহবিরোধী ও পুত্রহীন হইবে।

ঐ রবি বুধ কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে সদাবিদ্যমান যশঃ দ্বারা বিখ্যাত, রাজবল্লভ, নিপুণ ও বিগতশত্রু হইবে।

ঐ রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ রাজমন্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ সেনানায়ক ও কুলপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ঐ রবি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীসেবী, যুবতীধনসম্পন্ন, শত্রুকার্য্যকর, যুদ্ধে প্রগল্ভান্বিত ও প্রিয়ালাপকারী হয়।

ঐ রবি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বাত কফরোগার্ত্ত, পরধন হরণশীল, চঞ্চলগতি ও চেষ্টাসম্পন্ন এবং পিশুন হইয়া থাকে।

সিংহ রাশিস্থ রবির ফল।

রবি সিংহ রাশিতে থাকিলে জাতক শত্রুহন্তা, কোপন-স্বভাববিশিষ্ট, চেষ্টাবান্, বন পর্ব্বত ও দুর্গ বিচরণকারী, উত্তম শূর, উৎসাহী, তেজস্বী, মাংসভক্ষক, উগ্র, গম্ভীর, রাজ পালিত, ধন সমৃদ্ধিযুক্ত ও বিখ্যাত হইয়া থাকে।

ঐ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মেধাবী, উত্তম স্ত্রীযুক্ত, কফান্বিত ও রাজবল্লভ হইবে।

ঐ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরদাররত, শূর, প্রগল্ভ, সাহসকৃত, উদ্যমশীল, উগ্র ও প্রধান হয়।

ঐ রবি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিদ্বান্, লিপিলেখ্যকর, ধূর্ত্ত, সেবাপরায়ণ, পরাক্রমহীন ও অল্প স্বত্বসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঐ রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে দেবতা উদ্যান ও তড়াগকর্ত্তা, সত্বাধিক, যজনশীল ও মহাবুদ্ধিসম্পন্ন হইবে।

ঐ রবি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অর্শ ও কুষ্ঠ রোগাভিভূক্ত, নির্দ্দয় ও বিগতলজ্জা হইয়া থাকে।

ঐ রবি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিনাশদক্ষ, যণ্ডাচার-বিশিষ্ট এবং পরোপতাপকরী হইবে।

কন্যারাশিস্থ রবির ফল।

রবি কন্যা-রাশিতে থাকিলে জাতক ললিত গঠন, হ্রীমান, লিপিবেত্তা, দুর্ব্বল, কর্ণকৃথ, মেধাবী, লঘুসত্বসম্পন্ন, বিদ্বান্, দেবতা ও গুরু শুশ্রূষক, ভারবহনাদিকর্ম্মকুশল, শ্রুতিগীত ও বাদ্যে পরিতুষ্ট এবং মৃদুদীন বাক্যযুক্ত হইবে।

মিথুন রাশিতে চন্দ্রাদি গ্রহ দৃষ্টি দ্বারা যেরূপ রবির ফল কথিত আছে, এখানে সেই সমস্ত ফল উল্লেখযোগ্য।

তুলারাশিস্থ রবির ফল।

তুলা রাশিতে রবি থাকিলে অকর্ম্মী, রোগার্ত্ত, বিদেশগমনশীল, স্ত্রীলম্পট, উপদিষ্ট, প্রীতিযুক্ত, লৌহাদি পণ্যজীবী, দ্বেষা, শত্রুকর্ম্মকর, পরদাররত, মলিন, রাজ পরিভূত ও প্রগল্ভ হইবে।

বৃষ রাশিতে চন্দ্রাদি গ্রহদৃষ্ট রবির ফল যেরূপ লিখিত আছে, এখানে সেই সমুদয় ফল উল্লেখ করিতে হইবে।

বৃশ্চিক রাশিস্থ রবির ফল।

বৃশ্চিক রাশিতে রবি থাকিলে অনিবারিত রণবেগবিশিষ্ট, বেদধর্ম্মরত, মিথ্যাপরায়ণ, মূর্খ, সুশীল ভার্য্যান্বিত, ক্রূর, কুলস্ত্রীর বশীভূত, ক্রোধপরায়ণ, অসদ্বৃত্তিসম্পন্ন, লোভযুক্ত, কলহপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, শস্ত্রান্বিত ও বিষগ্রস্ত এবং পিতামাতার দুর্ভাগ্যকর হইবে।

মেষ রাশিতে চন্দ্রাদি গ্রহ দৃষ্ট রবির ফল যেরূপ কথিত আছে, এখানে সেই সমস্ত ফল বুঝিতে হইবে।

ধনুরাশিস্থ রবির ফল।

ধনুরাশিতে রবি থাকিলে দ্রব্যান্বিত ভূপালের ন্যায় চেষ্টাকর, বিখ্যাত, প্রাজ্ঞ, দেবদ্বিজের অর্চ্চনা পরায়ণ, শাস্ত্রার্থ ও হস্তি শিক্ষায় নিপুণ, ব্যবহারে যোগ্য, সাধুগণের পূজ্য প্রগল্ভ, ধনবান্ মহোদর এবং বিস্তীর্ণ দেহ বিশিষ্ট, বন্ধুগণের হিতকারী ও সত্ত্বযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা বাক্য বিভব বুদ্ধি ও পুত্রযুক্ত, ভূপাল সমতুল্য, শোকহীন ও অতি সুন্দর শরীরসম্পন্ন হইবে।

ঐ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামে লব্ধযশস্বী, সুস্পষ্ট বাক্যযুক্ত, ধৃতি ও সৌখ্যসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ হয়।

ঐ রবি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মধুর বাক্যসম্পন্ন, লিপিবেত্তা, বাক্যকলাবিৎ, গোষ্ঠীপাল ও ধাতুজ্ঞ হইবে।

ঐ রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, রাজভবন-বিচরণকারী, বা নৃপতি হস্তী অশ্ব ও ধনযুক্ত এবং সর্ব্ব বিদ্বান্ হইয়া থাকে।

ঐ রবি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুগন্ধ মাল্যাদির সহিত সর্ব্বদা দিব্য স্ত্রীভোগে রত ও শান্ত হয়।

ঐ রবি শনি-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অশুচি, পরান্নভোজী, নীচানুরত, চতুষ্পদ ক্রীড়নশীল ও অতিশয় চপল হইবে।

মকর রাশিস্থ রবির ফল।

মকর রাশিতে রবি থাকিলে লুব্ধ, কুস্ত্রীআসক্ত, কুকর্ম্ম সম্বর্দ্ধিত, সর্ব্ব দৃষ্টিসম্পন্ন, ভীরু, বহুকার্য্যরত, কুশীল, কলপ্রকৃতি, ভ্রমণপ্রিয়, অল্পরত্নসম্পন্ন স্বপক্ষ বিক্ষোভনশীল, সমস্ত নাশক ও বহুভোগী হইবে।

ঐ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মায়াপটু চপলমতিসম্পন্ন স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা সমস্ত ধন ও সমস্ত সুখ নষ্টকর হয়।

ঐ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ব্যাধি ও অরিগ্রস্ত, পরকলহে শস্ত্র দ্বারা রক্ষিত দেহ ও বিকল হইবে।

ঐ রবি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শূর, ষণ্ড প্রকৃতি, পরস্বাপহারী ও অল্প কুদৃশ্য হয়।

ঐ রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, শোভনকর্ম্মা, মতিমান্ সকলের আশ্রয়, বিপুল কীর্ত্তিসম্পন্ন ও মনস্বী হইবে।

ঐ রবি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শঙ্খ প্রবাল ও মণি দ্বারা জীবনধারী, বেশ্যাঙ্গনাধনে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুখী হয়।

ঐ রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শত্রুপক্ষে ধ্বংসকারী, রাজ সম্মানিত ও বর্দ্ধিতাশ্বাস হইবে।

মীনরাশিস্থ রবির ফল।

মীন রাশিতে রবি থাকিলে মিত্রসংগ্রহণশীল শোক ও সন্তাপে প্রীতিলাভকর, প্রাজ্ঞ, বহুশত্রুসম্পন্ন, ধন ও কীর্ত্তি দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধিশীল, বারম্বার ভৃত্যপ্রাপ্ত যশস্বী, মুক্তাদি পণ্য দ্বারা ধনবান্, সুন্দর, অনৃতবাদী, তেজস্বী, গুহ্য রোগার্ত্ত ও বহু সোদর-যুক্ত হইবে।

চন্দ্রাশ্রিত রাশির ফল।

মেষ রাশিতে জন্ম হইলে দেবকর্ম্মবেত্তা, স্থিরধনসম্পন্ন, ভ্রাতৃবিহীন, সাহসী, মাংসল ওষ্ঠবিশিষ্ট, কামার্ত্ত, ক্ষীণজানু নখ ও করতল কুৎসিত, চঞ্চল, সম্মানিত চিত্ত, হস্তপদ পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, বহু পুত্রসম্পন্ন, আরক্ত ও বর্ত্তুলাকার লোচন, সদা স্নেহান্বিত, জলভীরু, ব্রণফলিত মস্তক ও স্ত্রীমনা হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় উগ্রকর্ম্মা, মনুজ কাম্য, প্রণতগণে কৃপালু, বীর ও সংগ্রামরুচি হয়।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দন্ত ও চক্ষু দ্বারা বিক্ষত দেহ, মণ্ডলাধ্যক্ষ ও মূত্র কৃচ্ছ্র রোগে পীড়িত হইবে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নানা বিদ্যাসম্পন্ন, আচার্য্য, সদ্বাক্যযুক্ত, সাধুজনের প্রার্থনীয়, সংকার ও বিপুল কীর্ত্তিমান হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুল ধন ও ভৃত্য এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজমন্ত্রী বা নৃপতি হয়।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ যুবতী ও ভূষণ উপভোগ কর্ত্তা হইবে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে বিদ্বেষ্টা, বহু দুঃখভাক দরিদ্র, মলিন দেহ বিশিষ্ট ও অনৃত বাক্যভাষী হয়।

বৃষের চন্দ্র ফল।

বৃষ রাশিতে চন্দ্র থাকিলে জাতক বিশাল বক্ষঃস্থলসম্পন্ন, অতিশয় দাতা, মলাহীন, কুটীল কেশযুক্ত, কামুক, কীর্ত্তিশীল কমনীয়, কন্যাসন্ততি বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ আচার ও শ্রেষ্ঠ বাক্য সম্পন্ন, হংসের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, মধ্য ও শেষ বয়সে ভোগী, হস্ত চরণ স্কন্ধ জানু মুখ ও জঙ্ঘা স্থূল পার্শ্ব মুখ ও পৃষ্ঠ দেশে চিহ্নবিশিষ্ট, ককুদী অর্থাৎ ঝোঁটনযুক্ত, ও অংশুভযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষিকর্ম্মকর্ত্তা, অতিশয় কার্য্যকারী, দ্বিপাদ ও চতুষ্পদের সমৃদ্ধিযুক্ত ও প্রয়োগশীল হয়।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় কামুক, যুবতি কৃত নষ্টসার, মিত্রজন বিশিষ্ট, এবং নারীগণের হৃদয়হর ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইবে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে চারুদেহসম্পন্ন, কার্য্যের বিধিজ্ঞাতা, সর্ব্বদা হর্ষিত এবং সমস্ত ভূপাদে বাঞ্ছিত হইবে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অরাতি-বর্গ পুত্র ও পত্নীর প্রতি কঠিন ব্যবহারী, পিতৃ মাতৃ পরায়ণ, অতিশয় নিপুণ, ধার্ম্মিক ও লোকবিখ্যাত হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূষণ মণি গৃহ শয্যা আসন গন্ধ মালা ও বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা ভাগ্যবান্ ও উপভোগী হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র শনি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধন ও সুখহীন, মাতা ও যুবতীর অনিষ্টকারী এবং মিত্রবন্ধুরহিত হয়।

যদি চন্দ্র বৃষ রাশির পূর্ব্বার্দ্ধে অবস্থিত থাকে, তবে অচিরাৎ মাতার বিনাস করে এবং পরার্দ্ধে থাকিলে পিতার হানি হয়।

মিথুনস্থ চন্দ্রফল।

মিথুন রাশিতে চন্দ্র থাকিলে সর্ব্বদা উল্লাসী, মসি দ্বারা বশীভূত, শৃঙ্গার বিধি ও কাব্যকলাবেত্তা, ভোগী, দেহের মধ্যভাগ মৎস্য ও আয়ুর চিহ্নবিশিষ্ট, বিষয়-সুখপরায়ণ, বুদ্ধদের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট, শিরাযুক্ত, কমনীয়, সৌভাগ্য-সম্পন্ন, হাস্য ও প্রিয় বচনযুক্ত, স্ত্রীজিত, আয়ত দেহ, ক্লীবের সহ সদ্যকারী ও মাতৃ-র্দ্বয় কর্ত্তৃক প্রতি পালিত হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাজ্ঞ, ধনহীন, দীপ্তিশীল, রূপযুক্ত, উত্তম ধার্ম্মিক, অতিশয় দুঃখিত ও অতিশয় আর্য্যভাব-সম্পন্ন হইবে।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় শূর, অতি প্রাজ্ঞ, সুখবান্ ও বিভবসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অর্থোপার্জ্জনে কুশলী, অপরাজিত সুধীর ও পার্থিবমণ্ডিত দেহ হইবে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিদ্যা ও শাস্ত্রে গুরু, বিখ্যাত, সত্যবাদী, রূপবান্, মান্য ও বক্তা হয়।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ, যুবতী মাল্য বস্ত্র, উত্তম বাহন, যান ভূষণ ও মণি দ্বারা ক্রীড়াকারী হইবে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বান্ধব-রহিত, যুবতিসুখ সম্পন্ন, বিভূতিবর্জ্জিত, দরিদ্র ও লোকদ্বেষ্টা হইবে।

কর্কটস্থ চন্দ্রফল।

কর্কট রাশিতে চন্দ্র থাকিলে সৌভাগ্য-বীর্য্য গৃহ-সুহৃৎ ভ্রাতৃ জ্যোতিষ-বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রযুক্ত, কামাসক্ত, কৃতজ্ঞ, রাজ

মন্ত্রী, সাধু, প্রণয়ী, প্রবাসী, মাংসভোক্তা, অল্প ক্লেশ বিশিষ্ট, উজ্জ্বল, কুসুমপ্রিয়, হানিবৃদ্ধিযুক্ত, প্রসাদ উদ্যান বাপী ও প্রিয়করমে রত এবং পীনকণ্ঠ হয়।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজ পাত্র ভাগ্য ও ধনহীন ক্লেশহারক ও দুষ্ট পালক হইবে।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শূর, বিকল দেহসম্পন্ন, মাতার অনিষ্টকর, প্রিয় ও কার্য্যদক্ষ হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিপদহীন, অতিশয় বিনয়যুক্ত, ধন, দারা, পুত্র বিশিষ্ট, রাজমন্ত্রী এবং সুখী হইবে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতিগুণযুক্ত, নৃপতি, সুখী, সুন্দর স্ত্রীযুক্ত, বিনয় সম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধন, কনক, বস্ত্র, কামিনী ও রত্নের একমাত্র আধার, বেশ্যার নায়ক ও কমনীয় কান্তি-যুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভ্রমণশীল, অসুখী, দরিদ্র, মাতার অনিষ্টকর, প্রিয়ান্বিত পাপী ও নীচাশয় হইয়া থাকে।

সিংহরাশিস্থ চন্দ্রফল।

সিংহ রাশিতে চন্দ্র থাকিলে জাতক স্থূলাস্থি বিশিষ্ট, মন্দ রোমযুক্ত, পৃথুল বদনসম্পন্ন হ্রস্বযুক্ত, পিঙ্গলবর্ণ লোচনদ্বয় স্ত্রীদ্বেষী; ক্ষুধা ও পিপাসাযুক্ত, জঠর ও মুখ রোগে পীড়িত, মাংস-ভোক্তা, দাতা, উগ্রস্বভাব সম্পন্ন, অল্প পুত্রবান্ নিবিড় বনগতি বিশিষ্ট, মাতার বশীভূত, সুবক্তা, বিক্রমশীল ও অকার্য্য ক্রোধী এবং সূক্ষ্ম গম্ভীর দৃষ্টিযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, পুত্রহীন, উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ, প্রভুতাযুক্ত, ধীরপ্রকৃতি, পাপারত ও বিখ্যাত হয়।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সেনানায়ক, অত্যুগ্র স্বভাব সম্পন্ন, নর যুবতি পুত্র অর্থ ও বাহনযুক্ত এবং অত্যুৎকৃষ্ট স্বভাব হইবে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীস্বভাব, স্ত্রীললিত, স্ত্রীবন্ধু ও যুবতীসেবী এবং ধনসুখে সুখী ও উত্তম ভোগী হয়।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কুলানুরূপ পুত্রের উৎপাদক, বহুশ্রুত, অনেক গুণযুক্ত ও নৃপতিতুল্য হইবে।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রমদা ও বিভবযুক্ত, মধুরাভী, যুবতি সেবক ও সুরতবিধিজ্ঞ হয়।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষি কর্ম্মকারী, ধনহীন, অমৃত বাদী, দুর্গপালক ও অল্পসুখহীন হইবে।

কন্যারাশিস্থ চন্দ্রফল।

কন্যারাশিতে চন্দ্র থাকিলে স্ত্রীলোলুপ, সুন্দরবাহুযুক্ত, সুললিত শরীরসম্পন্ন, মনোহর দন্ত চক্ষু ও কর্ণযুক্ত, বিদ্বান্, গুরুভাবাপন্ন, উত্তম ধর্ম্ম-পরায়ণ, প্রিয়বাক্যযুক্ত, সত্য ও শৌচবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, ধীরপ্রকৃতি, সত্বানুকম্পী, পরবিষয়রত, সুখ ও সৌভাগ্যভাগী, প্রাক্ কন্যাসন্ততিযুক্ত ও অনেক পুত্ররহিত হয়।

ঐ রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপালের তুষ্টিসাধন, খ্যাতীপন্ন, গৃহীতবাক্য ও বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা হইবে।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শিল্পকর্ম্মের উপদেষ্টা, বিখ্যাত, ধনবান্, সুশিক্ষিত ও উত্তম ধীর হয়।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্যোতিষ কাব্যবিধিবেত্তা, বিবাদ ও কলহ-বিজয়ী, শুভগতিবিশিষ্ট, অত্যন্ত কন্যাসন্ততিযুক্ত এবং নিপুণ হয়।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বন্ধুজনাঢ্য, সুখী, নৃপকার্য্যকর, গৃহীতবাক্য, এবং বিভবযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুদারাসম্পন্ন, বিবিধালঙ্কার-যুক্ত, আঢ্য, সর্ব্বদা অতিশয় উৎসাহান্বিত ও প্রকাশিত হয়।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অদৃষ্টস্মরণশীল, দরিদ্র, মাতৃ-হীন, সুখরহিত, যুবতীর বশ্য এবং স্ত্রীভাগ্যে ধনবান্ হইবে।

তুলারাশিস্থ চন্দ্রফল।

চন্দ্র তুলারাশিতে থাকিলে উল্লাসী, আয়ত লোচনবিশিষ্ট, মুখ ও শরীর, কৃশতাযুক্ত, ধার্ম্মিক, বহুদারান্বিত, গোধনসম্পন্ন, শৌচসার, বৃষের ন্যায় বৃষণবিশিষ্ট, বিক্রয়জ্ঞাতা, ক্রয়করণে প্রভু, দেব দ্বিজভক্ত, অনেক বিভব ও অনেক পুত্রযুক্ত, স্ত্রী-বিজিত, হীনদেহ, দাতা, দানৈক বুদ্ধিসম্পন্ন ও বন্ধুবর্গের উপ-কারী হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অধম, ব্যাধিযুক্ত, ভ্রমণশীল, পরিভূত, ভোগ ও রিপুযুক্ত, পুত্র ও দয়াহীন হইবে।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তীক্ষ্ণস্বভাব, চৌরকর্ম্মা, ক্ষুদ্র-প্রকৃতি, পরস্ত্রী গন্ধমাল্যযুক্ত, অতিশয় মধুর ও অনৃতবাদী হইবে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কলাপণ্ডিত, প্রভূত ধনধান্য-সম্পন্ন, শুভবাদী, বিদ্বান্ ও দেশবিখ্যাত হয়।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বলোকপূজিত, রত্নাদি দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে কুশলযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র শুক্রগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুললিত গাত্রসম্পন্ন, অরোগী, শুভামতিবিশিষ্ট, মনোহর, সমান স্কন্ধযুক্ত, ধনবান্ পণ্ডিত ও বিবিধ উপায় বিধিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনাঢ্য, প্রিয়বাক্য ও বহনযুক্ত, বিষয়ের অধীশ্বর, সুখরহিত ও মাতার অহিতকারী হয়।

বৃশ্চিকরাশিস্থ চন্দ্রফল।

বৃশ্চিকরাশিতে চন্দ্র থাকিলে জাতক লোভী, গোল উরু ও জঙ্ঘাযুক্ত, কঠিনতর দেহবিশিষ্ট, নাস্তিক, ক্রূরচেষ্টাকর, চোর, বাল্যকালে রোগার্ত্ত, হতচিবুক ও নখসম্পন্ন, সুন্দর লোচনবিশিষ্ট, সমৃদ্ধিশালী, কর্ম্মোদ্যোগী, অতিশয় দক্ষ, পরস্ত্রীরত, বন্ধুহীন, ভ্রম ও স্বভাববিশিষ্ট, উগ্র, রাজকৃত ধনসম্পন্ন, স্থূলজঠর ও স্থূলমস্তক হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কর্ম্মোদ্যোগীর লোকদ্বেষ্য, চিন্তবান্ ও সুখবর্জ্জিত হয়।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অনুপম ধৈর্য্যসম্পন্ন, নৃপতি-তুল্য, বিভূতিযুক্ত, শূর ও সমরে অজেয় হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম চতুরতাসম্পন্ন, অপ্রীতি-কর বাক্যযুক্ত, যমজ সন্তানবিশিষ্ট, যুক্তিমান ও সঙ্গীতকুশল হইবে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সদা কর্ম্মোন্মুক্ত, লোক-দ্বেষ্য, ধনবান্ ও রূপবান্ হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় অহঙ্কারী, অত্যন্ত সৌভাগ্যসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠবাহন ভোগী, মনোহর ও যুবতীবিলাসপর হয়।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নীচাপত্যযুক্ত, কৃপণ, ব্যাধিযুক্ত ভ্রমণশীল, সত্যহীন ও নরাধম হইবে।

ধনু রাশিস্থিত চন্দ্রফল।

ধনুরাশিতে চন্দ্র থাকিলে কুব্জাঙ্গ, গোললোচন, পৃথু হৃদয় ও কটিসম্পন্ন, পীন বাহুযুক্ত, উত্তম বক্তা, দীর্ঘনখ ও দীর্ঘ কণ্ঠা-বিশিষ্ট, শিল্পবেত্তা, গুপ্ত গুহ্যদেশ, শূর, বৃথাভিমানী, অস্থি-

সার, বহুকালবেত্তা, স্থূলকণ্ঠোষ্ঠনাসিকাসম্পন্ন, স্নেহবদ্ধ, কৃতজ্ঞ অসংযুক্তা অস্থি ও প্রগল্‌ভ হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, ধনবান্‌, শূর, বিখ্যাত পৌরুষ, অনুপম সুখ ও বাহনযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সেনাপতি, ধনবান্‌. সৌভাগ্যসম্পন্ন, বিখ্যাত পৌরুষ ও অনুপম ভৃত্যযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুভৃত্যসম্পন্ন, বহুসারযুক্ত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও শিল্পাদি ক্রিয়ানিপুণ এবং লগ্নাচার্য্য হইবে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অনুপমদেহবিশিষ্ট, রাজমন্ত্রী, ধনধর্ম্ম ও সুখান্বিত হয়।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে সুখী. অতিশয় বিনয়ী, সৌভাগ্যসম্পন্ন, পুত্রার্থাভিলাষী এবং স্বীয় মিত্রযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রিয়বাদী, কার্য্যসম্পন্ন, বহুশ্রুত, সত্যবাদী, মনোহর এবং রাজপুরুষ হইয়া থাকে।

মকররাশিস্থ চন্দ্রফল।

মকররাশিতে চন্দ্র থাকিলে নীতিজ্ঞ, শীতভীরু, করতল ও শিরাস্থূল, সত্বধর্ম্মোপসেবী, উন্নত দেহ, বিখ্যাত, অল্পরোষপরায়ণ, মদনভয়যুক্ত, নির্ধন, ত্যক্তলজ্জা, চারুঅঙ্গবিশিষ্ট, ক্ষালিতাধ, গুর্ব্বাঙ্গনারত, সৎ কবি, গোলজঙ্ঘ, মন্দোৎসাহী, অতিশয় লুব্ধ. দীর্ঘকণ্ঠ ও অতিকর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দুঃখী, ভ্রমণশীল, নিঃস্ব, পরকর্ম্মকর. মলিন, কুৎসিত, বিনয়ের অধিপতি ও অল্পমতিযুক্ত হয়।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় বিভবসম্পন্ন, সাতিশয় সুন্দর দারাযুক্ত, সৌভাগ্যবান, ধন ও বাহনযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মূর্খ, প্রবাসশীল, যুবতিহীন, অকিঞ্চন, উগ্রস্বভাব, সুখরহিত ও নির্ধন হয়।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্তৃক লক্ষিত হইলে নৃপতি, অত্যুত্তম বীর্য্য-সম্পন্ন, নৃপগুণযুক্ত, চারুদেহ, বহু পত্নী, বহু পুত্র ও বহুমিত্র-সমন্বিত হইবে।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে উত্তম যুবতী ধন ভূষণ বাহন ও মানযুক্ত এবং জুগুপ্সাপরায়ণ হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অলস, মলিনদেহবিশিষ্ট, ধনহীন, কামার্ত্ত, পারদারিক ও অসত্যপরায়ণ হইবে।

কুম্ভরাশিস্থ চন্দ্রফল।

কুম্ভরাশিতে চন্দ্র থাকিলে উদ্যোগপরায়ণ, রুক্ষদেহ, পৃথু-করচরণ, মদ্যপানাশক্ত, সাধুদ্বেষী, ধর্ম্মহীন, পরপুত্র উৎপাদক, স্থূলমূর্দ্ধা, অন্ধচক্ষু, অলস ও শঠতাভিভূত, বিপুল মুখকটি, শিল্প-বিদ্যাযুক্ত, দুঃশীল, দুঃখতপ্ত ও দরিদ্র হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় মলিন, দেহী, শূর, নৃপস্বরূপ, ধার্ম্মিক ও কৃষিকর্ম্মকর হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় সত্য বাক্যপরায়ণ, মাতা-পিতা-ধন ও গৃহবিযুক্ত, অলসস্বভাব, বিষম ও পরকার্য্য-যুক্ত হয়।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভ্রমণশীল, দ্রব্যকুশল, গীত-বিধিজ্ঞাতা, যুবতিপ্রিয় ও অল্পবিভব সুখযুক্ত হইবে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে গ্রামক্ষেত্র বন ভবন ও বারাঙ্গনাভোগী, আঢ্য ও সাধু হয়।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নীচস্বভাব, পুত্রহীন, অপবিত্র, কাতর, মাৎসর্য্যযুক্ত, নিন্দিত, অল্প যুবতিযুক্ত ও অল্পসুখান্বিত হইবে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নখরোম, ধনসম্পন্ন, মলিন, পরদাররত, ধর্ম্মকর্ম্মরহিত, স্থাবর সম্পত্তিভাগী এবং আঢ্য হয়।

মীন রাশিস্থ চন্দ্র ফল।

মীন-রাশিতে চন্দ্র থাকিলে শিল্প উৎপাৎ ও অভিবারযুক্ত হিতনিপুণমতিবিশিষ্ট, শাস্ত্রবেত্তা, চারুদেহ, গীতজ্ঞ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বহুযুবতিযুক্ত, সুন্দর বাক্যসম্পন্ন ভূপসেবী, ঈষৎ কোপনস্বভাব, মহাত্মা, সুখসম্পত্তিনিধি, ধনভোগী, স্ত্রীজিত, স্ত্রীভাববিশিষ্ট, পানাসক্ত ও দাতা হইবে।

ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় কামুক, সুখী, দীপ্তিশীল, সেনাপতি, ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুরূপভার্য্য হইবে।

ঐ চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে পরাভূত, সুখরহিত, কুলটাপুত্র, অতিশয় পাপরত ও শূর হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পুরুষপ্রবর, ভূপতি, অতীব সুখী ও শ্রেষ্ঠ যুবতিসমাবৃত হইবে।

ঐ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কোমলকান্তিবিশিষ্ট, গুণযুক্ত, মণ্ডলাধ্যক্ষ, অমাত্যযুক্ত, স্ত্রীজিত ও সুন্দর এবং সদ্‌গুণোৎপাদক হয়।

ঐ চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুশীল, রতিমান, নৃত্যগীত ও বাদ্যবেত্তা এবং স্ত্রীহৃদয়হর হইবে।

ঐ চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জননীর অহিতকর, বিকল দেহসম্পন্ন, কামার্ত্ত, পুত্রদারা ও পতিহীন, নীচ ও বিরূপস্ত্রীযুক্ত হয়।

কুজাশ্রিত রাশির ফল।

মেষরাশিতে মঙ্গল থাকিলে জাতক তেজস্বী, সত্যপরায়ণ, শূর, ক্ষিতিপতি অথবা রণশ্লাঘী, সাহসকর্ম্মাভিরত, সেনাদল গ্রাম বৃন্দের অতিপতি, নভসিক, দানকার্য্যনিরত, অনেক গো মেষ, ছাগল ও ধান্যবিশিষ্ট, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন ও বহুপুত্রকন্যাসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৃষ রাশিতে মঙ্গল থাকিলে জাতক সাধুব্রত ভঙ্গে রত, অতি .ন্ন ভক্ষক, কুৎসিত দারা ও ধনযুক্ত, দ্বেষ্য, ধনহরণপরায়ণ, কেলিকলহপর, ক্ষিতিবিহীন, বেশ্যাগৃহে ক্রীড়নশীল, বহু প্রগলভ বাক্যযুক্ত, ফলিত ধন, পাপী, বন্ধুগণের বিরোধী ও কুলোৎসাহী হইবে।

মিথুন রাশিতে মঙ্গল থাকিলে কমনীয়মূর্ত্তি, ক্লেশসহিষ্ণু, বহুশ্রুত, কাব্যবেত্তা, বিনীত, নানাবিধশাস্ত্র ও কলানিপুণ, বহুদেশগমনে রত, ধর্ম্মপরায়ণ, নিপুণ, বুদ্ধিসম্পন্ন, সাধু ও সুহৃদগণের অনুকূল ও ক্রিয়ানিরত হইয়া থাকে।

কর্কট রাশিতে মঙ্গল থাকিলে পরগৃহনিবাসশীল, বৈকল্যজনক, রোগার্ত্ত, কৃশদেহী, বাল্যে সঞ্চয়শীল, অসন-বসনের অধিপতি, পরগৃহে অন্নভক্ষক, ধন মান নাশক, বারংবার ব্যাধি ও বেদনাপীড়িত এবং সর্ব্বতোভাবে দীন হইবে।

সিংহ রাশিতে মঙ্গল থাকিলে অসহনশীল, উগ্রপ্রকৃতি, শূর, শত্রুঘাতক, সঞ্চয়শীল, বনভ্রমণনিরত, গোপালক, মাংসপ্রিয়, ব্যাঘ্রসর্প ও পশুঘাতক, পুত্রহীন, ধর্ম্ম সৌভাগ্যের ফলরহিত, সুন্দর, সত্যবাদী, ক্রিয়োদ্যত, বপুষ্মান্ ও প্রথম পত্নীবিযুক্ত হয়।

কন্যা রাশিতে মঙ্গল থাকিলে সাধুগণের পূজ্য, অতিশয় বলবান্, গীতিগীতধনসম্পন্ন, মৃদু ও প্রিয়ভাষী, বিবিধ প্রকার ব্যয়শীল, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, কর্ত্তা, অগ্নিসংস্কারক, মঙ্গলকর, দুর্জ্জন, ভীরু, বেদস্মৃতি ও ধর্ম্মপরায়ণ, উত্তম শিল্পজ্ঞ, স্নান ও বিলেপনরত এবং কমনীয় মূর্ত্তি হইবে।

তুলারাশিতে মঙ্গল থাকিলে পথভ্রমণরত কৃপণ, প্রশস্ত বাক্যবিশিষ্ট, মিথ্যা শ্লাঘাকারী, সৌভাগ্যবান্, হীনাঙ্গ, অল্প জনযুক্ত, সঞ্চয়েচ্ছু, পরোপাসনাকারী, গুরু মিত্র ও রমণীয়-

মনোরম, প্রথম পত্নীবিযুক্ত, শৌণ্ডিকালয় ও বেশ্যা-সমীপে ধনক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক রাশিতে মঙ্গল থাকিলে ব্যাপার প্রভৃতি সত্য ও চৌর-সমূহের অধিপতি, ক্রিয়ানিপুণ, যুদ্ধোৎসুক, অতিশয় পাপ-পরায়ণ, অনেক অপরাধযুক্ত, দুর্ব্বল, গোত্র বধকর, অহিতবুদ্ধি সম্পন্ন, অনেক গো ভূমি পুত্র ও যুবতী অধীশ্বর, অসচ্চরিত্র এবং বিষ অগ্নি অস্ত্র ও ব্রণদ্বারা সন্তপ্ত হইবে।

ধনু রাশিতে মঙ্গল থাকিলে অনেক ক্ষতদ্বারা কৃশাঙ্গ, নিষ্ঠুর বাক্যভাষী, পরাধীন, রামবাণ্ডী পদাতিকের সহিত যুদ্ধকারী, রথদ্বারা অপর সৈন্যের ভেদক, বিকল, শ্রমী, সর্ব্বদা খিন্ন, পরস্পর ক্রোধানিষ্ঠচিত্ত এবং গুরুজনে অসত্যভাষী হয়।

মকর রাশিতে মঙ্গল থাকিলে পুণ্যবান্, ধনহরণকর্ত্তা, সুখভোগান্বিত, পুষ্টদেহী, শ্রেষ্ঠতম বিখ্যাত, সেনানায়ক বা নৃপতি, উত্তম যুবতি সহবাসী ও লোকের চিত্তবেত্তা, আত্ম বস্তু কর্ত্তৃক নিত্য সেবিত, সর্ব্বদা স্বতন্ত্র, বিশেষরূপে রক্ষক, সুশীল ও নানা উপকাররত হইবে।

কুম্ভ রাশিতে মঙ্গল থাকিলে প্রণয় ও শৌচবিহীন, বৃদ্ধের ন্যায় আকারসম্পন্ন, মিত্র ও জ্ঞাতিগণের বিরোধী, নৃপতির ন্যায় মাৎসর্য্য, অসূয়া অনৃত ও বঞ্চনাদিদোষযুক্ত, কৃতার্থ, রোমশ গাত্রবিশিষ্ট, ঘৃণিত, দ্যূতকর্ম্মদ্বারা ধনহরণকারী, কুবেশরত, দুঃখসমাবৃত বৃত্তিসম্পন্ন, পানরুচি ও দুর্ভাগ্যবান্ হয়।

মীন রাশিতে মঙ্গল থাকিলে রোগার্ত্ত কুৎসিতাপত্যযুক্ত প্রবাসশীল, আত্মবন্ধুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত, মায়া ও বঞ্চনাদোষে হৃতসর্ব্বস্ব, বিবাদী, কুটীল, বারম্বার শোকগ্রস্ত, গুরু ও বিপ্রে অবজ্ঞাকারী, সদা অসাধুবৃত্তিসম্পন্ন, ইঙ্গিতবেত্তা ও জ্ঞানবান্ এবং শ্রুতিপ্রিয় হইয়া থাকে।

মঙ্গল স্বীয় গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, উদার-প্রকৃতি, মাতৃহীন, ক্ষতাঙ্গ, স্বজনের দ্বেষ্টা ও মিত্রহীন হয়। চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ঈর্ষ্যাযুক্ত, কন্যার প্রিয়কর, পরস্বগ্রহণে নিপুণ বা দ্বিবৃত্তিক, দেবজ্ঞ, এবং বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দ্বেষ্টা ও বেশ্যাপতি হইবে। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উপমাবিহীন গুণবান্, প্রভূত ধনবান্, শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীজন্য বন্ধনভাগী, মিত্রহীন, এবং স্ত্রীহেতু মধ্যে মধ্যে বিভবশূন্য। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চোরঘাতক, অতিশয় শূর নীচ, স্ত্রীহারী এবং স্বজন-বিহীন হয়।

শুক্র গৃহস্থিত মঙ্গল রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা বন ও পর্ব্বতে ক্রীড়াশীল, স্ত্রীজিত, বহুশত্রুসংযুক্ত, তীক্ষ্ণ, কোপ পরায়ণ, ও ধীরস্বভাব হইয়া থাকে।

ঐ গৃহস্থিত মঙ্গল চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতার অপ্রিয়, বিষম প্রাকৃতিক, বহু রমণীপ্রিয়কর ও যুদ্ধভীরু হয়।

ঐ মঙ্গল বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কলহপ্রিয়, বহুবাক্য সম্পন্ন, কুৎসিতদেহী, কদর্য্যপত্নী, কদর্য্যপুত্র ও কদর্য্য ধনসম্পন্ন এবং শাস্ত্রবেত্তা হইবে।

ঐ মঙ্গল বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বাদিত্র গীতবিধিবেত্তা, সৌভাগ্যযুক্ত, উত্তমবস্ত্র ও সুন্দর দয়িতাবিশিষ্ট এবং সুবিখ্যাত হইবে।

ঐ মঙ্গল শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজমন্ত্রী, নৃপতির প্রিয় পাত্র, সেনানায়ক, বিখ্যাত নামধারী এবং সুখী হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখভোজন বিখ্যাত, ধনবান্, মিত্র ও আত্মীয়যুক্ত, ধীমান্ এবং গ্রাম ও পুরশ্রেণীর অধিশ্বর হইবে।

বুধ গ্রহস্থিত মঙ্গলের দৃষ্টিফল।

বুধ গৃহস্থিত মঙ্গল রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সদা বিদ্যা, ধন ও

সুখযুক্ত, গিরি-শৃঙ্গ ও অরণ্যপ্রিয়, মহাদ্বিসম্পন্ন এবং রক্তবর্ণ দেহবিশিষ্ট হইবে।

ঐ মঙ্গল চন্দ্র কর্ত্তৃক ইক্ষিত হইলে সুখী, ধনী, কন্যাপুররক্ষক যুবতিসত্বসম্পন্ন ও অতিশয় ভাগ্যবান্ হয়।

ঐ মঙ্গল বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লিপি গণিত, কাব্যকুশল, বহুভাষী, অনৃত ও মধুর বাক্যযুক্ত, দ্যূতকর্ম্মকর এবং বহু দুঃখবহনশীল হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে রাজপুরুষ, দীপ্তিবিশিষ্ট, দীনতাহেতু বিদেশগামী, সর্ব্বকর্ম্মশূর ও প্রধান হইবে।

ঐ মঙ্গল শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীকৃত্যকর, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যসম্পন্ন এবং অন্নভোক্তা হয়।

ঐ মঙ্গল শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে আকর পর্ব্বত ও দুর্গরত কর্ম্মক, অতিশয় দুঃখভাগী অত্যন্ত শূর ও অতিশয় চপলতাবিশিষ্ট এবা বিভবহীন হইবে।

চন্দ্র গ্রহস্থিত মঙ্গলের ফল।

চন্দ্র গৃহস্থিত মঙ্গল রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পিত্ত রোগাশ্রিত দেহ বিশিষ্ট, তেজস্বী, দণ্ডনায়ক ও ধীরপ্রকৃতি হইবে।

ঐ মঙ্গল চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা বহুব্যাধিপীড়িত নরাচারপরায়ণ, বিরূপদেহী ও সদা শোকযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মলিনদেহী, পাপাচারপরায়ণ ক্ষুদ্র কুটুম্বসম্পন্ন, স্বজন বহিস্কৃত ও নির্লজ্জ হইবে।

ঐ মঙ্গল বৃহস্পতি কর্ত্তৃক ইক্ষিত হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, নৃপমন্ত্রী, বিদ্বান্, ত্যাগশীল, পুণ্যবান্, ও ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল শুক্র কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে স্ত্রীসঙ্গদ্বারা ধনবিনষ্টকর, স্ত্রীকৃতদোষে পরিভূত এবং বিপন্নসম্পৎ হয়।

ঐ মঙ্গল শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জলসমীপবাসী, ক্ষিতিপাল-সদৃশ ধনশালী, মনোহর চেষ্টান্বিত ও কমনীয়মূর্ত্তি হইবে।

রবি গৃহস্থিত মঙ্গলের ফল।

রবিগৃহস্থিত মঙ্গল রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক প্রণত-জনের হিতকারী, সদা আত্মীয় ও বন্ধুজনসংযুক্ত, উগ্রপ্রকৃতি-সম্পন্ন, গোকুল-অরণ্য ও পর্ব্বতবিচরণশীল হয়।

ঐ মঙ্গল চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতার অশুভকর, মতিমান্, কঠিনদেহী, বিপুল কীর্ত্তিশালী ও স্ত্রীধনসম্পন্ন হইবে।

ঐ মঙ্গল বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুবিধ শিল্পকর্ম্মবেত্তা, লোভী, কাব্যকলালোলুপ, বিষম স্বভাবসম্পন্ন এবং অতিশয় দক্ষ হয়।

ঐ মঙ্গল বৃহস্পতি কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে সদা নৃপতিসমীপবর্ত্তী, রাজপণ্ডিতবৃদ্ধিশীল, বুদ্ধিসম্পন্ন ও মনুষ্যাধিপতি হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বিবিধ স্ত্রীভোগযুক্ত, স্ত্রী-প্রিয় ও নিত্যযৌবনোৎসাহী হয়।

ঐ মঙ্গল শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ধনহীন, পরগৃহভ্রমণশীল ও কুৎসিত নখবিশিষ্ট হইবে।

বৃহস্পতি গৃহস্থিত মঙ্গলের ফল।

বৃহস্পতি গৃহস্থিত মঙ্গল রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বজনমান্য, সুদৃশ্য, বনগিরি ও দুর্গমধ্যে গৃহবাসী এবং ক্রূরস্বভাব হয়।

ঐ মঙ্গল চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রায় বিকল দেহসম্পন্ন, প্রায় কলহকারী, বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত ও রাজবিরুদ্ধকর্ম্মা হইবে।

ঐ মঙ্গল বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মেধাবী, সুনিপুণ, শিল্পকর্ম্ম-জ্ঞ ও অতিশয় পণ্ডিত হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সুন্দরকলত্রযুক্ত, সুখপূর্ণ, শত্রুগণের অজেয়, চিত্তবান্ ও ব্যায়ামরত হইবে।

ঐ মঙ্গল শুক্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে কন্যাগণের প্রিয়, চিত্রিত অলঙ্কারভাগী, উদারপ্রকৃতিক, বিষয়পরায়ণ ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়।

ঐ মঙ্গল শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে কুৎসিতদেহী, উদারস্বভাব, যুদ্ধপ্রিয়, মূর্খ, অসুখী, ধনহীন ও পরকার্য্যনিরত হইবে।

শনি গৃহস্থিত মঙ্গলের দৃষ্টিফল।

শনি গৃহস্থিত মঙ্গল রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণশরীরসম্পন্ন, শূর, বহুপুত্রপত্নী ও বহুল অর্থযুক্ত ও তীক্ষ্ণস্বভাব হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতি মধুরভাষী, ভ্রমণশীল, কর্ম্মশূন্য, অসত্যপ্রিয় এবং কপটকর্ম্মপরায়ণ হয়।

ঐ মঙ্গল বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় রূপবান্, নৃপগুণযুক্ত, স্থিরারম্ভ, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট এবং বহু প্রাপ্তবিষয়ী হইয়া থাকে।

ঐ মঙ্গল শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নানাবিধ উপভোগভোগী, ধনবান্, স্ত্রীপোষণে অনুরত ও কলহপ্রিয় হইবে।

ঐ মঙ্গল শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, অতিশয় ধনবান্, যুবতীদ্বেষী, বহুসন্তানবান্, প্রাজ্ঞ, সুখরহিত ও যুদ্ধশূর হইয়া থাকে।

মেষাদি রাশিস্থিত বুধের ফল।

বুধ মেষরাশিতে থাকিলে জাতক বিগ্রহপ্রিয়, অস্ত্রবেত্তা, অতিশয় চতুরতাসম্পন্ন, প্রতারক, সদা চিন্তান্বিত, অতিশয় কৃশগাত্রসম্পন্ন, সঙ্গীত ও নিত্যকর্ম্মরত, অসত্যবাদী, রতিপ্রিয়, লিপিবেত্তা, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, বহুভোজনশীল, বহুশ্রমোৎপন্ন ধনধান্যবিনষ্টকর, অনেক বন্ধনভাগী, ঋণে অস্থির ও বঞ্চক হইবে।

বৃষরাশিতে বুধ থাকিলে দক্ষ, দাম্ভিক, দাতা, খ্যাতিসম্পন্ন,

বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বেদজ্ঞ, আরাম বস্ত্রভূষণ ও মাল্য-বিধিবেত্তা, স্থিরপ্রকৃতি, স্ফীতিযুক্ত, স্ত্রীধনবান, প্রিয়বর্ণ-কথনশীল, গৃহীত বাক্য, গন্ধর্ব হাস্যলীলা ও রতিশীল হইয়া থাকে।

মিথুনরাশিতে বুধ থাকিলে শুভবেশধর, প্রিয়ভাষী, বিখ্যাত, মতিমান্, শ্লাঘান্বিত, মানী, বিখ্যাত সুখী, অশের ন্যায় ক্রীড়াশীল, স্ত্রীপুত্রবিবাদরত, শ্রুতিকাব্য ও কলাবেত্তা, কবি, স্বাধীন, প্রিয়তর, প্রধানরত, বহুকর্ম্ম বহুপুত্র ও বহু মিত্রসম্পন্ন হইবে।

কর্কটরাশিতে বুধ থাকিলে প্রাজ্ঞ, বিদেশনিরত, স্ত্রীরতি ও গৃহে অতিশয় আশক্তচিত্ত, চপলত্বসম্পন্ন, বহুপ্রলাপশীল, স্বীয় বন্ধুবিদ্বেষ, বাদেরত, দ্বেষ্টা, চৌরধনযুক্ত কদর্য্যস্বভাবসম্পন্ন, বহুক্রিয়ায় অভিরত, সৎকবি এবং আত্মবংশকীর্ত্তি দ্বারা বিখ্যাত হইয়া থাকে।

সিংহরাশিতে বুধ থাকিলে জ্ঞান ও কলাপবিহীন, লোকবিখ্যাত, অসত্যবাক্যসম্পন্ন, অল্পশ্রবণশীল, ধনবান্, জঘন্য কর্ম্মকারী, সহজের ঘাতক, স্ত্রীদুর্ভাগ্যসম্পন্ন, অস্বাধীন, যুবত রূপধারী, সন্ততিবিহীন, স্বীয় কুলের বিরুদ্ধ কর্ম্মকর এবং লোকাভিরাম হইবে।

কন্যারাশিতে বুধ থাকিলে সর্ব্বদা কর্ম্মপ্রিয়, প্রশস্ত বাক্যযুক্ত, প্রচুর অশ্বৈশ্য কর্ম্মজ্ঞাতা, বিজ্ঞান ও শিল্পনিরত, মনোহর পত্নীযুক্ত, অল্পবীর্য্যসম্পন্ন, বিজেতা, সহৃদগণের পূজ্য, মানী, বিজয়ী ও নানাবস্তুনিরত, উদারগুণে বিখ্যাত ও বলবান্ হয়।

তুলারাশিতে বুধ থাকিলে সর্ব্বদা শিল্পকর্ম্ম ও বিবাদে অভিরত, বাক্চাতুর্য্যসম্পন্ন, অর্থপীড়িত, ব্যয়কারী, নানাদিকে বাণিজ্য রতিনিরত, বিদ্যাচার্য্য, অতিথি ও গুরুভক্ত, কৃত্রিম ব্যবহারকুশল, সম্মানিত, দেব ও বিপ্রভক্ত, শঠতাপরায়ণ, বলহীন, শীঘ্র কোপ ও পরিতোষযুক্ত হইবে।

বৃশ্চিকরাশিতে বুধ থাকিলে শ্রমশোক ও অনর্থ-পরায়ণ, সশত্রু, অত্যন্ত ধর্ম্মলজ্জাশীল, মূর্খ, সাধুশীলতাহীন, লোভী, দুষ্টাঙ্গনারতিশীল, নিষ্ঠুর ও দ্যূতনিরত, চঞ্চল কর্ম্মকর, লোক-বিদ্বিষ্ট, অতিবিরুদ্ধধর্ম্মা, ধনবান্, নীচান্নপ্রিয় ও পরনিকট হইতে আদানবান্ হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে বুধ থাকিলে দানগুণে বিখ্যাত, শাস্ত্রশ্রুত, বীর্য্য-সম্পন্ন, মন্ত্রণাদায়ক বা পুরোহিত, কুলপ্রধান, মহাবিভবসম্পন্ন, যজ্ঞ ও অধ্যাপনারত, মেধাবী, বাক্‌পটু, দাতা, লিপিলেখ্য ও শব্দকুশল হয়।

মকররাশিতে বুধ থাকিলে, নীচ, মূর্খ, ষণ্ডপ্রকৃতি, পর-কর্ম্মকর, কলাদিগুণহীন, নানাদুঃখযুক্ত, অতিশয় শীলসম্পন্ন, খল, অসত্য চেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, অসংযতাত্মা, মলিনমূর্ত্তি, ভয়চকিত ও নিষ্ঠাবান্ হইবে।

কুম্ভরাশিতে বুধ থাকিলে বাক্য ও বুদ্ধিকৃত কর্ম্মহীন, ধর্ম্ম-শূন্য, লজ্জারহিত, আশাহীন, শত্রুপরাভূত, অশুচি, শীলতা-বর্জ্জিত, অজ্ঞ, অতিশয় দুষ্টদারা ও অতিশয় শত্রুযুক্ত, ভোগত্যক্ত, সদা বিভাগবেত্তা, রতিদুর্ভাগ্যযুক্ত, অতিশয় ভীরু, ক্লীব ও বলবানের বিধেয়।

মীনরাশিতে বুধ থাকিলে আচার ও শৌচবিরত, দেবানুরক্ত, সন্ততিবিহীন, দরিদ্র, সুন্দর যুবতিসারসম্পন্ন, সাধুগণের সুভগ, পরিহাসরত, সূচ্যাদি-কর্ম্ম-কুশল, বিজ্ঞানী শ্রুতি ও কলাবিযুক্ত, পরধন সঞ্চয়কারী ও রক্ষাকর্ত্তা এবং বিখ্যাত হইয়া থাকে।

রব্যাদি গ্রহদৃষ্ট বুধের ফল।

মঙ্গল গৃহস্থিত বুধ রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সত্যবাদী, সুখযুক্ত, রাজসৎকৃত ও বন্ধুজনের বাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

ঐ বুধ চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতীজনচিত্তহারী, অতিশয় সেবক, অত্যন্ত মলিনদেহী ও গীতশীল হয়।

ঐ বুধ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মিথ্যাপ্রিয়, সুন্দর বাক্য ও কলহযুক্ত, পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান্. ভূমিপ্রিয় ও শূর হইবে।

ঐ বুধ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখযুক্ত, চিক্কণ রোমযুক্ত শরীরসম্পন্ন, কেশসমূহ অতিশয় সুন্দর, প্রভূত ধনবান্, আজ্ঞাপক ও পাপাত্মা হয়।

ঐ বুধ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপকার্য্যকারী, সুভগ, দুঃখকর, পুরোগব, চতুরবাক্যযুক্ত, বিশ্বাসী ও স্ত্রীপুত্রযুক্ত হইবে।

ঐ বুধ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় দুঃখযুক্ত, উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন, হিংসাভিরত ও নিত্য কুলজনবিহীন থাকিবে।

শুক্র গ্রহস্থিত বুধের ফল।

শুক্রগৃহস্থিত বুধ রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, জাতক দারিদ্র্য দুঃখতপ্ত, রোগান্বিতদেহী, পরোপতাপদানে রত ও জনাধিকারী হয়।

ঐ বুধ চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিশ্বাসী, ধনবান্, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, অরোগী, দৃঢ়কুটুম্বযুক্ত, বিখ্যাত ও নরেন্দ্রসচিব হইয়া থাকে।

ঐ বুধ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা ব্যাধি ও শত্রুগ্রস্ত, নৃপাবমানসন্তপ্ত এবং সমস্ত বিষয় বহিষ্কৃত হয়।

ঐ বুধ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাজ্ঞ, গৃহীতবাক্যসম্পন্ন, দেশ ও পুরশ্রেণীর নায়ক এবং খ্যাতাপন্ন হইয়া থাকে।

ঐ বুধ শুক্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে সুন্দরভাগ্যসম্পন্ন, মনোহরদেহী, সৎকবি, বস্ত্র ও অলঙ্কারভাগী ও কন্যাগণের হৃদয়হারী হইবে।

ঐ বুধ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে. সুখহীন, বন্ধুশোক সংক্লিষ্ট, ব্যাধিযুক্ত, বহুল অনর্থকর ও মলিনদেহ হইবে।

স্বীয় গ্রহস্থিত বুধের ফল।

স্বগৃহস্থিত বুধ রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সত্যকথনশীল, মধুর-ভাষী, রাজবল্লভ, প্রভু, ললিত চেষ্টান্বিত ও লোকদয়িত হইয়া থাকে।

ঐ বুধ চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুন্দর, মধুরভাষী, অতিশয় বাচালতাযুক্ত, কলহরতিবান্, শত্রুবৎসল, সুদৃঢ়কায় এবং সর্ব্ব-কার্য্যে মঙ্গলকর হয়।

ঐ বুধ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ক্ষতগাত্রযুক্ত, মলিনদেহী, প্রতিভাসমন্বিত, নরেন্দ্রভৃত্য ও অতীব প্রিয় হয়।

ঐ বুধ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজমন্ত্রী, শ্রেষ্ঠাসতিসম্পন্ন, উদার প্রকৃতি, বিভব ও পরিবারযুক্ত, এবং শৌর্য্যসম্পন্ন হইবে।

ঐ বুধ শুক্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে পণ্ডিত রাজভৃত্য বা নৃপতি, সন্ধিপালক ও বরাঙ্গনাসক্ত হইবে।

ঐ বুধ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সতত বৃদ্ধিযুক্ত, বিনীত, যে কার্য্য আরম্ভ করে তাহাতে সফল ও পরিচ্ছদ সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্রগৃহস্থিত বুধের ফল।

চন্দ্র গৃহস্থিত বুধ রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রঞ্জিত কর্ম্মকর, মাল্য-গ্রহণপটু, গৃহ ও বাস্তুবেত্তা এবং শীলতাযুক্ত হয়।

ঐ বুধ চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতিবিলাস শ্রেষ্ঠ, যুবতি জন্য দুঃখিতদেহী ও সুখহীন হইবে।

ঐ বুধ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অল্পবিদ্য, অতিশয় মুখর, প্রিয় ও অনৃতবাদী, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, তস্কর ও প্রিয়ালাপকর হয়।

ঐ বুধ বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মেধাবী, অতিশয় ধান্ত ভাগ্যযুক্ত, বল্লভ ও বিদ্যাভাজন হইয়া থাকে।

ঐ বুধ শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কন্দর্পসদৃশ রূপবান্, প্রিয়বাদী, গীত ও বাদ্য বিধিজ্ঞাতা, সুন্দর ভাগ্যযুক্ত এবং ললিতদেহী হয়।

ঐ বুধ শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে দন্তরুচিবিশিষ্ট, পাপাসক্ত, বন্ধনভাগী, গুণবিচ্যুত এবং সহজ ও আচার্য্যের দ্বেষ্টা হইবে।

রবিগৃহস্থিত বুধের ফল।

রবি গৃহস্থিত বুধ রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শৌর্য্য সম্পদ, ধন ও গুণবৃদ্ধি, হিংস্র, ক্ষুদ্র প্রকৃতি, চঞ্চল স্বভাব ও ন[illegible]হীন হয়।

ঐ বুধ চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় রূপবান্, অত্যন্ত চপল, কাব্যকলাগীত ও নৃত্যরত, ধনবান্ ও সুশীল বেশধারী হইবে।

ঐ বুধ মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নীচ প্রকৃতি, দুঃখার্ত্ত, বিক্ষত দেহী, অশ্বারূঢ়, অচতুর শীল সম্পন্ন, কমনীয়তা বিহীন ও নপুংসক হইয়া থাকে।

ঐ বুধ বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সুকুমারমূর্ত্তিসম্পন্ন, অতিশয় পণ্ডিত, অমেয়, প্রভু, বিখ্যাত, পরিবার ও বাহনযুক্ত হয়।

ঐ বুধ শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় রূপবান্, ললিতদেহী, প্রিয়ম্বদ, বাহুশাঢ্য, অতিশয়ধীর ও রাজমন্ত্রী হইবে।

ঐ বুধ শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ব্যাধিযুক্তদেহী, কৃষ্ণশরীর অতিশয় বিরূপ ঘর্ম্মজনিত উগ্রান্ধযুক্ত, অতিশয় দুঃখান্বিত ও সুখবর্জ্জিত হয়।

বৃহস্পতিগৃহস্থিত বুধের ফল।

বৃহস্পতি গৃহস্থিত বুধ রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শূর, প্রমেহ-পীড়িত, অনলোপহত ও পরম শান্তস্বভাব হইবে।

ঐ বুধ চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লেখকবৃত্তিবিশিষ্ট, সুকুমার রূপসম্পন্ন, বিশ্বাসী, সম্যক্ মাননীয়, দুঃখভাগী ও বলবান্ হয়।

ঐ বুধ মঙ্গল কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে শ্রেণীকৃত করগ্রহণের অধিপতি, বনবাসীগণের অধীশ্বর লিপিকর্ম্মকারী ও ধনহীন হইবে

ঐ বুধ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্মৃতিমান্, কুলসম্পন্ন, প্রত্যেক শাস্ত্রবিজ্ঞাতা, নৃপমন্ত্রি, ধনরক্ষক ও লিপি কর্ম্মকর হয়।

ঐ বুধ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কন্যা ও কুমারবর্গের লোকাচার্য্য, ধনান্বিত, সুকুমার রূপসম্পন্ন ও শৌর্য্যযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ বুধ শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে দুর্গ ও অরণ্যাভিরত বহুভোজী, দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন, অতিশয় মলিনদেহী ও সর্ব্ব কন্যা ভ্রষ্ট হইবে।

শনিগৃহস্থিত বুধের ফল।

শনি গৃহস্থিত বুধ রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মূর্খ, অতিসার-রোগযুক্ত, বহুভোজী, প্রিয়ালাপনিষ্ঠুর ও বিখ্যাত হইবে।

ঐ বুধ চন্দ্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে জলজীবন, সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুরা, কলহ ও বাণিজ্য দ্বারা ধনসম্পন্ন, ভীরু নির্জ্জনপ্রিয় ও রূপবান হইয়া থাকে।

ঐ বুধ মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চপলবাক্য বিশিষ্ট, অতি সুন্দরমূর্ত্তিসম্পন্ন লজ্জা ও অলসতার সহিত রাতিযুক্ত ও সুখাচার পরায়ণ হইবে।

ঐ বুধ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে বহুধনধান্য সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, গ্রাম ও পুরশ্রেণীর পূজিত, সুখ ও অশ্ববাহন যুক্ত হইবে।

ঐ বুধ শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নীচের ন্যায় আচরণশীল, বিরূপদেহী, বন্ধুহীন, কামবশীভূত ও বহু পুত্রোৎপাদক হইবে।

ঐ বুধ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পাপাচারী, সুদরিদ্র, কর্ম্মকর, অতিদুঃখান্বিত ও দীনতাসম্পন্ন হইয়া থাকে।

মেষরাশিস্থ বৃহস্পতির ফল।

মেষরাশিতে গুরু থাকিলে জাতক রাগাদিসম্পন্ন, কর্ম্মঠ বক্তা, রণেবিষমাঙ্গ বিশিষ্ট, সত্ব ও তমোগুণযুক্ত, দাম্ভিক, বিখ্যাত, তেজস্বী, বহুশত্রু ও বহু ব্যয়ার্থযুক্ত, ক্ষতাঙ্কিত শরীরসম্পন্ন, ক্রোধী, ক্রূর ও দণ্ডনায়ক হইয়া থাকে।

বৃষরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে পীনবিশালদেহবিশিষ্ট, দেবদ্বিজগুরুভক্তিমান, দান্ত, সুন্দরভাগ্যবান্, স্বদারানুরক্ত, সুন্দরগৃহযুক্ত, কৃষক, ধনাঢ্য, উত্তমবস্ত্র ও ভূষণযুক্ত, বিশিষ্টবাক্য মতিগুণযুক্ত, নরবৈদ্য, স্থির প্রকৃতি, বিনীত ও ঔষধপ্রয়োগ-কৌশলী হয়।

মিথুনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অহিতধনসম্পন্ন, সুন্দর মেধাযুক্ত, বিজ্ঞ বিশারদ, সুন্দরকর্ম্মকারী, দাক্ষিণ্যযুক্ত, নিপুণ, স্বধর্ম্মশীল, গুরু ও বান্ধব মণ্ডলের মান্য, মঙ্গলযুক্ত, শ্রেষ্ঠশব্দ সম্পন্ন, ক্রিয়ারত ও সৎকবি হইবে।

কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে বিদ্বান, সুরূপদেহী, প্রাজ্ঞ ধর্ম্মপ্রিয়, সৎস্বভাবযুক্ত, সুমহান্ লোকযশস্বী, প্রভূত ধান্যকরযুক্ত, ধনেশ, সত্যবাদী, সমাধিযুক্ত, স্থিরাস্বাদ বিশিষ্ট লোকসৎকৃৎ বিখ্যাতনরপতি, শ্রেষ্ঠধর্ম্মা ও সহজের অনুরত হইয়া থাকে।

. সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থিরবৈরতাযুক্ত, ধীর-প্রকৃতিসম্পন্ন, সুহৃৎ জনের বহুল স্নেহকর, বিদ্বান্, সমৃদ্ধিযুক্ত, নরপালক, শিষ্টশ্রেষ্ঠ, অতিশয় পরাক্রমশালী সদৃশ দর্শনীয়, ক্রোধী অরিপক্ষ, শাসিত, শিথিলদেহসম্পন্ন দুর্গ পর্ব্বত ও অরণ্যগৃহী হইবে।

কন্যারাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে মেধাবী, ধর্ম্মরত, ক্রিয়াপটু জ্ঞানবান্, গন্ধপুষ্পপ্রিয়, কাব্যে অতি নিশ্চিতার্থ, শাস্ত্র, কাব্য ও শিল্পদ্বারা ধনবান্, দাতা, বিশুদ্ধস্বভাব সম্পন্ন, নিপুণ, চিত্রকর্ম্মা, ব্যবহারবেত্তা এবং সমূহ ধনসংযুক্ত হয়।

তুলারাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে মেধাবী, বহুমিত্রসম্পন্ন বিদেশভ্রমণে অভিরত, প্রভূত ধনবান্, ধর্ম্মে অপ্রিয়, বিনীত স্বভাব, নট ও নর্ত্তকদ্বারা ধনসংগ্রহ, কমনীয় শরীরবিশিষ্ট বেদাভিরত, সার্থবাহীবণিকগণের প্রধান, দেবতা ও অতিথির আহারদান ও যজ্ঞরত এবং বিদ্বান হইবে।

. বৃশ্চিকরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অনেক শাস্ত্রে কুশলী, নরপালক, বহুহর্ম্ম্যকারক, দক্ষ দেবালয় ও পুরকর্ত্তা, সাধুচরিত, সম্পন্ন বহুপত্নিক, অল্পপুত্রবিশিষ্ট, দুষ্টজন পীড়িত, বহুল শ্রমবান্, দোষানুরক্ত, দম্ভদ্বারা ধর্ম্মনিরত এবং নিন্দতাবারী হয়।

ধনুরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে ব্রতদীক্ষা ও যজ্ঞাদি কার্য্যের আচার্য্য উপায়ক্ষম অথচ অর্থসংস্থানে অক্ষম, দাতা স্বীয় সুহৃৎ-পক্ষের প্রিয় ব্যবহারকারী বেদাভিরত, রাজমন্ত্রী বা মণ্ডলাধ্যক্ষ

নানাদেশ নিবাসী এবং নির্জ্জন তীর্থে, যজ্ঞকরণ মতিযুক্ত হইয়া থাকে।

মকররাশিতে গুরু থাকিলে অল্প বলবান্ বহুশ্রম ও ক্লেশ সহিষ্ণু, নীচাচার পরায়ণ, মূর্খ, দুরন্ত, নিঃস্ব, শত্রুর ভৃত্য মঙ্গল হীনা শৌচ ও স্বীয় বন্ধু বৎসল এবং ধর্ম্মহীন দুর্ব্বলদেহী ভীরুস্বভাব প্রবাসশীল ও বিবাদী হইবে।

কুম্ভরাশিতে থাকিলে অধম অসাধুচরিত্রসম্পন্ন, কুৎসিত শিল্পালয় ও তোয়াশ্রয়ে কর্ম্মরত, ক্লেশ প্রধান নীচাভিরত, নৃসংশ, লোভী, ব্যাধিগ্রস্ত, বাক্যদোষে বিনষ্ট, ধনসম্পন্ন প্রজ্ঞাদিগুণহীন ও গুর্ব্বাঙ্গনাগামী হয়।

মীন রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে বেদ ও অর্থ শাস্ত্রবেত্তা, সাধু ও সুহৃৎগণের পূজ্য নৃপতির নেতা, অর্থাৎ পথপ্রদর্শক, শ্লাঘ্য, ধনবান্, অতিশয় আহ্লাদিত ও অতিদর্পিত, স্থির উদ্যম বিশিষ্ট, নৃপতির সুনীতি শিক্ষাও ব্যবহারবচন প্রয়োগবেত্তা, বিখ্যাত এবং প্রশান্ত চেষ্টাবিশিষ্ট হইবে।

রব্যাদি গ্রহদৃষ্ট বৃহস্পতির ফল।

মঙ্গল গৃহস্থিত গুরু রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, জাতক ধার্ম্মিক, অনৃতভীরু, খ্যাতিপরায়ণ মহাভাগ্যসম্পন্ন অশুচি ও রোমযুক্ত হয়।

ঐ গুরু চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ইতিহাস ও কাব্য কুশলী, বহুরত্ন ও অনেক স্ত্রী যুক্ত নৃপতি ও পণ্ডিত হইবে।

ঐ গুরু মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ, প্রচণ্ড, নীতি ও বিনয় সমাযুক্ত ধনসম্পন্ন কুৎসিত পত্নিক ও কদর্য্য ভৃত্য সংযুক্ত হইবে।

ঐ গুরু বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অনৃতবাদী পাপপরায়ণ, পরবিভবান্বেষণে নিপুণ, মেধাবী কপটী ও নীতিবেত্তা হয়।

ঐ গুরু শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা গৃহশয্যাবস্ত্রগন্ধমাল্য অলঙ্কার ও যুবতী স্ত্রী ও বিভবসম্পন্ন উত্তম মতিমান্ এবং ভীরুস্বভাব হইয়া থাকে।

ঐ গুরু শনি কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে মলিনদেহী, লোভী, উগ্রপ্রকৃতি, সাহসী, প্রসিদ্ধমাননীয়, অস্থিরমিত্র ও অস্থিরসন্ততি বিশিষ্ট হইবে।

শুক্র-গৃহস্থিত গুরুর ফল।

শুক্র গৃহস্থিত গুরু রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, মনুষ্য ও পশ্বাদির অধিপতি, অতিশয় ধনবান্, আয়তাঙ্গ পুরুষের সহিত মিত্রতা বিশিষ্ট পণ্ডিত ও রাজসচিব হইবে।

ঐ গুরু চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় ধনবান্ অতি মধুরভাষী, জননীর প্রিয়কর, যুবতীপ্রিয় ও অতিশয় উপভোগ ভোগী হয়।

ঐ গুরু মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বালা স্ত্রীর প্রিয়, প্রাজ্ঞ, শূর, ধনসম্পন্ন, সুখযুক্ত ও নরেন্দ্রপুরুষ হইবে।

ঐ গুরু বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পণ্ডিত, চতুর, বিখ্যাত, উত্তম ভাগ্যবান্, বিভবযুক্ত সমৃদ্ধ, গুণসম্পন্ন, মনোহর, সুশীলতাযুক্ত ও কমনীয় মূর্ত্তি হয়।

ঐ গুরু শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অত্যন্ত মলিনদেহবিশিষ্ট, অতিশয় ধনবান, উৎকৃষ্ট ভূষণধারী মধুর স্বভাবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বস্ত্র শয্যা ও হস্তীযুক্ত হইবে।

ঐ গুরু শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাজ্ঞ বহু ধনধান্য সম্পন্ন, গ্রাম ও নগরবাসীগণের মধ্যে অতিশয় প্রধান, মলিনদেহী, কুৎসিত ভার্য্যান্বিত হইয়া থাকে।

বুধ গৃহস্থিত গুরুর ফল।

বুধ গৃহস্থিত গুরু রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ,গ্রামের প্রধান, কুটুম্ব সম্পন্ন, পুত্রদারা ও ধনযুক্ত হইবে।

ঐ গুরু চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনবান্, মাতৃবৎসল, সুকৃতি-সম্পন্ন, সুখ, যুবতী ও পুত্রযুক্ত ও ব্যয়হীন হইয়া থাকে।

ঐ গুরু মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শত শত সমরে লব্ধবিজয়ী, বিক্ষতশরীরবিশিষ্ট, ধনান্বিত ও লোক পূজিত হইবে।

ঐ গুরু বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্যোতিষশাস্ত্রকুশল, বহুপুত্র কলত্রযুক্ত, সূত্রকার, অতিশয় বিরূপবাক্যসম্পন্ন ও মান্য হয়।

ঐ গুরু শুক্র কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে দেবপ্রাসাদের কার্য্যাকর বেশ্যাদারভোক্তা ও কামিনীর হৃদয়হারী হয়।

ঐ গুরু শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেণীগণ এবং রাষ্ট্রের পুরোগামী, গ্রাম ও গৃহের অধিপতি এবং সুন্দর শরীর হইবে।

চন্দ্র গৃহস্থিত গুরুর ফল।

চন্দ্র গৃহস্থিত গুরু রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অগ্রজ সমূহের বিখ্যাত সুখধন ও দারাবিহীন ও বার্দ্ধক্যে ধনবান্ হইয়া থাকে।

ঐ গুরু চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় দ্যুতিমান, নৃপতি তুল্য, বহুধন ও পুত্রযুক্ত হইবে।

ঐ গুরু মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কুমারাবস্থায়দারাসম্পন্ন, হেমালঙ্কারভোগী, পণ্ডিত শূর ও ব্রণযুক্তগাত্রবিশিষ্ট হইবে।

ঐ গুরু বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বান্ধব ও মাতৃহেতু ধনবান্ কলহান্বিত, পাপহীন, বিশ্বাসী, মন্ত্রণাজ্ঞ হইয়া থাকে।

ঐ গুরু শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অনেক স্ত্রী এবং বহুবিভব যুক্ত, নানালঙ্কারভাগী, সুখান্বিত ও উত্তম ভাগ্যবান্ হয়।

ঐ গুরু শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে গ্রাম সৈন্য ও নগরের প্রধান বাচাল বহু বিভব সম্পন্ন এবং বার্দ্ধক্যে ভোগ ও দানযুক্ত হইবে।

রবি গৃহস্থিত বৃহস্পতির ফল।

রবি গৃহস্থিত বৃহস্পতি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে লোকপ্রিয় সাধুগণে বিখ্যাত নৃপতি মহাধন সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুন্দরস্বভাব হয়।

ঐ গুরু চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় ভাগ্যবান্ অত্যন্ত মলিনদেহী, স্ত্রীভাগ্যে বর্দ্ধিতার্থযুক্ত, অতিশয় ধনবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইবে।

ঐ গুরু মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সাধু ও গুরুজন সমীপে সত্যবাদী, বিশিষ্টকর্ম্মযুক্ত, শ্রেষ্ঠ, অতিশয় নিপুণ, স্থূলদেহ শূর ও ক্রূরপ্রাকৃতিক হইয়া থাকে।

ঐ গুরু বুধ কর্তৃক লক্ষিত হইলে গৃহ বস্তুজ্ঞানরত বিজ্ঞান গুণান্বিত, চিরবাক্যসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত হইবে।

ঐ গুরু শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীপ্রিয় সুন্দরভাগ্যসম্পন্ন, সদানৃপ সৎকারে সৎকৃত এবং মহাসত্বসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঐ বৃহস্পতি শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুল মধুর বাক্য কথন শীল, সুখরহিত বিভবভোগী, তীক্ষ্নস্বভাবসম্পন্ন, দেবপত্নীসদৃশ, পত্নীসুখবান ও ভোক্তা হইবে।

স্বগৃহস্থিত গুরুর ফল।

স্বগৃহস্থিত গুরু রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজবিরুদ্ধ, সদা পরিতাপগ্রস্ত এবং ধন ও আত্মবন্ধু পরিহীন হইবে।

ঐ গুরু চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতীর অতিশয় সৌভাগ্যকর, ধন-মান ও ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ও বিবিধ সুখযুক্ত হইবে।

ঐ বৃহস্পতি মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামে বিক্ষত শরীরসম্পন্ন, ক্রূর, ঘাতক, পরোপতাপকর ও বিশিষ্ট পরিবার হয়।

ঐ বৃহস্পতি বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজমন্ত্রী অথবা নৃপতি, সুতধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, সকল লোকের আনন্দকর ও অতিশয় রূপবান্ হইবে।

ঐ গুরু শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখযুক্ত, ধনবান্, পণ্ডিত, দোষশূন্য, চিরায়ুঃ, উত্তমভাগ্যবান ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঐ বৃহস্পতি শনি কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে অতিশয় মলিনদেহী, ভীরুস্বভাব, গ্রাম ও পুরশ্রেণী বিনষ্টকারী, দীন, সুখভোগরহিত ও ইষ্টবিহীন হইবে।

শনি গৃহস্থিত গুরুর ফল।

শনিগৃহস্থিত গুরু রবি কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে পণ্ডিত, ক্ষিতিপালক, আকৃতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন, বহুভোগযুক্ত ও সুন্দর পরাক্রম শালী হইয়া থাকে।

ঐ বৃহস্পতি চন্দ্র কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে পিতৃমাতৃ ভক্তিপরায়ণ, গুরুভাবাপন্ন, কুলপ্রধান, প্রাজ্ঞ, ধনবান, দাতা সুশীল ও সাতিশয় ধার্ম্মিক হয়।

ঐ বৃহস্পতি মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শূর, নরেন্দ্রযোধী, গর্ব্বিত, তেজস্বী, সুবোধ ও বিখ্যাত মানী এবং প্রাপ্তবন্ধু হইয়া থাকে।

ঐ গুরু বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কামরতিপরায়ণ, জনের প্রধান, শ্রেষ্ঠধন সম্পন্ন, অর্থ ও বাহনযুক্ত, বিখ্যাত, অতিশয় মিত্রতাবিশিষ্ট ও পণ্ডিত হয়।

ঐ গুরু শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজ্য অন্ন পান ও বিভবসম্পন্ন, পরগৃহে শয়ন, আসন ও উত্তম স্ত্রীযুক্ত, আভরণ ও বসন বিশিষ্ট হইবে।

ঐ গুরু শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অনুপম বিদ্যাসম্পন্ন, দেশ ও

পু.রর অতিশয় প্রধান নৃপতি, দ্বিপদ ও চতুষ্পদভাগী এবং ধনবান্ হয়।

শুক্রস্থিত রাশি ফল।

মেষরাশিতে শুক্র থাকিলে রোগার্ত্ত, বহুদোষযুক্ত, বিরোধশীল, পরস্ত্রীচোর, ঈর্ষান্বিত, বন ও পর্ব্বতবিহারী, স্ত্রীহেতু বন্ধনপ্রাপ্ত, নীচ, কঠোর, শূর, রাজপুরশ্রেণী ও সেনাপতি, অত্যন্ত বিলাসী ও দাম্ভিক হইবে।

বৃষরাশিতে শুক্র থাকিলে বহুযুবতী ও বহুরত্ন সমৃদ্ধিসম্পন্ন, কৃষীবল, গন্ধবস্ত্র ও মাল্যরত, গোকুলজীবি, দাতা, স্বীয় বান্ধবের ভর্ত্তা, সুন্দর মূর্ত্তি বিশিষ্ট, ধনবান্, বহুবিদ্যাবেত্তা, বহুল পুত্রসম্পন্ন, সর্ব্বপ্রাণীহিতকারী, গুণদ্বারা প্রধান ও পরোপকারী।

মিথুনরাশিতে শুক্র থাকিলে বিজ্ঞানকলা ও শাস্ত্রবুদ্ধিসম্পন্ন, অতিবিখ্যাত, বাচাল, আলেখ্য ও লেখ্যনিরত, কার্য্যকর, প্রিয়বাদীগণের মধ্যে উত্তম, আত্মগীত নৃত্যবিভব ও সুহৃজ্জনযুক্ত, দেবদ্বিজানুরক্ত এবং উৎপন্ন স্নেহবিশিষ্ট।

কর্কটরাশিতে শুক্র থাকিলে রতিধর্ম্মরত, পণ্ডিত, দয়ালু, মৃদুস্বভাবসম্পন্ন, গুণবানশ্রেষ্ঠ, আকাঙ্ক্ষিত সুখার্থযুক্ত, প্রিয়দর্শন, সুনীতিসম্পন্ন, স্ত্রী ও পানদোষ প্রভাবে ব্যাধিপীড়িত এবং স্বীয় বংশোৎপন্ন দোষে সন্তপ্ত হইয়া থাকে।

সিংহরাশিতে শুক্র থাকিলে যুবতীজনের উপাসনার দ্বারা সুখধন ও আমোদ লাভকর, অনুসত্ত্বসম্পন্ন, বন্ধুপ্রিয়, বিচিত্র সৌখ্যকর্ত্তা, দুঃখী, পরোপকারী, গুরু দ্বিজ ও আচার্য্যের পোষণে অনুরক্ত, স্বীয় বুদ্ধি চিন্তায় অনভিযোগ হইবে।

কন্যারাশিতে শুক্র থাকিলে ক্ষুদ্রচেতা, মৃদু, নিপুণ, পরোপ-

সেবী, কলাবিধিজ্ঞ, স্ত্রীভূষণাদি কাতর, প্রণয়যুক্ত, অপার্থ-কৃতযত্ন, স্ত্রীদুষ্ট, সুন্দর, প্রণয়কারী, দীন, সুখভোগ-বিহীন, তীর্থ এবং সভাদির হিতকারী।

তুলা রাশিতে শুক্র থাকিলে শ্রমলব্ধ, বিত্তসম্পন্ন, শূর, বিচিত্র মালাম্বরধারী বিদেশরত সুদুষ্করকর্ম্মে নিপুণ, রক্ষাশীল আঢ্য, মনোহর সংকর্ম্মকর দেবদ্বিজার্চ্চনা দ্বারা লব্ধকীর্ত্তিসম্পন্ন, পণ্ডিত, সুন্দর ভাগ্যবান্ হইবে।

বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র থাকিলে বিদ্বেষরুচি মিথুন বিমুক্ত ধর্ম্মা-ম্নাবী অতিশয় শঠ সোদরবিরক্ত, ধন্য, বিপন্নশত্রু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আঢ্য কুলটাদ্বেষী, বধনিরত প্রাপ্তবন্ধন, দরিদ্র, গর্হিতশীল সম্পন্ন ও সমস্ত গুপ্ত রোগযুক্ত হইয়া থাকে।

ধনু রাশিতে শুক্র থাকিলে সংধর্ম্ম ইচ্ছানুরূপ ধন জনিত কালযুক্তজগৎপ্রিয়, কমনীয় শরীর সম্পন্ন, আর্য্যাদ্যীন শব্দ সমন্বিত, বিদ্বান্ চরিত্র স্ত্রীসৌভাগ্যযুক্ত, নরেন্দ্রমন্ত্রী অতিশয় প্রধান পীনোন্নততনু, সাধুগণের পূজ্য ও কবি হইবে।

মকররাশিতে শুক্র থাকিলে ব্যায়ামপরিশ্রান্ত, দুর্ব্বলদেহী, সাধারণ অঙ্গনাসক্ত, কাশরোগাক্রান্ত, ধনলুব্ধ, লোভ অনৃত বঞ্চনা নিপুণ, বিপন্নচেষ্ট, পরার্থচেষ্ট, মূর্খ ও ক্লেশসহনীয় হয়।

কুম্ভরাশিতে শুক্র থাকিলে উদ্বেগ ও রোগতপ্ত, সদা বিফল কর্ম্মে অনিরত, পরযুবতীগামী, বিধর্ম্মী, গুরু ও পুত্রের সহিত কৃতবৈর, ভূষণ ও বস্ত্রাদি নিরাকৃত, মহাবলবান হইয়া থাকে।

মীনরাশিতে শুক্র থাকিলে দাক্ষিণ্যদান, গুণবান, মহাধনবান, শত্রুকুলবিজয়ী, লোকবিখ্যাত, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট-চেষ্টান্বিত, রাজ-প্রিয়, বাগ্বুদ্ধিযুক্ত, দাতা, সজ্জনপরিপালনকারী, লব্ধমানী, চতুর্ব্বেদবেত্তা, বংশধর ও জ্ঞানবান্ হইবে।

কুজ ভবনস্থ শুক্রের ফল।

কুজ গৃহস্থিত শুক্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীহেতু দুঃখী, যুবতীবিনষ্ট, সৌখ্য এবং প্রায় নরপতি সমান হইবে।

ঐ শুক্র চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উদ্ধত, অতিশয় চপল, কামাতুর এবং অনেক যুবতীর ভক্ত হয়।

ঐ শুক্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনসুখ ও মানরহিত দীন পরমুখাপেক্ষী ও মলিন বেশধারী হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মূর্খ, গুণান্ত, অনার্য্যভাব সম্পন্ন স্ববন্ধু পরিদায়ক, বিনয়হীন, চৌর, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ও ক্রূর হয়।

ঐ শুক্র বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম বিনয় সম্পন্ন উত্তম কলত্র যুক্ত সুন্দর আয়ত দেহধারী, ও পুত্রান্বিত হইবে।

ঐ শুক্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, অতিশয় মলিন দেহীর অধম ভিন্নত লোকসেবক ও চৌর হইয়া থাকে।

স্বগৃহস্থ শুক্রের ফল।

স্বগৃহস্থিত শুক্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম স্ত্রীসম্পন্ন এবং স্ত্রীহেতু নির্জ্জিত হইবে।

ঐ শুক্র চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পরম কুলীনপুত্র, জৎপাদস ধনসুখ ওদারাযুক্ত, অতিশয় আর্য্য ভাবসম্পন্ন, ও সুন্দরকান্তি যুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে দুঃশীলা স্ত্রীরভর্ত্তা, স্ত্রীহেতু বিনষ্ট গৃহসার ও কামবশীভূত হইবে।

ঐ শুক্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কমনীয় দেহী মধুরভাষী উত্তম ভাগ্যবান্ ধৈর্য্যবুদ্ধি ও সুখসংযুক্ত, অতিশয় বলবান্ সর্ব্বগুণান্বিত, ও বিখ্যাত হয়।

ঐ শুক্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, পান, ও বাহন-ভাগ্যবান্ ও অধিক চেষ্টান্বিত হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে অল্পসুখ ও ধনসম্পন্ন, দুঃশীল, অসতী স্ত্রীর পতি ও ব্যথিত দেহ হয়।

বুধ গৃহস্থিত শুক্রের ফল।

বুধগৃহস্থিত শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতিজননী ও পত্নী গণের কৃত্যকর, পতিত ধন ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুখভাগী হইবে।

ঐ শুক্র চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষ্ণলোচন-বিশিষ্ট, সুকেশযুক্ত শয়ন আসন ও পানভাগী, কমনীয়মূর্ত্তি, অতিশয় মৃদুস্বভাব-সম্পন্ন ও সুন্দর ভাগ্যযুক্ত হয়।

ঐ শুক্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় কামপরায়ণ ও যুবতীজন্য সর্ব্ববিনাশী হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পণ্ডিত, মিষ্টভাষী, ধনবান্, সুবর্ণ ভোগভোগী, উত্তম ভাগ্যবান্, গণাধ্যক্ষ ও প্রভু হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় দুঃখিত, অতি-ধনীর প্রতিরূপ, প্রাজ্ঞ ও আচার্য্য হয়।

ঐ শুক্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় দুঃখিত, সজ্জনদ্বারা পরাভূত, চপল, দ্বেষ্য ও মূর্খ হইবে।

চন্দ্র গৃহস্থিত শুক্রের ফল।

চন্দ্রগৃহস্থিত শুক্র রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কর্ম্মপরায়ণা, সুন্দরাঙ্গী, রোষশীলা, ধনযুক্তা ও রাজতনয়ার পতি হয়।

ঐ শুক্র চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতার সপত্নীকর, সর্ব্বাগ্রে কন্যা সন্ততির জন্মদাতা, বহুপুত্রবিশিষ্ট, উত্তম ভাগ্যবান্, দুঃখান্বিত ও মলিনদেহী হইবে।

২ জ্যোতিষ-রত্নাকর।

ঐ শুক্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সুন্দর কলাবেত্তা, অতিশয় আঢ্য স্ত্রীহেতু দুঃখী, সুখান্বিত ও বন্ধুবর্গের বৃদ্ধিকর হয়।

ঐ শুক্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, বিদুষী ভার্য্যাযুক্ত, পণ্ডিত, বন্ধু নিমিত্ত নিয়ত দুঃখিত, অসুখান্বিত, ধনহীন ও প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সদাধন পুত্র ভৃত্যবাহন ভোগ বন্ধু এবং মিত্রযুক্ত ও রাজপ্রিয় হয়।

ঐ শুক্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রী-বিজিত, দরিদ্র, পণ্ডিত, রূপহীন, চপলস্বভাব ও সুখবিহীন হইবে।

রবি গৃহস্থিত শুক্রের ফল।

রবিগৃহস্থিত শুক্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক ঈর্ষ্যান্বিত কন্যাপ্রিয়, কামার্ত্ত, যুবতী জন্য ধনবান্ ও করতভাগী হয়।

ঐ শুক্র চন্দ্র কর্তৃক লক্ষিত হইলে মাতার সপত্নীজনক, যুবতী কারণে দুঃখিত, বিভববান্, বয়স্বান্ ও বহুমতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র মঙ্গল কর্তৃক লক্ষিত হইলে রাজপুরুষ, বিখ্যাত, যুবতীকার্য্যপ্রিয়, ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন, সুন্দরভাগ্যবান্ ও পরদাররত হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রহণরত, লোভী, স্ত্রীলোলুপ, পরদারাপরায়ণ, শূর, শঠ, অনৃতযুক্ত ও ধনবান্ হইবে।

ঐ শুক্র বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বাহন ধন ও ভৃত্যযুক্ত এবং বহুদারাপরিগ্রহণশীল হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি বা নৃপতিতুল্য, বিখ্যাত কোষবাহন, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, রত্নাপতি, সুন্দররূপবান্ ও দুষ্ট পুত্রান্বিত হইবে।

গুরু গৃহস্থিত শুক্রের ফল।

গুরুগৃহস্থিত শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় ক্রূর, অত্যন্ত শূর, পণ্ডিত, ধন ও সত্ত্ববিশিষ্ট, অতি প্রিয় ও বিদেশগমনরত হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র সোম কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিখ্যাত, রাজ পুরুষ, বিপুল ভোগযুক্ত, লুব্ধ ও বলহীন হইবে।

ঐ শুক্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীগণের অধিক দ্বেষ্টা, বিচিত্র সুখসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ গোধনযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে আভরণ ভূষণ অন্ন পান ও বস্ত্র-ভাগী, অনেক বাহন ও অর্থযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র গুরু কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে হস্তী অশ্ব গোধন ধনবান্ বহুপুত্রকলত্রযুক্ত, অতিশয় সুখান্বিত ও মহা বিভবশালী হইবে।

ঐ শুক্র শনি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে নিত্য কুবেরের ন্যায় সুখী, রোগান্বিত, ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও শূর হইয়া থাকে।

শনি গৃহস্থিত শুক্রের দৃষ্টি ফল।

শনিগৃহস্থিত শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্তিমিত স্ত্রীগণের ঋষভ মহাবীর্য্যবান, সুখসম্পন্ন, ও নবীন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র চন্দ্র কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে তেজস্বী, অতিশয় রূপ-সম্পন্ন, সুন্দর ধনবান, উত্তম ভাগ্যবান্ ও কমনীয় মূর্ত্তি হইবে।

ঐ শুক্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শোভাবিনাশক, বহুল অনর্থযুক্ত, রোগান্বিত, অতিশ্রমতপ্ত ও বার্দ্ধক্য সুখযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ শুক্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বস্ত্রমাল্য ও গন্ধ প্রিয়, সুকুমার মূর্ত্তিসম্পন্ন, বেদবাদিনী, বিধিজ্ঞ ও সুরূপ পত্নীযুক্ত হয়।

ঐ শুক্র বৃহস্পতি কর্তৃক লক্ষিত হইলে বুদ্ধিমান্, রত্নপ্রিয়, অতিশয় পণ্ডিত, ও গুণসম্পন্ন হয়।

ঐ শুক্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠবাহন, অর্থ ও ভোগযুক্ত, শোভাহীন, অতিমলিনা মহাদেহবিশিষ্ট হয়।

মেষাদি রাশিস্থ শনির ফল।

মেষরাশিতে শনি থাকিলে ব্যাসন ও পরিশ্রম সন্তপ্ত শরীর, প্রবঞ্চনশীল, স্বীয়বন্ধুপক্ষঘাতক, নিষ্ঠুর, দুষ্টাভিচারযুক্ত, নিন্দি' ও নির্ধন হইয়া থাকে।

বৃষরাশিতে শনি থাকিলে অর্থহীন, ভৃত্য, মিথ্যা কর্ম্মনিযুক্ত বাক্যসম্পন্ন, বৃদ্ধাস্ত্রীর হৃদয়হরণকারী, কুৎসিত স্ত্রীব্যসনসংযুক্ত, পরস্ত্রীর ভৃত্য, নিকৃষ্টস্থানবাসী, বহুক্রিয়ান্বিত ও দুষ্টস্বভাব হয়।

মিথুনরাশিতে শনি থাকিলে বহুবন্ধনতপ্ত, শ্রমাতুর, দাম্ভিক পশ্চাৎ মন্ত্রীকর্ম্মকর, পাঠাগুণ সংযুক্ত, সদাগুপ্ত কামনাসম্পন্ন, ছল কূট ও মন্ত্রণাদুষ্টস্বভাব, অতিশয় ক্রিয়াসঙ্কল্প, শিল্পবেত্তা, বঞ্চন বিহারাসক্ত এবং বাক্য ক্রীড়ার্থ সম্পন্ন হইবে।

কর্কটরাশিতে শনি থাকিলে সুন্দর ভাগ্যযুক্ত, দরিদ্র, বাল্যকালে রোগযুক্ত, পণ্ডিত, মাতৃহীন, অতি মৃদু, বিশিষ্ট কর্ম্মরত, শ্রমাতুর পরিবাধক, বহুতর বন্ধুযুক্ত, বিপরীত কর্ম্মকর, মধ্যবয়সে নরপতিতুল্য, এবং ভোগবর্জ্জিত হইয়া থাকে।

সিংহরাশিতে শনি থাকিলে লিপিপাঠ্য ও পুরাণবেত্তা, বিগতাচার, বিগতশীলসম্পন্ন, স্ত্রীবিজিত, বেতনভুক, স্বপক্ষরহিত, ধর্ম্মবিহীন, নীচ ক্রিয়ারত, বর্দ্ধিত রোষ, ভ্রমণশীল, চিন্তা এবং পথশ্রমজনিত দেহ হইয়া থাকে।

কন্যারাশিতে শনি থাকিলে ষণ্ডের ন্যায় আকৃতিপন্ন, অতিশয় শঠ, পরান্ন ও বেশ্যানুরত, অল্প স্বতন্ত্র, শিল্পবিজ্ঞ,

সুহৃদগণের চেষ্টাবান্, অলস, বেদার্থবিৎ, অশুচি পরায়ণ, পরো-পকারী, কন্যাজনের দূষণে রত ও উপেক্ষাকারী হইবে।'

তুলারাশিতে শনি থাকিলে মান্য ও অলসপরায়ণ, দেশবিদেশ-পর্য্যটনে ধনমানসম্পন্ন; বিশিষ্ট রাজা, তপস্যাযুক্ত, স্বপক্ষরক্ষক, শিরা কন্তুসমূহের শ্রেষ্ঠ, বয়োধর্ম্মে কৃতস্থানসম্পন্ন, সাধু, কুলঘ্ন, নট ও বৈশ্যস্ত্রী রমণশীল হইবে।

বৃশ্চিকরাশিতে শনি থাকিলে বিদ্বেষপরায়ণ, বিষমস্বভাব সম্পন্ন, বিষ শস্ত্রজ্ঞ, প্রচণ্ড কোপী, লোভী, দর্পযুক্ত, পরধন হরণে পারগ, অমঙ্গল বাক্য পর্ষক, নৃশংস কর্ম্মকর, বহুদুঃখসহিষ্ণু, ক্ষয় -ব্যয়াদি বহুব্যাধি সন্তপ্ত হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে শনি থাকিলে ব্যবহার বোধক শিক্ষা, বেদ ও অর্থ বিদ্যাকথনে কুশলমতি বিশিষ্ট, পুত্রগুণে বিখ্যাত, স্বধর্ম পরায়ণ, অতিশয়শীলসম্পন্ন, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীভোগী, পরম প্রাপ্ত মানান্বিত, অল্পবাক্যযুক্ত, বহুসঙ্গ বিশিষ্ট ও মৃদু হয়।

মকররাশিতে শনি থাকিলে পর যোষিৎ ও পরক্ষেত্রের প্রভুতা-যুক্ত, প্রতি গুণবান্, বহুতর উত্তম শিল্পবেত্তা, সদ্বংশোৎপন্ন পুরবৃন্দের সৎকৃত, বিখ্যাত, স্নান বিভূষণরত, ক্রিয়াকথাবিৎ প্রবাসশীল, সরলতাবিহীন এবং শৌর্য্যব্যবহারী হইবে।

কুম্ভ রাশিতে শনি থাকিলে বহু অমৃতসম্পন্ন, সুন্দর বাক্য-বিশিষ্ট, সমকায়, স্ত্রী ও ব্যসন সংশক্ত, ধূর্ত্ত, বঞ্চনাপটু, জ্ঞান কথা ও স্মৃতি বাক্যসমন্বিত, পরাঙ্গনা ও পরার্থে কর্কশভাষী এবং বহু ক্রিয়ারম্ভে কৃতযত্ন হইয়া থাকে।

মীন রাশিতে শনি থাকিলে যজ্ঞপ্রিয়, শিল্পবিদ্যাসম্পন্ন, স্বীয় বন্ধু ও সুহৃদগণের প্রধান, শান্তস্বভাব, সংবর্দ্ধিত ধনযুক্ত, সুবিনয়ী, রত্ন পরীক্ষায় কৃতযত্ন, ধর্ম্মব্যবহাররত, বিনয়শীল, গুণযুক্ত ও বৃদ্ধ বয়সে শ্বেতবর্ণ হইবে।

কুজ গৃহস্থিত শনির ফল।

কুজ গৃহস্থিত শনি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষি-কর্ম্মে নিরত, ধনবান্ গোমেষমহিষাদিযুক্ত, পুণ্যবান্ ও কর্ম্মে উদ্যোগী হইবে।

ঐ শনি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে চপলস্বভাবসম্পন্ন, নীচপ্রকৃতি, নীচ বরাঙ্গনাপ্রসক্ত, সুখ এবং ধনরহিত হইয়া থাকে।

ঐ শনি মঙ্গল কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে প্রাণীবধপরায়ণ, ক্ষুদ্র প্রকৃতি, চৌরাধিপতি, উত্তম খ্যাতিবিশিষ্ট, মদ্য মাংস ও যুবতী-প্রিয় হইয়া থাকে।

ঐ শনি বুধ কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে মিথ্যাবাদী, অধর্ম্ম পরায়ণ, বহুবাক্যসম্পন্ন, যথেচ্ছাচারী, সুখ ও বিভবহীন হয়।

ঐ শনি বৃহস্পতি কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে সুখধন ও সৌভাগ্য-যুক্ত, রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের অগ্রগামী হইবে।

ঐ শনি শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধূর্ত্ত বঞ্চনাকারী, রূপহীন, পরস্ত্রী ও বেশ্যাসংযুক্ত এবং ভোগবিহীন হয়।

শুক্র গৃহস্থ শনির ফল।

শুক্র গৃহস্থিত শনি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্পষ্ট বাক যুক্ত, ধনহীন, বিদ্বান্, পরগৃহভোজী ও অতিশয় কোমলকায় হইবে।

ঐ শনি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতীজনদ্বারা ধনসম্পন্ন, রাজসমূহ-কর্তৃক সম্পূজিত, যুবতীর কান্ত, বস্ত্র অন্ন পুষ্প ও পরি-বারযুক্ত হয়।

ঐ শনি মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রাম কথায় অভিজ্ঞ, যুদ্ধ বিমুখ, উত্তম বহুবাক্যসম্পন্ন এবং ধনজন-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে।

ঐ শনি বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নিরত হাস্যশীল, ক্লীবরত, যুবতী সেবক ও নীচপ্রকৃতি হইবেক।

ঐ শনি বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পরদুঃখে দুঃখী, পর-কার্য্যরত, লোকপ্রিয়, দাতা ও উদ্যমশীল হয়।

ঐ শনি শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মদ্য ও স্ত্রীকৃত সৌভাগ্যযুক্ত, রত্নের আধার, মহাবলবান ও রাজপ্রিয় হইবে।

বুধ গৃহস্থিত শনির ফল।

বুধ গৃহস্থিত শনি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক সুখবিহীন, অতি প্রধান, ধার্ম্মিক, ক্রোধজিত, ক্লেশসহনশীল ও ধীর প্রকৃতি হয়।

ঐ শনি সোম কর্তৃক শুক্র দৃষ্ট হইলে ভূপতিতুল্য, স্নিগ্ধদেহ-বিশিষ্ট, স্ত্রী হইতে প্রাপ্ত বিভব, সংকারসম্পন্ন কিম্বা স্ত্রীকার্য্যকর হইবে।

ঐ শনি মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে খ্যাত্যাগর, অতিশয় মূর্খ, ভারবহনশীল, আকর্ষিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধনহীন হয়।

ঐ শনি বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনবান্ বাহু যুদ্ধ কুশল, বিদ্যা-চার্য্য, সঙ্গীতকুশল, শিল্পকর্ম্মকর ও অতিশয় নিপুণ হইয়া থাকে।

ঐ শনি বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজ কুলের বিশ্বাসী, সর্ব্বগুণযুক্ত, সাধুগণ বাঞ্ছিত ও গুপ্ত গুণযুক্ত হয়।

ঐ শনি শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রী-মণ্ডলে কুশল, যোগ বিষয়ে ও স্ত্রীলোকের গুরু এবং স্ত্রীগণের অভীষ্টকর হইয়া থাকে।

চন্দ্র গৃহস্থিত শনির ফল।

চন্দ্র গৃহস্থিত শনি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বাল্যকালে পিতৃহীন, ধন ও সুখভোগবর্জ্জিত, কুৎসিতদন্তযুক্ত ও পাপাত্মা হইয়া থাকে।

ঐ শনি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জন্মকালে মাতার অনিষ্টক ধনবান ও ভ্রাতৃপীড়িত হইবে।

ঐ শনি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজ সমর্পিত বিভবসম্পন্ন, বিকলদেহবিশিষ্ট, সুবর্ণরত্নপরিধায়ী, স্বীয় বান্ধবের অধীশ্বর ও প্রভু হইয়া থাকে।

ঐ শনি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দয়াহীন, অতিশয় বক্তা, শিথিল আচারী, দাম্ভিক ও অত্যুত্তম চেষ্টান্বিত হইবে।

ঐ শনি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বাল্যকালে গৃহ ও ক্ষেত্র ভাগ্যযুক্ত, পুত্র ভাগ্যবান্, ধনরত্ন ও দয়াবান্ হইয়া থাকে।

ঐ শনি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রায়ই স্বকুলজাতগণের মধ্যে অপবিলাস ও সুখরহিত হইবে।

রবি গৃহস্থিত শনির ফল।

রবি গৃহস্থিত শনি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক ধন ও সুখরহিত, অনার্য্যভাব সম্পন্ন, অনৃতপ্রিয়, মদ্যাদি পানাসক্ত, কৃশদেহী, ভৃত্য ও একমাত্র দুঃখপরায়ণ হইবে।

ঐ শনি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নানারত্ন ধন ও যুবতিভাজন, বিপুলকীর্ত্তি সম্পন্ন ও নৃপতির প্রিয় হয়।

ঐ শনি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রতিদিন ভ্রমণশীল, পাপী, চোর, গিরি ও দুর্গস্থাননিবাসী, ক্ষুদ্রপ্রকৃতিযুক্ত, ভার্য্যা ও পুত্রবিহীন হইয়া থাকে।

ঐ শনি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কফস্বভাববিশিষ্ট, ধনহীন, অলসতাযুক্ত, স্ত্রীকর্ম্মকারী মলিনদেহী ও দীন হয়।

ঐ শনি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে গ্রাম ও পুরবৃন্দের অগ্রগামী, পুত্রবান্, বিশ্বাসী এবং সুশীলতাযুক্ত হইবে।

ঐ শনি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতিদ্বেষী, সরলতাহীন

বাক্যসম্পন্ন, সুখভাগী, ধনসমৃদ্ধিযুক্ত ও শান্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

গুরু গৃহস্থিত শনির ফল।

গুরু গৃহস্থিত শনি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক পর পুত্রের পিতা, ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন, পরপুত্র হইতে ধনলাভ নামখ্যাতি ও পূজা প্রাপ্ত হয়।

ঐ শনি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতৃহীন, সচ্চরিত্রসম্পন্ন, তিন নামযুক্ত ভার্য্যা পুত্র ও ধন সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঐ শনি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বাত ব্যাধিযুক্ত, লোকদ্বেষ্টা, প্রবাসশীল, ক্ষুদ্র স্বভাবসম্পন্ন ও নিন্দিতচরিত্র হইবে।

ঐ শনি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপালের ন্যায় সুখভোগী, অধ্যাপক, মাননীয়, ধনবান, সুদৃশ্য এবং উত্তম ভাগ্যবান হইয়া থাকে।

ঐ শনি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজা বা রাজসদৃশ মন্ত্রী অথবা সেনানায়ক এবং সর্ব্বাপদবিহীন হয়।

ঐ শনি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দ্বিমাতৃ পিতৃযুক্ত, রণপ্রিয়, বিবিধশীলসম্পন্ন ও অর্থসম্পন্ন হইবে।

স্বগৃহস্থিত শনির ফল।

স্বগৃহস্থিত শনি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক রোগান্বিত, রূপহীন ভার্য্যাসম্পন্ন, পরান্নভোজী, অতিদুঃখসহিষ্ণু, ভ্রমণরত ও ভারসহ হইবে।

ঐ শনি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চপলতাবিশিষ্ট, অসত্যপরায়ণ, পাপী, মাতার অনিষ্টকারী, অমৃতপ্রিয় ও অতি ধনবান্ হইয়া থাকে।

ঐ শনি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় শূর, বিক্রমশালী,

বিখ্যাত গুণবান্, মহাজনগণের অগ্রগামী, ক্রোধী ও মহিমান্বিত হয়।

ঐ শনি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তামসিক ভারবাহী, বিকটাকার, নিন্দিত বিভবযুক্ত ও উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ঐ শনি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রকাশিতগুণযুক্ত, রাজশ্রেষ্ঠ, রাজবংশধর, দীর্ঘায়ু ও অরোগী হইবে।

ঐ শনি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে আশ্রয়বিহীন, পরদার পরায়ণ, উত্তম ভাগ্যসম্পন্ন, সুখযুক্ত, ধনবান, উৎপন্ন পানীয় পায়ী হয়।

কেন্দ্রস্থ গ্রহফল।

সূর্য্য কেন্দ্রস্থ হইলে মনুষ্য ক্রূর, কৃতান্তের ন্যায় হিংস্র, রক্ত বর্ণ, অতি মূঢ়, সদা ক্ষুধার্ত্ত, শিরোরোগবিশিষ্ট, নেত্ররোগযুক্ত, পরদ্বারাসক্ত এবং পররাজ্যবাসী হইয়া থাকে।

চন্দ্র কেন্দ্রস্থান গত হইলে মনুষ্য মিত্রগণের উপকারী, অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, বিনয়সম্পন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রানুশীলনতৎপর, রমণীয়-দেহবিশিষ্ট এবং দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

মঙ্গল কেন্দ্রী হইলে মানব কুৎসিতশরীর, কুচবিত্র, স্ত্রী মৃগয়াদ্যুত প্রভৃতি ব্যসনাশক্ত, কুৎসিত বিষয়ে দানশীল, বহুপ্রাণী হত্যাকারী, রোগাভিভূত এবং চিররোগী হয়।

বুধ কেন্দ্র স্থানে থাকিলে মানব অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, ভোগী, গুরু রাজভক্ত এবং সৎস্বভাবা রমণীর পতি হয়, সে ব্রাহ্মণ এবং সাধুজনের পূজারত থাকে।

বৃহস্পতি কেন্দ্রে থাকিলে মনুষ্য সাতিশয় ধার্ম্মিক, নৃপতি অথবা রাজমন্ত্রী, ধর্ম্মার্থকামে সদা বিলাসকারী, সুন্দরী রমণীর পতি এবং কমনীয় শরীরবিশিষ্ট হয়।

কেন্দ্রে শুক্র থাকিলে মনুষ্য সুখী, উত্তমবেশধারী, আত্মীয় স্বজনে অনুরাগী, সুন্দরী কামিনীযুক্ত, গুণবান্, ধনী, সুবুদ্ধি, সৎস্বভাববিশিষ্ট, নিজকুলোজ্জ্বলকারী এবং দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।

শনি কেন্দ্রে থাকিলে মানব ভৃত্য কর্ম্মকর খলস্বভাববিশিষ্ট, আজন্ম দারিদ্র্যযুক্ত, রোগী, কুৎসিৎদেহী, পরকার্য্য বিনাশক, বালকের ন্যায় স্বভাবযুক্ত এবং তাহার চিত্ত সদা ব্যসনাসক্ত থাকে।

রাহু কেন্দ্রে থাকিলে মনুষ্য ক্রূর, কুৎসিতদেহী কুবুদ্ধি, কুৎসিত কর্ম্মকর, পরের অহিতকারী, পরভাগ্যোপজীবী, পীড়াভিভূত, ব্যসনাসক্ত এবং শত্রুপক্ষে দানশীল হয়।

তুঙ্গ-ফল।

জন্মকালে রবি আপন উচ্চগৃহে থাকিলে মনুষ্য পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ধীর স্বভাবসম্পন্ন, অরোগী, বহু লোকপালক, দাতা, বহু সুখ সম্ভোগকারী এবং মণ্ডলেশ্বর নৃপতি হয়।

জন্ম সময়ে বুধ স্বীয় উচ্চ গৃহে থাকিলে মানব কন্যা পুত্র ও উত্তম রত্ন সম্পন্ন নৃপতি কর্ত্তৃক মাননীয় রাজ্যের একদেশে মনুষ্যাধিপতি, শাস্ত্রালাপে আমোদযুক্ত এবং সর্ব্বদা সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া থাকে।

জন্মকালে বৃহস্পতি উচ্চরাশিতে থাকিলে মনুষ্য মন্ত্রী, মনুষ্য প্রধান অতিশয় বলবান্, মাননীয় ক্রোধী, অতিশয় ধনবান্ হস্তী অশ্বমন ও উত্তম স্ত্রীর পতি এবং বহুতর লোকের প্রতিপালক হয়।

জন্মকালে শুক্র স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মানব মিষ্টান্ন ভোজী, সম্পূর্ণ গুণযুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘায়ুদাতা, দেবতাব্রাহ্মণ ভক্ত এবং উত্তম ভোগবিশিষ্ট হয়।

জন্ম সময়ে শনি আপন উচ্চগৃহে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীবিলাস-কর, সৎকীর্ত্তিশালী, অতিশয় ধনবান্ দীর্ঘজীবী, রাজ্যের এক দেশের অধিপতি পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়।

জন্মসময়ে সিংহ বৃষ কন্যা বা কর্কট রাশিতে রাহু থাকিলে মনুষ্য অতিশয় লক্ষীবান্ রাজরাজাধিপ ঘোটক হস্তী মনুষ্য নৌকা এবং মেদিনী মণ্ডলের অধিপতি হয়। আর যে ব্যাক্তি শত্রুকুলরূপ তমের বহ্নি স্বরূপ হইয়া থাকে আর রাহু স্বীয় উচ্চ গৃহে থাকিলে উক্ত সমস্ত ফল ভোগ করে এবং দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

জন্মসময়ে তুঙ্গ স্থানে একটী গ্রহ থাকিলে, মনুষ্য ভোগ বিশিষ্ট হয়, দুইটী গ্রহ থাকিলে ধনেশ্বর হয়। তিনটী গ্রহ থাকিলে রাজা হয় এবং চারিটী গ্রহ থাকিলে চক্রবর্ত্তী হয়।

চতুঃ, . . ও ষড়গ্রহ যোগ ফল।

সূর্য্য অথবা সোমের সহিত অপর যে কোন তিন শুভাশুভ গ্রহের যোগ হইলে মনুষ্য খ্যাত ও লোকপূজ্য হইয়া থাকে। ঐ চারিটি গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে সে ব্যক্তি নীতিজ্ঞ, পরোপকারী ও পরম ধার্ম্মিক হইবে। যদি তিনটী অথবা চারিটী পাপগ্রহ একত্র অবস্থিতি করে তাহা হইলে জাতক নীচকর্ম্মানুরক্ত ও দরিদ্র হয়।

জন্মকালে যদি পাঁচটী অথবা ছয়টী গ্রহ এক ঘরে অবস্থিতি করে তাহা হইলে মানব কখন না কখন উন্নতি ও খ্যাতিলাভ করিবেই করিবে কিন্তু শেষে দুঃখার্ত্ত, স্থানভ্রষ্ট ও অসুখী হয়।

নীচে যে পঞ্চ ও ষড়গ্রহের যোগের বিষয় লিখিত হইল তাহাতে শুভফল দর্শে অন্যথা অশুভ জানিতে হইবে।

১। রবি, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র।

২। রবি, মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র।

৩। রবি, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনি।

৪। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র।

৫। চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি।

৬। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র।

৭। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি।

গ্রহগণের গোচর ফল।

আকাশমণ্ডলে গ্রহ সকল এক স্থানে স্থিরভাবে যে অবস্থিতি করে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহারা নিরন্তর রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে করিতে মানবদিগের যে যে শুভাশুভফল উৎপাদন করিতেছে, তাহাকে গ্রহগণের গোচর ফল বলে।

সাধারণতঃ, জন্মরাশি হইতে গোচর ফল গনণা করা হইয়া থাকে। সকল গ্রহই জন্মরাশি হইতে একাদশ রাশিতে উপস্থিত হইলে, বিশেষ শুভফল প্রদান করিয়া থাকে।

রবি জন্মরাশি হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ রাশিতে উপস্থিত হইলে এবং মাসের ত্রয়োদশ দিবসের পর দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবম রাশিতে আসিলে শুভ ফল প্রদান করে।

চন্দ্র জন্মরাশিতে এবং জন্মরাশি হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম ও একাদশ আর শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবম রাশিতে উপস্থিত হইলে, শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু ঘাত চন্দ্র হইলে ইহার অন্যথা হয়। যে যে রাশিতে চন্দ্র উপস্থিত হইলে যে যে রাশির ঘাত চন্দ্র বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহা নিম্নে দেখান হইতেছে।

জন্মরাশি			ঘাত চন্দ্র
মেষ	...	...	মেষ
বৃষ	...	...	কন্যা
মিথুন	...	...	কুম্ভ
কর্কট	...	...	সিংহ
সিংহ	..	...	মকর
কন্যা	...	...	মিথুন
তুলা	..	...	ধনু
বৃশ্চিক	...	.	বৃষ
ধনু	..	...	মীন
মকর	...	...	সিংহ
কুম্ভ	...	...	ধনু
মীন	...	...	কুম্ভ

যাহার জন্মরাশি মেষ, চন্দ্র মেষরাশিতে গমণ করিলে,তাহার ঘাত চন্দ্র হয়। যাহার জন্ম রাশি বৃষ, চন্দ্র কন্যারাশি গত হইলে, তাহার ঘাত চন্দ্র হইবে;—এইরূপে উপরে যে যে রাশির পার্শ্বে যে যে রাশি লিখিত হইল, সেই সেই জন্মরাশি হইলে পার্শস্থ রাশি সকলে চন্দ্র উপস্থিত হইলে, সেই সেই রাশির ঘাত চন্দ্র হইয়া থাকে। ঘাতচন্দ্র হইলে শুভকর্ম্মাদি আরম্ভ ও যাত্রা নিষিদ্ধ।

মঙ্গল জন্মরাশি হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ রাশিস্থ হইলে শুভ ফল প্রদান করে।

বুধ জন্মরাশি হইতে দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ রাশিতে উপস্থিত হইলে শুভ হয়, কেহ কেহ বলেন জন্মরাশিস্থ হইলেও শুভ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি জন্মরাশি হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ রাশিস্থ হইলে শুভ হয়।

শুক্র জন্মরাশিতে এবং জন্মরাশি হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম নবম, একাদশ ও দ্বাদশ রাশিতে উপস্থিত হইলে শুভ হয়।

শনি জন্মরাশি হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ রাশিস্থ হইলে শুভ হয়।

রাহু ও কেতু জন্মরাশি হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ রাশিতে হইলে মঙ্গলজনক হয়।

গ্রহগণ উপরোক্তরাশি ভিন্ন অন্য রাশিতে উপস্থিত হইলে অশুভফলদায়ক হইয়া থাকে।

গ্রহগণ গোচরে যে রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে, নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

রবি—রবি জন্মরাশিতে থাকিলে মনুষ্য স্থানভ্রষ্ট, দ্বিতীয়ে ভয়, তৃতীয়ে শ্রীলাভ, চতুর্থে মানহানি পঞ্চমে দীনতা, ষষ্ঠে শত্রুনাশ, সপ্তমে অর্থনাশ, অষ্টমে পীড়া, নবমে কান্তি, দশমে কার্য্যসিদ্ধি, একাদশে সম্পত্তি বৃদ্ধি দ্বাদশে সম্পত্তি নাশ ও ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে অর্থলাভ, দ্বিতীয়ে বিত্তনাশ তৃতীয়ে দ্রব্যলাভ, চতুর্থে উদরাময়, পঞ্চমে কার্য্যহানি, ষষ্ঠে বিত্তলাভ সপ্তমে স্ত্রীলাভ, অষ্টমে মৃত্যু, নবমের ভয়, দশমে মহাসুখ, একাদশে ধনবৃদ্ধি, দ্বাদশে রোগ ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল জন্মরাশিতে হইলে শত্রুভয়, দ্বিতীয়ে ধননাশ, তৃতীয়ে অর্থলাভ চতুর্থে শত্রুভয়, পঞ্চমে প্রাণনাশ, ষষ্ঠে চিত্তলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত, নবমে কার্য্যহানি, দশমে শুভ, একাদশে ভূমিলাভ, দ্বাদশে রোগ ও অমঙ্গল।

বুধ—বুধ জন্মরাশিস্থ হইলে বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে

ধন ও শক্রভয়, চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অনাটন, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে নানা শারীরিক রোগ ও আপদ, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে জীবন সংশয়, দশমে শুভ, একাদশে অর্থলাভ এবং দ্বাদশে বিত্ত-লাভ হয়।

বৃহস্পতি—জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থ-লাভ, তৃতীয়ে শারীরিক ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজ পূজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রীতিভঞ্জন, একাদশে ধনলাভ, দ্বাদশে শারীরিক ও মানসিক পীড়া হইয়া থাকে।

শুক্র—শুক্র জন্মরাশিস্থ হইলে শক্রনাশ, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, তৃতীয়ে শুভ, চতুর্থে ধনলাভ, পঞ্চমে পুত্রলাভ, ষষ্ঠে শক্রবৃদ্ধি, সপ্তমে শোক, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে বিবিধ বস্ত্রলাভ, দশমে শুভ, একাদশে বহু ধনলাভ ও দ্বাদশে ধনলাভ হইয়া থাকে।

শনি—শনি জন্মরাশিস্থ হইলে, বিত্তনাশ ও সন্তাপ, দ্বিতীয়ে মনের ক্লেশ, চতুর্থে শক্রবৃদ্ধি, পঞ্চমে পুত্র ভৃত্যাদিনাশ, ষষ্ঠে অর্থলাভ, সপ্তমে অনিষ্টপাত, অষ্টমে শারীরিক পীড়া, নবমে ধনক্ষয়, দশমে মানসিক উদ্বেগ, একাদশে বিত্তলাভ, দ্বাদশে অমঙ্গল হয়।

রাহু—রাহু জন্ম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, বা দ্বাদশ রাশিতে থাকিলে অর্থক্ষয়, শক্রভয়, কার্য্যহানি, রোগ অগ্নিভয় ও মৃত্যু হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন স্থানে রাহু থাকিলে মনুষ্যের শুভ ফললাভ হয়।

কেতু—জন্মরাশি হইতে একাদশ, তৃতীয়, দশম, কিম্বা ষষ্ঠ রাশিতে কেতু অবস্থিত হইলে মানবের সন্মান, ভোগ, রাজপূজা সুখ ও অর্থলাভ হয় এবং আজ্ঞাকারী পুরুষ ও স্ত্রী হইতে সুখ-ভোগ ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

রবি ও মঙ্গল এই দুই গ্রহ প্রবেশ কালে, বৃহস্পতি ও শুক্র মধ্য সময়ে, শনি ও চন্দ্র শেষাবস্থায় এবং বুধ সকল সময়ে ফল প্রদান করে।

বর্ষ প্রবেশ।

গ্রহগণের গোচর ফলের যে তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা প্রতি বৎসর বর্ষ প্রবেশ কালের লগ্ন ও গ্রহদিগের স্থিতি দ্বারা নিরূপণ করা যায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মমাস হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ, ৩৬৫ দিনে একসৌর বৎসর গণনা হইয়া থাকে; কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে সৌর বৎসর উহা অপেক্ষা আরও ১৫ দণ্ড, ৩১ পল এবং ২৪ অনুপল অধিক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে বারে পঞ্জিকা লিখিত বৎসর আরম্ভ হয়, তাহার পর বারে পর বৎসর আরম্ভ হইয়া থাকে; অতএব, জন্মদিন হইতে যত বৎসর গত হইবে, তদ্দ্বারা একবার ১৫ দণ্ড, ৩১ পল ও ২৪ অনুপল গুণ করিবে, এবং সেই গুণ ফলে জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে যে যোগ ফল হইবে, তাহাই বর্ষ প্রবেশের বার ও দণ্ডাদি জানিবে। উপরোক্ত প্রকারে যোগ করিলে, যদি বারের অঙ্ক ৭ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ যোগ ফলকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া ১ বাকী থাকিলে রবিবার, ২ থাকিলে সোমবার, ৩ থাকিলে মঙ্গলবার ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে।

বর্ষ প্রবেশের বার দণ্ডাদি সহজে নিরূপণ জন্য পশ্চাল্লিখিত তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা সহজে বর্ষ-প্রবেশ জানা যাইতে পারিবে।

বর্ষ	বার	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১	১	১৫	৩১	৩১	২৪
২	২	৩১	৩	২	৪৮
৩	৩	৪৬	৩৪	৩৪	১২
৪	৫	২	৬	৫	৩৬
৫	৬	১০	৩৭	৩৭	০
৬	৭	৩৩	৯	৮	২৪
৭	১	৪৮	৪০	৩৯	৪৮
৮	৩	৪	১২	১১	১২
৯	৪	১৯	৪৩	৪২	৩৬
১০	৫	৩৫	১৫	১৪	০
২০	৪	১০	৩০	২৮	০
৩০	২	৪৫	৪৫	৪২	০
৪০	১	২১	০	৫৬	০
৫০	৬	৫৬	১৬	১০	০
৬০	৫	৩১	৩১	২৪	০
৭০	৪	৬	৪৬	৩৮	০
৮০	২	৪২	১	৫২	০
৯০	১	১৭	১৭	৬	০
১০০	৬	৫২	৩২	২০	০

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহাতে যে বার ও দণ্ডাদি লিখিত আছে, সেই বার দণ্ডাদিতে জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে বর্ষ প্রবেশের বার ও দণ্ডাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০ ও ২০, ২০ ও ৩০, ৩০ ও ৪০ ইত্যাদি বৎসরের মধ্যে বয়ঃক্রম হইলে, ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি বর্ষের পার্শ্বে যে অঙ্ক আছে, তাহাতে ১, ২, ৩ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্ন অঙ্ক এবং জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে, অভীষ্ট বয়সের বর্ষ প্রবেশ-বার ও দণ্ডাদি হইবে। এস্থলে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কখনও কখনও জন্ম তারিখের পূর্ব্ব ও পর দিবসে বর্ষ প্রবেশ আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা বর্ষ প্রবেশের বার ও দণ্ডাদি নির্দ্ধারিত হইলে, তাহা অবলম্বন করিয়া জন্ম পত্রিকার অনুরূপ একখান বর্ষ পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বর্ষলগ্ন ও তৎকালিক গ্রহস্ফুট স্থাপন করিতে হইবে। পরিশেষে জন্ম

কালে বৃহস্পতি হইতে জাতলগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশ কালে বৃহস্পতি হইতে উক্ত লগ্ন সরাইয়া তত অন্তরে রাখিবে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বৃহস্পতি জীবনকারক; এজন্য উহার অপর একটী নাম "জীব"। মনুষ্যের জন্মলগ্নের উপর উহার এতাধিক আকর্ষণ শক্তি আছে যে, উহা যে স্থানেই সরিয়া যাউক না, ঐ লগ্ন উহার অনুবর্ত্তী হইবেই হইবে। সুতরাং, বৃহস্পতি প্রতি বৎসর যেরূপ এক রাশি হইতে পরবর্ত্তী রাশিতে সরিয়া যায়, জন্মলগ্নও সেইরূপ একরাশি হইতে সরিয়া পরবর্ত্তী রাশিতে যায় এবং যাবজ্জীবন এইরূপে উহাদের উভয়ের সমদূরত্ব রক্ষিত হয়; কিন্তু বৃহস্পতির গতি সর্ব্বদা সমান নহে। সূক্ষ্মরূপে গণনা করিতে হইলে, জন্মকালীন বৃহস্পতির স্ফুট রাশি প্রভৃতি হইতে বামাবর্ত্তে বা দক্ষিণাবর্ত্তে জন্ম লগ্ন যত অন্তরে ছিল, বর্ষপ্রবেশ কালে বৃহস্পতির স্ফুট রাশি প্রভৃতি স্থির করিয়া, তাহা হইতে জাতলগ্ন সঞ্চালন পূর্ব্বক তত অন্তরে স্থাপিত করিতে হইবে, আর ঐ সঞ্চালিত লগ্নে শুভাশুভ গ্রহদিগের যোগ বা দৃষ্টি অনুসারে বর্ষের শুভাশুভ ফল স্থির করিবে। বৃহস্পতির স্ফুট অভাবে জন্মসময়ে বৃহস্পতি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্ত্তে জন্মলগ্ন যত রাশি অন্তরে ছিল, বর্ষপ্রবেশ-কালে বৃহস্পতি হইতে ঐ লগ্ন তত রাশি অন্তরে রাখিতে হইবে, কিম্বা বর্ষ প্রবেশ কালে যত বয়স হইবে, জন্মলগ্ন তত রাশি সরাইয়া অতীত বয়সের অঙ্ক যে রাশিতে শেষ হইবে, তাহার পর রাশিতে উহা স্থাপিত করিবে অর্থাৎ এক বৎসর অতীত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইলে জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় রাশিতে দুই বৎসর অতীত হইয়া তৃতীয় বৎসরে পড়িলে, জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় রাশিতে জন্মলগ্নের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং এইরূপ ক্রমঅনুসারে পর পর জন্মলগ্নের সঞ্চার হয়। কিন্তু, এই রকমে মোটা-

স্ফুট গণনায় যদি বর্ষপ্রবেশের পূর্ব্বে পূর্ব্বে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া পর রাশিতে কিম্বা চক্র বাশি ক্রমে পূর্ব্ব রাশিতে গমন করে তবে গণনার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। উপরোক্ত রূপ সঙ্কালিক জন্মলগ্নকে মন্থ ও বলিয়া থাকে।

১৭৫৩ শকের ৭ই আশ্বিন তারিখে বৃহস্পতিবার ১৭ দণ্ড, ৩৫ পল সময়ে ধনুর্লগ্নে কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৪ শকের ৭ই আশ্বিন তারিখে ঐ ব্যক্তি ৫১ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। বর্ষ তালিকা দৃষ্টে সেই ৫১ বৎসরে—

	বার	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
৫০ বৎসরে—	৬।	৫৬।	১৫।	১০।	০
১ বৎসর—	১।	১৫।	৩১।	৩১।	২৪
৫১ বৎসরে—	৮।	১১।	৪৭।	৪১।	২৪ হয়।

উক্ত যোগ ফলে ঐ ব্যক্তির জন্ম বার ও দণ্ডাদি ৫।১৭।৩৫ যোগ করিলে যোগফল ১৩ বার ২৯ দণ্ড ২২ পল ৪১ বিপল ২৪ অনুপল হয়। কিন্তু পূর্ব্ব যোগফলে দৃষ্ট হয় যে বারের অঙ্ক ৭ অপেক্ষা, অধিক অতএব ঐ অঙ্ককে ৭ দিয়া হরণ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং ৭ই আশ্বিন শুক্রবার ২৯ দণ্ড ২২ পল ৪১ বিপল ২৪ অনুপল সময়ে উহার বর্ষপ্রবেশ হইয়াছিল। ঐ সময়ে মীন রাশি পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়; অতএব মীন রাশিই ঐ ব্যক্তির বর্ষলগ্ন।

ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত সময়ে সেই ব্যক্তি ৫১ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া ৫২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিল। তাহার জন্মলগ্ন ধনু ৫১ রাশি সরাইলে, শেষ কুম্ভ রাশি হয় এবং তৎপরে মীন রাশি, অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ৫২ বৎসর প্রারম্ভে সেই ব্যক্তির মীন রাশিতে জন্মলগ্ন

সঞ্চার হয়। কিন্তু ১৮০৪ শকের আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি অত্যা-চারী হইয়া মিথুন রাশিতে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং ঐরূপ জন্মলগ্ন সঞ্চালন করিলে ঐরূপ গণনার ব্যতিক্রম ঘটিবে। এরূপ স্থলে সূক্ষ্ম গণনার আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তির জন্ম পরিগ্রহ কালে বৃহস্পতি মকর রাশির ২২ অংশে ছিল এবং উহার জন্মলগ্ন স্ফুট ৮।১১।৫০ অর্থাৎ বৃহস্পতি হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে জন্মলগ্ন প্রায় ৪০ অংশ অন্তর। তাহার বর্ষপ্রবেশ-সময়ে বৃহস্পতির স্ফুট ২।৮।৪০; অতএব উহা হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে ৪০ অংশ অন্তরে অর্থাৎ মেষ রাশির ২৭ অংশে জন্মলগ্ন সঞ্চালিত হইবে।

এইরূপে প্রতিবর্ষে জন্মলগ্নের সঞ্চার হয়। এই জন্য জন্মরাশি হইতে গ্রহ গোচর ফল বিচার করা যায়। এক্ষণে, ঐ সঞ্চালিত লগ্ন ও বৎসর হইতে যেরূপে বৎসরের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করা যায়, তাহা বলা যাইতেছে।

গ্রহগণ জন্মগ্রহণ-কালে শুভ হইয়া বৎসর প্রবেশ কালেও শুভ হইলে, উহাতে শুভ ফলের আধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রহগণ জন্মগ্রহণ কালে শুভ হইয়া বৎসর প্রবেশ-সময়ে অশুভ হইলে, বৎসরের প্রথমার্দ্ধে শুভ ও শেষার্দ্ধে অশুভ হয়; আর যদি জন্মগ্রহণ কালে অশুভ হইয়া বর্ষ প্রবেশ কালে শুভ হয় তাহা হইলে, উহাতে বৎসরের প্রথমার্দ্ধে অশুভ ও শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে।

বর্ষলগ্ন, জন্মলগ্ন, সঞ্চালিত লগ্ন ও জন্মস্থ রাশিতে শুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, কিম্বা তাহার অধিপতি গ্রহগণ শুভ গৃহ-গত হইয়া শুভ দৃষ্ট হইলে, সেই বৎসরে নানা প্রকার সুখ হয়। ইহার বিপরীতে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইতে অষ্টম রাশিতে কিম্বা জন্মগ্রহণ কালে শনি অথবা মঙ্গল যে রাশিতে ছিল, সেই রাশিতে বর্ষলগ্ন

বা সঞ্চালিত জন্ম লগ্ন হইলে, বিশেষতঃ যদি সেই লগ্নে পাপ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তবে সেই বৎসরে মনুষ্য পীড়াগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া থাকে।

যদি বৎসর প্রবেশের কয়দিন পূর্ব্বে বা পরে পাপ গ্রহগণ বক্র হয় এবং বর্ষলগ্নে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই বৎসরে নানা প্রকার কষ্ট ও পীড়া হয়।

জন্মকালীন অষ্টমস্থ পাপগ্রহ বর্ষলগ্নে যদি অবস্থিত থাকে, তবে বিশেষ অশুভফল প্রদান করে।

বর্ষ-প্রবেশ-সময়ে যদি চন্দ্র জন্ম রাশিতে জন্ম নক্ষত্রযুক্ত হইয়া বর্ষলগ্নের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশ গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহে অবস্থিতি করিলে ও তাহার প্রতি কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, সেই বৎসরে নানা প্রকার শুভ ফললাভ হইয়া থাকে; নচেৎ বিপরীত ফললাভ হইয়া থাকে।

বর্ষলগ্নাধিপ, জন্মলগ্নাধিপতি সঞ্চালিত জন্মলগ্নাধিপতি ও জন্ম কালীন বলবান্ গ্রহগণ বর্ষপ্রবেশে নীচস্থ অথবা দুর্ব্বল হইলে রোগ, শোক ও অর্থনাশ হইয়া থাকে।

বর্ষপ্রবেশকালে ধনলগ্ন শুভ গ্রহসংযুক্ত বা শুভগ্রহ দৃষ্ট হইলে, ধনাগম হয়; কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধননাশ হইয়া থাকে।

জন্ম ও বর্ষলগ্নের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশে সঞ্চালিত লগ্ন থাকিলে বিশেষতঃ উহাতে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে অশুভ হয়।

জন্ম ও বর্ষ এই উভয় লগ্ন হইতে উক্ত স্থান ভিন্ন অন্য কোন গৃহে জন্মলগ্ন যদি সঞ্চালিত হয়, তবে শুভ ফলের আধিক্য হইয়া থাকে।

কিন্তু যদি উক্ত সঞ্চালিত লগ্ন জন্মলগ্ন হইতে শুভ ভাবস্থ হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে অশুভ গৃহে গমন করিলে, বর্ষের প্রথমার্দ্ধে

শুভ ও শেষার্দ্ধে অশুভ হইয়া থাকে; আর যদি উহা জন্ম লগ্ন হইতে অশুভ ভাবস্থ হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে শুভ গৃহে গমন করিলে, বর্ষের প্রথমার্দ্ধে অশুভ ও শেষার্দ্ধে শুভ হয়।

সঞ্চালিত জন্মলগ্ন চতুর্থ কিম্বা সপ্তম গৃহে গমন করিয়া যদি কোন শুভ গ্রহের সহিত মিলিত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত মতে অশুভ না হইয়া বরং শুভ হইয়া থাকে। উক্তলগ্ন রবির সহিত মিলিত হইয়াও শুভ হইয়া থাকে।

জন্ম-লগ্নের সঞ্চার।

বর্ষলগ্নে হইলে, মান্য, পুত্র, রাজানুগ্রহ, ধনলাভ, প্রতাপ-বৃদ্ধি, শরীর পুষ্টি ও শত্রুনাশ হয়।

দ্বিতীয় স্থানে হইলে সম্মান, যশঃ, অর্থ, বন্ধু, সুখ এবং স্বাস্থ্য-লাভ হয়।

তৃতীয় স্থানে হইলে নিজ উদ্যমে ধন, যশঃ ও সুখলাভ, ধর্ম্ম বৃদ্ধি, শরীর পুষ্টি এবং রাজসম্মান প্রাপ্তি হয়।

চতুর্থ স্থানে হইলে পীড়া, বৈরিভয়, স্বজনগণের সহিত বিবাদ, মনস্তাপ, জনাপবাদ ও মনঃকষ্ট হয়।

পঞ্চম স্থানে হইলে পুত্র, ধন ও রাজপ্রসাদ লাভ, প্রতাপ বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হয়।

ষষ্ঠ স্থানে হইলে শত্রুবৃদ্ধি, রোগ, চৌর বা রাজভয়, কার্য্য ও অর্থনাশ এবং দুর্ব্বুদ্ধিহেতু অনুতাপ হয়।

সপ্তম স্থানে হইলে, পুত্র, কলত্র, মিত্র ও ধননাশ, শত্রুবৃদ্ধি, বিবাদ, দূর যাত্রা ও উদ্যম ভঙ্গ হয়।

অষ্টম স্থানে হইলে শত্রুভয়, ধর্ম্ম ও অর্থহানি, বলহানি, রোগ, শোক, বিপদ্ বা মৃত্যু হয়।

নবম স্থানে হইলে প্রভুত্ব, অর্থাগম, ধর্ম্মোন্নতি, পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও যশঃলাভ ও ভাগ্যোদয় হয়।

দশম স্থানে হইলে সৌভাগ্য, পদ ও কীর্ত্তিলাভ এবং পরাক্রম বৃদ্ধি হয়।

একাদশ স্থানে হইলে মনস্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, সন্মিত্র, পুত্র, রাজাশ্রয়, হর্ষবৃদ্ধি, সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও বাহনাদি লাভ হয়।

দ্বাদশ স্থানে হইলে ব্যয়াধিক্য, ঋণ বা কারাবাস, রোগ, সজ্জনের সহিত কলহ ও গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শত্রু হইতে অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা।

জন্মকালে গ্রহগণ তন্বাদি দ্বাদশ ভাবস্থ হইয়া যে সমস্ত ফল উৎপাদন করে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বর্ষপ্রবেশ-সময়েও উহারা সেইরূপ নিজ নিজ ভাবের ফল প্রদান করে, অর্থাৎ শুভ গ্রহগণ কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে রবি ও মঙ্গল উপচয়ে এবং শনি তৃতীয় ষষ্ঠ একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে অবস্থিতি করিলে, শুভ ফল প্রদান করে।

বর্ষলগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশি দ্বারা দ্বাদশ মাসের ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যে যে গ্রহ বর্ষলগ্নে থাকে, অথবা বর্ষলগ্নকে দৃষ্টি করে প্রথম মাসে তাহার প্রদত্ত ফল ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে যে যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি গৃহে থাকে বা সেই সমস্ত গৃহকে দৃষ্টি করে, তবে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি মাসে সেই সমস্ত গ্রহদত্ত ফলভোগ হইয়া থাকে। যে গৃহে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে, সেই মাসে সেই গৃহাধিপতির স্থিতি ও শুভাশুভ সম্বন্ধানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বর্ষ লগ্ন হইতে দ্বাদশ গৃহের যে যে গৃহে মঙ্গল ও শনি থাকে, সেই সংখ্যক মাসে পীড়া বা মনকষ্ট হয়।

দ্বিগ্রহ-যোগের ফল।

রবি ও চন্দ্র জন্মসময়ে এক রাশিতে অবস্থিতি করিলে, মানব চক্ষুরোগী, অব্যবস্থিত চিত্ত, অল্পবাক্যযুক্ত, কৃপণ, কামাশক্ত, অল্প-

দৃষ্টি বিশিষ্ট, অনুন্নত বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রায় অল্প বয়সে মাতৃহীন হয়, কিন্তু উহাদিগের ঐ রূপ সংযোগ কালে যদি বৃহস্পতি লগ্নে বা দশম স্থানে থাকে, তাহা হইলে, জাত ব্যক্তি বহুগুণসম্পন্ন, লোক রঞ্জন, ধর্ম্ম পরায়ণ ও রাজা বা রাজার সমতুল্য ব্যক্তি হইয়া থাকে।

রবি ও মঙ্গল মেষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক ধনু কিম্বা মীন রাশিতে একত্র থাকিলে, জাত ব্যক্তি চক্ষুরোগী, অতি সাহসী, দুর্দ্ধর্ষ, ক্ষমতাপ্রিয়, উদ্যোগী ও উচ্চাভিলাষী হয় এবং রাজা অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগের স্নেহভাজন হইয়া ধন মান ও উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি অন্য রাশিতে উহাদের সংযোগ হয়, তাহা হইলে মানব নেত্ররোগী, প্রগল্‌ভ, সতত দুঃসাহসী কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও স্খলিত হয় এবং মহৎ লোকের আশ্রয়ে উন্নতি লাভ করিয়া পুনরায় সেই সকল ব্যক্তির অপ্রসন্নভাজন হইয়া পদে পদে অবনতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ দুই গ্রহের সংযোগে জাত ব্যক্তি ও তাঁহার পিতা বহ্নি দাহন, দুষ্টব্রণ, রক্তস্রাব সংন্যাস, বহুমূত্র, বিকার কিম্বা শস্ত্র প্রযোগে প্রাণত্যাগ করে। ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে রবি ও মঙ্গলের যোগ হইলে, জাত ব্যক্তি ক্রূর চেষ্টান্বিত পাপকার্য্যে নিযুক্ত ও সর্ব্বদা বিপদ গ্রস্ত হয় এবং অবশেষে বিদেশে কারাগারে অথবা কোনও দুর্ঘটনায় অতিকষ্টে প্রাণত্যাগ করে।

রবি ও বুধের মেষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা কিম্বা ধনু রাশিতে সংযোগ হইলে, জাত ব্যক্তি মেধাবী, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, যশস্বী, রাজা ও সাধুগণের প্রিয়, সরল, মানী ও পরোপকারী হয়। অন্য অন্য রাশিতে বুধাদিত্য যোগ হইলে তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। আর সূর্য্য হইতে অষ্টমাংশের মধ্যে বুধ গ্রহ থাকিলে, জাত ব্যক্তি অস্ফুট বাক্য, অল্পধীশক্তি সম্পন্ন ও শিরোরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

রবি ও বৃহস্পতি একত্রে থাকিলে,জাতকের পিতা ব্যবস্থাপক, বিচারপতি কিম্বা রাজপুরোহিত ও পরম ধার্ম্মিক এবং সেই জাতক স্বয়ং রাজা অথবা অপর কোন মহৎলোকের আশ্রয়ে ধন ও সম্মান লাভ করে। যদি ঐ বৃহস্পতি অস্তমিত হয়, তবে মোকদ্দমা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অর্থক্ষয় এবং মানব ভণ্ড বা গোঁড়া ও পুত্রহীন অথবা অল্প পুত্রযুক্ত হইয়া থাকে।

রবি ও শুক্র এক রাশিতে থাকিলে মানব স্ত্রীস্বভাবযুক্ত, প্রিয়বাদী, অভিনয়কুশল, অমিতব্যয়ী ও আমোদপ্রিয় হইয়া থাকে এবং ললনা সাহায্যে বহু মিত্রলাভ করিয়া থাকে। ঐ শুক্র অস্তমিত হইলে,জাত ব্যক্তি তেজহীন ও স্ত্রীলোক জন্য ক্লেশ সন্তপ্ত হয়। কিন্তু জন্ম সময়ে এই গ্রহের যোগ থাকিলে, জাতকের পিতা একাধিক স্ত্রীবভর্ত্তা অথবা বেশ্যাসক্ত হয় এবং কোন শুক্র দোষজনিত রোগে প্রায়ই সে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে।

রবি ও শনি একত্র থাকিলে জাত ব্যক্তির পিতৃরিষ্টি হয়; তাহার পিতার নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে এবং সে ব্যক্তি নিজে নেত্ররোগ ও বাতরোগাক্রান্ত বা বিকৃতাঙ্গ এবং অবশেষে বহু দুঃখভাজন, শত্রুপীড়িত, বিপদগ্রস্ত ও কলত্রাদিবিহীন হইয়া থাকে।

চন্দ্র ও মঙ্গল এক রাশিতে থাকিলে জাত ব্যক্তি সাহসী, ভূমিজীবী ও কৌশলী হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্র ক্ষীণ হইলে জাতব্যক্তির মাতৃরিষ্টি হয় এবং সেই ব্যক্তি মমতাশূন্য, অসহিষ্ণু, সদ্ব্যয়-কুণ্ঠিত, বেশ্যাসক্ত, অস্ত্রচিহ্নযুক্ত এবং দন্ত ও উদর রোগান্বিত হয়। কিন্তু যদি ঐ মঙ্গল ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ গৃহাধিপতি হয় তাহা হইলে জাতকের অপমৃত্যু হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চন্দ্র ও বুধ এক রাশিগত হইলে জাত ব্যক্তি বিদ্বান, বহুবিধগুণযুত, লোকরঞ্জক, ভাগ্যবান্ ও প্রিয়দর্শন হয়।

যদি কন্যারাশিতে ঐ দুই গ্রহ একত্রে বাস করে, তাহা হইলে, জাতক অনুপম বুদ্ধিবৃদ্ধিবিশিষ্ট যশস্বী ও সর্ব্বত্র আদরণীয় হয়।

চন্দ্র ও বৃহস্পতি একই রাশিস্থ হইলে মানব ধনী, মানী, ধর্ম্মা[illegible]পকারী, সুবিখ্যাত ও দীর্ঘায়ু হইবে। ইহাকে 'জীবযোগ বা উন্নতিযোগ' কহে।

যদি চন্দ্র ও শুক্র যদি এক রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে, সেই পুরুষ ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান, কোমল-স্বভাব, ভোগী ও সুখীর, কিন্তু চঞ্চল, অব্যবস্থিতচিত্ত, অদূরদর্শী, ললনাসক্ত, স্ত্রী-বশীভূত, ভীরু ও স্খলিতবাক্য হইয়া থাকে।

চন্দ্র ও শনি এক রাশিগত হইলে, জাতকের মাতৃরিষ্টি হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি মলিন, বায়ুরোগাক্রান্ত, ঠেঁটা, অপ্রসন্ন-চিত্ত এবং নীচ অথব প্রাচীন লোকের স্নেহাস্পদ হয়। ষষ্ঠ, অষ্টম, বা দ্বাদশ স্থানে ঐ দুই গ্রহ থাকিলে মানব সাতিশয় দারিদ্র্য দুঃখে দুঃখী, ক্লেশযুক্ত, বাতুল ও অল্পায়ুঃ হয়।

মঙ্গল ও বুধ একরাশিতে থাকিলে জাতক অস্ফুটবাক্য, গণিতবেত্তা, রণপণ্ডিত, উত্তম শিল্পী এবং অস্ত্র-চিকিৎসক হইয়া থাকে। ঐ দুই গ্রহ উভয়ের দীপ্তাংশের মধ্যে অবস্থিত হইলে, আর উহাদের প্রতি শনির দৃষ্টি থাকিলে সে ব্যক্তি সংন্যাস বা উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হয় এবং ষষ্ঠস্থানে উহাদের সংযোগ হইলে, জাতব্যক্তি পরস্বাপহারী হইয়া থাকে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতি এক রাশিগত হইলে, জাতক ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান্, সাহসী, কার্য্যক্ষম, শাস্ত্রজ্ঞ এবং রাজা বা রাজমন্ত্রী অথবা সুবিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ হয়। যে অবস্থায় সে ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করুক না কেন, সে কীর্ত্তিমান্, ন্যায়পরায়ণ, উচ্চমতি-সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হয়। ঐ দুই গ্রহ আপনাপন সম সপ্তমে থাকিলেও উক্তরূপ ফল ফলিয়া থাকে।

মঙ্গল ও শুক্রের যোগে মানব ব্যঙ্গতৎপর, সঙ্গীতপ্রিয় সদালাপী, ললনাসক্ত এবং ক্রয়-বিক্রয়-নিপুণ হয়। ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে উহাদের যোগ হইলে, জাতক শুক্রদোষজনিত কোন পীড়া ভোগ করে।

মঙ্গল ও শনির সহযোগে মনুষ্য কলহনিরত, ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্ভাবনাযুক্ত, ভূমিসম্পত্তি-বিহীন অথবা হীনাবস্থ হইয়া থাকে।

বুধ ও বৃহস্পতি এক গৃহবাসী হইলে মানব সুধীর, সহজ প্রতীত, বিনীত, প্রিয়ম্বদ, শাস্ত্রানুরাগী, বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন সুলেখক, ধর্ম্মবেত্তা ও ব্যবস্থা বা লিপিজীবী প্রাজ্ঞ, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক ও সাধুজনপ্রিয় হইবে।

বুধ শুক্রের যোগে জাতক চঞ্চল, বালস্বভাববিশিষ্ট, মিষ্ট-ভাষী, আমোদপ্রিয়, বাণিজ্যানুরক্ত ও উত্তমবাহনযুক্ত হইয়া থাকে।

বুধ ও শনি এক রাশিস্থ হইলে জাতক গম্ভীর-প্রকৃতিক, মর্ম্মভেদক, প্রাজ্ঞ ও মহাকৌশলী হয়। কিন্তু উহারা অশুভ গৃহাধিপতি হইলে, সে ব্যক্তি প্রায়ই কুটীল, ধূর্ত্ত, কপট, মিথ্যা-বাদী, লোভী ও নীচাশয় হয়।

বৃহস্পতি ও শুক্র এক রাশিতে থাকিলে মানব পরম ধার্ম্মিক, উত্তমপত্নীযুক্ত, সাধুজনপ্রিয়, ভাগ্যবান্, পুত্রবান্ এবং নির্ম্মল মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি ও শনি একত্র বা সম সপ্তমে থাকিলে জাতক বীর, সংশয়ী, সুভোক্তা, ঐশ্বর্য্যশালী, কিন্তু অপুত্রক বা অল্পপুত্রযুক্ত হইবে। কিন্তু যদি শনি লগ্নাধিপতি হয়, তবে সে গম্ভীর ও ধার্ম্মিক হইবে এবং বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম, কোন শস্ত্র, ব্যবসায়, অথবা উত্তরাধিকার দ্বারা সম্পত্তি লাভ করে।

শুক্র ও শনি এক রাশিস্থ হইলে মানব অবাধ্য, ব্যঙ্গকারী ও দাম্পত্যসুখবিহীন হইবে।

রাহু যে কোন গ্রহের সহিত মিলিত হইলে তাহার শুভফল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে কেতু যে কোন শুভাশুভ গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহার শুভফলের হ্রাস ও অশুভফলের বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

স্বক্ষেত্রগত বা উচ্চস্থ শুভগ্রহের সহিত অন্য একটী শুভ গ্রহের যোগ হইলে, ঐ যোগাধীন ফল অধিক পরিমাণে শুভ হয়, কিন্তু নীচস্থ শুভগ্রহের সহিত ঐরূপ যোগ হইলে, শুভ ফলের হ্রাস হয়।

স্বক্ষেত্রস্থ বা উচ্চস্থ পাপগ্রহের সহিত অন্য একটী পাপগ্রহের যোগ হইলে, তাহাদের যোগাধীন শুভাশুভ ফল অধিক পরিমাণে দর্শিয়া থাকে, কিন্তু একটী নীচস্থ পাপগ্রহের সহিত অন্য একটী পাপগ্রহের যোগ হইলে, তাহারা অত্যন্ত অশুভফল প্রদান করে।

অষ্ট বর্গ।

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশিকে জাতকের জন্মরাশি বলে, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত গ্রহই জন্মকালে কোনও না কোনও রাশিতে তত্তৎ নক্ষত্রে অবস্থিতি করে, সুতরাং ঐ ঐ গ্রহভোগ্য ক্ষেত্রকে জন্মনক্ষত্র ও ঐ সকল গ্রহভোগ্য রাশিকে 'জন্মরাশি' বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রহ ও লগ্নদ্বারা জাতকের আটটী জন্মরাশি কল্পিত হইয়া থাকে; অতএব, ঐ সকল রাশি হইতেও মনুষ্যের শুভাশুভ ফল স্থিরীকৃত হয়। যে প্রকারে ঐ সকল ফল অবগত হওয়া যায়, তাহাকে 'অষ্টবর্গ' কহে। গ্রহগণ অষ্টবর্গে

শুদ্ধ থাকিলে, অশুভফল প্রদান করে। এই কারণে এক রাশি-জাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ফলের তারতম্য হইয়া থাকে।

একটী রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে জন্মকালীন রাশিচক্রে যেরূপ গ্রহ অবস্থিত থাকে; সেইরূপে গ্রহসংস্থাপন করিবে। তাহার পর, ঐ চক্রের যে যে রাশিতে যে যে গ্রহ থাকিতে পারে, সেই সেই গ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে এক এক গ্রহের রেখাপাত করিবে।

রবি, চন্দ্র মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও লগ্ন এই আট প্রকার অষ্টবর্গ। প্রত্যেক গ্রহের অষ্টবর্গে এক একটী রাশিচক্র লিখিতে হইবে; পরে ঐ রাশিচক্রে রবি প্রভৃতি গ্রহ স্থাপন করিয়া, প্রথমে রবি হইতে, পরে চন্দ্র হইতে; ক্রমশঃ, সকল গ্রহ হইতে যে যে গ্রহের যে যে ঘরে রেখাপাত নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই ঘরে রেখাপাত করিতে হইবে। রবির অষ্ট বর্গ করিতে হইলে যে ঘরে রবি থাকিবে, সেই ঘরে ও ২।৪।৭।৮।৯।১০।১১ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে আছে, তাহা হইতে ৩।৬।১০।১১ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে আছে সেই ঘরে ও ২।৪।৭।৮।৯।১০।১১ ঘরে; বুধ যে ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে ৩।৫।৬।৯।১০।১১।১২ ঘরে; গুরু যে ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে ৫।৬।৯।১১ ঘরে; শুক্র যে ঘরে আছে, সেই ঘর হইতে ৬।৭।১২ ঘরে; শনি যে ঘরে আছে, সেই ঘরে ও তাহা হইতে ২।৪।৭।৮।৯।১০।১১ ঘরে এবং লগ্ন হইতে ৩।৪।৬।১০।১১।১২ ঘরে রেখাপাত করিতে হইবে। দ্বাদশ ঘরের রেখাসমষ্টি ৪৮ হইবে।

চন্দ্রের অষ্টবর্গে যে ঘরে রবি থাকে, সেই ঘর হইতে ৩।৬।৭।৮।১০।১১ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে থাকে সেই ঘরে ও তাহা হইতে ৩।৬।৭।১০।১১ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে থাকে, তাহা হইতে ২।৩।৫।৬।৯।১০।১১ ঘরে; বুধ যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে ও ৩।৪।৫।৭।৮।১০।১১ ঘরে;

বৃহস্পতি যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে ও ৪।৭।৮।১০।১১।১২ ঘরে; শুক্র যে ঘরে থাকে, সেই ঘর হইতে ৩।৪।৫।৭।৯।১০।১১ ঘরে; শনি যে ঘরে থাকে, সেই ঘর হইতে ৩।৫।৬।১১ ঘরে এবং লগ্ন হইতে ৩।৬।১০।১১ ঘরে রেখাপাত করিতে হইবে। দ্বাদশ ঘরের রেখা-সমষ্টি ৪৯ হইবে।

মঙ্গলের অষ্টবর্গে রবি যে ঘরে থাকে, সেই ঘর হইতে ৩।৫।৬। ১০।১১ ঘরে, চন্দ্র যে ঘরে থাকে; সেই ঘর হইতে ৩।৬।১১ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে ও ২।৪।৭।৮।১০।১১ ঘরে; বুধ যে ঘরে থাকে, সেই ঘর হইতে ৩।৫।৬।১১ ঘরে; গুরু যে ঘরে থাকে, সেই ঘর হইতে ৬।১০।১১।১২ ঘরে, শুক্র যে ঘরে থাকে, সেই ঘর হইতে ৬।৮।১১।১২ ঘরে, শনি যে ঘরে থাকে, সে ঘরে এবং তাহা হইতে ৪।৭।৮।৯।১০।১১ ঘরে এবং লগ্নে ও তাহা হইতে ৩।৬।১০। ১১ ঘরে রেখাপাত কর্ত্তব্য। দ্বাদশ ঘরের রেখা সমষ্টি ৩৯ হইবে।

বুধের অষ্টবর্গে,—রবি যে ঘরে থাকে, তাহা হইতে ৫।৬।৯।১১ ১২ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে থাকে, তাহা হইতে ২।৪।৬।৮।১০।১১ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৪।৭।৮।৯।১০।১১ ঘরে, বুধ যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ৩।৫।৬।৯।১০।১১। ১২ ঘরে, বৃহস্পতি যে ঘরে থাকে, তাহা হইতে ৬।৮।১১।১২ ঘরে; শুক্র যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৩।৪।৫।৮।৯।১১ ঘরে; শনি যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৪।৬।৮।১০ ১১ ঘরে এবং লগ্নে ও লগ্ন হইতে ২।৪।৬।৮।১০।১১ ঘরে রেখাপাত করিতে হয়। দ্বাদশ ঘরের রেখা সমষ্টি ৫৪ হইবে।

বৃহস্পতির অষ্টবর্গে,—রবি যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৩।৪।৭।৮।৯।১০।১১ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে থাকে, সে ঘর হইতে ২।৫।৭।৯।১১ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও তা

হইতে ২।৪ ৭।৮।১০।১১ ঘরে; বুধ যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৪।৫।৬।৯ ১০।১১ ঘরে; বৃহস্পতি যে ঘরে থাকে, সে ঘরে ও ২।৩।৪।৭।৮।১০।১১ ঘরে; শুক্র যে ঘরে থাকে, তাহা হইতে ২.৫।৬.৯।১০।১১ ঘরে. শনি যে ঘরে থাকে, তাহা হইতে ৩.৫।৬।১২ ঘরে এবং লগ্নে ও লগ্ন হইতে ২।৪।৫।৬ ৭।৯।১০।১১ ঘরে রেখাপাত করিতে হইবে। দ্বাদশ ঘরের রেখা-সমষ্টি ৫৬ হইবে।

শুক্রের অষ্টবর্গে,—রবি যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৮।১১। ১২ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৩।৪।৫। ৮।৯।১১ ১২ ঘরে; কুজ যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩।৫।৬।৯। ১১।১২ ঘরে; বুধ যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩।৫।।৬ ৯।১১ ঘরে; বৃহস্পতি যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৫।৮।৯।১০।১১ ঘরে; শুক্র যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৩।৪।৫। ৮।৯।১০।১১ ঘরে; শনি যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩।৪ ৫।৮। ৯।১০।১১ ঘরে, এবং লগ্নে ও তাহা হইতে ২।৩ ৪.৫ ৮।৯।১১ ঘরে রেখাপাত করিতে হইবে। দ্বাদশ ঘরের রেখা-সমষ্টি ৫২ হইবে।

শনির অষ্টবর্গে,—রবি যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরে ও ২।৪।৭।৮। ১০।১১ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩।৬।১১ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩।৫।৬.১০।১১।১২ ঘরে; বুধ যে ঘরে থাকিবে. তাহা হইতে ৬।৮।৯।১০।১১।১২ ঘরে; বৃহস্পতি যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৫।৬।১১।১২ ঘরে; শুক্র যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৬।১১।১২ ঘরে; শনি যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩ ৫ ৬।১১ ঘরে এবং লগ্নে ও তাহা হইতে ৩।৪। ৬ ১০।১১ ঘরে রেখাপাত হইবে। দ্বাদশ ঘরের রেখা-সমষ্টি ৩৯ হইবে।

লগ্নের অষ্টবর্গে,—রবি যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৪।৭।৮।১০।১১ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে

৩।৬।১১ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে থাকিবে তাহা হইতে ৩।৫।৬।১১ ঘরে; বুধ যে ঘরে থাকিবে তাহা হইতে ৬।৮।৯।১০।১১ ঘরে; গুরু যে ঘরে থাকিবে তাহা হইতে ৫।৬।১১।১২ ঘরে; শুক্র যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৬।১১।১২ ঘরে; শনি যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩।৫।৯।১০।১১ ঘরে এবং লগ্নে ও তাহা হইতে ৩।৪।৬।১০।১১ ঘরে রেখা পড়িবে। দ্বাদশ ঘরের রেখা সমষ্টি ৩৭ হইবে।

রাহুর অষ্টবর্গে,—রবি যে ঘরে থাকিবে তাহা হইতে ২।৩। ৪।৬।৮ ঘরে; চন্দ্র যে ঘরে থাকিবে তাহা হইতে ৩।৪।৬ ঘরে; মঙ্গল যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ৩।৪।৫।৬।৮ ঘরে; বুধ যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরে ও তাহা হইতে ২।৩।৫।৮ ঘরে; গুরু যে ঘরে থাকিবে, তাহা হইতে ২।৩।৪।৬।৮ ঘরে, শুক্র যে ঘরে থাকিবে তাহা হইতে ২।৩।৪।৬।৮ ঘরে, রাহু যে ঘরে থাকে সে ঘরে ও তাহা হইতে ৪।৫।৬।৮ ঘরে এবং লগ্ন হইতে ৫।৮। ১০।১১।১২ ঘরে রেখাপাত হইবে। দ্বাদশ ঘরের রেখা-সমষ্টি ৪১ হইবে।

যে গ্রহের অষ্টবর্গ বিচার করিতে হইবে, সেই গ্রহ যদি যে ঘরে চারি কিম্বা ততোধিক রেখা থাকে, সেই রাশিস্থ হয়, তবে শুদ্ধ এবং শুভফলপ্রদ আর যে ঘরে চারি রেখার কম রেখা থাকিবে সেই রাশিগত হইলে, অশুদ্ধ ও অশুভফলদায়ক বুঝিয়া জানিতে হইবে।

গ্রহগণ অষ্টবর্গে শুদ্ধ হইয়া যদি উপচয় অর্থাৎ জন্মরাশি বা লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম বা একাদশ রাশিগত কিম্বা মিত্র-গৃহস্থিত হয়, অথবা স্বীয় উচ্চ স্থানে থাকে, তবে সেই গ্রহবিশেষ শুভ ফলদায়ক হয়, আর অষ্টবর্গে শুদ্ধ না হইয়া যদি অপচয় অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম একাদশ ভিন্ন অন্য গৃহে অবস্থান করে,

কিম্বা নীচ গৃহে থাকে, তবে সেই গ্রহ বশেষ অশুভফল প্রদান করে।

জন্মকালে ও গোচরে অনিষ্টকারী গ্রহও যদি অষ্টবর্গে শুদ্ধ হয়, তবে সেই গ্রহ বিশেষ অনিষ্ট করে না, আর জন্মকালে ও গোচরে মঙ্গলজনক গ্রহও যদি অষ্টবর্গে শুদ্ধ না হয়, তবে বিশেষ শুভফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

অষ্টবর্গে আয়ু, অধাত্য ও নিধনজ্ঞান।

উপরোক্ত প্রকারে রেখাপাত করিয়া এক এক ঘরে যত রেখা পড়িবে, তাহাদের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিবা তাহা হইতে আট বিয়োগ করিবে।এই রূপ বিয়োগ করিয়া যত বাকী থাকিবে. তত অঙ্ক সেই ঘরে বসাইতে হইবে, আর যে ঘরে রেখার দ্বিগুণে আটের কম হইবে, সেই ঘরে যত কম হইবে, তত বিন্দু স্থাপন করিবে; আর যে ঘরে রেখা সংখ্যার দ্বিগুণে আট হইবে, সেই ঘরে সম লিখিবে।

যে ঘরে আট রেখা পড়িবে, সে ঘরে আট রেখাই থাকিবে যে ঘরে সাত রেখা পড়িবে, সে ঘরে ছয় রেখা রাখিবে, যে ঘরে ছয় রেখা পড়িবে, সে ঘরে চারি রেখা থাকিবে, যে ঘরে পাঁচ রেখা পড়িবে, সে ঘরে দুই রেখা হইবে। যে ঘরে চারি রেখা পড়িবে, সেই ঘরে সম হইবে, রেখা দ্বারা শুভফল অর্থাৎ যে গ্রহের অষ্টবর্গ গণনা করা যাইবে, সেই গ্রহ, যে ঘরে রেখা পড়িবে, সেই রাশিতে শুভ ও যে ঘরে বিন্দু পড়িবে, সেই রাশিতে অশুভফল প্রদান করিবে।

দুই রেখা হইলে শ্রীযোগ. চারি রেখা হইলে আনন্দযোগ, ছয় রেখা হইলে শ্রেয়ঃযোগ, আর আট রেখা পড়িলে রাজ্যপ্রদ যোগ হইবে।

যে ঘরে একটিও রেখা পড়িবে না, সেই ঘরে আট বিন্দু, যে ঘরে এক রেখা পড়িবে সেই ঘরে ছয় বিন্দু, যে ঘরে দুই রেখা পড়িবে, সেই ঘরে চারি বিন্দু, আর যে ঘরে তিন রেখা পড়িবে, সেই ঘরে দুই বিন্দু লিখিত হইবে।

দুই বিন্দুতে মঙ্গল যোগ, চারি বিন্দুতে বিপদ্ যোগ, ছয় বিন্দু হইলে হানিযোগ, আট বিন্দু হইলে মৃত্যুযোগ জানিতে হইবে।

বৃহস্পতির অষ্টবর্গ দেখিয়া সন্তানের শুভাশুভ নিশ্চয় করিতে হয়। অষ্টবর্গ চক্রের যে গৃহে বৃহস্পতি থাকেন, সেই গৃহ হইতে পঞ্চম স্থানে যত রেখা পড়িবে, তত সংখ্যক সন্তান জন্মিবে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে, ঐ পঞ্চম স্থানে যে যে গ্রহের রেখা পড়িবে, তাহাদের মধ্যে যে যে গ্রহের শত্রুস্থান বা নীচস্থান ঐ পঞ্চম গৃহ হইবে, সেই গ্রহের রেখা বাদ দিয়া সন্তান সংখ্যা অবধারিত করিতে হইবে।

বৃহস্পতির অষ্টবর্গ চক্রে যে গৃহে বৃহস্পতি থাকেন, সেই গৃহ হইতে পঞ্চম স্থান যদি বৃহস্পতির তুঙ্গস্থান হয়, তবে, ঐ ঘরে যত রেখা পড়িবে, তাহার তিনগুণ সন্তান জন্মিবে, আর ঐ গৃহ যদি বৃহস্পতির মূল ত্রিকোণ হয়, তবে সেই গৃহস্থিত রেখার দ্বিগুণ সংখ্যক সন্তান জন্মিয়া থাকে।

বৃহস্পতি হইতে পঞ্চম স্থান যদি বৃহস্পতির তুঙ্গ বা মূলত্রিকোণ হয় ও তাহাতে সকল শুভ গৃহের দৃষ্টি থাকে, তবে দ্বিগুণ ত্রিগুণ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মে।

যে গৃহে বৃহস্পতি থাকেন, সেই গৃহ হইতে পঞ্চম স্থানের অধিপতি গ্রহ জন্মকালে যে কোনও রাশিতে অবস্থিতি করিয়া যত সংখ্যক নবাংশ ভোগ করে, তত সংখ্যক সন্তান হয়।

পূর্ব্বোক্ত ভুক্ত নবাংশের মধ্যে যত গুলি বিষম রাশির নবাংশ

থাকিবে তত গুলি পুত্র ও যতগুলি সম রাশির নবাংশ থাকিবে, তত গুলি কন্যা জন্মিবে।

শনির অষ্টবর্গে মৃত্যু বিচার।

শনির অষ্টবর্গে মৃত্যু রোগ ও দুঃখাদি নিশ্চয় হইবে। গ্রহ-গণের অবস্থিতি দ্বারা পাপগ্রহের দশাকালে মরণাদি জানিতে হইবে।

শনির অষ্টবর্গ চক্রে লগ্ন হইতে যে ঘরে শনি থাকে, সেই ঘর পর্য্যন্ত কয়েকটি ঘরে যত রেখা পড়িবে, তাহা একত্র যোগ করিবে এবং যে ঘরে শনি থাকে, সেই ঘর হইতে লগ্ন পর্য্যন্ত কয়েকটি ঘরে যত রেখা থাকে, তাহা একত্র যোগ করিয়া ফল বিচার করিতে হইবে।

লগ্ন হইতে শনি পর্য্যন্ত যত রেখা হইবে, তত বৎসরে রোগ হইবে এবং শনি হইতে লগ্ন পর্য্যন্ত কয়েক ঘরে যত রেখা হইবে, তত বৎসরে মহদ্দুঃখ বুঝিতে হইবে।

শনির অষ্টবর্গ চক্রে যে ঘরে একটিও রেখা না থাকে, কিম্বা যে ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক রেখা থাকে, যৎকালে সেই ঘরে শনি, রবি ও চন্দ্র একত্র হইবেন, সেই সময় যদি মারক গ্রহের দশা হয়, তবে নিশ্চয় মৃত্যু স্থির করিবে।

অথ অষ্টবর্গায়ুঃ।

অষ্টবর্গ দ্বারা মানবের আয়ু বিচার করিতে হয়। কিরূপে তাহা বিচার করিতে হয়, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে অষ্টবর্গ অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে প্রত্যেক ঘরের রেখাকে দ্বিগুণ করিয়া আট বাদ দিয়া যেরূপ অঙ্কপাত প্রণালী লিখিত আছে, সেইরূপে অঙ্কপাত করিতে হইবে।

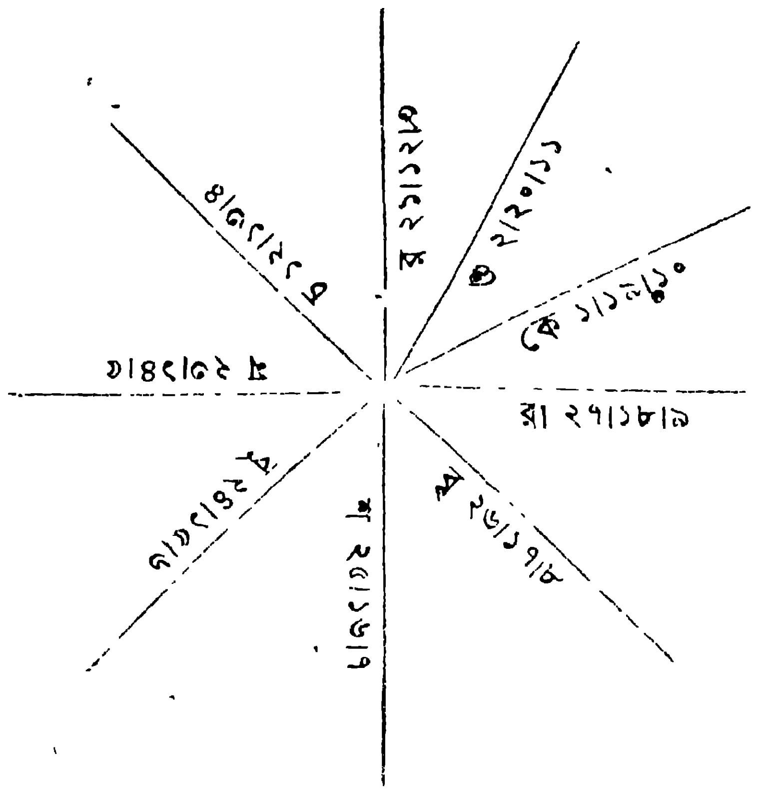
অষ্ট বর্গ চক্রে প্রত্যেক ঘরে যত অঙ্ক হইবে তত বৎসর, যত সম হইবে তত ৭।॰ দিন এবং চারি চারি বিন্দুতে এক এক দিন ধরিবে।

রবি গ্রহের অষ্ট বর্গ চক্রে মেষাদি দ্বাদশ ঘরে যত অঙ্ক হইবে, তত বৎসর, যত সম হইবে তত সাড়ে সাত দিন এবং যত চারি বিন্দু তত দিন ধরিতে হইবে। এই রূপে রবির অষ্ট বর্গে দ্বাদশ ঘরের রেখা সম ও বিন্দু দ্বারা যত বৎসর, যত মাস, যত দিন, পাওয়া যাইবে তাহা এক স্থানে রাখিবে। ইহাকে "রবিদত্ত আয়ু" বলে।

পরে চন্দ্রের অষ্ট বর্গে ঐ রূপ গণনায় দ্বাদশ ঘরের অঙ্ক সম ও বিন্দু দ্বারা যত বৎসর, যত মাস, ও যত দিন হইবে, তাহা রবিদত্ত আয়ুর নীচে রাখিবে। ইহাকেই "চন্দ্রদত্ত আয়ু" বলে।

এইরূপে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও লগ্নের অষ্ট বর্গে প্রত্যেকের দ্বাদশ ঘরে যত অঙ্ক, সম ও বিন্দু হইবে, তত বৎসর, তত মাস ও তত দিন পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্ক দ্বয়ের নীচে নীচে রাখিয়া একত্র যোগ করিবে। যোগ-ফল যত বৎসর, যত মাস ও যত দিন হইবে, জাতকের পরমায়ুও তত বৎসর, তত মাস তত দিন স্থির জানিতে হইবে।

কেতুপতাকী ও চক্র।



রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতু ও শুক্র, এইরূপে নয়টী গ্রহকে কেতুপতাকী চক্রে পর পর বসাইতে হইবে (উপরি-লিখিত চক্র দেখ) এবং রবি হইতে কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র স্থাপনপূর্ব্বক কেতুপতাকী চক্র অঙ্ক সমাপ্ত করিবে।

এইরূপ অঙ্কিত চক্রে দৃষ্টি পাত করিলে দেখিতে পাইবে যে, রবি ও শনিতে চন্দ্র ও বৃহস্পতিতে, মঙ্গল ও রাহুতে এবং বুধ ও শুক্রে বেধ হইয়াছে। কেতুর সহিত কোনও গ্রহের বেধ নাই। অনন্তর জন্মনক্ষত্রানুসারে বর্ষাধিপতি স্থির করিয়া শুভাশুভ ফল নিশ্চয় করিবে। যথা কৃত্তিকা, উত্তর ফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া, এই তিনের কোনও এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথম বর্ষ রবির।

রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণা, ইহাদের কোনও নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথম বর্ষ চন্দ্রের। মৃগশিরা, চিত্রা বা ধনিষ্ঠায় জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলের বর্ষ। আর্দ্রা, স্বাতি শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথমে বুধের বর্ষ। পুনর্ব্বসু বিশাখা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথমে শনির বর্ষ। পুষ্যা, অনুরাধা বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথমে বৃহস্পতির বর্ষ। অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রাহুর বর্ষ। মঘা, মূলা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে কেতুর বর্ষ। পূর্ব্বফাল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া বা ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথমে শুক্রের বর্ষ হইবে।

কেতু পতাকী গণনায় প্রথম বর্ষ যে গ্রহের হইবে, ঐ গ্রহ হইতে পরে পরে যে গ্রহ উক্ত হইয়াছে পর পর বর্ষ তাহাদের হইবে।

ফল—রবি যে বর্ষের অধিপতি হইবে, সেই বর্ষ নিস্ফল জানিবে এবং শিরঃশূল, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি রোগ ও পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। চন্দ্রের বর্ষে সুবর্ণ, রৌপ্য আভরণ লাভ হয়, কৃষিকার্য্যে সফলতা ও কার্য্য সিদ্ধি হয়। মঙ্গলের বর্ষে যমভয়, গৃহদাহ, অর্থহানি, চৌরভয় ও রাজভয় হইবে। বুধের বর্ষে উত্তম শয্যা ও স্বদেশের আধিপত্য লাভ হয়, পুণ্যকর্ম্মে আসক্তি প্রযুক্ত স্বর্ণ রৌপ্য ও ধনদানে প্রবৃত্তি জন্মে। শনির বর্ষে গৃহদাহ, বন্ধন, পীড়া, ধনহানি ও স্বজনের নিকট নিগ্রহ প্রাপ্তি হয়। বৃহস্পতির বর্ষে ধনলাভ, সম্পদ বৃদ্ধি ও কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। রাহু ও কেতুর বর্ষে বন্ধন, নৌকা বিপ্লব এবং ব্রণ ও হস্তপদ দাহ প্রভৃতি রোগ হইয়া সর্ব্বদা অসুস্থ থাকে। শুক্রের বর্ষে মহা সম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব ও রথলাভ এবং দিনে দিনে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। রবির বর্ষে দেশ ভ্রমণ, দুঃখ,

সন্তাপ, রোগ, শোক ও শরীরের কৃশতা হইয়া থাকে। চন্দ্রের বর্ষে চিত্তসুখ, বন্ধু সমাগম, প্রকৃতি সর্ব্ব সম্পদ লাভ হয়। মঙ্গলের বর্ষে প্রণয়ভঞ্জন, ক্রূর কার্য্যে অনুরাগ, ব্রণ, রোগ ও সন্তাপ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ ভোগ হইতে থাকে। বুধের বর্ষে অর্থলাভ, জয়, সুখ, রাজপূজা, সম্পদ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। শনির বর্ষে রোগ, অর্থ নাশ, কলহ, রাজভয়, দেশত্যাগ এবং জীবন সংশয় হয়। রাহুর বর্ষে রক্তস্রাব, রোগ, শোক, বিদেশ গমন, জলও অগ্নি ভয়, হইয়া থাকে। কেতুর বর্ষে বন্ধুবিচ্ছেদ, রোগ শোক ও পীড়াদি হয়। শুক্রের বর্ষে হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি বাহন, অতুল সম্পত্তি ও বরাঙ্গনা প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে।

কেতুপতাকী গণনায় এক এক গ্রহ এক এক বর্ষের অধিপতি হয়। যে বর্ষের অধিপতি যে গ্রহ, সে বর্ষে সেই গ্রহের দশা হইবে। প্রত্যেক বর্ষমধ্যে নব গ্রহের অন্তর্দ্দশা ভোগ হয়। তাহার ক্রম নিম্নে লিখিত হইল।

রবির ২৮ দিন, চন্দ্রের ১ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ২৮ দিন, বুধের ১ মাস ২৬ দিন, শনির ১ মাস ৪ দিন, বৃহস্পতির ২ মাস ৩ দিন, রাহুর ১ মাস ১০ দিন, শুক্রের ২ মাস ১০ দিন।

শুভগ্রহের দশায় শুভফল, অশুভ গ্রহের দশায় অশুভ ফল লাভ হয়। এইরূপ শুভাশুভ গ্রহের দশায় শুভাশুভ মিশ্র ফল ফলিয়া থাকে।

রবির বর্ষে প্রথম ২০ দিন রবির অন্তর্দ্দশা; তৎপরে ১।২০ দিন চন্দ্রের দশা; তৎপরে মঙ্গলাদির অন্তর্দ্দশা হইবে।

চন্দ্রের বর্ষে প্রথম ১।২০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা, তৎপরে ২৮ দিন মঙ্গলের, তৎপরে বুধাদির অন্তর্দ্দশা হইবে।

মঙ্গলের বর্ষে প্রথম ২৮ দিন মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা, তৎপরে

১১২৬ দিন বুধের, তৎপরে বৃহস্পতি প্রভৃতির অন্তর্দ্দশা জানিতে হইবে। এই প্রকারে বুধাদি গ্রহের অন্তর্দ্দশা জানিয়া লইবে। যে বর্ষের অধিপতি যে গ্রহ হইবে, প্রথমে তাহার নিজান্তর্দ্দশা তৎপরে কেতু পতাকীয় গ্রহ হইবে। প্রথমে তাহার নিজান্তর্দ্দশা, তৎপরে কেতুপতাকীয় গ্রহস্থাপনার প্রণালীমতে পর পরবর্ত্তী গ্রহগণের অন্তর্দ্দশা হইবে।

কেতু-কুণ্ডলী।

রবি, কেতু, বুধ, মঙ্গল, কেতু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, কেতু, রাহু কেতু, শনি, এই প্রণালীমতে শ্রেণী-ক্রমে বা রাশি চক্রে দ্বাদশটী গ্রহ সংস্থাপন করিবে। তৎপরে রবি হইতে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রাবধি তিন তিনটি করিয়া নক্ষত্র প্রত্যেক গ্রহের ঘরে বসাইবে, কিন্তু কেতুর ঘরে এক একটী নক্ষত্র বসাইতে হইবে। কেতুকুণ্ডলী গণনায় অভিজিত নক্ষত্রের সহিত অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

এইরূপে নক্ষত্র ও গ্রহস্থাপন করিয়া জন্ম নক্ষত্রানুসারে গণনা কবিবে। যাহার জন্ম নক্ষত্র যে ঘরে পড়িবে, সেই ঘরে যে গ্রহ থাকিবে, প্রথম বৎসর তাহার হইবে। পর পর বৎসর পর পরবর্ত্তী গ্রহের হইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ গণনা করিলেই, বয়সের কোন্ বর্ষের অধিপতি কোন গ্রহ হইবে। তাহা জানিতে পারা যাইবে

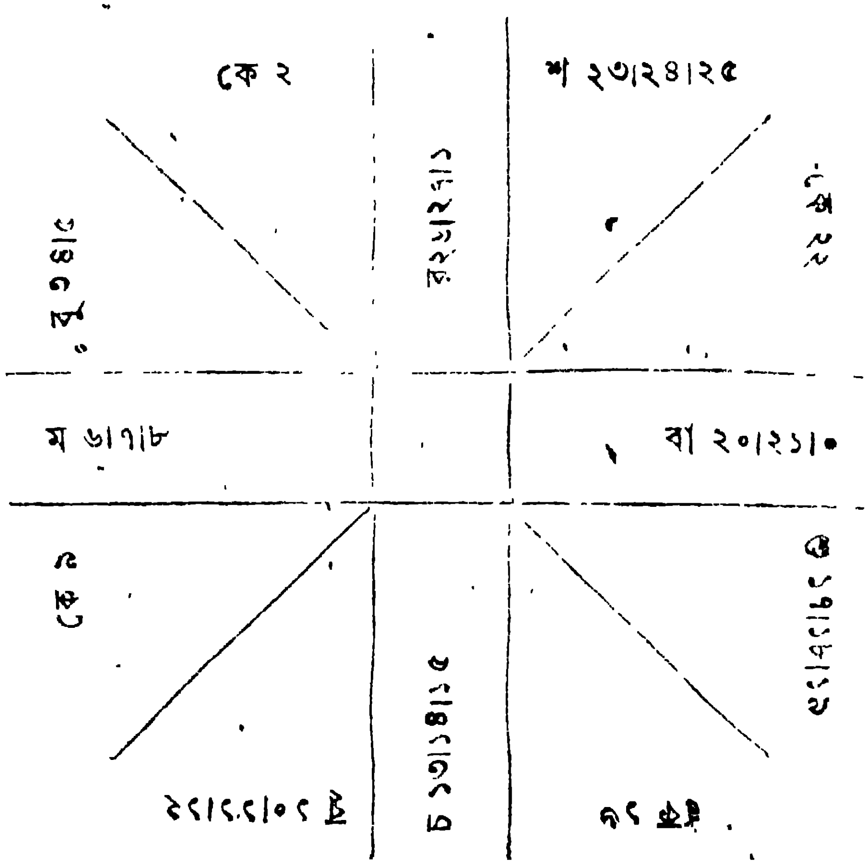
উত্তর ভাদ্রপদ, রেবতী ও অশ্বিনী, এই তিনের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথমে রবির বর্ষ। ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ কেতুর। কৃত্তিকা, রোহিণী বা মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্মিলে প্রথমবর্ষ বুধের। আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু বা পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথম বর্ষ মঙ্গলের। অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ কেতুর। মঘা পূর্ব্বফল্গুনী বা উত্তর ফল্গুনীর

কোনও নক্ষত্রে জন্মিলে প্রথম বর্ষ বৃহস্পতির। হস্তা, চিত্রা বা স্বাতি নক্ষত্রে জন্ম হইল প্রথম বর্ষ চন্দ্রের। বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ কেতুর। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা বা মূলা নক্ষত্রে জন্মিলে প্রথম বর্ষ শুক্রের। পূর্ব্বষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া বা অভিজিত নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম বর্ষ রাহুর। শ্রবণা নক্ষত্রে জন্মিলে প্রথম বর্ষ কেতুর। ধনিষ্ঠা, শতভিষা বা পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মিলে প্রথম বর্ষ শনির।

যে বর্ষের অধিপতি যে গ্রহ হইবে, সেই বর্ষে সেই গ্রহের দশা জানিবে। এক এক গ্রহের দশাতে সকল গ্রহের অন্তর্দ্দশা ভোগ হইবে।

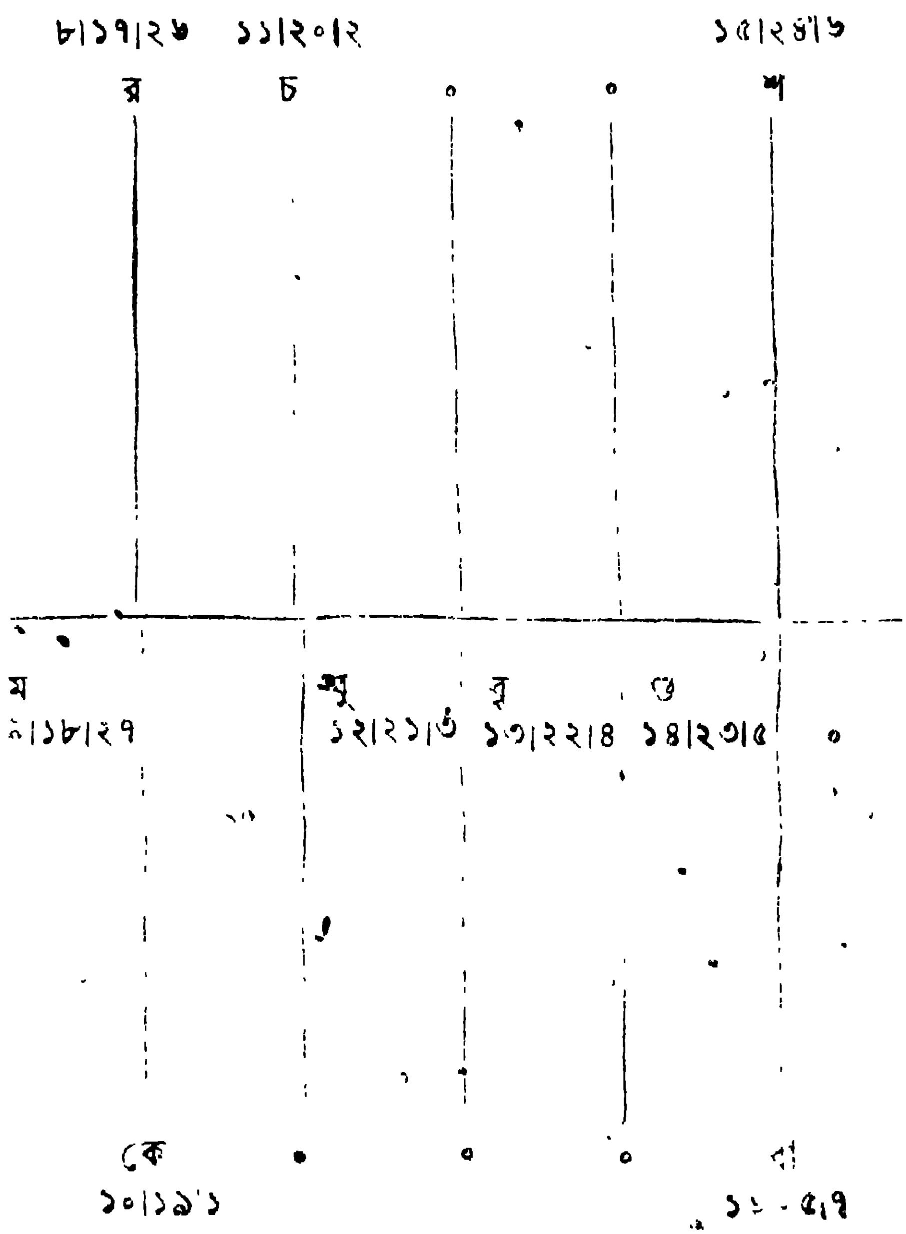
কেতুপতাকীতে যেরূপ বর্ষাধিপতির ফল ও অন্তর্দ্দশা-বর্ণিত হইয়াছে, কেতুকুণ্ডলীতেও সেই প্রকার ফল ও অন্তর্দ্দশা ফল বুঝিয়া লইতে হইবে।

কেতু-কুণ্ডলী চক্র।



গুরু-কুণ্ডলী।

এক্ষণে গুরুকুণ্ডলীর কথা বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ পাঁচটী রেখা ক্রমে ক্রমে অঙ্কিত করিবে। অনন্তর, তাহাদের উপর দিয়া তির্য্যগভাবে একটী রেখা পাত করিয়া গুরু-কুণ্ডলী চক্র অঙ্কিত করিবে।



উপরোক্ত চক্রের প্রথম স্থানে অর্থাৎ প্রথম রেখার উপরি ভাগে রবি, দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ ঐ রেখার মধ্যভাগে মঙ্গল, তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ ঐ রেখার নিম্নভাগে কেতু, চতুর্থ স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয় রেখার উপরিভাগে চন্দ্র, ঐ রেখার মধ্যস্থানে বুধ, নিম্নে শূন্য, তৃতীয় রেখার উপরি ভাগে শূন্য, মধ্যে বৃহস্পতি, নিম্নে শূন্য, চতুর্থ রেখার উপরিভাগে শূন্য, মধ্যভাগে শুক্র, নিম্নে শূন্য; পঞ্চম রেখার উপরিভাগে শনি, মধ্যভাগে শূন্য ও নিম্নে রাহু, এইরূপে নয়টী স্থানে নয়টি গ্রহ সংস্থাপন করিবে, পরে যে যে স্থানে গ্রহ সংস্থাপিত আছে, পুষ্যা হইতে সেই সেই স্থানে যথাক্রমে নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। যাহার জন্ম নক্ষত্র যে স্থানে পতিত হইবে, সেই গ্রহ তাহার প্রথম বর্ষাধিপতি হইবে।

পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তর ভাদ্রপদ, এই তিন নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে, প্রথম বর্ষে গুরুকুণ্ডলীতে রবি বর্ষাধিপতি হয়। অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে মঙ্গল বর্ষাধিপতি, মঘা, মূলা ও অশ্বিনীতে কেতু; পূর্ব্ব ফল্গুনী, পূর্ব্বষাঢ়া ও ভরণী নক্ষত্রে চন্দ্র; উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে বুধ; হস্তা, শ্রবণা বা রোহিনী নক্ষত্রে বৃহস্পতি; চিত্রা ধনিষ্ঠা ও মৃগশিরা নক্ষত্রে শুক্র, স্বাতি, শতভিষা ও আদ্রা নক্ষত্রে শনি এবং বিশাখা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রাহু বর্ষাধিপতি হইয়া থাকে।

ত্রিপাপ-চক্র।

রাশি চক্রে অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে রেবতী পর্য্যন্ত সাতাইশটী নক্ষত্র আছে। মনুষ্য মাত্রেরই ইহাদের কোনও না কোনও নক্ষত্রে জন্ম হইয়া থাকে।

এক অঙ্ক হইতে ছত্রিশ পর্য্যন্ত, সাঁইত্রিশ হইতে বাহাত্তর পর্য্যন্ত এবং তেহাত্তর হইতে একশত আট পর্য্যন্ত যে সমস্ত অঙ্ক লিখিত হইল, তাহা বৎসরের সংখ্যা।

প্রথম বর্ষ হইতে ছত্রিশবর্ষ পর্য্যন্ত যেরূপ ত্রিপাপ অর্থাৎ কেতু পতাকী, কেতু কুণ্ডলী ও গুরু কুণ্ডলী গণনামতে যে যে বর্ষে যে যে গ্রহ অধিপতি হইবে, সাঁইত্রিশ বৎসর হইতে বাহাত্তর বৎসর পর্য্যন্ত ও তেহাত্তর বর্ষ হইতে একশত আট বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত গ্রহ অধিপতি হইবে।

যাহার কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার প্রথম বর্ষে কেতু পতাকী গণনায় রবিগ্রহ ও কেতু কুণ্ডলী গণনায় বুধ গ্রহ বর্ষাধিপতি হয়। এই তিনটী গ্রহপাতে ইহার প্রথম বর্ষে ত্রিপাপ চক্রে রবি বুধ ও বুধের রব হইল। এইরূপে উক্তব্যক্তির প্রতি বর্ষে তিন তিনটী গ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, যে বর্ষে তিনটি পাপ গ্রহই বর্ষাধিপতি হইবে, সেই বর্ষে জাতকের পীড়া ও অশুভ হইবার সম্ভাবনা এবং যে বর্ষে তিনটী শুভ গ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে, সেই বর্ষে তাহার শুভফল ফলিয়া থাকে। এইরূপে পাপ ও শুভ গ্রহের মিশ্রিত বর্ষে ফলের ও তারতম্য হইবে। তিনটী পাপগ্রহ বর্ষাধিপতি হইলেই যে মৃত্যু ঘটনা হইবে এমন নহে, তাহার সহিত সপ্তশৃষ্ঠ কোষ্ঠাতে যদি সেই বর্ষে সপ্তশৃঙ্গপাত হয় এবং মুকুন্দ দশা গণনায় যদি সেই বর্ষ পাপগ্রহের বর্ষ হয় এবং নক্ষত্রিকী দশা গণনায় যদি পাপ গ্রহের দশা হয় এবং তাহার অন্তরে ও প্রত্যন্তরে পাপ গ্রহের যোগ হয় ও লগ্নচন্দ্রের অষ্টমাধিপতি গ্রহের দশা অন্তর্দ্দশাদি সেই সময়ে হয় ও গোচরে গ্রহগণ বিরুদ্ধ হয় এবং তাজকাদি গণনায় মুন্থাদি অশুভ ও

অন্যান্যমতে রিষ্ট সম্ভব হয়, তাহা হইলে, সেই সেই বর্ষে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

খনার বচন।

রবি বৎসর শূন্যফল, শিরঃশূল গায়ে জ্বর।
ঘরপোড়ে মানুষ মরে, অনেক বিঘ্ন রবি করে।
বুধের বৎসর যবে হয়, ভ্রমণ মরণ তাঁহার হয়।
ছেদ পীড়া স্ত্রী পুত্র, রোগ মরণ খায়ে পাত্র।
শোকবন্দি থাকে অর্থে, ধনসর্ব্বস্ব নাশে বুধে।
শনি মঙ্গল ভূমিসুত, তোমার বৎসর যমের দূত।
ঘরপোড়ে দস্যুতে মারে, যথা সর্ব্বস্ব রাজার হরে।
রাহুর বৎসর ডাড়কা পায়ে, নানা দুঃখ অবশ্য পায়ে।
হাতে পায়ে নাই গোটা, স্থানভ্রষ্ট নাই পোষ্টা।
শনির বৎসর শূন্যভোগ, বন্ধুবিচ্ছেদ করায় রোগ।
শিলার স্তম্ভ খ'সে পড়ে, যত অর্জ্জে সব হরে।

গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাব।

১। শয়ন, ২। উপবেশন, ৩। নেত্রপাণি, ৪। প্রকাশন, ৫। গমনেচ্ছা, ৬। গমন, ৭। সভাবসতি, ৮। আগমন, ৯। ভোজন, ১০। নৃত্য লিপ্সা ১১। কৌতুক, ১২। নিদ্রা—এই দ্বাদশ ভাব গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাব নামে খ্যাত।

রবি প্রভৃতি নযটি গ্রহের দ্বাদশ ভাব নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গ্রহগণ কোন্ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া ঐ গ্রহাধিপতি নক্ষত্র দ্বারা গ্রহকে পূরণ করিতে হইবে এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে নবাংশ ভাগে অবস্থিত আছে, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্কদ্বারা ঐ পূরিত অঙ্ককে গুণ করিবে। পরে গ্রহগণের আপনাপন জন্ম

নক্ষত্র * ঐ অঙ্কে যোগ করিয়া জন্মলগ্ন সংখ্যক অঙ্ক ও উদয়াবধি জাতদণ্ড তাহাতে যোগ করিয়া, তাহার পর ঐ সমস্ত অঙ্ককে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক সংখ্যা দ্বারা দ্বাদশ ভাব অবগত হইতে পারা যাইবে। যদি ভাগ শেষ ১ থাকে, তবে শয়ন ভাব বুঝিতে হইবে।

রবি গ্রহের শয়নাদি ভাব গণনা করিতে হইলে দ্বাদশ হৃতাবশিষ্ট অঙ্কে পাঁচ যোগ করিতে হইবে, চন্দ্র গ্রহের তিন, মঙ্গলের দুই, বুধের তিন, বৃহস্পতির পাঁচ, শুক্রের তিন শনির তিন, রাহুর চারি এবং কেতুর পাঁচ যোগ করিয়া ভাব বিচার করিবে। যুক্তাঙ্ক যদি দ্বাদশের অধিক হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে তাহার পর যাহা বাকী থাকিবে তদ্দ্বারা ভাববোধ করিতে হইবে। যদি শেষাঙ্ক এক হয়, তবে শয়ন, দুই থাকিলে উপবেশন, তিন থাকিলে নেত্রপাণি, চারি থাকিলে প্রকাশন, পাঁচ থাকিলে গমনেচ্ছা ইত্যাদি ভাব জানিতে হইবে।

শয়নাদি ভাবের ফল।

রবির ভাব ফল।

রবি শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক মন্দাগ্নি যুক্ত, পিত্তশূল রোগাক্রান্ত, শ্লীপদীএবং গুহ্যদেশে রোগযুক্ত হইয়া থাকে।

উপবেশন ভাবে থাকিলে, শিল্পকর্ম্মকারী, শ্যামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, উত্তম বিদ্যারহিত, দুঃখযুক্ত এবং পরসেবানিরত থাকে।

---

* রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্ব ফাল্গুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষা এই সকল নক্ষত্র গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে খ্যাত।

নেত্রপানি ভাবে থাকিয়া রবি যদি লগ্নের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তম স্থানগত হয়, তবে সর্ব্বসুখযুক্ত হইবে। আর কেবল মাত্র নেত্রপানি ভাবে থাকিলে, জলদোষজ রোগাভিভূত ও ক্রূরপ্রকৃতি হইবে।

প্রকাশন ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগযুক্ত, অতিশয় ক্রোধান্বিত, পরদ্বেষ্টা, পুণ্যবান, ধার্ম্মিক ও ধনবান হয় এবং ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া যদি রবি লগ্নের পঞ্চম বা সপ্তম স্থানে থাকে, তাহা হইলে, দাতা ভোক্তা, মানী, রাজতনয় ও ধনাধিপ হইবে।

রবি গমনেচ্ছ ভাবে থাকিলে জাতক নিদ্রাভিলাষী, ক্রোধী, নরাধম, ক্রূরপ্রাকৃতিক, কুবুদ্ধি কুশল, দাম্ভিক, কৃপণ ও পরদারলোলুপ হয়।

গমনভাবে থাকিলে জাতকের প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয় এবং প্রবাসী ও পাদরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্য সভাসমিতি ভাবে থাকিলে ভার্য্যাপ্রিয়, মানী, বহুগুণযুক্ত, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন হইবে।

রবি আগমনভাবে থাকিলে মূর্খ, সর্ব্বদা কর্ম্মরত, মিথ্যাবাদী, কুৎসিত বিদ্যাসম্পন্ন, নিষ্ঠুর ও পরনিন্দুক হয়।

রবি ভোজন ভাবে থাকিলে দাম্ভিক, মাংসলোভী, শাস্ত্রবেত্তা, মৎস্যাহারী এবং সদাচারী হইয়া থাকে।

রবি নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে জাতক কর্ণরোগযুক্ত, নানাবিদ্যানুরত, রাজপূজ্য ও পণ্ডিত হয়।

রবি কৌতুকভাবে থাকিলে জাতক উৎসাহযুক্ত, ধন ধান্যসম্পন্ন, সদা কৌতুকী, দাতা, ভোক্তা, পুত্র ভার্য্যা ও শিল্পকর্ম্মানুরক্ত হইবে।

রবি নিদ্রাভাবে থাকিলে জাতক নিদ্রালু, ব্যাধিযুক্ত, প্রবাসী, রক্তবর্ণলোচনবিশিষ্ট, ক্রোধী ও পরনিন্দুক হইয়া থাকে।

চন্দ্রের ভাবফল।

গ্রহাগণের উচ্চ নীচ বলাবল বিবেচনা-পূর্ব্বক ভাবফল বিচার করিবে। চন্দ্র শয়নভাবে থাকিলে জাতক ক্রোধী, দরিদ্র, অতিশয় লম্পট, গুহ্যরোগার্ত্ত ও আলস্যপরবশ হইবে।

চন্দ্র শয়নব্যতীত অন্যভাবে থাকিলে দোষাবহ নহে। কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্র হইলে জাতক কৃপণ, সদা দম্ভপরায়ণ, ভক্ষক, অতিশয় শূর, লম্পট, পরনিন্দক, দক্ষিণাঙ্গে ক্ষতাদিযুক্ত, অনলে সংশয়িত, সর্পভয়ান্বিত এবং জলমধ্যে মহদ্ভয়প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্র জন্মকালে উপবেশনভাবে থাকিলে পরদ্বেষ্টা, প্রবাসী, পিত্তশূলরোগযুক্ত বা অন্য কোনও রোগান্বিত, ধনহীন, কৃপণ, কুটীল এবং দংষ্ট্রের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্র নেত্রপাণিভাবে থাকিলে জাতক চক্ষুরোগী গোদা, বহুভাষী, ক্রূরপ্রকৃতি, খল ও অতিশয় বলশালী হইবে।

চন্দ্র প্রকাশনভাবে থাকিলে জাতক ধনবান্, প্রকাণ্ডদেহী এবং তীর্থগমনাভিলাষী হয়। কৃষ্ণপক্ষে ইহার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

চন্দ্র গমনেচ্ছুভাবে থাকিলে জাতক প্রবাসী, ধনহীন, বিশেষতঃ ক্রূর কর্ম্মকর, শিরোরোগী ও দন্তশূলী হইবে।

চন্দ্র সভাবসতিভাবে থাকিলে জাতক সর্ব্বদা দাতা; ধর্ম্ম-পরায়ণ, রাজনন্দন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

চন্দ্র আগমণভাবে থাকিলে জাতক বহুভাষী, শান্তপ্রকৃতি দ্বিভার্য্যযুক্ত সদা, ধাম্মিক, কিঞ্চিৎ অলসদেহী, বহু স্ত্রীসম্পন্ন, রোগযুক্ত, এক পুত্রবিশিষ্ট, নিয়ত ক্রোধশীল ও মহা দুঃখী হইবে।

পুত্রস্থানাশ্রিত চন্দ্র ভোজনভাবগত হইলে, যে প্রকার বিশেষ ভাবে পুত্রচিন্তা করিতে হয়, জায়াস্থানেরও সেই রূপ ফল বিবেচনা করিবে এবং চন্দ্র ভোজনভাবে থাকিলে জাতক অতিশয় লোভী, দাতা, ভোক্তা, অতি মানী, ধনবান, ক্রূরকর্ম্মা, চিররোগী, গোদা, অতিশয় কৃশ এবং নিয়ত প্রবাসী হয়।

চন্দ্র নৃত্যালিপ্সাভাবে থাকিলে জাতক গুণবান্, ধনবান, ধার্ম্মিক, দাতা ও বহু পুত্রবান্ হইবে।

কৌতুক ভাবস্থিত চন্দ্র নবম কিম্বা দশম স্থানগত হইলে, জাতক সর্ব্বসুখসম্পন্ন ও বিদ্বান্ হইবে, কদাচ দরিদ্র হইবে না।

চন্দ্র নিদ্রাভাবে থাকিলে জাতক দন্তরোগযুক্ত, ক্লেশযুক্ত, পাপী, রোগান্বিত, পুত্রশোকার্ত্ত, অতিশয় দুঃখী এবং নিয়ত পৃথিবী ভ্রমণশীল হয়।

কর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে চন্দ্র থাকিলে, এরূপ ফল হয় না, ইহার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিশেষত্ব এই যে তাহার বহুল কন্যা সন্তান হয়, আর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। নিদ্রা ভাবস্থিত চন্দ্র বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া যে কোন স্থানে থাকুক, সর্ব্বত্রশুভজনক হইয়া থাকে, আর রাহুর সহিত থাকিয়া নিদ্রাভাবগ্রস্ত হইলে, জাতকের সর্ব্বনাশ হয় ও সহস্র দোষ ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গলের ভাবফল।

কুজ শয়নভাবে থাকিলে জাতক লম্পট, কৃপণ, সুখী, সাতিশয় ক্রোধান্বিত, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে। যদি শয়ন ভাবস্থ মঙ্গল পঞ্চম স্থানে থাকে, তবে প্রথম সন্তানের হানি করে, আর সপ্তম স্থানে শয়ন ভাবে থাকিলে প্রথম পত্নীর বিনাশ হয়।

শয়ন ভাবস্থিত মঙ্গল শত্রুক্ষেত্রগত হইয়া শত্রু-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে হস্ত ও কর্ণাদি ছেদনও ঘটিয়া থাকে, যদি মঙ্গল রাহু ও শনির সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তবে মস্তকচ্ছেদন পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শয়ন ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে, জাতক বহু রোগযুক্ত, দক্রু (দাদ) কুষ্ঠ বিচর্চ্চিকাদি (পাদরোগ) দ্বারা দেহ ভঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

মঙ্গল উপবেশনভাবে থাকিলে, জাতক নরাধম, ধনবান্ ক্রূরকর্ম্মকারী, নিষ্ঠুর, জাতিবর্জ্জিত, পাপপরায়ণ, মহারোগযুক্ত, দরিদ্র ও সাতিশয় অবশ হইবে। যদি উপবেশন ভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে থাকে, তবে এই সকল ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিবে। ধর্ম্ম অর্থাৎ নবম স্থানে বিশেষতঃ কর্ম্ম স্থানে থাকিলে সমস্ত বিনষ্ট হয়, পুত্র কলত্রাদি কেহই জীবিত থাকে না। আবার যদি অনেক শুভ গ্রহ ও মিত্র গ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তবে বলাবল দ্বারা ইহার বিপরীত ঘটনা ও ঘটিবে।

নেত্রপাণি ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে, জাতক চক্ষুহীন, স্ত্রী পুত্র ও ধনহীন এবং সদা দারিদ্র্য দুঃখ দগ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ ভাবে অবস্থিত হইয়া যদি লগ্ন ব্যতীত অন্য স্থানে থাকে, তবে সর্ব্বত্র সুখকর, দারা পুত্র ও ধনযুক্ত, দেহ মধ্যে কিছু জড়তা এবং আবিসন্ধি বেদনাযুক্ত এবং ব্যাঘ্র, সর্প, অগ্নি ও সলিলভয়যুক্ত হয়।

মঙ্গল প্রকাশভাবে থাকিলে, জাতক ধনবান্, ক্ষণিক সুখযুক্ত, বাম চক্ষুতে ক্ষতাদি চিহ্নবিশিষ্ট এবং নিশ্চয় উচ্চ হইতে পতিত হইবে।

প্রকাশন ভাবগত মঙ্গল দৈবাৎ সুতস্থানে থাকিলে সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হইবে, এবং সপ্তম স্থানে থাকিলে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়া

থাকে। উক্ত ভাবস্থ মঙ্গল পাপ গ্রহের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থানে থাকিলে পতিত অর্থাৎ জাতিভ্রষ্ট এবং শনিযুক্ত হইলে গোঘাতক হইবে।

গমনেচ্ছুভাবে মঙ্গল থাকিলে জাতক প্রবাসশীল, গুহ্যরোগ-যুক্ত, ধনহীন ও কুকর্ম্মকারী হয়।

গমনভাবে থাকিলে জাতক প্রবাস, নিয়ত দুঃখিত, শরীর দক্রু, কুষ্ঠ ও বিচর্চ্চিকা রোগযুক্ত, পিত্তশূলী, অতিশয় তেজস্বী, অঙ্গসন্ধিতে বেদনা বিশিষ্ট, ক্ষিপ্রকারী, মহাধৈর্য্যসম্পন্ন, স্ত্রী-বশীভূত, বহুভাষী, নেত্রহীন, শিরোরোগী, দন্তশূল রোগবিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ ত্বক্ রোগ বিশিষ্ট এবং অদ্ভুত দংষ্ট্রীভয় যুক্ত হইবে। উক্ত ভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে থাকিলে সমস্ত মঙ্গলজনক হয়। পরন্তু, অন্য ভাবস্থ হইলে এই সমস্ত না ঘটিয়া নানা ধনে ধনবান্, মহাদক্ষ ও রাজ পুত্র হইবে। কিন্তু তাহার দেহ জড়ীভূত এবং সে দাতা, ভোক্তা ও বহুধনেশ্বর হইয়া থাকে।

মঙ্গল সভাস্থিতভাবে থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক, বহু সম্পত্তি-বান্, গুণবান, অত্যন্ত দাতা এবং শিরোরোগী হইবে। উক্ত ভাবস্থিত মঙ্গল নবম বা পঞ্চম স্থানগত হইলে, সে ধর্ম্ম কর্ম্মহীন হয় ও পদে পদে তাহার ধর্ম্মবিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল আগমনভাবে থাকিলে চিরকাল রুগ্ন, কর্ণরোগযুক্ত, পিত্তশূলাক্রান্ত, নরাধম, নীচপ্রকৃতি, ধনবান্ এবং ধার্ম্মিক হয়। উক্ত ভাবস্থিত মঙ্গল দশম স্থানগত হইলে, সে নানা ধনে ধনবান, মহামানী দ্বিজভার্য্যা ও বহুপুত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মঙ্গল ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, ক্ষুদ্রাকৃত, অতি কোপন স্বভাব, নিয়ত উৎসাহশীল ও ধনবান্ হয়। অষ্টমস্থানস্থ মঙ্গল উক্ত ভাবে বা শয়নভাবে থাকিলে পশু-কর্তৃক আহত হইয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটিবে।

মঙ্গল নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে, যাহার জন্ম হইবে, সে ধনবান, দাতা, ভোক্তা, সর্ব্বদা সুখযুক্ত ও গোধনস্বামী হইবে। উক্ত ভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে, দ্বিতীয়, দশমে বা সপ্তম গৃহে থাকিলে সর্ব্বসুখ দাতা হয়, আর নবম কিম্বা অষ্টম স্থানস্থ হইলে নানাবিধ দুঃখ দাতা হয় এবং জাত সন্তানের পদে পদে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে এবং পরিণামে তাহার অপমৃত্যু ঘটে।

মঙ্গল কৌতুকভাবে থাকিলে সন্তান পণ্ডিত, নানা ধনযুক্ত, দ্বিভার্য্যা ও বহু কন্যাসন্ততিযুক্ত হইবে। উক্ত ভাবস্থ মঙ্গল পঞ্চম, সপ্তম ও নবম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে থাকিলে, উপরোক্ত ফল লাভ হয় এবং উক্ত স্থানত্রয়ে অবস্থিত হইলে উহার বিপরীত ফল হইবে, বিশেষতঃ অঙ্গবৈকল্য, নানা রোগ, প্রথম পুত্র ও পত্নীনাশ ঘটিবে।

মঙ্গল নিদ্রিতভাবে থাকিলে, জাতক মূর্খ, ধনহীন, অতিশয় ক্রোধী ও নরাধম হইবে। লগ্ন দ্বিতীয়, তৃতীয়, নবম ও একাদশ স্থানে থাকিলে, উপরোক্ত ফল ফলিবে এবং সপ্তম ও পঞ্চম স্থানে থাকিলে বহু সন্ততিযুক্ত ও নানা সুখে সুখী হয়। উক্ত ভাবস্থ মঙ্গল রাহুযুক্ত হইলে তাহার প্রথম পুত্রনাশ, নানা দুঃখভোগ, ধন ও বহুপত্নী হইবে, বিশেষতঃ সে ব্যক্তি দাতা, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এবং পাদমূলে কিছু রোগযুক্ত হয়।

বুধের ভাবফল।

বুধ জন্মকালে শয়নভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, সদা ক্ষুধাযুক্ত ও খঞ্জ হয়। তাহার অঙ্গচ্ছেদ হইয়া থাকে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। শয়নভাবস্থ বুধ লগ্নে থাকিলে, এই সমুদায় ফল ফলে; অন্যত্র থাকিলে দরিদ্র ও অতিশয় লম্পট হয়।

বুধ উপবেশনভাবে থাকিলে, জাতক বাক্‌পটু ও সুকবি এবং

অতিশয় শুদ্ধাচারী হইয়া থাকে। উক্ত ভাবস্থ বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত এবং শত্রুগ্রহ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মহাপাতক যোগ হয়, আর স্বক্ষেত্রে থাকিলে কিম্বা মিত্রগ্রহসংযুক্ত হইলে, নানাবিধ সুখদ হয় এবং জাত বালক পুণ্যবান্ ও ধার্ম্মিক হয়, কিন্তু তাহার চক্ষুরোগ হইয়া থাকে।

বুধ নেত্রপাণিভাবে থাকিলে, জাতক শ্লীপদী অর্থাৎ গোদা, মৃদুবচন শীল, কোমলাক্ষ, সুকেশ, সকল গুণনিধান, সত্যবাদী হয়, কিন্তু তাহার পুত্রনাশ ঘটে। উপরোক্ত ভাবস্থ বুধ পঞ্চম স্থানে থাকিলে, জাতকের পুত্র বিনষ্ট হয়, কিন্তু বহু কন্যা হইয়া জীবিত থাকে।

বুধ প্রকাশনভাবে থাকিলে জাতব্যক্তি দাতা, ধার্ম্মিক, ধনবান্, বহুগুণযুত এবং বেদপারগ হয়।

বুধ গমনেচ্ছুভাবে থাকিলে জাতব্যক্তি লম্পট, নিপুণ, স্ত্রী-বশীভূত, দুষ্টভার্য্যা, কামুক, বাচাল, নানা দুঃখযুক্ত, বহুরোগান্বিত, নিত্য কলহকারী ও দণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হইবে।

বুধ গমনভাবে থাকিলে জাত ব্যক্তির জলদোষ রোগ জন্মে, বাণিজ্য দ্বারা তাহার লাভ হয় এবং সর্প-ভয়, সলিল-ভয়, নানা দুঃখভোগ, স্ত্রীবিয়োগ, বন্ধুনাশ, মূর্খতা, গুণহীনতা এবং বৈকল্য ঘটিয়া থাকে।

বুধ সভাবসতিভাবে থাকিলে জাতক নিশ্চয় মূর্খ, ধনবান্, ধার্ম্মিক ও চিররোগী হইবে। উক্ত ভাবস্থ বুধ পঞ্চম কিম্বা দ্বাদশস্থ হইলে, সে বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও অলস পুত্রের পিতা এবং বিশেষরূপ কৃপণস্বভাব হয়। এরূপ বুধ সপ্তম স্থানগত হইলে, প্রসূত পুত্র, স্বল্পসুখী, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্দ্ধর্ষস্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বুধ আগমনভাবে থাকিলে জাতক ক্রূরপ্রকৃতি, খল,

অতিমূর্খ, পাপশীল, নরাধম, দ্বিপুত্রক, অল্পধনী, নানা প্রকার মতি বিশিষ্ট, গুহ্য রোগী ও দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগান্বিত হইবে।

বুধ ভোজনভাবে থাকিলে জাত সন্তান ধনহীন, পরদ্বেষী, প্রবাসী, বার্দ্ধক্যে রোগার্ত্ত, বামদেহে ক্ষতাদিযুক্ত, ব্রণ, দদ্রু বিচর্চ্চিকাদি রোগগ্রস্ত, কুচকী স্থলে বেদনাযুক্ত ও উৎকট শিরোরোগী হয়।

বুধ নৃত্যলিপ্সা ভাবস্থিত হইলে জাতক ধনবান্, পণ্ডিত, কবি, উৎসাহান্বিত, অতিক্রোধী, অদ্ভুত সুখভোগী এবং তাহার পাঁচটী পুত্র চারিটী কন্যা ও সকল গুণান্বিত দুইটী ভার্য্যা হইবে।

বুধ জন্মকালে কৌতুক ভাবে থাকিলে জাতক সর্ব্বজনপ্রিয় অর্শ রোগার্ত্ত, দদ্রুযুক্ত, ত্বক্‌রোগার্ত্ত হইবে সে পক্ষে সন্দেহ নাই। উক্ত ভাবাপন্ন বুধ পঞ্চম কিম্বা দশম রাশিগত হইলে, তাহার প্রথমাপত্য বিনষ্ট হয় এবং অনেক কন্যা জন্মে, নবম ও দশম স্থানে থাকিলে সমস্ত শুভকর্ম্মের সহিত নানা সুখভোগ হয়।

যাহার জন্মকালে বুধ নিদ্রিত ভাবে থাকে, সে যাবতীয় দুঃখ ভোগ করে, অল্পায়ু এবং কলহপ্রিয় হয়। উক্ত ভাবস্থ বুধ দশমি স্থানে থাকিলে, যে সকল উৎকট ফলের কথা উক্ত হইল, তাহাই হইবে। অন্য স্থানে থাকিলে বিপরীত ফল ফলিবে অর্থাৎ সে ব্যক্তি, সুখী, দীর্ঘায়ু, বিবাদরহিত, ধনবান্ ও সন্তান-বিশিষ্ট হইবে।

বৃহস্পতির ভাব ফল।

জন্মসময়ে বৃহস্পতি শয়নভাবে থাকিলে মানব বিদ্বান, ধনবান এবং নানাগুণে গুণবান্ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি উপবেশনভাবে থাকিলে জাতক দুঃখী, বহুভাষী রোগান্বিত, কোন জীবের দন্তাঘাতবিশিষ্ট, শিল্পকর্ম্মনিপুণ,

এবং শ্লীপদরোগী ও উপতাপযুক্ত হয়। লগ্ন হইতে দ্বিতীয় তৃতীয় একাদশ কিম্বা দ্বাদশ স্থানে থাকিলে মানব সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও নানা বিদ্যায় সুনিপুণ হয়।

যদি লগ্নস্থ হইয়া গুরু নেত্রপাণিভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাত বালক গৌরবর্ণ, শিরোরোগযুক্ত ও ধনী হয় এবং তাহার কার্য্যহানি, পদে পদে সংশয় এবং চরণে নিত্যক্ষত বিদ্যমান থাকে। উক্ত ভাবস্থ বৃহস্পতি লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা নবম গৃহে থাকিলে জাতকের শত্রুক্ষয় এবং নিশ্চয়ই জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি লগ্নে কিম্বা দশম গৃহে থাকিয়া যদি প্রকাশন ভাবস্থ হয়, তবে সেই সন্তান ধনবান্‌, নানারত্নযুক্ত এবং রাজমন্ত্রী হইবে।

লগ্নস্থিত বৃহস্পতির গমনেচ্ছা সময়ে কাহারও জন্ম হইলে, সে পণ্ডিত হয়। যদি গুরু লগ্নে না থাকিয়া উক্ত ভাবস্থ হয়েন; তাহা হইলে জাতক লিঙ্গরোগী হইবে। উক্ত ভাবাপন্ন বৃহস্পতি লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম কিম্বা দশম গৃহে থাকিলে, সে ব্যক্তি লম্পট, পাপাত্মা, শ্যামবর্ণ, রুগ্ন, সেবাকর্ম্মে নিরত, শূলরোগী, বিদেশবাসী এবং ধনবান্‌ হয়। যদি বৃহস্পতি উক্ত স্থানে না থাকেন তাহা হইলে উপরোক্ত ফলের ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে।

বৃহস্পতি গমনভাবে থাকিবার কালে জন্ম হইলে, জাত বালক সর্পভীরু, কুকর্ম্মশীল, সাহসী এবং নিশ্চয়ই অপরের ধনে ধনবান্‌ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির সভাবসতি ভাবে অবস্থান কালে কাহারও জন্ম হইলে সে বক্তা, দাতা, ধনবান্‌, রাজসেবান্বিত, পণ্ডিত, সুন্দর ও বাগ্মী হয়। যদি বৃহস্পতি কেন্দ্রে থাকিয়া উক্ত ভাব প্রাপ্ত

হয়েন, তাহা হইলে সন্তান সর্ব্বসুখবান্, পরস্ত্রীসম্ভোগী ও ধনী হয়, আর দ্বাদশ কিম্বা অষ্টম স্থানে শুভগণী বসতি ভাবাপন্ন হইলে, তাহার সমস্ত নাশ এবং সে দুঃখভোগী হইবে।

জন্ম সময়ে বৃহস্পতি আগমনভাবে থাকিলে পুত্র ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, মানী, নানাতীর্থভ্রমণশীল, উৎসাহান্বিত ও অহঙ্কারী হয়।

ভোজনভাবস্থ গুরু লগ্নে থাকিলে, জাতক বহু সুখভোগী, শ্রেষ্ঠ, কামুক এবং প্রিয়বাদী হয়। লগ্ন হইতে পঞ্চম কিম্বা নবম স্থানে থাকিলে, জাত ব্যক্তি পুত্রবান ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। যদি ভোজন ভাবাপন্ন বৃহস্পতি লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থানে থাকে, তাহা হইলে, সে সর্ব্ববিধরোগ জন্য ব্যাকুল হয়।

জন্মকালে বৃহস্পতি নৃত্যেচ্ছা ভাবস্থ হইলে সন্তান পণ্ডিত, ধনবান্, সাত্বিক এবং অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। যদি বৃহস্পতি লগ্ন পঞ্চম নবম কিম্বা দশম গৃহে থাকেন, তাহা হইলে উক্তবিধ সমস্ত ফললাভ হইবে, নতুবা ঐ সকল ফললাভ হইবে না।

জন্ম সময়ে বৃহস্পতি কৌতুকভাবে অবস্থিত হইলে, জাতক ধনবান্, সদাধর্ম্মপরায়ণ, নিয়ত উৎসাহী, অতিশয় আহ্লাদান্বিত এবং আশ্চর্য্য সুখভোগী হয়। যদি বৃহস্পতি দশম স্থানে, লগ্নে কিম্বা সপ্তম গৃহে থাকেন, তাহা হইলে এই সমস্ত ফল দর্শে, তদন্যথায় উক্ত ফলের বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ নির্ধন, অধার্ম্মিক, উৎসাহহীন এবং দুঃখী হইবে।

বৃহস্পতি নিদ্রাভাবস্থ হইলে, জাত সন্তান চক্ষুরোগী, কৃপণ, বহুভাষী এবং দুঃখিত হইয়া ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে। নিদ্রাভাব-প্রাপ্ত গুরু যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম, সপ্তম অথবা দশম গৃহগত হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী পুত্র বিনষ্ট হয়, আর লগ্নে থাকিলে দরিদ্র হয়।

শুক্রের ভাবফল।

যদি শুক্র লগ্ন হইতে সপ্তম কিম্বা একাদশ স্থানে থাকে, তাহা হইলে, জাতক নানাসুখ ভোগ করে এবং জীবন মধ্যে কখনও দারিদ্র দুঃখ ভোগ করিবে না। তাহার শত পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মিবে। শুক্র বলবান হইলে উহা অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য হইয়া থাকে এবং দুর্ব্বল হইলে সংখ্যায় অল্প হয়। আর সপ্তম ও একাদশ স্থানে না থাকিয়া নিদ্রাবস্থ শুক্র অন্যস্থানে থাকিলে, জাতক ধনবান, বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও নানা সুখসম্পন্ন হয় এবং নিঃসন্দেহ তাহার পুত্রনাশ ঘটে।

শুক্রের উপবেশনভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে সে ধনবান ও ধার্ম্মিক হয়, তাহার দক্ষিণাঙ্গে ক্ষতাদি ও সন্ধিস্থানে বেদনা হইয়া থাকে। যদি শুক্র তুঙ্গস্থানে অর্থাৎ মীনরাশিতে কিম্বা আপন গৃহে থাকিয়া মিত্রসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতক নানা সুখে সুখী হয়।

শুক্রের নৈত্রপাণি ভাব সময়ে কাহার জন্ম হইলে, তাহার চক্ষু নষ্ট হয়। ঐ শুক্র লগ্ন কিম্বা সপ্তমে থাকিলে, নিশ্চয়ই ঐরূপ ফল ফলিয়া থাকে। শুক্র যদি উক্ত ভাবস্থ হইয়া কর্ম্ম স্থানে থাকে, তাহা হইলে এতাধিক দারিদ্রদুঃখ ঘটে যে, তাহা সমুদ্রকেও শুকাইয়া দেয়। ঐরূপ শুক্র অন্য স্থানে থাকিলে, জাতকের দুইটী ভার্য্যা ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হয় এবং সে নানা তীর্থপর্য্যটনকারী, মানী, সাহসান্বিত ও রাজসেবাপরায়ণ হইবে।

লগ্নে দ্বিতীয়ে, সপ্তমে কিম্বা নবম স্থানে শুক্র যখন প্রকাশন ভাবে অবস্থিতি করে, তখন জন্ম হইলে জাত বালক ধনবান্, ধার্ম্মিক এবং বিশুদ্ধাচারী হইয়া থাকে। যদি উক্ত ভাবস্থ শুক্র

মিত্রগৃহে অথবা তুঙ্গ স্থানে থাকে, তাহা হইলে প্রসূত বালক তৎকালে রাজা ও প্রতিষ্ঠা ভোগী হয়। আর ঐ ভাবে দশম স্থানে থাকিলে সে বিশেষ রূপে উক্তবিধ ফল ভোগ করে। ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যত্র থাকিলে, জাত ব্যক্তি বহুরোগগ্রস্ত, নিয়ত বিদেশবাসী, দুঃখভোগী ও নিত্যকর্ম্মে রত হয়।

গমনেচ্ছা ভাবস্থ শুক্রের দ্বারা জাতকের ভ্রাতৃবিনাশ নিশ্চয়ই ঘটিবে, সে শৈশবাবস্থায় ব্যাধিগ্রস্ত হইবে এবং সে মাতৃহীন হইবে।

শুক্র জন্মকালে গমনভাবস্থ হইলে জাতকের পাদমূলে অর্থাৎ গুলফ-দেশে রোগাক্রান্ত, নিত্য উৎসাহযুক্ত, শিল্পকার্য্য-সুনিপুণ এবং তীর্থগমনানুরক্ত হয়।

শুক্রের সভাবস্থিতি সময়ে কেহ জন্মিলে, সে রাজমন্ত্রী, ধনেশ্বর, সকল কার্য্যে দক্ষ, কেবল মাত্র শূলরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। যদি ঐ শুক্র অরিগৃহবাসী অথবা শত্রুসহবাসী কিম্বা শত্রু-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের সর্ব্বস্বনাশ এবং নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে।

শুক্রের আগমনভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে সে দুঃখী, বহুভাষী, দদ্রুরোগাক্রান্ত, পুত্রশোকসন্তপ্ত এবং নরের অধম হইবে। যদি ঐ শুক্র রিপুগৃহাগত, রিপুযুক্ত, কিম্বা রিপুগ্রহ-কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্ব সম্পত্তিনাশ, বিশেষতঃ স্ত্রী-পুত্র-নাশ হয়। আগমনভাবস্থ শুক্র লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, দশম, চতুর্থ অথবা অষ্টম গৃহে থাকিলে, মানব সমস্ত দুঃখভাজন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জন্মসময়ে শুক্রভোজন ভাবে থাকিলে জাতক বলবান্, সদা ধর্ম্মপরায়ণ, বাণিজ্যলব্ধ ধনে অথবা সেবা দ্বারা অর্জ্জিত ধনে অতিশয় ধনবান, মন্দাগ্নিবিশিষ্ট, পিত্তশূলরোগযুক্ত

শিরোরোগাক্রান্ত, সদা পীড়িত, বিদেশবাসী ও পরসেবক হয়, এবং তাহার নানাপ্রকার দুঃখভোগ হইয়া থাকে।

শুক্রের নৃত্যলিপ্সভাব সময়ে জন্ম হইলে, মনুষ্য বাগ্মী হয় এবং দিন দিন তাহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি ঐ শুক্র নীচ গৃহগত হয়, তবে সে নিশ্চয় মূর্খ হইবে। যদি ঐ শুক্র স্বীয় তুঙ্গস্থানে অথবা স্বীয় গৃহে থাকে, তাহা হইলে রাজমন্ত্রী, মহাবলশালী, কামুক, অনেক স্ত্রীবিশিষ্ট, সদা পরস্ত্রীনিরত, শ্যামবর্ণ দেহসম্পন্ন, মানী, যাগযজ্ঞনিরত এবং বহুভাষী হয়।

জন্মসময়ে শুক্র কৌতুকভাবে থাকিলে মানব ধনবান, সাত্বিক, সর্ব্বদা অতিশয় আহ্লাদযুক্ত, সদ্বক্তা, কৌতুকী, বহু-পুত্রকলযুক্ত এবং নানা সুখে সুখী হয়; কিন্তু যদি ঐ শুক্র নীচ স্থানস্থিত হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত ফলসমূহের বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে এবং লোক দুঃখাক্রান্ত হইয়া থাকে।

শুক্রের নিদ্রাভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে, সে নিশ্চয়ই উপতাপবিশিষ্ট, নিয়ত ক্লিষ্ট, রোগী, দরিদ্র, বিকলাঙ্গ ও স্থূল-দেহযুক্ত হয়। মিত্র স্থানগত শুক্র যদি নিদ্রাভাবে থাকেন, তাহা হইলে, তাহার সর্ব্বসম্পত্তি নাশ হয়।

শনির ভাবফল।

শনির শয়নভাব সময়ে কেহ জন্মিলে, সে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত, বিকলাঙ্গ ও গুহ্যস্থানে রোগযুক্ত হয় এবং তাহার কোষ বৃদ্ধির পীড়া হইয়া থাকে। যদি লগ্নে, ষষ্ঠ স্থানে ও অষ্টমস্থানে শনি শয়নভাবে থাকে, তাহা হইলে মানব নিয়ত বিদেশবাসী, দরিদ্র বিকৃত এবং স্থূল শরীর বিশিষ্ট হয়। লগ্ন হইতে পঞ্চম, নবম সপ্তম কিম্বা দশম স্থানে শয়ন ভাবস্থ শনি থাকিলে, জাতক

পুত্রবান্ ও ধর্ম্মিক হয় এবং সে সুখে আপন ধন দান করিতে পারে।

জন্মকালে শনি উপবেশনভাবে থাকিলে জাত সন্তান শ্লীপদ রেখা ও দক্রুরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং তাহার নিত্য ধননাশ ও পীড়া ঘটিয়া থাকে।

শনি নেত্রপাণিভাবে লগ্নে কিম্বা দশম গৃহে থাকিলে জাতক সর্ব্ব প্রকার দুঃখভোগী হয় এবং তাহার কৃত সকল কার্য্যে লোকের দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম কিম্বা সপ্তম স্থানে ঐ ভাবে থাকে, তবে তাহার স্ত্রী পুত্র বিয়োগ ও ধনক্ষয় হয়। উক্ত স্থান ভিন্ন অন্যত্র থাকিলে জাতক ধনবান্ হয় এবং ঐ শনি তাহাকে নানা সুখে সুখী করে। শনির নেত্রপানি-ভাবসময়ে জন্ম হইলে অত্যন্ত অবোধ ব্যক্তিও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হয় এবং সে ধনবান্ ধার্ম্মিক ও বহুভাষী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহার দুইটী ভার্য্যা হয়, সে পিত্ত শূলরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহার ক্রোধ অত্যল্পকালমাত্র স্থায়ী হয়। সে ব্যক্তি মস্তক ও উদর রোগে অতিভূত থাকে, তাহার অগ্নি ও জলে ভয় হয় এবং তাহার দেহের সন্ধিস্থানে বেদনা থাকে।

উক্ত ভাবস্থ শনি লগ্নে কিম্বা দশম স্থানে থাকিলে উক্ত ফলের বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে।

জন্ম সময়ে শনি প্রকাশনভাবে থাকিলে, প্রসূত সন্তান রাজমন্ত্রী হয় এবং সে নানা গুণে গুণবান্, ধনবান, ধার্ম্মিক, শৌচাচারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যদি শনি জায়া স্থানে কিম্বা লগ্নে উক্ত ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্ব সম্পত্তি নষ্ট ও সে জাতিভ্রষ্ট হয়।

জন্মকালে শনি গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে জাত ব্যক্তি বহুপুত্রবিশিষ্ট, বিপুল ধনবান্, পণ্ডিত, দাতা এবং মনুষ্য-মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয়।

শনির গমনভাব সময়ে জন্ম হইলে জাত বালক শ্লীপদ রোগবিশিষ্ট, দন্তাঘাত চিহ্নযুক্ত, অতি ক্রোধী, কৃপণ এবং পরনিন্দক হয়। যদি জন্মসময়ে শনি লগ্ন হইতে পঞ্চম কিম্বা সপ্তম গৃহে উক্ত ভাবে থাকে, তাহা হইলে ঐ শনি সমস্ত পুত্র নাশ, বিশেষতঃ স্ত্রীনাশ করিয়া থাকে। যদি শনি গমনভাবে লগ্নে থাকে, তাহা হইলে, জাতব্যক্তির পাদমূলে রোগাক্রান্ত, তীর্থগমনশীল এবং স্ত্রীপুত্ররহিত হয়। লগ্ন সপ্তম, নবম, দশম অথবা দ্বাদশ রাশিতে উক্ত ভাবগ্রস্ত শনি অবস্থিতি করিলে জাতক সর্ব্ব প্রকার সুখভোগী, পণ্ডিত এবং ধনাধিপতি হয়।

জন্মসময়ে শনি সভাবসতিভাবে থাকিলে জাতব্যক্তি স্ত্রীপুত্রসমন্বিত, ধনশালী ও নানারত্নযুক্ত হয়। ঐ ভাবস্থ শনি যদি শত্রুগৃহগত হইয়া শত্রুকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অকালে কালকবলিত হইতে হয়।

শনির আগমনভাবসময়ে জন্ম হইলে মানব সাতিশয় ক্রোধী ও রোগযুক্ত হয় এবং সে সর্পাদি কর্তৃক দষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহার ভ্রাতৃনাশ ঘটে। শনি লগ্নে থাকিলে এই সমস্ত ফলে সন্দেহ করিতে হয়। উক্ত ভাবস্থ শনি, লগ্ন হইলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম কিম্বা সপ্তম স্থানে থাকিলে, জাতক ধন, পুত্র, স্ত্রী এবং ভ্রাতার সহিত সুখভোগ করে। যদি শনি লগ্নে হইতে নবম গৃহে থাকিয়া আগমন ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জাতকের পুণ্যকর্ম্মে পদে পদে বিঘ্ন ঘটে।

শনির ভোজনভাব সময়ে যাহার জন্ম হয়, সে অতিশয় মন্দাগ্নিবিশিষ্ট, অর্শরোগযুক্ত শূলরোগাক্রান্ত এবং চক্ষু-রোগ যুক্ত হয়। যদি শনি স্বীয় তুঙ্গ স্থানে অর্থাৎ তুলায়, কিম্বা স্বীয় গৃহে অর্থাৎ মকর ও কুম্ভ রাশিতে ভোজনভাবে থাকে, তাহা হইলে জাত ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে সুখী ও নীরোগ হয়।

শনির নৃত্যলিপ্সাভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে সে ব্যক্তি চিরকাল ধনবান্ ও ধার্ম্মিক হয় এবং তাহার নানাবিধ সুখ হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। যদি শনি উক্ত ভাবে লগ্ন হইলে পঞ্চম স্থানে থাকে, তাহা হইলে জাতকের সমস্ত পুত্র নষ্ট হয়। যাহার জন্মকালে শনি লগ্ন হইতে পঞ্চম, সপ্তম, নবম কিম্বা একাদশ গৃহে থাকে, তাহার সমস্তই বিনষ্ট হয় এবং সে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

শনির কৌতুকভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে, সে রাজমন্ত্রী বিপুল ধনবান্, দাতা, ভোক্তা, অতিশয়, কার্য্যকুশল, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং শুদ্ধাচারী হয়।

শনির নিদ্রাভাব সময়ে যাহার জন্ম হয়, সে ধনবান্, পণ্ডিত, বিশুদ্ধাচারী, নেত্র রোগযুক্ত এবং পিত্তশূল রোগাক্রান্ত হয়। তাহার দুইটী ভার্য্যা ও বহু সন্তান হইয়া থাকে। জন্মকালে শনি যদি দশম অর্থাৎ কর্ম্ম-স্থানে থাকে, তাহা হইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। পরন্তু, যদি ঐ দশম স্থানে থাকিয়া শনি নিদ্রাভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। তন্মধ্যে সে যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন তাহার কার্য্য ও ধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সে সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্ত, দুঃখার্ত্ত নিয়ত বিদেশবাসী এবং সদা রোগীযুক্ত হয় ও পদে পদে তাহার কার্য্যহানি হইয়া থাকে। নিদ্রা ভাবস্থ শনি যদি

তুঙ্গী অর্থাৎ তুলা রাশিস্থ, ত্রিকোণা অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে পঞ্চম বা নবম স্থানস্থ, কেন্দ্রী অর্থাৎ লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম, দশম, এই সকলের যে কোনও স্থানস্থ, স্বগৃহী অর্থাৎ মকর কিম্বা কুম্ভস্থ হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত ফল সকলের বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। মৃত স্থানে বা জায়া স্থানে থাকিয়া শনি যদি নিদ্রাভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জাতকের সর্ব্ব প্রকার সুখ-ভোগ, দুই ভার্য্যা এবং বহু সন্তান হয়।

রাহুর ভাবফল।

রাহু শয়নভাবে থাকিবার সময়ে যদি কাহারও জন্ম হয়, তবে তাহার সাতিশয় দুঃখভোগ হইয়া থাকে। এইভাবে থাকিবার সময় কাহারও জন্ম হইলে সে শ্লীপদী ও রোগী হয় এবং তাহার নিয়ত ধননাশ ও রাজ পীড়া ঘটিতে থাকে। জন্ম সময়ে মিথুন, সিংহ, কন্যা কিম্বা বৃষ রাশিতে রাহু যদি শয়নভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতকের সর্ব্বসুখ ও সমৃদ্ধি হয়।

রাহুর উপবেশনভাবসময়ে কেহ জন্মিলে, সে কুষ্ঠাদি রোগে কাতর হয় এবং রাজা কিম্বা শত্রুদ্বারা তাহার ধন ক্ষয় হইয়া থাকে।

রাহুর নেত্রপাণিভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে সে নিশ্চয়ই চক্ষু রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তাহার সর্প এবং ব্যাঘ্র হইতে ভয় জন্মে। সে ব্যক্তির চিত্ত অধর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া থাকে, সে স্ত্রীবশীভূত, ধনবান্, কুটিলান্তঃকরণ, অতিশয় ধৈর্য্য গুণ-সম্পন্ন এবং বহুভাষী হয়। তাহার কোষ ও পার্শ্বদেশে দোষ ঘটিয়া থাকে, সে শৈশবেই রোগাক্রান্ত হয়। তাহার গুহ্যস্থানে রোগ ও জলে ভয় হইয়া থাকে। নেত্রপাণি ভাবস্থ

রাহু লগ্নে কিম্বা সপ্তমে থাকিলে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখদায়ক হয় এবং জাতকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

রাহুর প্রকাশনভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে সে ধনবান্, নিরন্তর ধর্ম্মপরায়ণ, নিয়ত বিদেশবাসী, উৎসাহান্বিত, সাত্ত্বিক এবং রাজকর্ম্মকর হইয়া থাকে। উক্ত ভাবস্থ রাহু কর্কট কিম্বা সিংহ রাশিতে থাকিলে, শিরশ্ছেদ যোগ হইয়া থাকে।

রাহুর গমনেচ্ছাভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে সে ব্যক্তি বহু পুণ্যবান, অতিশয় ধনবান্, পণ্ডিত, গুণবান্, দাতা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ হয়।

রাহুর গমনভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক দন্তাঘাত চিহ্ন বিশিষ্ট, অতিশয় ক্রোধী, খল স্বভাব, পরনিন্দক, ব্যাঘ্র ও সর্প ভীত, লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধপাদ ও দুর্দ্ধর্ষ হয় এবং নানারোগজন্য তাহার ধনক্ষয় হইয়া থাকে। তাহার বন্ধু, স্ত্রী ও ধননাশ হয়।

রাহুর সভাবসতি সময়ে জন্ম হইলে, জাত ব্যক্তি কৃপণ ধনবান্, নানা গুণে গুণী, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী হয়। উক্ত ভাবাপন্ন রাহু লগ্নে পঞ্চমে বা দশমে থাকিলে, তাহার ভার্য্যা, পুত্র ও ধননাশ হয় এবং তাহার প্রকৃতি অতি চঞ্চল হইয়া থাকে।

রাহুর আগমনভাব সময়ে কাহারও জন্ম হইলে সে সর্ব্বজনের দুঃখদাতা হয়, তাহার মিত্রনাশ, জাতিনাশ ও নানা ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।

রাহুর ভোজনভাব সময়ে কেহ জন্মিলে, সে অতিশয় লোভী, মন্দাগ্নি রোগযুক্ত, দুঃখিত, কৃপণ, ক্রূর এবং কলহপ্রিয় হয়। যদি রাহু উক্ত ভাবে লগ্নে কিম্বা দশমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে চন্দ্রের ন্যায় অকলঙ্কিত বংশে সমুৎপন্ন হইয়াও পতিত বলিয়া জাতককে বিখ্যাত হইতে হয়। লগ্ন হইতে সপ্তম

কিম্বা দশম গৃহে রাহু ভোজনভাবে অবস্থিতি করিলে, নিশ্চয়ই জাতকের পত্নীনাশ এবং পুণ্যকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

যাহার জন্মসময়ে নৃত্যলিপ্সাভাবপ্রাপ্ত রাহু লগ্নে থাকে, সে খঞ্জ, কষ্ট, ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা কাতর, চক্ষুহীন ও দুর্দ্ধর্ষ হইবে। জন্ম সময়ে উক্ত ভাবস্থ রাহু লগ্নে না থাকিয়া অন্য গৃহে থাকিলে, মানব ধনবান্, বহু সম্পদযুক্ত, নানা গুণে গুণবান, দ্বিভার্য্য এবং বহু সন্তানের পিতা হয়।

রাহুর কৌতুকভাব সময়ে জন্ম হইলে, মানব সমস্ত গুণের আধার, নানা ধনে ধনী ও পিত্তশূল-রোগাক্রান্ত হয়। লগ্ন হইতে পঞ্চম, সপ্তম, দশম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে রাহু উক্ত ভাবে অবস্থিত হইলে, মানব স্ত্রী-পুত্রাদির অভাবনিবন্ধন নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে। যদি দৈববশতঃ ঐ রাহু তুঙ্গী অর্থাৎ মিথুনস্থ অথবা স্বগৃহী অর্থাৎ কন্যাস্থ হয়, তাহা হইলে নানাবিধ শুভ ফল ফলিবার পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

রাহুর নিদ্রাভাব সময়ে জন্ম হইলে মানব শোক ও দুঃখে অভিভূত, নানা স্থানবাসী, ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। লগ্ন হইতে সুত স্থানে অথবা জায়া স্থানে যদি রাহু নিদ্রাভাবস্থ হয়, তাহা হইলে, মানব সর্ব্বগুণান্বিত, পুত্রবান্ ও স্ত্রীবিশিষ্ট হয়। যদি নবম কিম্বা দশম স্থানে রাহু নিদ্রাভাবস্থ হয়, তাহা হইলে জাতক নিশ্চয়ই তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করিবে। দ্বিতীয়, একাদশ বা দ্বাদশ স্থানে রাহু নিদ্রাভাবে থাকিলে, মানব দারিদ্র্যদুঃখ অভিভূত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে।

গর্ভস্থ কোষ্ঠী গণনা।

অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা, বৃদ্ধা, রোগগ্রস্তা ব্যতিরেকে অপর সাধারণ স্ত্রীলোক দিগের প্রতি মাসে রজোযোগ হইয়া থাকে। চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহ স্ত্রীলোকের রজোযোগের প্রধান কারণ। চন্দ্র হইতে জল, মঙ্গল হইতে অগ্নি, এই দুইটী মিশ্রিত হইলে পিত্ত উৎপন্ন হয়; ঐ পিত্ত শরীরস্থ রক্ত সঞ্চালিত করিয়া নিঃসারিত করে।

স্ত্রীলোকের জন্ম লগ্ন হইলে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ ভিন্ন স্থানে চন্দ্র থাকিলে, ঐ চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টিসময়ে যে রজোযোগ হইবে, সেই ঋতুকে গর্ভ ধারণ হইবে। ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভধারণের সময়। এই ষোড়শ দিবসমধ্যে পুরুষের জন্ম লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানগত চন্দ্র, বৃহস্পতি কিম্বা অন্য কোনও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যদি সহবাস হয়, তবে নিশ্চয় গর্ভ হইবে।

গর্ভ ধারণকালে, সন্তানের জন্ম সময়ে অথবা প্রশ্ন সময়ে যে লগ্ন হইবে, তাহা হইলে সপ্তম স্থানে যে রাশি তাহা দ্বারা সহবাস প্রকার অর্থাৎ কি প্রকারে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।

ঐ সপ্তম স্থান যেরূপ রাশি (অর্থাৎ দ্বিপদ, চতুষ্পদ বা সরীসৃপ ইত্যাদি) হইবে, সেইরূপ অর্থাৎ দ্বিপদ, চতুষ্পদাদির ন্যায় সহবাস হইয়াছে জানিতে হইবে। বিশেষ, সপ্তম স্থানে পাপ গ্রহ থাকিলে, সহবাসকালে কলহ প্রভৃতি দ্বারা অসন্তোষে ও শুভগ্রহ থাকিলে হাস্য পরিহাসাদি দ্বারা সুখে সহবাস হইয়াছে জানিবে।

যদি সহবাসকালে রবি, চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ যে কোনও রাশিস্থিত হইয়া স্বীয় নবাংশগত হয়, তবে নিশ্চয় গর্ভধারণ হইয়াছে জানিবে।

যদি পুরুষের জন্মলগ্ন হইতে উপচয় অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ, ইহাদের মধ্যে কোনও গৃহে স্বীয় নবাংশে সূর্য্য ও অবস্থিতি করে কিম্বা স্ত্রীর জন্মলগ্ন হইতে ঐ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ ইহাদের মধ্যে কোন গৃহে স্বীয় নবাংশে চন্দ্র ও মঙ্গল থাকে, তবে গর্ভ ধারণ হইয়াছে বোধ করিবে।

সহবাসকালে যদি পঞ্চম বা নবম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থিতি করে, তাহা হইলে গর্ভধারণ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

বীর্য্যরহিত স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে উপরোক্ত সর্ব্ববিধ যোগই বিফল জানিতে হইবে।

স্ত্রী পুরুষের সহবাসকালে যে রাশিতে রবি থাকে, সেই রাশি হইতে সপ্তম রাশিতে যদি শনি ও মঙ্গল অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পুরুষের পীড়া হইবে। আর যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশির সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে, স্ত্রীর পীড়া হইয়া থাকে। রবি হইতে দ্বাদশ কিম্বা দ্বিতীয় স্থানে শনি ও মঙ্গল থাকিলে পুরুষের এবং চন্দ্র হইতে দ্বাদশ বা দ্বিতীয় স্থানে শনি মঙ্গল থাকিলে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। আর রবি ও চন্দ্রের সহিত শনি ও মঙ্গলযুক্ত হইলে কিম্বা একের যোগ অপরের দৃষ্টি থাকিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মৃত্যু হয়।

জাত বালকের দিবায় জন্ম হইলে যদি রবি বিষম রাশি অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ ইহাদের কোন এক রাশিগত হয়, তবে পিতার শুভ এবং ঐরূপ রাত্রিতে জন্ম হইলে পিতৃব্যের শুভ জানিবে। দিবাতে জন্ম হইলে যদি শুক্র বিষম

রাশিস্থিত হয়, তবে মাতার শুভ এবং ঐরূপ রাত্রিতে জন্ম হইলে মাসীর শুভ জানিবে। রাত্রিতে জন্ম হইলে, যদি শনি বিষম রাশিস্থিত হয়, তবে পিতার শুভ এবং ঐরূপ দিনে জন্ম হইলে মাসীর মঙ্গল জানিবে।

গর্ভধারণকালে কিম্বা প্রশ্ন সময়ে যে লগ্ন স্থির হইবে, তাহা হইতে দ্বাদশ স্থানে যদি অনেক পাপগ্রহ থাকে এবং ঐ লগ্নে কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে কিম্বা উক্ত লগ্নে শনি থাকে এবং যদি তাহাতে মঙ্গল ও ক্ষীণ চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, তবে গর্ভিণীর মৃত্যু হয়।

গর্ভধারণ কালে যদি লগ্ন ও চন্দ্র উভয়েই পাপগ্রহ মধ্যগত হয় (অর্থাৎ দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে রবি,মঙ্গল ও শনি থাকে),তবে গর্ভবতী নারীর মৃত্যু হয়। কিন্তু, লগ্ন ও চন্দ্র উভয়েই পাপদ্বয় মধ্যগত না হইয়া যদি লগ্ন বা চন্দ্র ইহাদের কোন একতা পাপদ্বয় মধ্যগত হয়, তথাপি মৃত্যুযোগ জানিবে।

যদি বিষম রাশিকে বিষম রাশির নবাংশ জন্ম বা গর্ভ ধারণের, লগ্ন হয় এবং বলবান রবি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র বিষম রাশিতে বিষম রাশির নবাংশগত হয়, তবে সেই গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিবে। আর সম রাশিতে সম রাশিতে, সম রাশির নবাংশ জন্ম বা গর্ভধারণের লগ্ন হইলে, যদি বলবান রবি, বৃহস্পতি বা চন্দ্র যে কোন সম রাশিতে সম রাশির নবাংশগত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় কন্যা জন্মিবে। অপর বলবান রবি ও বৃহস্পতি যে কোনও নবাংশস্থিত হইয়া বিষম রাশিগত হইলে, পুত্র এবং বলবান্ চন্দ্র, শুক্র বা মঙ্গল যে কোন নবাংশগত হইয়া সম রাশিস্থিত হইলে কন্যা জন্মিবে।

বলবান্ রবি কিম্বা বৃহস্পতি যে কোন রাশিস্থ হইয়া মিথুন বা ধনুর নবাংশগত হইলে, যদি ঐ দুই গ্রহের প্রতি বুধের দৃষ্টি

থাকে, তাহা হইলে যমজ পুত্র জন্মিবে। চন্দ্র শুক্র ও মঙ্গল যে কোন হইয়া কন্যা বা মীনের নবাংশগত হইলে যদি শনির স্থান ঐ তিন গ্রহের প্রতি বুধ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে, যমজ কন্যার জন্ম নিশ্চয় জানিবে।

যদি গর্ভ সঞ্চার কালে সম রাশিস্থিত চন্দ্র ও বিষম রাশিস্থিত রবি পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই গর্ভে নপুংসক জন্মিয়া থাকে।

যদি গর্ভসঞ্চারকালে সম রাশিতগত শনি ও বিষম রাশিগত বুধ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করে, তবে সেই গর্ভে ক্লীব জন্মে।

বিষম রাশিগত মঙ্গল ও সমরাশিগত রবি, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিলে, নপুংসক সন্তান জন্মিবে।

গর্ভসঞ্চারকালে চন্দ্র ও শুক্র সমরাশিস্থিত হইলে, যদি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও লগ্ন হইয়া বিষম রাশিগত হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিবে।

লগ্ন ও চন্দ্র সমরাশিগত হইলে যদি ঐ লগ্নে ও চন্দ্রের প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি, এই তিন গ্রহের কিম্বা ইহাদের মধ্যে দুই বা এক গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে।

বুধ ভিন্ন সমস্ত গ্রহ ও লগ্ন যদি মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন ইহাদের মধ্যে কোনও রাশির নবাংশগত হয় এবং বুধগ্রহ মিথুন বা কন্যার নবাংশে অবস্থিতি করিয়া ঐ সকল গ্রহের ও লগ্নের প্রতি দৃষ্টি করে, তাহা হইলে এক গর্ভে তিনটী সন্তান জন্মিবে। ইহার বিশেষ এই যে, যদি ঐ বুধ গ্রহ, মিথুনের নবাংশগত হয়, তাহা হইলে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা এবং কন্যার নবাংশগত হইলে দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মিবে। ঐ সমস্ত গ্রহ ও লগ্ন

মিথুন বা ধনুর নবাংশগত হইলে তিনটী পুত্র ও মীন বা কন্যার নবাংশগত হইলে, তিনটী কন্যা জন্মিবে।

ধনু লগ্নে ধনুর নবাংশ যদি গর্ভ সঞ্চারের লগ্ন হয় এবং সমস্ত গ্রহ বলবান্ হইয়া যে কোনও রাশিগত ধনুর নবাংশে অবস্থিতি করে এবং ঐ লগ্নে বলবান্ বুধ এবং শনির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই গর্ভে অনেক সন্তান জন্মিবে।

গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম মাসের অধিপতি শুক্র এবং এই মাসে শুক্র শোণিত মিশ্রিত হয়; দ্বিতীয় মাসের অধিপতি মঙ্গল, এই মাসে উক্ত মিশ্রিত শুক্র শোণিত ঘনীভূত হইয়া পিণ্ডাকৃতি হয়; তৃতীয় মাসের অধিপতি বৃহস্পতি, এই মাসে শুক্র শোণিত-সম্ভূত পিণ্ড হইতে অঙ্কুর অর্থাৎ হস্ত পদাদি জন্মে। চতুর্থ মাসের অধিপতি সূর্য্য, এই মাসে অস্থি জন্মে; পঞ্চম মাসের অধিপতি চন্দ্র, এই মাসে চর্ম্ম উৎপন্ন হয়; ষষ্ঠ মাসের অধিপতি শনি, এই মাসে লোম জন্মে; সপ্তম মাসের অধিপতি বুধ, এই মাসে চৈতন্যসঞ্চার হয়; অষ্টাদি মাসে কোনও অবয়ব জন্মে না, মাতৃভুক্ত আহার দ্বারা সন্তান পুষ্ট হয়। যে লগ্নে গর্ভসঞ্চার হয়, সেই লগ্নাধিপতি গ্রহ অষ্টম মাসের অধিপতি। নবম মাসের অধিপতি চন্দ্র ও দশম মাসের অধিপতি সূর্য্য। যে মাসের অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহের অবস্থিতি ও বলাবলা দৃষ্টে সেই মাসের শুভাশুভ নিশ্চয় করিবে।

যে লগ্নে গর্ভসঞ্চার হইবে, সেই লগ্ন হইতে পঞ্চমে ও নবমে বুধ থাকিলে, যদি অন্য সমস্ত গ্রহই দুর্ব্বল থাকে, তাহা হইলে জাত সন্তানের দুই মস্তক, চারি হস্ত, কিম্বা চারি পা হইয়া থাকে। আর গর্ভ ধারণ সময়ে বৃষ রাশিতে চন্দ্র থাকিলে যদি পাপ গ্রহগণ কর্কট, বৃশ্চিক বা মীনেরনবাংশগত হয়, তাহা হইলে জাত সন্তান বোবা হইবে। ঐ চন্দ্রের প্রতি যদি কোন শুভ

গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে জাত সন্তান অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে কথা কহিতে পারে।

গর্ভ সঞ্চারকালে শনি ও মঙ্গল যে কোনও রাশিগত হইয়া কন্যা ও মিথুনের নবাংশগত হইলে, দন্তসহিত বালকের জন্ম হয়।

চন্দ্র কর্কটে অবস্থিতি করিলে, যদি ঐ কর্কট লগ্নে গর্ভাধান হয় এবং ঐ চন্দ্রের প্রতি শনি ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে জাত শিশু কুব্জ (কুঁজা) হইবে।

যদি মীন লগ্নে শনি মঙ্গল ও চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে এবং ঐ মীন লগ্নে গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে জাত শিশু পঙ্গু হইয়া থাকে।

গর্ভসঞ্চার কালে যদি রবি মঙ্গল, শনি ও চন্দ্র, কর্কট, বৃশ্চিক বা মীনের শেষ নবাংশগত হয়, তবে জাত জাত শিশু বধির হয়। উক্ত যোগ চতুষ্টয় কারক গ্রহগণের প্রতি যদি কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ফল ফলিবে আর শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে বিশেষ বিবেচনা-সহকারে ফল অবধারণ করিবে।

মকরে শেষ নবাংশে গর্ভ সঞ্চার হইলে যদি সেই লগ্নে রবি, চন্দ্র ও শনির দৃষ্টি থাকে তবে জাত শিশু খর্ব্বাকৃতি হইবে।

লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণে গর্ভসঞ্চার হইলে যদি ঐ দ্রেক্কাণে শনি, রবি বা চন্দ্রের দৃষ্টি ও মঙ্গল গ্রহের যোগ থাকে তবে গর্ভস্থ সন্তান মস্তকহীন হয়।

লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে গর্ভাধান হইলে, যদি তাহাতে শনি, রবি ও চন্দ্রের দৃষ্টি এবং মঙ্গলের যোগ থাকে, তবে জাতশিশু পাদহীন হইবে।

লগ্নের তৃতীয় দ্রেক্কাণে গর্ভধারণ করিলে যদি উপরোক্ত যোগ হয়, তবে শিশু হস্তহীন হয়।

সিংহ লগ্নে গর্ভাধান বা জন্ম হইলে, তাহাতে যদি রবি ও চন্দ্র থাকে এবং ঐ লগ্নে মঙ্গল বা শনির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে শিশু অন্ধ হইবে।

এই আধানলগ্নে রবি থাকে ও শনি মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে সন্তান দক্ষিণ চক্ষুহীন এবং ঐ লগ্নে চন্দ্র অবস্থিতি করিলে যদি শনি মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে বাম চক্ষুহীন হইবে।

আধান লগ্নে যদি রবি ও চন্দ্রের যোগ থাকে এবং শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে শিশুর চক্ষু ক্ষুদ্র হয়।

আধান বা জন্মলগ্নের দ্বাদশ স্থানস্থিত চন্দ্র শনি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সন্তানের বামচক্ষু ও ঐ দ্বাদশ স্থানস্থিত রবি শনি ও মঙ্গলকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইবে।

পূর্ব্বোক্তবিধ যোগকারক গ্রহগণের বলাবল বিবেচনায় যোগের শুভাশুভ ফলের তারতম্য নিশ্চয় করিবে।

আধান বা প্রশ্ন কালে চন্দ্র যে রাশির যে দ্বাদশাংশে অবস্থিতি করে, দশম মাসের যে দিবসে সেই রাশির সেই দ্বাদশাংশে চন্দ্র উদিত হইবে, সেই দিবসে প্রসব হইবে।

গর্ভাধানকালে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক ও কুম্ভ, ইহাদের কোনও লগ্ন হইলে দিবাতে প্রসব হইবে এবং মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর, ইহাদের কোনও এক লগ্ন হইলে রাত্রিতে

জন্ম হইবে। আর যদি মীন লগ্নে গর্ভাধান হয়, দিবা ও রাত্রি উভয় সময়েই প্রসব হইতে পারে।

গর্ভাধানকালে লগ্নের যত অংশ গত হইবে, জন্ম-লগ্নের তত অংশ গতে প্রসব হইবে।

যদি মকর বা কুম্ভের নবাংশ আধান-লগ্ন হয় এবং ঐ লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে শনি থাকে, তবে তিন বৎসর পরে প্রসব হইবে।

যদি কর্কটের নবাংশ গর্ভাধানের লগ্ন হয় এবং ঐ লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকে, তবে দ্বাদশ বৎসর পরে প্রসব হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, এই পাঁচ জাতীয় কাক আছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ বর্ণ ও আকৃতি দ্বারা তাহা-দিগের জাতি নিরূপণ করিবেন।

যে কাকের আকার বৃহৎ, যাহার ঠোঁট বড় ও লম্বা, স্বর দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ সেই কাক ব্রাহ্মণজাতীয়। যাহার চক্ষু পিঙ্গল ও নীলবর্ণ, রব তীক্ষ্ণ, বর্ণ মিশ্র, সেই কাককে ক্ষত্রিয় বলা যায়। যে কাক পাণ্ডু ও নীলবর্ণ, যাহার চক্ষু শ্বেত ও নীলবর্ণ, শরীর নিতান্ত রুক্ষ নহে এবং যে সতত চঞ্চল, তাহাকে বৈশ্য বলা যায়। যাহার শরীর কৃশ ও নিতান্ত কৃষ্ণবর্ণ ভস্মের মত, যাহার শব্দে অধিক ককার উচ্চারিত হয় এবং যে কাক চপল, তাহাকে শূদ্র বলা যায়। যাহার শরীর রুক্ষ ও সূক্ষ্ম যাহার গল ও নখ উজ্জ্বল, শব্দ স্থির, যাহার বুদ্ধি স্থিরতর, তাদৃশ নিঃশঙ্ক কাককে অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণিত করা যায়।

যে দাঁড়কাকের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও যে দাঁড়কাক ব্রাহ্মণ, তাহাকে প্রধানরূপে গণনা করিতে হইবে। তদভাবে যে কাকের গলদেশ শ্যামবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ তাহাকে অবলম্বন করিয়া শুভাশুভ গণনা করিবে। নানা বর্ণের কাক সাতিশয় নিন্দনীয়।

ব্রাহ্মণজাতীয় কাক জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র পরিষ্কাররূপে ফল ব্যক্ত করে। ক্ষত্রিয় জাতীয় কাক কিঞ্চিৎ ন্যূন। বৈশ্য জাতীয় কাক যত্ন করিলে শুভাশুভফল জ্ঞাপন করে। শূদ্র জাতীয় কাক উপহার পাইবার লোভে ফল বলিয়া থাকে।

কৃষ্ণবর্ণ অন্ত্যজ কাক জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্ব্বদাই সমস্ত ফল জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণজাতীয় কাক সদ্য, ক্ষত্রিয় জাতীয় কাক তিন দিবস মধ্যে, বৈশ্যজাতীয় কাক সপ্তাহ মধ্যে শূদ্রজাতীয় কাক দশ দিবস মধ্যে এবং অন্ত্যজ কাক এক পক্ষ মধ্যে ফল প্রদান করে।

যদি কাক প্রশান্ত ও দীপ্ত রব করে, কিম্বা যদি পরাঙ্মুখ হইয়া উক্তবিধ রব করে, তাহা হইলে শুভফল হয়। কঠোর শব্দ কোন স্থলেই প্রশস্ত নহে। মধুর ও অনুকূল রব সকল স্থলেই প্রশস্ত।

যদি কোন কাক সূর্য্যালোকে বসিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া কঠোর শব্দ করে, তাহা হইলে প্রথমতঃ কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু পরে তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। পরন্তু, যদি কাক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া প্রশান্তভাবে রব করে তাহা হইলে কার্য্য সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হয়।

যে কাক প্রশান্তভাবে রৌদ্রাভিমুখ হইয়া শব্দ করিয়া, পরে রৌদ্রে প্রবেশ করিয়া মধুর শব্দ করে, সে প্রথমে সমস্ত অনিষ্ট দূর করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধি প্রদান করে।

যে কাক আলোকের দিকে মুখ রাখিয়া প্রথমতঃ ডাকিয়া

পরে ছায়ার দিকে মুখ করিয়া থাকে, সে প্রথমতঃ অনিষ্ট নষ্ট করিয়া পুনরায় তাহা আনয়ন করে।

যদি সূর্য্যোদয়ের সময় কাক পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত স্থানে থাকিয়া অভিমুখ হইয়া রব করে, তবে শত্রুনাশ, অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধি ও স্ত্রীরত্নলাভ হইয়া থাকে।

যদি কাক প্রাতঃকালে অগ্নিকোণে রমণীয় প্রদেশে থাকিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে সে সত্বরেই যুদ্ধযাত্রা করে ও অশঙ্কিত হৃদয়ে শত্রুসংহার করিয়া স্ত্রীলাভ করে।

যদি কাক প্রাতঃকালে দক্ষিণ দিকে থাকিয়া কঠোর শব্দ করে, তাহা হইলে সাতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয় এবং রোগ মানসিক পীড়া ও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়। পরন্তু, যদি ঐ কাক মধুর শব্দ করে, তাহা হইলে চেষ্টা দ্বারা বিদ্যা ও ধনলাভ হয়।

যদি কাক প্রভাতকালে নৈঋতকোণে অবস্থান করিয়া শব্দ করে তাহা হইলে কোন একটী কুৎসিত কর্ম্ম উপস্থিত হয়, দূতের আগমন জানা যায় এবং কার্য্যের মাধ্যমিক সিদ্ধি হইয়া থাকে।

যদি কাক প্রাতঃকালে পশ্চিমদিকে অবস্থান করিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় বারিবর্ষণ হইবে। পরন্তু, স্ত্রী, বস্ত্র, ভূমি ও পুত্রযাগম হয়; কিন্তু স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে বায়ুকোণে অবস্থান করিয়া কাক শব্দ করিলে অভিলষিত ভোজন, বস্ত্র ও যানাদি লাভ হয় এবং কোন পথিকের আগমন, পূর্ব্বতন বৃত্তিনাশ ও স্বদেশ হইতে দেশান্তর গমন ঘটিয়া থাকে।

প্রাতঃকালে উত্তর দিকস্থিত কাক মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রব করিলে, সেই দিন দুঃখ, সর্পভয় ও দরিদ্রতা উপস্থিত হয়। কিন্তু নষ্ট ধন ও ইষ্টলাভ হইতে পারে।

কাক প্রাতঃকালে ঈশানকোণে বসিয়া যদি শব্দ করে, তাহা হইলে কোন অন্ত্যজা স্ত্রীর দ্বারা ব্যাধিশান্তিসূচনা করে এবং প্রিয় বস্তুর লাভ হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে কাক যদি উর্দ্ধ দিকে বসিয়া মধুর শব্দ করে, তাহা হইলে নিশ্চিত অভিলষিত বস্ত্র ও ধনলাভ হইয়া থাকে এবং স্বামীর প্রসন্নতা লাভ করে।

যদি কাক দিবসের প্রথম যামে পূর্ব্বদিকে শব্দ করে, তাহা হইলে চিন্তিত কাজ সিদ্ধি, অভীষ্ট ব্যক্তির আগমন ও নষ্টধন লাভ হইয়া থাকে।

প্রথম যাম।

দিবার প্রথম যামে কাক অগ্নিকোণে থাকিয়া যদি শব্দ করে, তাহা হইলে স্ত্রীলাভ ও শত্রুনষ্ট হইয়া থাকে. উক্ত সময়ে দক্ষিণ-দিকবর্ত্তী কাকের শব্দ স্ত্রীলাভ সুখ ও সুহৃৎ সমাগম সূচনা করে।

দিবা এক প্রহরের মধ্যে নৈঋতকোণে অবস্থিতি করিয়া কাক যদি শব্দ করে, তাহা হইলে প্রিয় স্ত্রীলাভ, মিষ্টান্ন ভোজন ও চিন্তিত কার্য্য সিদ্ধ হয়। উক্ত সময়ে পশ্চিম দিকবর্ত্তী কাকের শব্দ প্রার্থনীয় বস্তুলাভ ও বারিবর্ষণ সূচনা করে।

যদি দিবার প্রথম ভাগে বায়ুকোণে বসিয়া ডাকে, তবে শুভ অর্থাৎ রাজপ্রসাদলাভ ও পথিকের সহিত দর্শন হয়। উক্ত সময়ে কাক উত্তর দিকে থাকিয়া শব্দ করিলে, তস্করভয়, শোক বার্ত্তাদি লাভ হয়।

কাক যদি দিবার প্রথম প্রহরে ঈশানকোণে অবস্থান করিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে প্রিয় সমাগম, অগ্নিভয় ও বহুলোকের সাক্ষাৎলাভ হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে উর্দ্ধস্থিত

কাকের শব্দে সুখ, অভিলাষ, ভোগ, সম্মান, সম্পদ ও ধনলাভ হয় ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় যাম।

দিবা দ্বিতীয় প্রহর সময়ে কাক পূর্ব্বদিকে থাকিয়া শব্দ করিলে, কোন পথিকের সমাগম হয় এবং চৌরভয়, মনের চাঞ্চল্য ও মহতী আশঙ্কা হইয়া থাকে।

দিবার দ্বিতীয় যাম সময়ে যদি কাক অগ্নিকোণে থাকিয়া শব্দ করে, তবে প্রিয় ব্যক্তির আগমন শ্রবণ ও স্ত্রীলাভ হয়। উক্ত সময়ে দক্ষিণ দিকস্থিত কাকের শব্দে বৃষ্টি, মহাভয় প্রিয় ও অভিলষিত ব্যক্তির আগমন হইয়া থাকে।

কাক যদি দিবার দ্বিতীয় প্রহরে নৈঋতকোণে অবস্থিতি করিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা হইলে প্রাণভয়, স্ত্রীলাভ, ভোজন, লাভ ও সকল রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে যে দিবসে পশ্চিম দিকে থাকিয়া শব্দ করে, সে দিন স্ত্রীলাভ ও কুবৃষ্টি হইয়া থাকে।

যে দিন দ্বিপ্রহরে কাক বায়ুকোণে থাকিয়া শব্দ করে, সেই দিন চৌর সমাগম, দূতাগমন, স্ত্রীলাভ ও মাংসান্ন ভোজন ইষ্ট ব্যক্তির আগমন, জয় ও চৌরভয় হইয়া থাকে।

দিবা দ্বিতীয় প্রহরে ঈশান কোণস্থিত কাক কর্কশ শব্দ করিলে জানিতে পারা যায় যে, সে দিন চৌর ও অগ্নিভয় উপস্থিত হইবে এবং কোন বিপরীত বাক্য শুনা যাইবে এবং মধুর শব্দ করিয়া এই বলে যে, অদ্য কোন মহৎ ব্যক্তির আগমন ও জয়লাভ হইবে।

দিবসের দ্বিতীয় যামে ঊর্দ্ধস্থিত কাক যদি মধুর শব্দ করে, তবে পুরুষের রাজপ্রসাদ ও মিষ্টান্ন ভোজন হয়; কর্কশ শব্দ করিলে চৌরভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় যাম।

দিবসের তৃতীয় যামে কাক পূর্ব্বদিকে থাকিয়া যদি কর্কশ শব্দ করে, তাহা হইলে চৌরভয় হইবে; আর মধুর শব্দ করিলে রাজাগমন, জয় ও শুভকার্য্য সিদ্ধি হয়।

যদি দিবসের তৃতীয় যামে কাক অগ্নিকোণে থাকিয়া কর্কশ শব্দ করে, তাহা হইলে বিরুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ ও বিফল যাত্রা হইবে, আর যদি ঐ কাক মধুর শব্দ করে, তবে জয়াদি বার্ত্তা শুনা যায়।

দিবসের তৃতীয় প্রহরে কাক দক্ষিণ দিকে বসিয়া রব করিলে, কোনও রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং মহদ্ব্যক্তির আগমন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সিদ্ধি হয়।

দিবসের তৃতীয় যামে নৈঋত কোণস্থিত কাক শব্দ করিলে মেঘোদয়, শত্রুনাশ, শূদ্রাগমন, স্বামীর বিরুদ্ধ বার্ত্তা শ্রবণ ও যাত্রায় কার্য্যনাশ হইবে।

পশ্চিম দিকবর্ত্তী কাকের মধুর শব্দে নষ্ট ধনের লাভ, দূর-দেশে গমন, বন্ধু সম্মিলন, যোদ্ধার আগমন, জয়বার্ত্তা শ্রবণ, যাত্রা ও অর্থাদিলাভ হইয়া থাকে।

বায়ুকোণে কাক শব্দ করিলে দুর্দ্দিন, চৌরাপহৃত দ্রব্য লাভ, সন্তোষবার্ত্তা, উত্তমাস্ত্রী সমাগম হয়, আর ঐ কাক মিষ্ট শব্দ করিলে সেই দিন যাত্রা প্রশস্ত জানিবে।

দিবার তৃতীয় যামে কাক উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া শব্দ করিলে কার্য্য দ্বারা অর্থলাভ, রাজসেবায় ভোজন বৃদ্ধি, শুভ-বার্ত্তা শ্রবণ, যাত্রা ও বৈশ্যসমাগম হইয়া থাকে।

কাক ঈশানকোণে বসিয়া শব্দ করিলে সেই দিকে উত্তম ভোজন ও জয়লাভ হয়। ঐ কাক যদি কর্কশ শব্দ করে, তাহা হইলে হানি হইবে এবং ঊর্দ্ধস্থিত কাক শব্দ করিলে তিল, তণ্ডুল ও তাম্বুলের সহিত ভোজন হয়।

চতুর্থ প্রহরের কাক।

দিবার চতুর্থ প্রহরে কাক পূর্ব্বদিকে বসিয়া শব্দ করিলে সেই দিনে রাজপূজা, শত্রুবৃদ্ধি ও রোগ হয় এবং ঐ কাক অগ্নিকোণে বসিয়া রব করিলে ভয়, রোগ শিষ্টাগমন বা মৃত্যু হইয়া থাকে।

দিবসের চতুর্থ প্রহরে দক্ষিণ দিকবর্ত্তী কাকের শব্দে চৌর-ভয়, শত্রুভয়, শিষ্টসমাগম, রোগ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। নৈঋতকোণে কাকের শব্দে উন্নতি, অভীষ্টলাভ এবং পথিমধ্যে চোরের সহিত যুদ্ধ হয়।

দিবসের চতুর্থ যামে পশ্চিম দিকে থাকিয়া কাক ডাকিতে থাকিলে ব্রাহ্মণাগম, অর্থলাভ, যোষিদাগম, বিজয়, বারিবর্ষণ, যাত্রায় কার্য্যসিদ্ধি ও রাজানুগ্রহলাভ হয়।

বায়ুকোণে কাকের শব্দ হইলে প্রিয়া ও মানিনী কামিনীর আগমন বুঝায় এবং সাত দিন মধ্যে প্রবাস গমন ও প্রবাস হইতে শীঘ্র আগমন জ্ঞাপন করে।

উত্তর দিকে কাকের শব্দ শুনিলে পথিক ব্যক্তির আগমন বুঝায় এবং তাম্বূললাভ, কুশলবার্ত্তা, বৈশ্য হইতে ধনলাভ, অশ্বারোহণে যাত্রা, রোগ অথবা মরণ হইয়া থাকে।

ঈশানকোণস্থিত কাকের শব্দে সুবর্ণবার্ত্তা, রোগবিনাশ এবং উর্দ্ধদিকে কাকের শব্দ শুনিলে কার্য্যের মাধ্যমিক সিদ্ধি হইবে।

কাকের প্রাদেশিক রব।

শাকুনশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন যে, দিক্ এবং প্রহরানুসারে কাকশব্দে শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

যদি কাক অতি কর্কশ শব্দ করে, তাহা হইলে অশুভ বোধ করিবে। আর শান্তকারী কাক মঙ্গলপ্রদান করিয়া থাকে।

কাক দীপ্ত দিকে যাইয়া শব্দ করিলে ভূরি ফললাভ হয় এবং

ঐ কাক দীপ্ত প্রদেশে থাকিয়া শব্দ করিলে, অত্যল্প ফল পাওয়া যায়।

দীপ্ত প্রদেশস্থ কাক দুষ্টফল উপদেশ করে; এইরূপ কাক যে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শব্দ করে, সেই দিক প্রবেলিত হয়।

দীপ্ত প্রদেশের কাক শান্ত দেশাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে দুষ্ট ফল ফলিয়া থাকে। শাখাস্থিত কাক শান্ত দিকে দৃষ্টি করিয়া শব্দ করিলে কিছু অনিষ্টকর ফল জানা যায়।

প্রশান্ত প্রদেশে অবস্থিত কাক প্রদীপ্ত দিক অবলম্বনকরতঃ শান্তরব করিলে অভীষ্ট কার্য্য আংশিক সিদ্ধ হয়। দীপ্তদিক্ অবলোকন করিয়া রব করিলে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

বুধগণ কাকের আকার, চেষ্টা, শব্দ ও দিগ্দেশ জানিয়া চতুর্দ্দিক ও দিন ক্রমানুসারে কাকের শব্দ দ্বারা শুভাশুভ ফল নির্দ্ধারণ করিবেন।

বৃক্ষের স্থানবিশেষে কাকপ্রকরণ।

বৈশাখ মাসে উপদ্রবশূন্য উত্তম বৃক্ষে কাক বাসা করিলে তাহা শুভ সূচনা করে. আর অতি নিন্দনীয় শুষ্ক বৃক্ষে বাসা করিলে সেই বর্ষে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা।

অতি উৎকৃষ্ট বৃক্ষের পূর্ব্বদিকস্থ শাখা আশ্রয় করিয়া কাক-পক্ষী বাসা নির্ম্মাণ করিলে, সেই বর্ষে সুবৃষ্টি ও পক্ষীদের প্রমোদ নীরোগিতা এবং রাজার জয় হইয়া থাকে।

বৃক্ষের অগ্নিকোণস্থিত শাখায় কাকপক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করিলে ভয়, বিবাদ, দুর্ভিক্ষ, শত্রুকর্তৃক দেশভঙ্গ ও চতুষ্পদ প্রাণীদিগের পীড়া হয়

বৃক্ষের দক্ষিণ দিকস্থ শাখায় বাসা করিলে জলপাত, রোগ, মরণ, চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ ও শত্রুকলহ হইয়া থাকে।

বৃক্ষের নৈঋত দিকবর্ত্তী শাখায় যদি কাক বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহা হইলে বর্ষাকালে অতিশয় বৃষ্টি, মনুষ্যের পীড়া, চৌরভীতি, দুর্ভিক্ষ ও দেশমধ্যে নিশ্চয় যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া থাকে।

বৃক্ষের পশ্চিম দিকস্থ শাখায় বাসা করিলে বৃষ্টি, নীরোগতা দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি, সম্পদ ও আমোদ প্রমোদাদি মঙ্গল হয়।

বৃক্ষের বায়ুকোণবর্ত্তী শাখায় যদি কাক-পক্ষী বাসা করে, তবে মেঘে অধিক বায়ু ও অল্প জল বর্ষণ, মূষিকের উপদ্রবে শস্যনাশ, উদ্বেগ এবং শত্রুবিরোধ হয়।

বৃক্ষের উত্তরদিকস্থিত শাখা অবলম্বন করিয়া কাকপক্ষী যদি বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহা হইলে বর্ষাকালে আশানুরূপ বৃষ্টি, সুভিক্ষ, সুখ, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি মঙ্গল হয়।

বৃক্ষের ঈশানকোণে কাকপক্ষী বাসা নির্ম্মাণ করিলে অল্প-বৃষ্টি, শত্রুতাবৃদ্ধি, প্রজাবর্গের উপর নানা প্রকার উপদ্রব বন্ধু বান্ধবের সহিত কলহ এবং মানহানি হয়।

বৃক্ষের অগ্রভাগে কাক বাসা প্রস্তুত করিলে, বর্ষার প্রথমে অতিশয় বৃষ্টি মধ্যভাগে মধ্যবিধ বৃষ্টি এবং শেষ ভাগে অত্যল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে কুলায় নির্ম্মাণ করিলে অনাবৃষ্টি রোগাদির ভয় বৃদ্ধি হয় ও অন্যান্য নানা প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা হইবে।

মাটীর নীচে, বৃক্ষ-কোটরে, বল্মীকেরগর্ত্তে অথবা লতামধ্যে যদি কাকে বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহা হইলে বৃষ্টি দোষে রোগ এবং দেশে নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

কাকের অণ্ড বিচার।

যদি কাকের একটী মাত্র ডিম্ব হয় তাহা হইলে তাহা বারুণ

দ্বিতীয় ডিম্ব হইলে তাহা আগ্নেয়, তৃতীয় ডিম্ব মারুত এবং চতুর্থ ডিম্বকে ঐন্দ্র বলা যায়।

যদি কাকপত্নী একটী অণ্ড প্রসব করে, তাহা হইলে পৃথিবী সর্ব্বশস্যে পরিপূর্ণা হয়, দুইটী ডিম্ব প্রসব করিলে অল্পে বৃষ্টি জন্য রোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তিনটী ডিম্ব প্রসব করিলে উৎপন্ন শস্য সকল কীট, পতঙ্গ ও পক্ষীগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং চারিটী ডিম্ব প্রসব করিলে, পৃথিবীতে মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ ও অভিমত কার্য্য সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে কাকপ্রকরণ।

যাত্রাকালে পথিক কাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক দধি-মিশ্রিত অন্ন কাককে নিবেদন করিয়া আপন যাত্রার শুভাশুভ বিচার করিবে।

যদি কাক বাম দিকে মধুর শব্দ করিয়া দক্ষিণ দিকে যায়, তাহা হইলে সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধি ও নির্ব্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাগমন হয়।

যাত্রাকালে কাক যদি প্রদক্ষিণ করিয়া নিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে যাত্রিকের সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধি ও শীঘ্র দেশে প্রত্যাগমন হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে কাক যদি বাম দিকে মধুর শব্দ করিয়া বামদিক হইতে দক্ষিণে গমন করে, তাহা হইলে সকল কার্য্যসিদ্ধি হয়। ঐ কাক যদি দক্ষিণ হইতে বামে শব্দ করে, তবে কার্য্যসিদ্ধি এবং বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে শব্দ করিলে কার্য্যনষ্ট হয়।

পশ্চাৎ ভাগে শব্দ করিয়া কাক যদি সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাহা হইলে যাত্রার মঙ্গল হইয়া থাকে।

কাক যাত্রাকালে যদি শব্দ করিয়া অগ্রে গমন করে, তবে

যাত্রায় পথিকের হর্ষ বৃদ্ধি হয়, আর গমনকালে কাক স্বীয় মস্তক, চরণ ও নাসিকা চুলকাইলে পুরুষের অভীষ্ট ফললাভ হয়।

যাত্রাকালে গজবন্ধন স্তম্ভে কাক দেখিলে, হস্তীলাভ হয়, গজোপরি দৃষ্ট হইলে বাহন ও ভূমিলাভ এবং ধ্বজস্থিত কাক দর্শনে বিজয়লাভ হয়।

কূপে কাক দৃষ্ট হইলে, নষ্টদ্রব্য ও বিত্তলাভ হয়, নদীতীরে দৃষ্ট হইলে, সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধ হয় এবং পূর্ণঘটে দৃষ্ট হইলে, ধনবৃদ্ধি হয়। এই সকল স্থানস্থিত কাক যদি উক্ত স্থান সকলে থাকিয়া শব্দ করে, তাহা হইলেই উক্তরূপ ফললাভ হয়।

ধান্যরাশি, অট্টালিকা, শয্যা, রাজমন্দির, তৃণ, ক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে উপবিষ্ট কাক দৃষ্ট হইলে, যাত্রায় ধনবৃদ্ধি জানা যায়।

যাত্রাকালে পৃষ্ঠদেশে গোময় উপরি অথবা বটবৃক্ষ'পরি শব্দ করিলে, অভিলষিত পান ভোজন হইয়া থাকে।

কাকের মুখ অন্ন, বিষ্ঠা, পুষ্প, ফল বা মৎস্যাদি দ্বারা পূর্ণ থাকিলে, যদি যাত্রাকালে ঐ কাক দেখা যায়, তাহা হইলে অভিমত কার্য্যসিদ্ধি হয়।

স্ত্রীর মস্তক ও পূর্ণ ঘটের উপরিস্থিত কাকের শব্দে স্ত্রী ও ধনলাভ জানিতে পারা যায়।

কাক যদি গোপৃষ্ঠে, দূর্ব্বাতে ও গোময়ে মুখ ঘর্ষণ করে, সেইরূপ কাক সম্মুখে দৃষ্ট হইলে অন্যের আহারীয় দ্রব্য ভোজন হইয়া থাকে।

কাক যদি ধান্য, যব, দধি, কিম্বা ঘৃত অবলোকন করিয়া রব করে, তাহা হইলে লাভ হয়, আর যে কাকের মুখে অশুষ্ক তৃণ থাকে, সেই কাক অগ্রভাগে দৃষ্ট হইলে, অবশ্য লাভ হইয়া থাকে।

মনোহর অঙ্কুর, পত্র, পুষ্প ও ফলোদ্গত বৃক্ষে থাকিয়া কাক শব্দ করিলে, সর্ব্বত্র অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধ হয়।

গাছের উপরে থাকিয়া কাক প্রশান্ত শব্দ করিলে স্ত্রীসঙ্গম ও সুখলাভ, ধান্য রাশিস্থ কাকের শব্দে অন্নলাভ, গোপৃষ্ঠস্থিত কাকের শব্দে গো, স্ত্রী ও ধনলাভ হইবে।

হস্তীর পৃষ্ঠে অবস্থিত কাকের শব্দে মঙ্গল, গর্দ্দভের পৃষ্ঠস্থিত কাকের শব্দে বধ বা শত্রুভয়, শূকরের পৃষ্ঠস্থিত কাকের রবে বধ এবং কর্দ্দমলগ্ন শূকরের পৃষ্ঠস্থিত কাকের শব্দে লাভ হয়।

মহিষপৃষ্ঠস্থ কাকের শব্দে সদ্য জ্বর ও মৃতশরীরস্থ কাকের শব্দে মরণ সূচনা করে। কাক শূন্য ঘটে বসিয়া শব্দ করিলে কার্য্যক্ষতি এবং কাষ্ঠারিরূঢ় কাকের শব্দে বিবাদ জানা যায়।

যে কাক মনুষ্যের দক্ষিণ দিকে শব্দ করে এবং যে কাক মনুষ্যের দিকে আগমন করে ও যে কাক মনুষ্যের পৃষ্ঠদেশে বিপরীতভাবে গমনকরতঃ শব্দ করে, সেই কাক দেখিলে সেই মনুষ্যের রক্তপাত হয়।

বামদিক হইতে কাক শব্দ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে গমন করিলে, সেই শব্দ কোন অশুভ সূচনা করে। কাক বামদিকে বিপরীতভাবে গমন করিয়া শব্দ করিলে বিঘ্ন এবং গৃহে বসিয়া লাভ হয়।

কাক যদি পশ্চাদ্দেশের দক্ষিণ ভাগে শব্দ করে, তাহা হইলে রক্তদর্শন হয়। যে কাক লতা কিম্বা চর্ম্মরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করে, তাহার শব্দে সর্পভীতি সূচনা করে।

গোপুচ্ছে অথবা বল্মীকোপরিস্থিত কাকের শব্দে সর্পদর্শন জানা যায়। অঙ্গার কিম্বা চিতার উপর বসিয়া কাক কর চর্ব্বণ করিলে মৃত্যুসূচনা করে।

কাক সম্মুখভাগে থাকিয়া শব্দ করিলে তাহাতে মৃত্যু ও রোগ জানিতে পারা যায়। পৃষ্ঠদেশে নিষ্ঠুরভাবে শব্দ করিলে মৃত্যু জানিতে হয়। কাক শূন্য মুখ ব্যাদন করিয়া থাকিলে

সেই কাক সদা কার্য্যে নিন্দনীয় অর্থাৎ ঐরূপ কাক দেখিলে সকল কার্য্যই নষ্ট হইয়া থাকে।

কাক চর্ম্মখণ্ড গ্রহণ করিয়া বামভাগে শব্দ করিলে রক্তপাত হয় ও মৃত্যু সূচনা করে। ঠোঁট দ্বারা অস্থিখণ্ড লইয়া শব্দ করিলে যুদ্ধে মৃত্যু জানিতে পারা যায়।

বামভাগস্থ কোন শুষ্ক তিক্ত বৃক্ষে কাক দৃষ্ট হইলে রোগ বিবাদ ও কার্য্যনাশ জানিতে পারা যায়। কাক পক্ষদ্বয় কম্পিত করিয়া কক্ষ শব্দ করিলে কণ্টকে মৃত্যু জানিতে হয়।

লতা-বেষ্টিত ভগ্ন বৃক্ষ-শাখায় কাক দৃষ্ট হইলে বধ ও বন্ধন, উত্তম বৃক্ষে কাক দৃষ্ট হইলে কার্য্যসিদ্ধি ও কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে কাক দৃষ্ট হইলে বিবাদ সূচনা করে।

গুপ্তস্থানস্থিত কাক নিঃশব্দে গমন করিলে রক্তপাত জানা যায়। পৃথিবী, তৃণ, কাষ্ঠ, কূপ ও ভস্ম রাশিস্থিত কাক কার্য্যনাশ সূচনা করে।

লতা, চর্ম্মরজ্জু, কোন শুষ্ক কাষ্ঠ, অস্থি ও মস্তকাস্থি এই সকল দ্রব্য কাকমুখে দৃষ্ট হইলে, পুণ্যক্ষয়, পাপসঞ্চয়, মৃত্যু, রোগোৎপত্তি, বন্ধন, বধ ও সকল প্রকার ধননাশ জানা যায়।

কাক ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পক্ষদ্বয় কম্পিত করিয়া কুৎসিত শব্দ করিলে, মৃত্যু সূচনা করে। ছায়া, অশ্ব, ছত্র, ঘট, অস্থি যান, বাদ্য ও কাষ্ঠ এই সকল কুট্টন করিয়া শব্দ করিলে উক্তবিধ ফল হয়।

কাক একপদ তুলিয়া সূর্য্য নিরীক্ষণকারতঃ উক্ত রব করিয়া কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেই ব্যক্তির বন্ধন জানিতে পারা যায়।

কাক যাহার সম্মুখে বিষ্ঠা কিম্বা গোময়ে মস্তক ন্যস্ত করে, তাহার অগ্নি ও রোগ ভয় উপস্থিত হয়। যাহার সম্মুখে কাক অস্থিখণ্ড ত্যাগ করে, তাহার মৃত্যু অতি নিকট জানিতে হইবে।

গমনকালে নদীতটে কিম্বা বনমধ্যে কাক শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার ব্যাঘ্র ভয় জানা যায় এবং রোগী ব্যক্তির কিছুতেই শান্তিলাভ হয় না, ইহা জানিতে পারা যায়।

যাত্রাকালে বৃক্ষে ও অশ্বারূঢ় মনুষ্যের মস্তকে কাক দৃষ্ট হইলে, যুদ্ধে সৈন্যবিনাশ জানা যায় এবং যাহার অভিমুখে কাক আগমন করে, যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইয়া থাকে।

যে রাজার কটকে গৃধ্র, কঙ্ক ও কাকমাংস ব্যতিরেকে গমন করে, সেই রাজার যুধ্যমান শত্রুর সহিত মহাযুদ্ধ ও অযুধ্যমান সৈন্যের সহিত সন্ধি হয়।

যুদ্ধকালে ধ্বজাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যদি কাক শত্রু পক্ষের সৈন্য অবলোকন করিয়া শব্দ করে, তবে সেই রাজার জয়লাভ হয়।

কাকের স্থানস্থিতি প্রকরণ।

কাকের স্থান বিশেষে স্থিতি এবং কার্য্যাদি দ্বারা প্রাক্তন কার্য্যের শুভাশুভ নিশ্চয় হইয়া থাকে।

অকারণ অনেক কাক একত্র হইয়া শব্দ করিলে গ্রামের অন্ননাশ জানিতে হইবে। কাক সকল চক্রাকারে শব্দ করিলে রোগ এবং বামে, দক্ষিণে পরিভ্রমণ করিয়া শব্দ করিলে ভয় জানা যায়।

অনেক কাক একত্র হইয়া রাত্রিকালে শব্দ করিলে বহু লোক বিনষ্ট হয়। চঞ্চু ও চরণ দ্বারা কাক মনুষ্যকে প্রহার করিলে স্বদেশে উদ্বেগ ও পরদেশ বৃদ্ধি হয়।

যে কাক ধূলিতে অবলুণ্ঠন করিয়া শব্দ করে, সেই কাক শীঘ্র বৃষ্টি হইবে জানাইয়া থাকে। বর্ষাকালে কাকের শব্দে বৃষ্টি এবং অন্যকালে ভয় সূচনা করে।

দিবার মধ্যভাগে যাহার গৃহের উপরে কাক ভয়ঙ্কর শব্দ করে, তাহার সমস্ত ধন চোরে লইয়া যায় এবং অন্যান্য বহুবিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

মুখে তৃণ লইয়া যদি কাক অদৃষ্টভাবে শব্দ করে, তবে অগ্নি-ভয় জানা যায়। প্রস্থিত অথবা অবস্থিত ব্যক্তির সম্মুখে কাক ঐরূপে শব্দ করিলে তিন দিবসের মধ্যে দুঃখ উপস্থিত হয়।

কাক ছায়াতে বসিয়া শব্দ করিলে লাভ, ভূমিতে বসিয়া শব্দ করিল ভূমিলাভ, জলে বিঘ্ন, পাষাণে কার্য্যহানি হয়। প্রস্থিত বা অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ফল হইবে।

রক্ত দ্বারা চর্চ্চিতাঙ্গ কাক দ্বারদেশে অবস্থিত হইয়া পক্ষদ্বয় কম্পিত করিয়া রুক্ষ শব্দ করিলে, তাহা অশুভসূচক জানিবে।

কাক ঊর্দ্ধদিকে পক্ষদ্বয় উত্তোলন করিয়া কুৎসিত শব্দ করিলে প্রলয় বোধ হয়। কাক ক্রুদ্ধ হইয়া রুক্ষ শব্দ করিলে রোগ দ্বারা মনুষ্যের মৃত্যু সূচনা করে।

রোগবিনাশ চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিলে, কাক যদি সেই সময় শোভন শব্দ করে, তাহা হইলে শীঘ্র রোগ বিনাশ জানিতে পারা যায় এবং শান্ত প্রদেশে অবস্থিত কাক শব্দ করিলে দীর্ঘ-কালে আরোগ্য জানিতে হয়।

শুভপ্রশ্নে শান্তদিগ্‌বর্ত্তী কাক প্রশান্ত শব্দ দ্বারা শুভফল বিতরণ করে। ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ কর্কশাদি শব্দ দ্বারা অশুভ ফল ফলিয়া থাকে।

কাক কলসী কিম্বা ক্ষুদ্র জালার উপরে বসিয়া শব্দ করিলে গর্ভবতীর পুত্রজনন জানা যায়; কাক উড্ডীন হইয়া কণ্টকিরীশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিলে রাজাগমন সূচিত হয়।

কাকের মুখ অন্ন, বিষ্ঠা কিম্বা মৎস্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলে

যদি সেই অবস্থাতে কাক ডাকিতে থাকে, তবে মন্ত্র সিদ্ধি, বাণিজ্যাদি লাভ ও বিবাহাদি কার্য্যে শুভ হইয়া থাকে।

অশ্বাদি বাহনস্থ কাক অভীষ্টফল প্রদান করে। তোরণের উপরিস্থিত কাক বধূর আগমন লক্ষ্য করিয়া থাকে এবং মনোহর বৃক্ষোপরিস্থিত কাক অভিলষিত বস্তুলাভ জানাইয়া দেয়।

কাক বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া কুলু কুলু শব্দ করিলে পথিক শীঘ্র আগমন করে এবং কাজের শুভফল ফলে।

মৈথুনাসক্ত ও ধবল বর্ণ কাক-দর্শনে উদ্বেগ, বিদ্বেষ, মহাভয়, প্রবাসগমন, ধনক্ষয়, ব্যাধিভয়, প্রহার, বুদ্ধিনাশ, আকুলচিত্ততা প্রমাদ ও ভয় ইত্যাদি উপস্থিত করে।

অদ্ভুত দর্শনের অশুভের শান্তির জন্য তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া আপনার শক্তি-অনুসারে দক্ষিণাসহিত ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদান করিবে, কিম্বা দিবার অবশিষ্ট সময় পাপনাশক প্রসঙ্গাদি কীর্ত্তন দ্বারা যাপন করিবে। উপবাসী কিম্বা হবিষ্যাশী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। সেই দিন হইতে সাত দিন, বা ২১ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীসেবা করিবে না।

অদ্ভুত দর্শনের শান্তি জন্য অকাকম্মত ব্রত ধারণ করিয়া কাকদিগকে বলি প্রদান করিবে এবং প্রভাতে স্নান করিয়া শান্তি করিবে এবং সাধ্যানুসারে গুণীগণকে ধনদান করিবে।

দেশমধ্যে কিম্বা গ্রামে অদ্ভুত দর্শন করিলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ভয়, অনিষ্টপাত চৌর ও অগ্নিভয়, শত্রুভয় ও ধর্ম্মনাশ প্রভৃতি হইয়া থাকে। অতএব এই অদ্ভুত দোষশান্তির জন্য রাজা শান্তিকর্ম্ম ও পৌষ্টিক কার্য্য করিবেন এবং অন্নাদি গো, ভূমি ও রত্নদান করিবেন, এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধাদি কর্ম্মে ব্রতী হইবেন না।

কাকের স্বর বিচার।

কাকের 'কা কা' এই শব্দে অভিলষিত ভোজন ও ফললাভ, 'কু কূ' এইরূপ শব্দে অর্থলাভ এবং 'কং কং' এই শব্দে স্বর্ণপ্রাপ্তি বুঝাইয়া থাকে।

কাকের 'কেং কেং' এই রবে উত্তমা স্ত্রীলাভ, 'কাং কাং' রবে ভোগ, 'কু কু' এই প্রকার শব্দে সন্তানলাভ ও 'কে কু' এইরূপ শব্দে গমন কর্ত্তার কার্য্যসিদ্ধি হয়।

'ক্রোং কোং' এইরূপ শব্দ করিয়া কাক শুভ ও লাভ সূচনা করে। 'কুং কুং' এই শব্দের প্রিয় সমাগম, এবং 'ক্রং ক্রাং' ও 'ক্রাং ক্রাং' শব্দ দ্বারা যুদ্ধ সূচনা করে।

'ক্রাং ক্রাং ক্রোং' এই প্রকার দুইবার উচ্চারিত 'ক্রং ক্রং' এই প্রকার শব্দ ও 'ক্রো কুকুম' এই প্রকার শব্দ মনুষ্যের মৃত্যু ও যাত্রার কার্য্যহানি জানাইয়া থাকে।

'ক্রীঁ কৌঁ' ইইরূপ কাকধ্বনিতে অভিলষিত অর্থনাশ ও অগ্নিভয় প্রকাশ করে এবং কাক মুহুর্মুহু 'কী কী কেকে' এই প্রকার শব্দ করিলে বধ বুঝায়।

কাক 'কা' এই একটী শব্দ করিলে কার্য্যের বিফলতা বোধ হয়। 'ক' এই শব্দ করিলে বন্ধু সমাগম হইয়া থাকে। মনুষ্যের তুষ্টিসাধন সম্ভাবনা হইলে কাক 'কা কা' এইরূপ শব্দ করে। কাক 'কাকুটী' এইরূপ শব্দ করিলে সেইদিন আহার দোষ জানা যায়। 'কক্কু' এই প্রকার শব্দে যুদ্ধ জানিতে পারা যায়। 'কে কো কাকটী' ও 'কেং টী কী' এই তিন প্রকার শব্দে পুরীর দোষ বুঝায়।

কাক 'কা কা ক' এই তিনটী শব্দ করিয়া কিছুকাল পরে 'কা কা' এই দুইটী শব্দ করিলে মহাযুদ্ধ বোধ হয়। 'কাং' এই শব্দে বাহন এবং 'কু কু কুরু' এই প্রকার কাকশব্দে হরবৃদ্ধি জানা যায়।

কাক অতি সুদীর্ঘ স্বরে 'কা' এই শব্দ দ্বারা উৎসাহহানি। পরিশ্রম ও দারিদ্রবৃদ্ধি এবং সকল কার্য্যনাশ জানাইয়া দেয়।

কাক 'বক বক' এই প্রকার শব্দ করিলে আমিষ ভোজন বুঝায়। 'কলি কলি' এইরূপ রব করিলে ভোজন নিবৃত্তি জানিতে পারা যায়। কাকের রুক্ষ শব্দে প্রোষিত ব্যক্তির আগমন ও 'শব শব' এই প্রকার রবে প্রোষিতের মরণ বুঝায়।

কাকের 'কব কব' ধ্বনিতে বিবাদ, 'কুলু কুলু' এইরূপ শব্দে প্রিয় ব্যক্তির আগমন, 'কট কট' শব্দে দধি ও অন্ন ভোজন হয়।

এইরূপ ও অন্যরূপ নানা প্রকার শব্দ আছে, সেই সকল শব্দের লক্ষণানুসারে শুভাশুভ ফল নিশ্চয় করিবে।

কাকপিণ্ড প্রকরণ।

পুরাণভিজ্ঞ মুনিগণ মানবদিগের হিতার্থে কাকগণকে বলি পিণ্ডাদি দান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার এই স্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাক এই সম্বন্ধে বলি প্রাপ্ত হইয়া শুভাশুভ ফল বলিয়া দেয়।

দক্ষিণ দিক্ ভিন্ন অন্য কোন দিকে যেখানে বটাদি ক্ষীরী বৃক্ষে বহুতর কাক মিলিত হইয়া থাকে, দিবাবসান সময়ে সেই তরুতলে গমন করিয়া বলি পিণ্ড ভোজনার্থে কাকদিগকে আহ্বান করিবে।

পর দিবস প্রাতঃকালে পূর্ব্বনিমন্ত্রিত ক্ষীরী বৃক্ষের নিম্নস্থ ভূমি গোময় দ্বারা শুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে সমান মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মণ্ডলমধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, বায়ু, কুবের ও মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া অষ্টদিকে অষ্ট দিক্‌পালের পূজা করিবে।

ওঁ ও নমঃ' শব্দউচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতার নামোল্লেখ

করিয়া যত্নসহকারে অর্ঘ, আসন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য অক্ষত ও দক্ষিণাদ্বারা পূজা করিবে; তৎপরে বৃক্ষস্থিত সমস্ত কাককে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দধি ও ঘৃতসংযুক্ত অন্নপিণ্ড বলিপ্রদান করিবে।

"ওঁ ইন্দ্রায়, যমায়, বরুণায়, ধনদায়, ভূতরায সায় বলিং গৃহ্নতু স্বাহা।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বীয় কার্য্য স্মরণ করতঃ বায়স দিগকে বলি প্রদান করিয়া শুভাশুভ পরিজ্ঞানার্থ হস্তপদ স্থির রাখিয়া কাক সকলের চেষ্টা নিরীক্ষণ করিবে।

যদি কাক বলিপিণ্ডের পূর্ব্ব ভাগে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সুখ ও বিত্তবৃদ্ধি, বলি পিণ্ডের অগ্নি কোণে ভক্ষণ করিলে অগ্নিভয়, দক্ষিণ ভাগে পশ্চিম দিকে অভিমত কার্য্যসিদ্ধি, বায়ুকোণে অন্ন বৃষ্টি, উত্তর দিকে সুখ, আরোগ্য ও ইচ্ছিত অর্থলাভ হয়।

বলি প্রদত্ত হইলে যদি কাকগণ বলি পিণ্ডের চতুর্দ্দিক হইতে একই সময়ে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে কার্য্যের শুভাশুভ মিশ্রিত ফললাভ হয় এবং যদি বায়সগণ প্রদত্ত বলি ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে মহাভয় উপস্থিত জানিবে।

ক্ষীরী বৃক্ষের নিম্নে, চতুষ্পথে, নদী-সমীপে, দেবালয়ে, এই সকল স্থানে চতুর্দ্দশী বা অষ্টমী তিথিতে দধি অন্ন ও তণ্ডুলাদি দ্বারা বায়সকে বলি প্রদান করিবে।

পিণ্ডত্রয় প্রকরণ।

নারদাদি ঋষিগণ যোগ দ্বারা যে সকল শুভাশুভ দর্শন করিয়াছেন, কাকগণ সেই সকল শুভাশুভ বলিয়া দেয়।

শুভ দিনে চতুর্থ প্রহর সময়ে পূর্ব্ব নিরূপিত স্থানে গমন

করিয়া পিণ্ডত্রয় ভোজনার্থ যত্নপূর্ব্বক কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে।

পর দিবস প্রভাতে গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করিয়া সেই স্থানে পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, বরুণ ও লোকপাল দিগকে অর্চ্চনা করিয়া কাকের পূজা করিতে হইবে।

যত্নপূর্ব্বক দধি ও অন্ন দ্বারা পিণ্ডত্রয় প্রস্তুত করিয়া মণ্ডল মধ্যে প্রদান করিবে এবং অক্ষত পুষ্প, ধূপ, দীপ ও মনোহর নৈবেদ্য দ্বারা বয়সের অর্চ্চনা করিবে।

তিনটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া প্রথমটীতে স্বর্ণ, দ্বিতীয়টীতে রজত, তৃতীয়টীতে লৌহ নিক্ষেপ করিবে এবং অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা বলি পিণ্ড করিবে।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা বায়সের আহ্বান করিয়া বলি পিণ্ডো-পরি একবিংশতি বার মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কাকদিগকে বলি পিণ্ড অর্পণ করিবে। তাহার পর, তথা হইতে অপসৃত হইয়া কিছু দূরে দণ্ডায়মান থাকিবে।

"ওঁ হিবি টিমি হিটি কাক চণ্ডালায় স্বাহা।" এই মন্ত্রে পিণ্ডাভিমন্ত্র করিবে। "ওঁ ব্রহ্মণে বিশ্বায় কাক চণ্ডালয়ে স্বাহা।" এই মন্ত্রে কাকের নিমন্ত্রণ করিবে।

কাক স্বর্ণযুক্ত বলি পিণ্ড ভক্ষণ করিলে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, রজতযুক্ত পিণ্ড ভক্ষণ করিলে মধ্যম সিদ্ধি এবং লৌহযুক্ত ভক্ষণ করিলে কার্য্যহানি হয়।

বিবাদ, বাণিজ্য, বিবাহ, বৃষ্টি, মঙ্গল, বিত্ত, কৃষি, ভোগ, রোগ, যুদ্ধ, রাজকার্য্য ও দেশ ইত্যাদি বিষয়ের শুভাশুভ কাকচরিত্রে বিবেচনা করিবে।

কাক যদি বলিপিণ্ড ভোজন করিয়া শুভসূচক কোনও

কাজ করে ও দক্ষিণ পক্ষ ও গ্রীবা উচ্চ করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া সশব্দে বৃক্ষ আশ্রয় করে, তবে শুভ ফল জানিতে হইবে। আর অশুভজনক চেষ্টা দেখিলে অশুভ ফল বোধ করিবে।

যদি কাক প্রথম পিণ্ড লইয়া শান্তদিকে গমন করে, তাহা হইলে, মনুষ্য যে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে সম্পূর্ণ ফললাভ হয়।

যদি কাক পক্ষী প্রথম পিণ্ড গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত দিকে গমন করে, তাহা হইলে, প্রথমতঃ কাজের উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়া অবশেষে নিশ্চয়ই কার্য্যনাশ করে।

বায়স যদি দ্বিতীয় পিণ্ড গ্রহণ করিয়া শান্ত দিকের অভিমুখে উড়িয়া যায়, তাহা হইলে কার্য্যের শুভফল হইবে।

কাক যদি তৃতীয় পিণ্ড গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত দিকে গমন করে, তাহা হইলে কার্য্যের অতি অধম ফল হয়। মধ্য পিণ্ডে মধ্যবিধ ফল হইয়া থাকে।

কাক-পিণ্ডাষ্টক।

মহর্ষিগণ বায়স ও শাকুন শাস্ত্রের সারভূত যে 'পিণ্ডাষ্টক' বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে। ইহা দ্বারা কার্য্যে শুভাশুভ ফল নিরূপিত হইয়া থাকে।

শুভ দিনে পিণ্ডাষ্টক ভোজন জন্য কাকের অধিবাস করিয়া, পর দিবস প্রাতঃকালে সমস্ত বস্তু আয়োজন করিয়া স্থিরচিত্তে বহির্দ্দেশে গমন করিবে।

কোনও নির্জন স্থানে বৃক্ষ পার্শ্ববর্তী ভূমি মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা লেপন পূর্ব্বক সেই স্থান নানা প্রকারে সুসজ্জিত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষিক্ত করিবে।

নিরূপিত স্থানের মধ্যভাগে কুল-দেবতাদিগের পূজা,

করিয়া অষ্টদিকে দক্ষিণাদি ক্রমে দধি ও ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন দ্বারা অষ্টপিণ্ড দিবে।

গরুড়, অগ্নি, যম, রাক্ষসেন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কুবের ও মহাদেব পূর্ব্বাদি দিক্ ক্রমে অষ্ট পিণ্ডে অষ্ট দেবতার ন্যাস করিয়া "ওঁ নমঃ" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তদ্দেবতার নামোল্লেখে অর্ঘ, আসন, গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবিদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া তাহাদের হস্তে ঐ অষ্ট পিণ্ড দিবে। ব্রাহ্মণগণ অভীষ্টকার্য্য মনে মনে স্মরণ করিয়া "ওঁ নমঃ খগপতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিয়া কিছু দূরে দণ্ডায়মান থাকিবে।

যদি কাক প্রথম বলিপিণ্ড ভোজন করিয়া অবস্থিতি বা গমন করে, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, কাক দ্বিতীয় বলি পিণ্ড গ্রহণ করিলে, উদ্বেগ, শোক, যাত্রার বিফলতা, কার্য্যাদি হানি ও বিবাদ হইয়া থাকে।

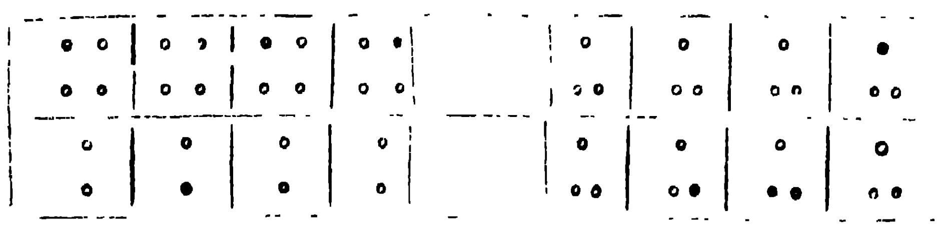
কাক তৃতীয় বলিপিণ্ড লইলে রোগ, আপদ্, ভয় অথবা মৃত্যু, চতুর্থ বলি পিণ্ড গ্রহণ করিলে যুদ্ধে জয়, পশ্চিম দিকস্থ পিণ্ড গ্রহণ করিলে অনায়াসে অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং ষষ্ঠ পিণ্ড গ্রহণ করিলে কার্য্যহানি ও প্রবাসবাস হইয়া থাকে।

উত্তর দিকস্থিত বলিপিণ্ড গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধির নিশ্চয়তা থাকে না, ঈশান কোণস্থিত বলি পিণ্ড গ্রহণ করিলে সন্তাপ, শোক, যাত্রায় বিফলতা প্রভৃতি অশুভ ফল ফলিয়া থাকে।

কাক যে ব্যক্তির বলি পিণ্ড গ্রহণ কিম্বা ভক্ষণ না করিয়া চঞ্চু ও চরণ দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে, সেই ব্যক্তির কোন কার্য্য সফল হয় না এবং তাহার সহিত ঘোরতর বিবাদ বিষম্বাদ ও যুদ্ধাদি হইয়া থাকে।

রমল পাক্ষি গণনা।

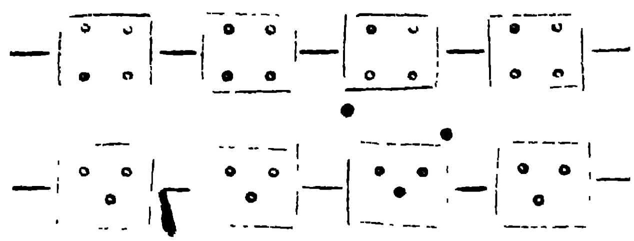
মিশ্রিত অষ্টধাতু দ্বারা খেলিবার পাশার ন্যায় আট খানি পাশা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ পাক্ষি অর্থাৎ পাশা গুলি তিন অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ এবং সমান চতুষ্পার্শ্ব-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পাশক নির্ম্মাণের পর, তাহার পৃষ্ঠে চিহ্ন বা ছিদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার নিয়ম এই, যথা— পাশকের পরিপৃষ্ঠের এক পৃষ্ঠে চারি শূন্য, তাহার বিপরীত পৃষ্ঠে দুই শূন্য এবং দুই পার্শ্বের পৃষ্ঠে তিন শূন্য অঙ্কিত করিবে।



পরে চারি চারি খানি পাশক লম্বালম্বি উপর্য্যুপরি সাজাইয়া তাহাদের মধ্যে একটী লৌহ-শলাকা প্রোথিত করিয়া আটকাইয়া রাখিবে; কিন্তু এই লৌহ কীলকটী এরূপে প্রোথিত করিবে, যেন পাশক চতুষ্টয় যথেচ্ছা ঘুরিতে ফিরিতে পারে অর্থাৎ পাশা ক্ষেপণ করিলে সকল পাশা একত্র ভাবেনা পড়িয়া সকল পার্শ্বেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পড়িতে পায়।

এক এক লৌহ-কীলকে চারি চারি খানি পাশকে আটকাইয়া থাকিবে; সুতরাং, আট খানি পাশকে দুইটী পাশক-সমষ্টি হইবে। ইহা দ্বারাই প্রশ্নগণনা করিতে হইবে। পাশক গুলিকে যেরূপে কীলবদ্ধ করা কর্ত্তব্য, তাহার একটী চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লৌহ-কীলক ।



চৈত্র মাসের যে দিবসে দিন রাত্রি সমান হয় এবং তিথি নক্ষত্র উত্তম থাকে, সেই দিনকেই এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ "রমল পাস্কি গণনা"র প্রশস্ত দিন বিবেচনা করিয়া থাকেন। উপরোক্ত পাশক চতুষ্টয়কে তত্ত্ব-চতুষ্টয়জ্ঞানে পাশকক্ষেপণ ও তদ্দ্বারা গননা স্থির করিতে হয়। চারিতত্ত্ব এক একটী পাশক নামে উক্ত হইবে। চারি পাশকে যে এক পাশক হইবে, এইরূপ দুই খানি পাশক দ্বারা প্রশ্নের শুভাশুভ গণনা হইয়া থাকে।

মাসের তৃতীয়, পঞ্চম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, একবিংশতি, চতুর্ব্বিংশতি, পঞ্চ বিংশতি, এই সকল দিনে ও শুক্র, শনি ও মঙ্গল বারে, দিবা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের পর এবং রাত্রিতে পাস্কি গণনা নিষিদ্ধ।

শুভ বার, শুভ তিথি, শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগ ইত্যাদি সকল রকম শুভ সময়ে ও পূর্ণ চন্দ্র এবং বলান্বিত মুহূর্ত্তে পাশক ক্ষেপণ কর্ত্তব্য এবং যিনি পাশকক্ষেপণ করিবেন, তাঁহাকে শুদ্ধাচারী হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের পাদপদ্মযুগলে প্রণাম করিতে হইবে। তদনন্তর স্বীয় অভিলষিত কার্য্য স্মরণ করিয়া পাশকক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য।

একখণ্ড প্রস্তর বা কাষ্ঠ ফলকের উপর পাশকদ্বয় ক্ষেপণ

করিতে হয়। তদ্দ্বারা কি প্রকারে "শিকল" প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

পাশাকের উপর অঙ্কিত শূন্য দ্বারা রেখা ও শূন্যপাত করিয়া এক প্রকার চিত্র, নির্দিষ্ট-পত্র অঙ্কিত বা লতা পত্তন করিতে হয়। তাহাকে "জায়চ" বা "চেহারা" বলে। এইরূপ লতা পত্তনে ষোলটী ঘর থাকিবে। ঐ ষোলটি ঘর পূরণ করিয়া তদনুসারে প্রশ্নের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইবে। জায়চার চিত্র পশ্চাৎ লিখিত হইল।

পাশকদ্বয় ক্ষেপণ করিলে যে ভাবে থাকিবে, সেইরূপে রাখিয়া দুইখানি "পাশক" সদ্ভাবে একত্র মিলিত করিবে। ইহাতে দেখিতে পাইবে যে, পাশক দ্বয়ের অন্তর্গত যে আটখানি পাশা আছে, তাহা উপরে নীচে দুই দুই খানি করিয়া মিলিত হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ চারি ভাগ হইতে চারিটি "শিকল" রচনা করিতে হইবে। এই শিকল দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে স্থাপন করিবে।

পাশা ক্ষেপণ করিয়া তাহাতে যতগুলি শূন্য দৃষ্ট হইবে, তত-গুলি শূন্য বা অঙ্কানুসারে রেখাপাত করিয়া "জায়চা" প্রস্তুত করিবে। পাশকের পার্শ্বে এক শ্রেণীতে একটি শূন্য দৃষ্ট হইলে, জায়চাতে একটি শূন্য বসাইবে এবং এক শ্রেণীতে দুইটি শূন্য থাকিলে একটি রেখা পাত করিবে। এইরূপে পাশকের চারি খণ্ড হইতে চারিটি জায়চা প্রস্তুত করিয়া এই চারিটি হইতে অপর চারিটি জায়চা প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার নিয়ম এই যে,—চারি জায়চার প্রথম শ্রেণীর চারি অঙ্ক লইয়া একটি, দ্বিতীয় শ্রেণীর চারি অঙ্ক দ্বারা অপর একটি, তৃতীয় শ্রেণীর চারি অঙ্ক লইয়া আর একটি এবং চতুর্থ শ্রেণীর চারি অঙ্ক দ্বারা আর একটি "চেহারা" অঙ্কিত করিবে।

ঐ আটটি শিকল হইতে আর আটটি শিকল রচনা করিয়া কি প্রকারে গণনা করিতে হয়, নিম্নে তাহা বলা যাইতেছে।

মধ্যস্থলে একটি লম্বারেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার দক্ষিণ ভাগে চারিটি ও বামভাগে চারিটি, এই আটটি জায়চা স্থাপন করিবে। সকল জায়চাই দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে স্থাপন করিতে হইবে। তাহার রীতি এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় জায়চা হইতে নবম, তৃতীয় ও চতুর্থ জায়চা হইতে দশম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জায়চা হইতে একাদশ এবং সপ্তম ও অষ্টম জায়চা হইতে দ্বাদশ জায়চা প্রস্তুত হইবে। এই চারিটি জায়চার মধ্যে যে জায়চাটি যাহা হইতে উৎপন্ন হইবে সেই জায়চাটি সেই দুই জায়চার নিম্নে রাখিবে।

উপরোক্ত চারিটি জায়চার বিশেষ নিয়ম এই যে, যে দুইটি চেহারা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাহাদের এক এক পংক্তিতে যদি দুইটি শূন্য বা দুইটা রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, নূতন জায়চার প্রথমে একটা রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে; আর যদি একটা রেখা ও একটা শূন্য থাকে, তাহা হইলে একটা শূন্য পাত করিবে। তাহার পর উপরোক্ত প্রণালীতে নবম ও দশম জায়চা হইতে ত্রয়োদশ, একাদশ ও দ্বাদশ জায়চা হইতে চতুর্দ্দশ এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ জায়চা হইতে পঞ্চদশ জায়চা প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী জায়চা বা চেহারা প্রস্তুত হইবে। সর্ব্বশেষে প্রথম ও পঞ্চদশ জায়চা হইতে ঐ নিয়মে ষোড়শ জায়চা লিখিত করিবে। এই প্রকারে ১৬টী চেহারা বা জায়চা প্রস্তুত [illegible] তদ্দ্বারা প্রশ্নের ফল গণনা করিবে। জায়চা প্রস্তু[illegible] দৃষ্টান্ত জায়চা-চক্র প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট দেখ)

দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর পাশা ফেলিয়া নিম্নলিখিত চারিটী চেহারা পাওয়া গেল; যথা—

৪র্থ	৩য়	২য়	১ম	চেহারা
—	•	—	—	
—	•	•	•	
—	—	•	—	
—	•	•	•	

এই চারিটী চেহারা হইতে আর চারিটী চেহারা প্রস্তুত করিতে হইবে।

পঞ্চম চেহারা প্রস্তুতের নিয়ম।

	৫ম
প্রথম চেহারার উপরিভাগে যে রেখা আছে, তাহা রাখ	—
তৎপরে দ্বিতীয় চেহারার উপর যে রেখা আছে, তাহা উহার নিম্নে রাখ	—
তাহার নীচে তৃতীয় চেহারার উপরে যে শূন্য আছে, তাহা রাখ	
তাহার নিম্নে চতুর্থ চেহারার উপরে যে রেখা আছে, তাহা রাখ	—

এইরূপে প্রথম চারিটী চেহারার প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম চেহারা হইল।

—
—
•
—

ষষ্ঠ চেহারা প্রস্তুতের নিয়ম।

প্রথম চেহারার দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্য প্রথমে রাখ

ইহার নিম্নে দ্বিতীয় চেহারার
দ্বিতীয় শ্রেণীর লিখিত শূন্য রাখ
ইহার নীচে তৃতীয় চেহারার দ্বিতীয়
শ্রেণীর শূন্য রাখ
ইহার নীচে চতুর্থ চেহারার দ্বিতীয়
শ্রেণীর রেখা রাখ ।
এই প্রকারে ষষ্ঠ চেহারা প্রস্তুত হইল ।

●
●
○
—

সপ্তম চেহারা প্রস্তুতের নিয়ম ।

উপরি-উক্ত প্রথম চেহারার তৃতীয় শ্রেণীর
লিখিত রেখা প্রথমে রাখ
ইহার নীচে দ্বিতীয় চেহারার
তৃতীয় শ্রেণীর লিখিত শূন্য সংস্থাপন কর
তন্নিম্নে তৃতীয় চেহারার তৃতীয় শ্রেণীর
লিখিত রেখা রাখ
ইহার নীচে চতুর্থ চেহারার তৃতীয়
শ্রেণীর লিখিত রেখা রাখ
এই প্রকারে সপ্তম চেহারা লিখিত হইল ।

—
●
—
—

অষ্টম চেহারা প্রস্তুতের নিয়ম।

প্রথম চেহারার চতুর্থ শ্রেণীর লিখিত
শূন্য প্রথমে রাখ •

ইহার নীচে দ্বিতীয় চেহারার চতুর্থ
শ্রেণীর লিখিত শূন্য রাখ ০

তাহার নীচে তৃতীয় চেহারার চতুর্থ
শ্রেণীর লিখিত শূন্য স্থাপন কর ০

ইহার নীচে চতুর্থ চেহারার চতুর্থ
শ্রেণীর লিখিত রেখা রাখ —

এইরূপে অষ্টম চেহারা প্রস্তুত হইল।

০
০
•
—

উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা—

৮ম চেহারা	৭ম চেহারা	৬ষ্ঠ চেহারা	৫ম চেহারা
•	—	০	—
•	•	০	—
•	—	•	•
—	—	—	—

৪র্থ চেহারা	৩য় চেহারা	২য় চেহারা	১ম চেহারা
—	•	—	—
—	•	•	•
—	—	•	—
—	•	•	•

এই আটটী চেহারা প্রস্তুত হইল। এই আটটী চেহারা

হইতে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ চেহারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

নবম চেহারা প্রস্তুতের নিয়ম।

ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারা হইতে প্রস্তুত করিতে হইবে; যথা—প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার প্রথম শ্রেণীতে দুইটী রেখা আছে; অতএব রেখায় রেখায় একটী রেখা স্থাপন কর —

ইহার নীচে প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই শূন্য প্রযুক্ত একটী রেখা পাত কর —

তাহার নীচে ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার তৃতীয় শ্রেণীর রেখা ও শূন্য দ্বারা একটী শূন্য রাখ ০

তন্নিম্নে ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার চতুর্থ শ্রেণীর দুই শূন্য হইতে একটী রেখা অঙ্কিত কর —

এই প্রকারে নবম চেহারা প্রস্তুত হইল।

—
—
০
—

এই প্রকারে তৃতীয় ও চতুর্থ চেহারা হইতে উক্ত-প্রণালী অবলম্বনে—

-
—

এই দশম চেহারা লাভ করা যাইবে।

এই নিয়মে পঞ্চম ও ষষ্ঠ চেহারা হইতে ঐ (রীতি-অনুসারে) চেহারা অঙ্কিত করিলে—

—

—

এই একাদশ চেহারা প্রস্তুত হইবে।

এইরূপে সপ্তম ও অষ্টম চেহারা হইতে উক্ত নিয়মানুসারে আর একটী চেহারা প্রস্তুত করিলে—

∘

—

•

—

এই দ্বাদশ চেহারা লাভ করা যাইবে।

এতদ্দারা,—দ্বাদশ, একাদশ, দশম, নবম চেহারা প্রস্তুত হইল :—

•	∘	•	—
•	—	—	—
—	•	•	∘
—	—	∘	—

এই চারিটী চেহারা প্রস্তুত হইল।

এক্ষণে উক্ত নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ চেহারা হইতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ চেহারা প্রস্তুত করিতে হইবে ; অর্থাৎ নবম ও দশম চেহারা হইতে ত্রয়োদশ এবং একাদশ ও দ্বাদশ চেহারা হইতে চতুর্দ্দশ চেহারা করিবে। এ কারণ নবম ও দশম চেহারার প্রথম শ্রেণীতে রেখা ও শূন্য আছে অতএব একটী শূন্য পাতকর ∘

তাহার নীচে ঐ দুই চেহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতেও রেখা এবং শূন্য থাকাতে একটী শূন্যপাত কর

তাহার পরে ঐ প্রকারে তৃতীয় শ্রেণীতে ও শূন্য

পাত করিতে হইবে

এইরূপে ঐ দুই চেহারায় চতুর্থ শ্রেণীতে রেখা ও শূন্য থাকায় শূন্য পাতকর

ইহাতে— ০
•
•
০ এই ত্রয়োদশ চেহারা হইল।

একাদশ ও দ্বাদশ চেহারা হইতে চতুর্দ্দশ চেহারা করিলে

—
৹

—

এইরূপ হইবে।

চতুর্দ্দশ চেহারা — ত্রয়োদশ চেহারা

—
•

বাম সাক্ষী দক্ষিণ সাক্ষী

—
•

এই দুই চেহারা হইতে পঞ্চদশ চেহারা প্রস্তুত করিতে হইলে, উক্ত দুই চেহারার প্রথম শ্রেণীতে শূন্য ও রেখা আছে, অতএব, একটী শূন্য স্থাপন করিতে হইবে

তাহার নীচে তদ্রূপে একটী রেখা —

তাহার নীচে ঐরূপে একটী রেখা —

এবং ঐ রূপে উহার নীচে একটী শূন্য

ইহাতে—

•

•—

—

•

এই পঞ্চদশ চেহারা পাওয়া গেল। পঞ্চদশ চেহারা হইতে ষোড়শ চেহারা অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। এই ষোড়শ চেহারাই বিচারপতি। ইহা দ্বারাই প্রশ্নের ফলাফল বলিতে হইবে।

ষোড়শ জায়চার আখ্যা।

১ লহীয়ান, ২ কব্জুল দাখিল, ৩ কব্জুল খারিজ, ৪ জমায়েত, ৫ করহা, ৬ ওকলা, ৭ অঙ্কীশ, ৮ হুমরা, ৯ অবজাজ বা বিয়াজ, ১০ নশ্রুর্ত্তুল খারিজ, ১১ নশ্রুর্ত্তুল দাখিল, ১২ অতবেখারিজ, ১৩ নকী, ১৪ অতবে দাখিল, ১৫ ইজ্জতমা বা ইস্তমাত, ১৬ তরীখ এই ষোড়শ খণ্ডা লিখিত করিয়া গণনা করিবে।

লহীয়ান, অতবেখারিজ, নশ্রুর্ত্তুল খারিজ ও কব্জুল খারিজ এই সকল চেহারা পুরুষসংজ্ঞক ও দিবাভাগে বলবান্।

অঙ্কীশ, খতবেদাখিল, কব্জুল দাখিল, নশ্রুর্ত্তুল দাখিল, এই চারি চেহারা স্ত্রীসংজ্ঞক ও রাত্রিকালে বলবান্।

জমায়েত, ইজ্জেতমা, হুম্রা ও আবজাজ, এই চারি চেহারা সাধিত সংজ্ঞক ও ইহারা সন্ধ্যা সময়ে বলবান্, উক্ত চারি চেহারার মধ্যে কখনও কখনও হুমরা পুরুষ, আবজাজ স্ত্রী এবং জমায়েত ও ইজ্জতমা পুংসজ্ঞক হইয়া থাকে। হুমরা ও অবজাজ এই দুই চেহারা স্বল্প বীর্য্যান্বিত।

তারিখ, করহা, ওকলা এবং নকী এই চারি চেহারা মুনক্লীব সংজ্ঞক, নপুংসক সংজ্ঞক ও মধ্যফলপ্রদ এবং সন্ধ্যা সময়ে বলবান্। কদাচিৎ করহা পুরুষ ও স্বল্প বীর্য্যান্বিত হইয়া

থাকে এবং তরিখ, ওকলা এবং নকী, এই তিন চেহারা ক্লীব এবং কখনও স্ত্রীসংজ্ঞক বলা যায়।

লহীয়ান, অতবেথারিজ, নশ্রুর্তুল থারিজ ও কব্জল থারিজ, এই চারি চেহারা আগ্নেয়, পীতবর্ণ ও পূর্ব্বদিকে বলবান্।

হুমরা, অতবেদাখিল, করহা ও ইজ্জতমা এই চারি জায়চা বা চেহারা বীরকায, রক্তবর্ণ এবং পশ্চিম দিকে বলবান।

তরিখ, অবজাজ, নকী ও নশ্রুর্তুল দাখিল এই চারি জায়চা জলীয়, শ্বেতবর্ণ ও উত্তর দিকে বলবান্।

কব্জুল দাখিল, অঙ্কীশ, ওকলা এবং জমায়েত এই চারি জায়চা পার্থিব, শ্যামবর্ণ এবং দক্ষিণ দিকে বলবান।

ষোড়শ খণ্ডার রাশি ও গ্রহ।

লহীয়ান ধনুরাশি ও নশ্রুর্তুল দাখিল মীনরাশি, এবং ইহাদের গ্রহ বৃহস্পতি। নশ্রুর্তুল থারিজ ও কব্জুল দাখিল, ইহাদের সিংহ রাশি ও গ্রহ রবি। জমায়েত মিথুন রাশি ও ইজ্জতমা কন্যা রাশি, ইহাদের গ্রহ বুধ। বিয়াজ ও তরিখ এই দুই চেহারায় রাশি কর্কট এবং গ্রহ চন্দ্র।

করহা তুলা রাশি ও অতবেদাখিল বৃষ রাশি, ইহাদের গ্রহ শুক্র। হুমরা মেষ রাশি এবং নকী বৃশ্চিক রাশি, এই দুই চেহারায় গ্রহ মঙ্গল। ওকলা মকর রাশি এবং অঙ্কীশ কুম্ভ রাশি, এই দুই জায়চার গ্রহ শনি। কব্জুল থারিজ কুম্ভরাশি ও উহার গ্রহ রাহু এবং অতবেথারিজ মকর রাশি, উহার গ্রহ কেতু।

মুনক্লীব ও সাবিত ইহারা চরসংজ্ঞক, থারিজ স্থিরসংজ্ঞক, ও দাখিল দ্ব্যাত্মকসংজ্ঞক।

ষোড়শ খণ্ডার গুণ।

লহীয়ান,—জাতিতে ব্রাহ্মণ, গৌরবর্ণ, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, মিষ্টভাষী

ও মিষ্টভোক্তা। ইহার জলদেশ খর্ব্ব ও চক্ষু শ্যামবর্ণ। ইহার বাস দেবালয়ে, তপস্যা স্থানে ও উপাধ্যায় ভবনে। মাণিক্য ও সুবর্ণ ইহার ধাতু এবং উত্তম গন্ধযুক্ত ও দেখিতে সুন্দর।

কজ্জল দাখিল—জাতিতে ক্ষত্রিয়,গোধূমবর্ণ,মিষ্টভাষী, শ্যাম-নেত্র, শিক্ষা-কার্য্যাভিজ্ঞ, মধ্যমাকার, ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যে পটু, ইহার অবস্থান পথে ও দেবালয়ে। স্বর্ণ, উত্তম বস্ত্র ও মাণিক্য এই সকল ইহার পণ্য-দ্রব্য। ইহা সর্ব্বদা মিষ্টভোজী।

কজ্জল খারিজ—জাতিতে ম্লেচ্ছ, অশুভকারী, অন্যায় কার্য্যে তৎপর, ব্রণাঙ্কিত-বদন, মার্জ্জারের ন্যায় চক্ষু, দীর্ঘাকার, কৃষ্ণ ও পীতমিশ্রিত বর্ণ, স্থূলদন্ত, খলস্বভাব ও তিক্তপ্রিয়। নিন্দিত স্থানে বাস। লৌহ ও পাষাণ ইহার পণ্যধাতু।

জমায়েত,—শূদ্র জাতি, গোধূম বর্ণ, চিত্রকার্য্যানুরক্ত, গুণ-বান্,ব্যয়শীল, হিংসাযুক্ত, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, কৃষ্ণনেত্র, সাতিশয় শুভদ, দীর্ঘবদন, মিষ্টভোজনানুরক্ত, সন্ধিকার্য্যে পটু এবং পঠন স্থানে ইহার বসতি। হরিদ্বর্ণ মণি ইহার পণ্য।

করহা—দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, লিপিকার্য্যাকুশল, হাস্য-পরি-হাসবৃত্তি, অসিতলোচন, সূক্ষ্ম ওষ্ঠ, মুক্তান্বিত ও মিষ্টভোজী।

ওকলা,—হীন জাতীয়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ বদন, মলিনবর্ণ, শ্যাম-বর্ণ, ক্ষুদ্র নেত্র, ক্লেশকর, বহুকার্য্যে চতুর, খলস্বভাব। কারাগার, খনিত স্থান ও পর্ব্বত স্থানে ইহার বসতি। রাঙ, পাষাণ ও কৃষ্ণ পাষাণ ইহার পণ্য ধাতু।

অঙ্কীশ,—কৃষ্ণ বর্ণ, কৃষি কার্য্যনিরত, কৃষ্ণ নেত্র, কুবেশ, গৃহকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, মলিন মুখ, গ্রাম্য অর্থাৎ সাধারণ বস্ত্র পরিধান, দীর্ঘাকার, দাসকার্য্যানুরক্ত, দৃঢ় নখ, অল্পভোক্তা, দৃঢ় দন্ত, অলস, মিথ্যাবাদী, ক্ষুদ্র চক্ষুঃ, উচ্চভাষী, লৌহ ও কৃষ্ণ পাষাণ ইহার ধাতু।

হুম্র',—ক্ষত্রিয়, বলবান্, অস্ত্রবেত্তা, তস্কর, হিংসাযুক্ত, নিন্দনীয় কর্ম্ম করি, নাপিত ব্যবসায়ী, লৌহ কর্ম্মকর, উর্দ্ধদেহ, তিক্তরস প্রিয় এবং বন পর্ব্বত ও গহ্বরে ইহার অবস্থিতি।

অবহ্বাজ,—ব্রাহ্মণ জাতীয়, গৌরবর্ণ, গমনশীল, সুখী, সিদ্ধিযুক্ত, দেবার্চ্চনে তৎপর, মধ্যম ফলপ্রদ, দীর্ঘদেহ, বর্ত্তুল-মুখ, শ্যামনেত্র, বাদ্যপ্রিয়, কর্পূরাদি সুগন্ধযুক্ত, মুক্তা বিক্রয়ে পটু, সজল এবং বৃক্ষযুক্ত স্থানে বসতি। উত্তম বস্ত্র পরিধান, অতিশয় সুন্দর, দুগ্ধ মিশ্রিত মিষ্টান্নভোজী।

নশ্রুর্ত্তুল খারিজ,—ক্ষত্রিয় জাতি, রাজকার্য্যে তৎপর, ধার্ম্মিক, দীর্ঘদেহ, লৌহবর্ণ, বিশাললোচন, জলসমীপবর্ত্তী স্থানে বাস, ভগ্ন সুবর্ণের অপহারক, স্বর্ণ মাণিক্য ও রত্ন ইহার পণ্য ধাতু উত্তম বস্ত্র পরিধান ও মধুর দ্রব্য ভোজনকারী।

নশ্রুর্ত্তুল দাখিল,—বিপ্রজাতীয়, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, তপস্যান্বিত, গাত্রে তিল চিহ্ন, বর্ত্তুলনয়ন, খর্ব্বাকার, বিস্তৃত নেত্র। সুবর্ণ, রজত ও স্ফটিক ইহার পণ্যদ্রব্য, সৈন্ধবের ন্যায় উজ্জ্বল দেহ কান্তি, উত্তম বস্ত্র পরিহিত, অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন কার্য্যানুরক্ত, সরস-ভোজী ও সদ্গন্ধ যুক্ত।

অতবে খারিজ,—ম্লেচ্ছ জাতি, ব্রণাঙ্কিত দেহ, কৃষ্ণ পীত মিশ্রিত বর্ণ, কৃশ শরীর, দুর্ব্বল, কপিল নেত্র এবং উচ্চস্থান, বন, পর্ব্বত ও দুর্গে বসতি। মেষ লোমাদি-জাত বস্ত্র পরিধান। শরীর অতি সদ্গন্ধযুক্ত।

নকী,—ক্ষত্রিয় জাতি, গৌরবর্ণ, কৃশ শরীর, পীতনেত্র, ভণ্ড, স্থূলকণ্ঠ, শস্ত্রাস্ত্রকুশল, যোদ্ধবর্গের অগ্রগণ্য, শিশু পরিচায়ক, পরাধীন, রক্ত কেশ, মাংসাদি ভোজনানুরত, হরিদ্বর্ণ বস্ত্র পরিধান, কার্য্যকুশল, জলের নিকট ও অন্ধকার স্থানে অবস্থান।

অতবে দাখিল,—দীর্ঘ দেহ, গোধূমবর্ণ, কৃশ-শরীর, সুন্দরানন,

ভ্রূদ্বয় পৃথক্ কৃত, উরু অতি দীর্ঘ, শ্যামনেত্র, তিলচিহ্নিত শরীর, বৃক্ষমূল ও সজল স্থানে ইহার বসতি।

ইজ্জতমা,-শূদ্রজাতি, রাজ লেখক, গণিতবেত্তা, গুণবান্, সুন্দর শ্মশ্রু, সুন্দর লোচন, বিচিত্র বস্ত্রপ্রিয়, পাঠ্যশালায় বসতি ও বিচিত্র বস্ত্র পরিধান।

তরীথ—বৈশ্যজাতি, গৌরাঙ্গ, দাড়িশূন্য অবশাঙ্গ, বৃহন্নেত্র, সুন্দর পথগমনশীল, সজল ও পর্ব্বতাদি স্থানে অবস্থান। বহুমূল্য বস্ত্র পণ্যদ্রব্য এবং মধুরতা প্রিয়।

স্থান-সংজ্ঞা।

প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম এই চারি জায়চার নাম 'কেন্দ্র'। দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ, এই চারি জায়চা পথকর, তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ চেহারাকে আপোক্লীমং, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ জায়চাকে অবদাত, এই সংজ্ঞা দেওযা যায়।

প্রথম, পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ চেহারা অগ্নি; দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও চতুর্দ্দশ চেহারা বায়ু, তৃতীয়, সপ্তম, একাদশ চেহারা জল এবং চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ ও ষোড়শ চেহারা পৃথিবী এইরূপে জায়চা সকলের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া প্রশ্নের উত্তর করিবে।

আদ্য, একাদশ, সপ্তম, পঞ্চম, নবম, দ্বিতীয় ও দশম এই সকল চেহারা শুভ। তৃতীয়, চতুর্থ এই দুই চেহারা মধ্যম এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম ও দশম, এই তিন চেহারা মন্দ।

পঞ্চম চেহারার সাক্ষী নবম চেহারা, এই প্রকার ষষ্ঠের দশম, সপ্তমের একাদশ, অষ্টমের দ্বাদশ, নবমের পঞ্চদশ, দশমের ষষ্ঠ, একাদশের সপ্তম, দ্বাদশের অষ্টম ত্রয়োদশের আদ্য চতুর্দ্দশের দ্বিতীয় এবং পঞ্চদশের সাক্ষী নবম জায়চা জানিতে হইবে; কিন্তু,

আবার পঞ্চদশ চেহারা সকল জায়চারই সাক্ষী হইয়া থাকে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারি চেহারাকে উম্মহাত, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম, এই চারি চেহারাকে বনাত, নবম, দশম, একাদশ এই চারি চেহারাকে মতুরকাত এবং ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই চারি চেহারাকে জায়চাত বলে।

ষোড়শ খণ্ডার বলাবল।

খণ্ডা সকলের বলাবল দ্বারা প্রশ্নের শুভাশুভ ফল নিরূপিত হইয়া থাকে; এজন্য খণ্ডার বলাবল অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

অগ্নির সহিত বায়ুর ও জলের সহিত পৃথিবীর মিত্রতা; অগ্নির সহিত ভূমির এবং জলের সহিত বায়ুর শত্রুতা। আগ্নেয়াদি যদি স্বীয় স্বীয় স্থানে স্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা বলবান হয়, এবং মিত্র গৃহস্থিত হইলেও বলবান্ হইয়া থাকে। যে সময়ে যে চেহারা শত্রুগৃহগত হয়, তাহার বল থাকে না। এজন্য তাহাকে হীনবল বলা যায়। মধ্য গৃহস্থিত হইলে সেই চেহারা মধ্যবল হয়।

প্রথম চেহারার নাম শাকুন, দ্বিতীয়ের নাম অন্দহ, তৃতীয়ের নাম বিজদহ, চতুর্থের নাম অজন, পঞ্চমের নাম মিজাজ, ষষ্ঠের নাম হর্কা, এই প্রকারে চেহারা সকলের সংজ্ঞা ও বলাবল জানিয়া প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে।

মানসিক প্রশ্ন গণনা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ষোড়শ চেহারাকে বিচারপতি কহে, ঐ চেহারা দ্বারাই প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়। ঐ চেহারা দ্বারা কিরূপে প্রশ্নকর্ত্তার মানসিক চিন্তা জানিতে পারা যায় তাহা বর্ণিত হইতেছে।

যদি বিচারপতি চেহারা লহীয়ান ও হুমরা এই দুই জায়চার যোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে প্রশ্নকর্ত্তা কোনও গুপ্ত পীড়ায় চিন্তা করিতেছেন, এরূপ বুঝিতে হইবে।

ওকলা ও নশ্রুর্ত্তুল খারিজ এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি ষোড়শ খণ্ডা উৎপন্ন হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে কোনও প্রিয় ব্যক্তির সহিত গুপ্ত মিলন ও রাজ্যবিষয়ক চিন্তা জানিতে পারা যায়।

যদি লহীয়ান ও হুমরার যোগে বিচারপতি জায়চা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে প্রশ্নকর্ত্তার মনে অর্থের আশা, গোপনীয় কার্য্যসিদ্ধি ও দৃঢ় সামর্থলাভের অভিপ্রায় সূচনা করে।

ইস্তমাত ও কব্জুল খারিজের যোগে বিচারপতির উদ্ভব হইলে, গতবস্তুর ভয় ও গুপ্ত বস্তুর চিন্তা প্রশ্নকর্ত্তার মনে আছে, জানিতে হইবে।

কব্জুল খারিজ এবং ওকলা হইতে বিচারপতি উৎপন্ন হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে ধনধান্য ও বন্ধু বান্ধবের চিন্তা বুঝায়।

ইস্তমাত ও কব্জুল খারিজ হইতে বিচারপতি জায়চার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারকের মনে স্বকার্য্য ও গুপ্তধনসম্পর্কীয় চিন্তা জানিতে পারা যায়।

যদি জমায়েত ও নশ্রুর্ত্তুল খারিজ এই দুই জায়চা হইতে বিচারপতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে বধ, বন্ধন ও অর্থনাশের চিন্তা বোধ করিতে হয়।

প্রশ্নের উত্তর জ্ঞাপন ষোড়শ জায়চা যদি করকা ও নকী, এই দুই চেহারা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে হস্ত পীড়া, স্ত্রীর আত্মীয় ব্যক্তি ও নিজ সহচরের চিন্তা জানিতে হয়।

জমায়েত ও নশ্রুর্ত্তুল খারিজের যোগে বিচারপতি খণ্ডা

অর্থাৎ ষোড়শ জায়চার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার প্রিয় সমাগম নির্ব্বিঘ্নে বহুতর দ্রব্য লাভের ভাবনা বুঝা যায়।

কর্হা ও অঙ্কীশ এই দুই চেহারা হইতে যদি বিচারপতি জায়চা প্রস্তুত হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তা বিবাহাদি মহোৎসবে নূতন কার্য্যের প্রবৃত্তি এবং আরোগ্য লাভাদি মানসিক চিন্তার কথা জানিতে পারা যায়।

বিয়াজ ও অতবে খারিজ এই দুই চেহারা হইতে যদি বিচার-পতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কোন কারণে গুপ্ত মিত্রতা করিতে প্রশ্নকর্ত্তার ইচ্ছা জানিতে হইবে।

যদি বিয়াজ ও অতবে দাখিল এই দুই চেহারা হইতে ষোড়শ জায়চার উৎপত্তি হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার মনে ধনোপার্জ্জন এবং রোগগ্রস্ত বন্ধুবিষয়ক চিন্তা আছে জানিবে।

তরিখ ও নশ্রুতুল দাখিল এই দুই খণ্ডা হইতে বিচারপতির উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অমাত্যের সহিত মিলন চিন্তা হইয়া থাকে।

নকী ও অতবে দাখিল হইতে বিচারপতির উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে ধনাদি পরিশোধ ও ভয়বিঘ্নিনী চিন্তা জ্ঞাপন করে।

তারিখ ও নশ্রুতুল দাখিল ইহাদের যোগে যদি বিচারপতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে প্রশ্নকারক হৃদ্রোগের শান্তিকামনা, শত্রুর সহিত বিরোধ, কিম্বা সন্ধি করণেচ্ছু বলিয়া জানিতে পারা যায়।

নকী ও অতবেদাখিল দ্বারা যদি ষোড়শ খণ্ডা উৎপন্ন হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার মনে নষ্টদ্রব্য লাভ বা বিবাদ কিম্বা ভয় নিবারণেচ্ছা আছে জানিতে হয়।

লহীয়ান ও বিয়াজ এই দুই জায়চা হইতে বিচারপতি

খণ্ডা প্রস্তুত হইলে, প্রস্থান প্রবাস ও রোগার্ত্ত ব্যক্তির সাহায্য এই সকল বিষয়ের চিন্তা জ্ঞান হয়।

তরিখ ও কব্জুল দাখিল এই দুই আযচা দ্বারা বিচারপতি খণ্ডা জন্মিলে, প্রশ্নকর্ত্তা স্বকার্য্যসম্বন্ধে কোনও চিন্তা করিতেছে ও তজ্জন্য গুপ্ত পন্থায় অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে।

বিয়াজ ও লহীয়ানের যোগোৎপন্ন বিচারপতি দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তার মনে রাজ্যাঙ্গ ও ধনচিন্তা জানিবে এবং তজ্জন্য তিনি ছলদ্বারা আরব্ধ কার্য্যের সমাধা-কামনা করিতেছেন, জানিতে হইবে।

জমায়েত্ত কব্জুল খারিজ এই দুই আয়চার দ্বারা বিচারপতি সম্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে নষ্টধন লাভ ও রাজপুরুষের সহিত মিত্রতাকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিবে।

তরিখ ও কব্জুল খারিজ এই দুই খণ্ডা হইতে বিচারপতি খণ্ডা প্রস্তুত হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে ধনাকাঙ্ক্ষায় মিত্রতা করিবার চিন্তা আছে, জানা যাইবে।

জমায়েত ও কব্জুল খারিজ হইতে বিচারপতির উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে পরদেশ গমন ও স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদন চিন্তা জানা যাইবে।

কহ্লা ও অতবেদাখিল এই দুই খণ্ডা হইতে ষোড়শ খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার কোনও মিত্র ব্যক্তি তাহার বধের চেষ্টায় আছে, এরূপ জ্ঞান করিবে।

লহীয়ান ও নকী এই দুই চেহারা হইতে বিচারপতি খণ্ডা উৎপন্ন হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে বিবাহাদির চিন্তা জানিতে হয়।

কহ্লা ও অতবেখারিজ হইতে বিচারপতি খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারকের মনে ধনাশা ও মিত্রমিলনের অভিলাষ জানিবে।

ওকলা ও নস্রুর্ত্তুল দাখিল হইতে বিচারপতি জায়চার উদ্ভব হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে নূতন কার্য্য, রোগী ব্যক্তির রোগ-মুক্তি ও বিবাহাদি বিষয়িনী চিন্তা আছে বুঝিবে।

নকী ও অন্কীশ এই দুই চেহারা দ্বারা বিচারপতির সম্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে কোনও ব্যক্তির কলঙ্কঃটনা ও নষ্ট বস্তুর অনুসন্ধানের অভিলাষ আছে, জানিতে হইবে।

ওকলা ও নস্রুর্ত্তুল দাখিল হইতে ষোড়শ খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে কোন ব্যক্তির রোগনাশ, গুপ্ত বিষয় জ্ঞান ও গমন বিষয়িনী চিন্তার সঞ্চার আছে, জানিবে।

ইস্তমাত ও নস্রুর্ত্তুল খারিজ যদি ষোড়শ খণ্ডার উৎপত্তির হেতু হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা কোনও ব্যক্তির সহিত মিলন এবং কোন গোপনীয় কার্য্যের চিন্তা করিতেছেন, বুঝাইবে।

হুম্রা ও অতবেখারিজ এই দুই চেহারা যোগে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্ন কর্ত্ত জীবিকা-বিষয়িনী চিন্তা ও প্রবাস ও নষ্টদ্রব্য প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ করিতেছেন জানিবে।

ইস্তমাত ও নস্রুর্ত্তল খারিজ হইতে যদি বিচারপতি খণ্ডার জন্য হয়, তবে রোগী ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কোনও কার্য্য চিন্তা প্রশ্ন-কর্ত্তার মনে আছে এবং তিনি স্বীয় বিবাদ ও পরের আমোদ জনক কার্য্যের চিন্তা করিতেছেন।

হুম্রা ও অতবেখারিজ এই দুই চেহারার যোগে যদি বিচার পতি খণ্ডা উৎপন্ন হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তা নষ্টদ্রব্য, শত্রুভয়, প্রিয় ব্যক্তির পরিত্যাগ ইত্যাদি চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জানিবে।

লহীয়ান ও অতবেখারিজ এই দুই চেহারার যোগে বিচার-পতির উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারকের মনে কোনও নষ্ট বস্তুর চিন্তা এবং মঙ্গল কামনায় কোনও ব্যক্তির সহিত মিলনের অভিলাষ বুঝিবে।

ইস্তমাত ও কব্জুল দাখিল যদি ষোড়শ খণ্ডার উৎপাদক হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার মনে নিজদেহসম্বন্ধীয় চিন্তা এবং রাজার সহিত মিলনের অভিলাষ আছে জানিবে।

যদি লহীয়ান ও অতবেদাখিল এই দুই খণ্ডার যোগে ষোড়শ খণ্ডার উদ্ভব হয়, তবে রাজমন্ত্রীর সহিত মিত্রতা এবং প্রবাসী চিন্তা শত্রুর চিন্তা জানা যায়।

যদি নশ্রর্ত্তুল দাখিল ও কব্জুল দাখিল এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে ধনাশা, শত্রুর সহিত মিত্রতা এবং কোনও মহৎ কার্য্য-বিষয়িনী চিন্তা আছে বুঝিবে।

যদি কব্জুল খারিজ ও নশ্রুর্ত্তুল খারিজ এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, প্রশ্ন-কর্ত্তা কোনও নষ্ট দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহাই জানা যাইবে।

যদি ইস্তমাত ও জমাৎেত এই দুই চেহারা-কর্ত্তৃক বিচারপতি জায়চার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারক আরোগ্য চিন্তা বা কোনও ব্যক্তির সহিত মিলন-চিন্তা করিতেছেন বুঝাইবে।

নশ্রুর্ত্তুল খারিজ ও কব্জুল খারিজ এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে রাজকার্য্য, গোপনীয় কোনও পীড়া নিরাকরণের অভিলাষ বা কোনও স্থানে গমনেচ্ছা সূচনা করিবে।

যদি কর্হা ও নকী এই দুই চেহারা কোন ষোড়শ খণ্ডার উৎপত্তির কারণ হয়, তবে জিজ্ঞাসু স্বীয় হস্তভ্রষ্ট কোনও বস্তুর লাভেচ্ছা বা বিবাহাদি মহোৎসবকার্য্য চিন্তা করিতেছেন, জানা যাইবে।

জমায়েত ও ইস্তমাত এই দুই জায়চার যোগে ষোড়শ জায়-চার উদ্ভব হইলে রোগারোগ্য, বন্ধন মুক্তি এবং কোন ব্যবসায় বিষয়িনী চিন্তা অবধারিত করিবে।

নকী ও কর্হা এই দুই জায়চারী যোগে বিচারপতির উৎপত্তি হইলে, বন্ধনমুক্তি, ধন অথবা কোনও মহদ্ব্যক্তির সহিত মিলন চিন্তা অনুমান করিবে।

ওকলা ও তারিখ এই দুই চেহারা হইতে ষোড়শ খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্তার মনে রোগী ও স্বীয় অধিকার চিন্তা অনুমান করিবে।

অতবে দাখিল ও অঙ্কীশ এই দুই চেহারার যোগে বিচার-পতি চেহারা উৎপন্ন হইলে প্রশ্নকর্তা স্বীয় অংশ রক্ষা, মহোৎসব ও প্রধান পদলাভের চিন্তা করিতেছেন, বুঝিবে।

যদি তরিখ ও ওকলা এই চেহারার যোগে বিচারপতি খণ্ডার সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারকের মনে গমনের ইচ্ছা জানা যায় এবং রোগের পীড়নাবস্থায় হস্ত হইতে ধন বাহির হইয়াছে বুঝিবে।

হুমরা ও অবজাজ এই দুই চেহারার যোগে বিচার পতি চেহারার উদ্ভব হইলে প্রশ্নকারকের মনে বিবাহেচ্ছা এবং স্ব স্বজন-পীড়িত বুঝিতে হইবে।

অঙ্কীশ ও অতবে দাখিল এই দুই চেহারার যোগে বিচার-পতি উৎপন্ন হইলে, প্রশ্নকারকের মনে গুপ্ত ধনাশা ও বহুতর বিঘ্নচিন্তা জানা যায়।

অবজাজ ও হুমরার যোগে বিচার পতি চেহারা উৎপন্ন হইলে, প্রশ্নকারকের মনে চৌরভয়, কোনও স্থানে গমন বা কোন ব্যক্তির সহিত মিলনের চিন্তা থাকে।

যদি অঙ্কীশ ও লহীয়ান চেহারার যোগে বিচারপতি খণ্ডার

উৎপত্তি হয়, তবে বিবাহাদি, বিদেশ গমন, রোগ ও বহুতর ব্যাকুলতা প্রভৃতি চিন্তা বুঝিতে হইবে।

কব্‌জুল দাখিল ও নশ্রুত্তুল দাখিল এই দুই চেহারার যোগে ষোড়শ জায়গার উৎপত্তি হইলে স্বীয় উন্নতি, রাজকার্য্য, গুপ্ত দ্রব্য লাভ ও শরীর শুদ্ধি এই সকল চিন্তা প্রশ্ন কর্ত্তার মনে উৎপন্ন হইয়া জানিবে।

লহীয়ান ও অস্কীশ এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি চেহারায় উৎপত্তি হইলে, স্বীয় অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি, শারীরিক পীড়া বা ধনাশা এই সকল প্রশ্ন মনে আছে, বুঝিতে হইবে।

নশ্রুত্তুল দাখিল ও কব্‌জুল খারিজ এই দুই চেহারা হইতে যদি বিচারপতির উদ্ভব হয়, তবে স্বীয় উন্নতি, রাজকার্য্য ও গুপ্তধন প্রাপ্তির চিন্তা প্রশ্নকর্ত্তার মনে আছে জানিবে।

কব্‌জুল খারিজ ও নশ্রুত্তুল দাখিল এই দুই চেহারা হইতে বিচারপতির উৎপত্তি হইলে ক্লেশ, পীড়া ও ভয় এই সকল চিন্তা প্রশ্নকারকের মনে আছে জানিতে হইবে।

ওকলা ও জমায়েত এতদুভয় খণ্ড হইতে ষোড়শ খণ্ডায় উৎপত্তি হইলে, বধ, বন্ধন, রোগ ও দ্রব্যনাশ এই সকল চিন্তা প্রশ্নকর্ত্তার মনে আছে জানা যায়।

যদি নশ্রুত্তুল দাখিল ও কব্‌জুল খারিজ এই দুই জায়গার যোগে উৎপন্ন হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে পুত্র কন্যার বিবাহ চিন্তা, লাভ মূল্য ও গত বস্তুর চিন্তা জানিবে।

কর্হা ও হুম্রার যোগে বিচারপতির উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকারকের মনে পুত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছা, বন্ধন ও গুপ্তপীড়া বিষয়িনী চিন্তা বুঝায়।

জমায়েত ও ওকলা এই দুই চেহারা হইতে যদি বিচারকর্ত্তা

জাযদার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে মহোৎসব, বিদেশ গমন, ধন লাভ, স্থান বৃদ্ধি ও প্রশংসা এই সমস্ত চিন্তা প্রশ্নকর্তার মনে আছে জানিবে।

যদি হুম্রা ও কর্হা এই দুই চেহারা হইতে বিচারক চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে কলহভয়,পরাপবাদ ভয়ে কাতর হইয়া প্রশ্নকর্ত্তা উপস্থিত হইয়াছে জানিবে।

যদি অবজাঙ্গ ও নকী হইতে বিচারক খণ্ডার সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ভ্রষ্ট অধিকার প্রাপ্তি ও গমনাদি বিষয়িনী চিন্তা প্রশ্ন-কারকের মনে আছে জানিতে হইবে।

অতবে খারিজ ও অতবে দাখিল দুই চেহারার যোগে বিচার-পতি খণ্ডার সম্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে গত বস্তুর চিন্তা উপ-স্থিত হইয়াছে জানিবে।

নকী ও অবজাঙ্গ হইতে ষোড়শ খণ্ডার সম্ভব হইলে, অপহৃত বস্তুর প্রাপ্তি ও রোগ এই সকল জিজ্ঞাসা জন্য প্রশ্নকর্ত্তা উপ-স্থিত হইয়াছে, বুঝিবে।

ইস্তমাত ও তরিখ এই দুই চেহারার যোগে বিচারকর্তার সম্ভব হইলে, প্রশ্নকারকের মনে উদ্বেগ, শান্তি, শুভ প্রাপ্তি, মিত্রতা ও বিদেশের পন্থা এই সকল চিন্তা জানিবে।

অতবেদাখিল ও অতবে খারিজ হইতে বিচারপতি খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, স্ত্রী-সঙ্গম ও ধনাশা প্রশ্নকর্ত্তার মনে থাকে এবং ঐ বিষয় সিদ্ধ করিবার জন্য গমনেচ্ছা আছে বুঝিতে হয়।

যদি তরিখ ও ইস্তমাত এই দুই চেহারার যোগে ষোড়শ খণ্ডার উদ্ভব হয়, তবে তাহা হইলে, প্রশ্নকর্ত্তা গুপ্ত ব্যাধির চিন্তা ও নষ্ট ধনলাভের ইচ্ছা হইতেছে জানিবে।

যদি লহীয়ান ও কর্হা এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে দ্রব্য চিন্তা

মহদ্ব্যক্তির সহিত মিলন এবং বন্ধনমোচনের চিন্তা জানা যায়।

যদি কর্ত্তা ও লহীয়ানের যোগে বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে মিত্রের পীড়ার কথা শ্রবণ ও কোনও ব্যক্তির সহিত মিলনের চিন্তা জানিবে।

কব্জুল দাখিল ও জমায়েত এই দুই চেহারার যোগে ষোড়শ চেহারার উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে ধনাশা এবং ঐ আশা পরিপূরণার্থ দুষ্কর্ম্ম করিতেও তাহার ইচ্ছা আছে জানিবে।

অবজাজ ও অতবে দাখিল এই দুই চেহারা হইতে যদি বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা স্বজাতীয়ের সহিত প্রবাস গমন ও বিবাহবিষয়নী চিন্তা করিতেছেন, বুঝা যাইবে।

যদি জমায়েত ও কব্জুল দাখিলের যোগে বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা কাহারও কপট পীড়নে পীড়িত হইয়া তাহার সহিত স্নেহ সঞ্চারের সাহস করিতেছে বুঝিবে।

যদি নকী ও অতবে খারিজ এই দুই চেহারা হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা কোনও গুপ্ত কার্য্য, ব্যাপার ও বিবাহ করিতে অভিলাষী জানিবে।

অতবে দাখিল ও অবজাজ হইতে বিচারপতি খণ্ডার উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকারক কোনও সুহৃদ্ব্যক্তির পরামর্শের বিদেশ গমনেচ্ছু বুঝিবে।

যদি অতবে খারিজ ও নকী এই দুই চেহারার যোগে ষোড়শ খণ্ডার উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা ধন-লালসায় শত্রুতা ও শত্রুর সহিত কলহ করিতে অভিলাষী জানিতে পারা যায়।

হুম্রা ও অঙ্কীশ এই দুই চেহারা হইতে বিচার পতি খণ্ডার

সম্ভব হইলে, গুপ্ত ধনসম্পত্তি অন্বেষণ ও মিত্রতা করিতে ইচ্ছা বুঝাইবে।

ইস্তমাত ও নশ্রুর্তুল খারিজ এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি উৎপন্ন হইলে, প্রশ্নকর্ত্তা রোগের ঔষধ ও নষ্ট ধন অন্বেষণ করিতেছে জানাইবে।

অক্কীশ ও হুম্রা দ্বারা বিচারপতির উৎপত্তি স্থলে মহোৎসব, চোরের নিকট ধন প্রাপ্তি ও বিবাহকার্য্য সম্পাদনে প্রশ্নকর্ত্তা উদ্যোগী এরূপ জানিতে হইবে।

যদি ইস্তমাত ও নশ্রুর্তুল দাখিল হইতে বিচারপতির আয়চা প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে রোগ বিমোচন, কোনও ব্যক্তির সহিত মিলন বা ধনাভিলায় প্রশ্নকর্ত্তার মনে উদিত হইয়াছে, বুঝিবে।

নশ্রুর্তুল খারিজ ও ওকলা হইতে বিচারপতি চেহারার সম্ভব হইলে, পরগৃহ হইতে দ্রব্য সংগ্রহ, অধিকারী পুরুষের সহিত মিলন, প্রশ্নকারকের মনে উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যদি নশ্রুর্তুল দাখিল ও ইস্তমাত এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতির উৎপত্তি হইলে জানা যায় যে, প্রশ্নকর্ত্তার হস্ত হইতে কোন দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে এবং ঐ দ্রব্য প্রাপ্তির জন্য তাঁহার চেষ্টা আছে।

তরিখ ও কব্জুল খারিজ হইতে যদি বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহাহইলে পথিক, চোর ও রোগার্ত্তের বিষয়ে প্রশ্নকারকের মনে চিন্তা আছে।

লহীয়ান ও নকী এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে পত্নী, পুত্র, কন্যা বা নষ্টদ্রব্যসম্বন্ধীয় চিন্তা প্রশ্নকারকের মনে আছে, জানিতে হইবে।

যদি নকী ও লহীয়ান এই দুই খণ্ডার যোগে বিচারপতির

উদ্ভব হয়, তাহাহইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে গুপ্তদ্রব্য নিরীক্ষণ ও মহোৎসবাদি করিতে ইচ্ছা আছে জানিবে।

ইস্তমাত ও কব্জুল দাখিল এই দুই চেহারার যোগে বিচার-পতি চেহারার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তা ধনোপার্জ্জন ও কোনও ব্যক্তির সহিত মিলন করিতে অভিলাষী আছেন জানিবে।

যদি ওকলা কব্জুল খারিজ এই দুই চেহারা হইতে বিচার-পতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা স্ত্রী-সঙ্গম, বিত্তসংগ্রহ, মহদ্ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ্য ও নষ্টদ্রব্য লভেচ্ছু বলিয়া জানিতে হইবে।

ইস্তমাত ও কব্জুল দাখিল এই দুই খণ্ডা হইতে বিচারপতির উদ্ভব হইলে, শত্রুকর্তৃক অপহৃত বস্তু গুপ্তভাবে সংগ্রহার্থ রাজার সহিত মিলিত হইতে প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় আছে।

যদি কর্হা ও অতবেখারিজ এই দুই চেহারা হইতে ষোড়শ জায়চার উদ্ভব হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার মনে এই আগ্রহ জানিতে হইবে যে কোন্ দিন তাহার সুহৃদ্ব্যক্তির সহিত মহোৎসব হইবে।

যদি ওকলা ও কব্জুল খারিজ এই দুই চেহারা হইতে ষোড়শ জায়চার উৎপত্তি হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তা স্বজনকর্তৃক উদ্বিগ্ন হইয়া পরসেবা ইচ্ছা করিতেছে, বুঝাইবে।

যদি কর্হা ও অতবেখারিজ এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি খণ্ডার উৎপত্তি হয়, তবে জানিতে হইবে যে, প্রশ্নকর্ত্তা নষ্ট দ্রব্যলাভ ও মূল্যপ্রাপ্তির জন্য সাহায্যপ্রার্থী।

অঙ্কীশ ও অবজাজ এই দুই চেহারা হইতে বিচারপতির চেহারা উৎপন্ন হইলে, জানা যায় যে, প্রশ্নকারক স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া ভীতিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বজনকর্তৃক মিথ্যাপবাদ পাইয়াছে।

হুম্রা ও অতবেদাখিল এই দুই চেহারার যোগে যোড়শ জায়চার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তা নষ্টদ্রব্য লাভ ও বিবাহের জন্য বিদেশ গমনে অভিলাষী জানিতে হইবে।

তরিখ ও নশ্রুর্ত্তুল খারিজ এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি চেহারার উদ্ভব হইলে, কোন স্থানে যাত্রা, নষ্টদ্রব্য ও পীড়া, এই সকলের চিন্তা বুঝিতে পারা যায়।

হুম্রা ও অতবেদাখিল এই দুই চেহারা হইতে বিচারপতির উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার হস্ত হইতে বহুধন বাহির হওয়া এবং তদুদ্ধারের জন্য বিদেশ-যাত্রা চিন্তা করিতে হয়।

নশ্রুর্ত্তুল দাখিল ও জমায়েত এই দুই খণ্ডা হইতে যোড়শ খণ্ডার রচনা হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে গুপ্তকার্য্য, মিত্রতা, গমন, নষ্টদ্রব্য ও রোগ-বিষয়িণী চিন্তা আছে, এই সকল জানিতে হইবে।

জমায়েত ও নশ্রুর্ত্তুল দাখিল হইতে বিচারপতি খণ্ডার উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার বহুধনহানি এবং তদুদ্ধারার্থ কি করিবে, এইরূপ চিন্তা বুঝিবে।

লহীয়ান্ ও অতবেদাখিল এই দুই খণ্ডা হইতে বিচারক খণ্ডার উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে স্ত্রীবিষয়িনী ও রোগ প্রতিকারের চিন্তা আছে জানিবে।

কব্জুল দাখিল ও কব্জুল খারিজ এই দুই চেহারা হইতে যোড়শ জায়চার উৎপত্তি হইলে, বুঝিতে হইবে যে, প্রশ্নকর্ত্তার হস্ত হইতে অপরের দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য তাহার মনে চিন্তা জন্মিয়াছে এবং তাহা গোপন রাখিতে ইচ্ছুক।

তরিখ ও জমায়েত এই দুই জায়চা হইতে যোড়শ জায়চার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে ভবিষ্যৎ কার্য্যের চিন্তা এবং রাজার কার্য্যের বিষয় বিবেচনা হইতেছে জানিবে।

জমায়েত ও তরিখ এই দুই চেহারা হইতে ষোড়শ চেহারা উৎপত্তি হইলে, বুঝিতে হয় যে, প্রশ্নকর্ত্তা কোনও কার্য্য সিদ্ধির জন্য চিন্তা করিতেছে।

কব্জুল দাখিল ও কব্জুল খারিজ, এই দুই জায়চা হইতে ষোড়শ জায়চার উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকারক নষ্টদ্রব্য উদ্ধারের জন্য কোনও স্থানে গমনেচ্ছু এবং মিথ্যাপবাদ ও রোগ-ভয়ে শঙ্কিত।

অতবেদাখিল ও লহীয়ান্ এই দুই জায়চার যোগে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে, জানা যায় যে, প্রশ্নকর্ত্তা স্বীয় কার্য্যগনির জন্য কি করিব, কোথায় যাইব, এইরূপ চিন্তা করিতেছে।

কর্হা ও অবজাজ এই দুই চেহারা হইতে বিচারপতি উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তা সুতপ্রাপ্তি, বন্ধন মোচন ও মিত্রতা করিবার জন্য স্থানান্তরে গমনেচ্ছু জানিবে।

ইস্তমাত ও ওকলা দ্বারা বিচারপতির উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকারক স্বীয় বন্ধু এবং স্বজনকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিবে।

অবজাজ ও কর্হা এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি চেহারার উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার বিবাহাদি উৎসব বা গত বিষয়ের অনুশোচনা ও স্থানান্তর গমনেচ্ছা প্রকাশ পায়।

অঙ্কীশ ও অতবেখারিজ এই দুই খণ্ডা হইতে ষোড়শ খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারক চৌর্য্যকার্য্যে অথবা রাজমন্ত্রীর সহ মিলনে অভিলাষী জানিবে।

ওকলা ও ইস্তমাত দ্বারা বিচারপতি জায়চার উদ্ভব হইলে প্রশ্নকর্ত্তা প্রতারণা ভীত তজ্জন্য সন্দেহ-দোলারূঢ়।

অতবেখারিজ ও অঙ্কীশ এই দুই চেহারা হইতে বিচারপতি

চেহারার উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকারকের মনে কোনও উপস্থিত বিবাদের গূঢ় ভয় জন্মিয়াছে এবং যাত্রা ও গত বস্তু হইতেও ভীতির উদ্ভব হইয়াছে।

কব্জুল খারিজ ও কব্জুল দাখিল হইতে বিচারপতি চেহারার উদ্ভবে, জানিতে হইবে যে, যুদ্ধ, জ্ঞাতিকৃত্য ও রোগ প্রতিকারের চিন্তা প্রশ্নকর্ত্তার মনে উদিত হইয়াছে।

নশ্রুর্ত্তুল খারিজ ও নশ্রুর্ত্তুল দাখিল এই দুয়ে জায়চার রচনা হইলে, প্রশ্নকারকের মনে ধনলোভ, রাজকর্ম্ম এবং রোগ নিবারণের চিন্তা জন্মিয়াছে, জানিবে।

হুম্রা ও নকী এই দুই চেহারার যোগে বিচারপতি খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, রোগ নিবারণ ও নষ্টদ্রব্য লাভের আশায় রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রশ্নকারক অভিলাষী।

যদি নশ্রুর্ত্তুল দাখিল ও নশ্রুর্ত্তুল খারিজ এই দুই জায়চা হইতে বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতারণা, পথগমন, ও আরোগ্যজন্য প্রশ্নকারক চিন্তিত বুঝিয়া লইবে।

দুইটী কব্জুল খারিজ হইতে জমায়েত চেহারার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারকের মনে নষ্টদ্রব্যের দর্শন-আকাঙ্ক্ষা আছে জানিবে।

দুইটী ওকলা নামক চেহারার যোগে ষোড়শ চেহারার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারকের মনে কোনও মহদ্ব্যক্তির সহিত মিলন বা রোগ প্রতিকারের চিন্তা আছে, বুঝিবে।

দুইটী কর্হা নামক চেহারা হইতে বিচারপতি চেহারার উদ্ভব হইলে, পুত্র মিত্র ও ধনোপার্জ্জন বিষয়ে প্রশ্নকারকের চিন্তা জানিতে পারিবে।

যদি দুইটী হুম্রা হইতে জমায়েত চেহারা হয়, তবে ঐ চেহারার দ্বারাই বিচার করিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় প্রশ্নকর্ত্তার

বিদেশ গমন, ধনোপার্জ্জন এবং যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে জয়েচ্ছা আছে জানিতে হইবে।

দুইটী নশ্রুর্ত্তুল দাখিল হইতে বিচারপতি চেহারার উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মহদ্ব্যক্তির সহিত মিত্রতা এবং নষ্টদ্রব্য লাভেচ্ছা আছে, বুঝা যায়।

দুইটী অঙ্কীশ হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনোমধ্যে চিন্তা এবং অধিকারীজন দেশান্তর হইল সম্মান লাভের ইচ্ছা আছে জানিতে হইবে।

যদি দুইটী অবজ্ঞাজ হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারক বিবাদ ও বিবাহের জন্য বিদেশস্থ কোনও ব্যক্তির সহিত মিলন ইচ্ছা করিতেছেন, নিশ্চয় করিবে।

যদি দুইটী অতবেথারিজ চেহারা হইতে বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে গুপ্তশত্রু, মিত্র ও রোগী ব্যক্তিসম্বন্ধীয় চিন্তা জানিবে।

দুইটী নশ্রুর্ত্তুল খারিজ হইতে বিচারপতি চেহারার উদ্ভব হইলে, প্রশ্নকর্ত্তা প্রভু-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া প্রবাসকষ্ট সহনে অপারক এবং সৈন্য সংগ্রহেচ্ছু বলিয়া জানিতে পারা যায়।

দুইটী অতবেদাখিল চেহারা হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে, অধিপতির সহিত মিলন, মিত্র হইতে নষ্টদ্রব্য লাভ, সম্মান ও বিদেশ গমন বিষয়ের চিন্তা প্রশ্নকর্ত্তার মনে থাকা অনুমান করিবে।

দুইটী ইস্তমাত হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে সুহৃদ্ব্যক্তির পীড়া, মানভঙ্গপ্রযুক্ত নিজ মানসিক পীড়া বা নষ্ট দ্রব্যের অনুসন্ধানবিষয়ক প্রশ্ন জানিতে পারা যায়।

দুইটী লহীয়ান হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারক কোনও দ্রব্য নষ্ট হওয়াতে অতি কাতর হইয়াছে এবং গুপ্তকর্ম্ম ও রাজার সহিত মিলন করিতে অভিলাষী বলিয়া জানিবে।

দুইটী নকী হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকর্ত্তা চিরকালার্জ্জিত যশঃ, আপনার সুখ ও পুত্রের শুভকর কার্য্যের চিন্তা করিতেছে বলিয়া জানিবে।

দুইটী কব্জুল দাখিল হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকারকের গুপ্তভয়, রোগভয় উপস্থিত এবং তন্নিবারণার্থ অসমর্থ হইয়া স্বদেশগমনেচ্ছু জানিতে হইবে।

দুইটী তরিথ হইতে বিচারপতি খণ্ডার উৎপত্তি হইলে, প্রশ্নকর্ত্তা মহোৎসবের সহিত প্রয়াণ, শারীরিক ক্লেশবিষয়ক চিন্তা করিতেছে বুঝিবে।

যদি দুইটী জমায়েত চেহারার যোগে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে মিত্রতা, শরীরে সুখ, নষ্টদ্রব্য লাভ ও শুভপ্রাপ্তির ইচ্ছা জানিতে পারা যায়।

শকুন পংক্তি।

শকুন-পংক্তিকে একটী বক্র, টেবল বা নির্ঘণ্ট বলা যাইতে পারে। ইহাতে সোজাসুজি ১৬টী ও নীচে নীচে ৭টী ঘর আছে। পূর্ব্বোক্ত ১৬টী ঘর ষোলটী জায়চার এবং ৭টী ঘর যথাক্রমে শকুন, অবদহ, বিজদহ, অবৃকদ, মিয়াজ, হর্ফাপ এবং অস্‌দহ ইহাদিগকে 'পংক্তি' কহে।

প্রথম শকুন পংক্তিতে লহীয়ানাদি যথোক্ত প্রণালীতে জায়চা সকল স্থাপন করিবে।

দ্বিতীয় পংক্তি—অবদহ। ইহার বিবরণ এই যে, প্রত্যেক

খণ্ডাতেই অগ্ন্যাদি চারি তত্ত্ব আছে; ঊর্দ্ধ হইতে অধঃক্রমে চারি তত্ত্ব জানিবে। এই সকল তত্ত্বের মধ্যে কোনও তত্ত্ব গুপ্ত ও কোনও তত্ত্ব প্রকাশিত। এক এক খণ্ডাতে শূন্য ও রেখা লইয়া চারিটী অঙ্ক থাকে; ঐ চারি অঙ্কই চারি তত্ত্বস্বরূপ। বিন্দুরূপী তত্ত্ব প্রকাশিত ও রেখারূপী তত্ত্ব গুপ্ত। অতএব, বিন্দুরূপী প্রকাশ্য তত্ত্বেরই সংখ্যা করা কর্ত্তব্য।

অবদহ এই শব্দের মধ্যে যে অ, ব, দ ও হ, এই চারি বর্ণ আছে ইহারা অগ্নি আদি তত্ত্বে নিযুক্ত রহিয়াছে, জানিবে।

অ,—অর্থাৎ প্রথম বিন্দুর সংখ্যা	১
ব,—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিন্দুর সংখ্যা	২
দ,—অর্থাৎ তৃতীয় বিন্দুর সংখ্যা	৪
হ,—অর্থাৎ চতুর্থ বিন্দুর সংখ্যা	৮

এই প্রকার তত্ত্বানুসারে যে যে চেহারার অঙ্ক সংখ্যা যত হইবে, সেই পরিমিত গৃহে সেই চেহারায় স্থিতি হইবে। যেমন লহীয়ানে প্রথম বিন্দু আছে, ঐ বিন্দুর সংখ্যা এক; অতএব অবদহ পংক্তির প্রথম গৃহে লহীয়ান হইবে। সেই প্রকার, তরিখে চেহারায় প্রকাশ্য চারি তত্ত্ব অর্থাৎ চারি বিন্দু দৃষ্ট হয়, ঐ চারি বিন্দুর প্রথম সংখ্যা ১, দ্বিতীয় বিন্দুর সংখ্যা ২, তৃতীয় বিন্দুর সংখ্যা ৪, এবং চতুর্থ বিন্দুর সংখ্যা ৮; এই সমুদায় অঙ্ক যোগ করিলে ১৫ হয়; অতএব, অবদহ পংক্তির পঞ্চদশ গৃহে তরিখের অবস্থিতি জানিবে। এইরূপে খণ্ডার অঙ্কানুসারে ষোড়শ খণ্ডা সংস্থাপিত করিতে হইবে।

যে জায়চার সকল তত্ত্বই গুপ্তরূপে আছে, তাহার অঙ্ক নাই, উহা ষোড়শ গৃহে থাকিবে—যেমন জমায়েত খণ্ডার চারি রেখা উহার অঙ্ক না থাকা প্রযুক্ত "অবদহ" পংক্তির ষোড়শ গৃহে রাখিতে হইবে। চোরের ও সন্তানের সংখ্যাদি নির্ণয় ও

রূপ বর্ণনে এই "অবদহ" পংক্তির প্রয়োজন জানিতে হইবে।

বিজদহ পংক্তির তত্ত্ব সংখ্যা লিখিত হইতেছে, এই শ্রেণীতেও প্রত্যেক খণ্ডার অগ্ন্যাদি চারি তত্ত্ব আছে।

প্রথম বিন্দু অর্থাৎ অগ্নি তত্ত্বের সংখ্যা	২
দ্বিতীয় বিন্দু অর্থাৎ বায়ুতত্ত্বের সংখ্যা	৭
তৃতীয় বিন্দু অর্থাৎ জলতত্ত্বের সংখ্যা	৪
চতুর্থ বিন্দু অর্থাৎ পৃথ্বীতত্ত্বের সংখ্যা	৮

জায়চাস্থিত তত্ত্বসংখ্যার সমষ্টি যত হইবে, তত সংখ্যা গৃহে সেই জায়চার অবস্থিতি জানিবে। কোন জায়চাস্থিত বিন্দুরূপী প্রকাশিত তত্ত্বসংখ্যার সমষ্টি যদি ষোড়শের অধিক হয়, তাহা হইলে ১৬ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক সংখ্যা যত হইবে, তত্তুল্য গৃহে সেই চেহারা সংস্থাপন করিতে হইবে। যথা—কর্হা নামক খণ্ডাতে অগ্নি, বায়ু ও ভূমি এই তিন তত্ত্ব প্রকাশিত আছে, তাহার প্রথম বিন্দুর সংখ্যা ২, তৃতীয় বিন্দুর সংখ্যা ৭ ও চতুর্থ বিন্দুর সংখ্যা ৮। এই তিন সংখ্যা একত্র যোগ করিলে ১৭ হয়। ১৭ হইতে ১৬ বিয়োগ করিলে ১ থাকে, অতএব বিজদহ পংক্তির প্রথম গৃহে কর্হা নামক জায়চা হইবে। এইরূপ যে যে খণ্ডার বিন্দুরূপী তত্ত্বের সংখ্যা যোগে যত সংখ্যা হইবে, সংখ্যক গৃহে সেই চেহারা সংস্থাপিত করিতে হইবে। জমায়েত খণ্ডার কোনও অঙ্ক নাই; অতএব, ষোড়শ স্থানে জমায়েত চেহারা হইবে।

এইবার অজুদ পংক্তির তত্ত্বাঙ্ক লিখিত হইতেছে। প্রথম বিন্দু—অগ্নিতত্ত্ব, তাহার সংখ্যা ১; দ্বিতীয় বায়ুতত্ত্ব—তাহার সংখ্যা ২; তৃতীয় বিন্দু—জলতত্ত্ব, তাহার সংখ্যা ৩ এবং চতুর্থ পৃথ্বীতত্ত্ব—তাহার সংখ্যা ৪; এই চারি তত্ত্বসংখ্যা একত্র যোগ করিলে ১০ হয়। প্রথম হইতে দশম গৃহ পর্য্যন্ত স্ব স্ব তত্ত্ব-

সংখ্যানুসারে জায়চা স্থাপন করিবে। তৎপরে একাদশ হইতে ষোড়শ গৃহ পর্য্যন্ত যেরূপে জায়চা সংস্থাপিত করিতে হইবে, তাহার প্রণালী এই যে, নবম গৃহ হইতে একাদিক্রমে গণনা করিয়া তত্ত্বসংখ্যানুসারে জায়চা স্থাপন করিবে।

লহীয়ান নামক খণ্ডায় কেবল অগ্নিতত্ত্ব প্রকাশিত আছে। ঐ তত্ত্বের অঙ্ক-সংখ্যা ১; অতএব, অবজদ পংক্তির প্রথম গৃহে লহীয়ান খণ্ডা হইবে। এইরূপ হুমরাতে বায়ুতত্ত্ব প্রকাশিত দেখা যায় ও তত্ত্বসংখ্যা ২; অতএব, দ্বিতীয় গৃহে হুমরা স্থাপিত করিবে। এই প্রকার তৃতীয় গৃহে অবজাজ হইবে। কিন্তু, নশ্রুর্ত্তুল খারিজে ও তত্ত্বাঙ্ক হয়, তাহা এই স্থানে না হইয়া নবম হইতে তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ একাদশ গৃহে হইবে। অঙ্কীশ ও কব্জুল খারিজ এই উভয় খণ্ডারই তত্ত্বসংখ্যা ৪, ইহার ব্যবস্থা এই যে, প্রথম হইতে চতুর্থ গৃহে অঙ্কীশ এবং নবম হইতে চতুর্থ গৃহে কব্জুল খারিজ হইবে। ওকলা ও ইস্তুমাত এই উভয় খণ্ডায় তত্ত্বসংখ্যা ৫; এস্থলেও পূর্ব্ব রীতি-অনুসারে প্রথম হইতে পঞ্চম গৃহে অর্থাৎ ত্রয়োদশ গৃহে ইস্তমাত হইবে। কব্জুল দাখিল ও অতবে খারিজ এই দুই খণ্ডাতেই তত্ত্ব সংখ্যা ৬, এ স্থলেও পূর্ব্ব ব্যবস্থাক্রমে প্রথম হইতে ষষ্ঠ গৃহে কব্জুল দাখিল এবং নবম হইতে ষষ্ঠ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ গৃহে অবজে খারিজ হইবে। কর্হা ও নশ্রুর্ত্তুল দাখিল এই উভয় খণ্ডাতেই তত্ত্বসংখ্যা ৭; এ স্থলেও পূর্ব্ব প্রণালীক্রমে প্রথম হইতে সপ্তমে কর্হা এবং নবম হইতে সপ্তমে অর্থাৎ পঞ্চদশ স্থানে নশ্রুর্ত্তুল দাখিল হইবে। তৎপরে অষ্টম গৃহে নকী, নবম গৃহে অতবে দাখিল, দশমে তরিখ ও ষোড়শে জমায়েত স্থাপন করিবে। বস্তুর নাম কথন ও অঙ্ক আনয়নে এই অজদ পংক্তির প্রয়োজন জানিতে হইবে।

গৃহাঙ্ক।	শকুন পংক্তি—	অব্দহপংক্তি— অ ১, ব ২, দ ৪, হ ৮।	বিজ্‌দহপংক্তি— বি ২, জ ৭, দ ৪, হ ৮।	অবজদ পংক্তি— অ ১, ব ২, জ ৩, দ ৪।	মিয়াঙ্গ পংক্তি—	হর্ফা পংক্তি—	অম্‌সহ পংক্তি—
১৬	০০০০	।।।।	।।।।	।।।।	০০০।	০০০০	০০০।
১৫	।০০।	০০০০	।০।০	।।০০	০।০০	।০০।	।০০।
১৪	।০০০	।০০০	০।০০	০০০।	।।০০	০।।০	।।।০
১৩	০।০০	০।০০	০০০।	।০০।	।।।০	।।।।	।।০।
১২	০০০।	।।০০	।।০০	০০০।	০০০০	০।০।	০।০।
১১	।।০০	০০।০	।০০।	০০।।	।০০।	।০।০	।০।০
১০	০০।।	।০।০	০।।০	০০০০	০০।০	০।০০	।।০০
৯	।।০।	০।।০	০০।।	।০০০	০০।।	০০।০	০০।।
৮	।০।।	।।।০	।।।০	০।০০	০।০।	০০০।	০।।০
৭	।।।০	০০০।	।০।।	০০।০	।০।।	।০০০	০।০০
৬	০।।০	।০০।	০।০।	।০।০	০।।।	০০।।	।০।।
৫	০০।০	০।০।	০০০০	০।।০	০।।০	।।০০	০০।০
৪	।।।।	।।০।	।।০।	।।।০	।।০।	।।০।	।।।।
৩	০।০।	০০।।	।০০০	।।০।	।।।।	।০।।	০০০।
২	।০।০	।০।।	০।।।	।০।।	।০০০	।০০।	।।০০
১	০।।।	০।।।	০০।০	০।।।	।০।০	০।।	০।।।
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

মিয়াজাখ্য পঞ্চম পংক্তির বিবরণ লিখিত হইতেছে। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সকল গ্রহ আকাশে ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত। সকল গ্রহের মধ্যে রবি শ্রেষ্ঠ, এজন্য সর্ব্বাগ্রে রবি গ্রহের গণনা হইয়া থাকে। মিয়াজ পংক্তিতে প্রথমে রবি, তৎপরে শুক্র, বুধ, চন্দ্র, শনি, বৃহস্পতি, রাহু ও মঙ্গল এই প্রকারে প্রথম হইতে আটটী ঘরে রব্যাদি অষ্টগ্রহ স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার নবমাদি অষ্টগৃহে রব্যাদি অষ্ট গৃহে স্থাপন করিবে। এই মিয়াজ পংক্তিতে দুই দুই খণ্ডা এক এক গ্রহের অধিকার। কব্জুল দাখিল ও নশ্রুৰ্ত্তুল খারিজ এই দুই খণ্ডার অধিপতি রবি, অতএব পংক্তির প্রথমে কব্জুল দাখিল ও নবমে নশ্রুর্ত্তুল খারিজ হইবে। হর্ফা ও অতবে দাখিল এই দুই খণ্ডার অধিপতি শুক্র, অতএব, দ্বিতীয় গৃহে হর্ফা ও দশম গৃহে অতবে দাখিল। জমায়েত ও ইন্তুমাত এই দুই খণ্ডার অধিপতি বুধ, অতএব তৃতীয় গৃহে জমায়েত ও একাদশে ইন্তুমাত। অবজাজ ও তরিখ এই দুই খণ্ডার অধিপতি চন্দ্র, অতএব, চতুর্থে অবজাজ ও দ্বাদশে তরিখ। অঙ্কীশ ও ওকলা এই দুই খণ্ডার অধিপতি শনি, অতএব পঞ্চমে অঙ্কীশ ও ত্রয়োদশে ওকলা। লহীয়ান ও নক্রর্ত্তুল দাখিল এই দুই দুই জায়চায় অধিপতি বৃহস্পতি, অতএব, ষষ্ঠে লহীয়ান ও চতুর্দ্দশে নশ্রুর্ত্তুল দাখিল। কব্জুল খারিজের অধিপতি রাহু, অতএব সপ্তম গৃহে কব্জুল খারিজ হইবে। হুমরা ও নকী এই দুই খণ্ডার অধিপতি মঙ্গল, অতএব অষ্টমে হুমরা ও ষোড়শে নকী অতবেখারিজের অধিপতি কেতু, অতএব পঞ্চদশ গৃহে অতবে-খারিজ হইবে। এইরূপে মিয়াজ পংক্তির জায়চা স্থাপনের ক্রম লিখিত হইল। কোনও প্রকার কার্য্যসিদ্ধি ও বাসরজ্ঞানে এই পংক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

হর্ফা পংক্তির বিধান লিখিত হইতেছে। তত্ত্বচতুষ্টয়ের মধ্যে অগ্নিতত্ত্ব প্রধান এবং লহীয়ানে অগ্নিতত্ত্ব; অতএব, হর্ফাপংক্তির প্রথমে লহীয়ান হইবে। বর্ণ সকলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে অকার; অতএব, লহীয়ানের বর্ণ অকার জানিবে। হর্ফাপংক্তির দ্বিতীয় ঘরে লহীয়ানের বিপরীত অঙ্কীশ হইবে এবং ইহার ইহার বর্ণ বকার এই গৃহে সংস্থাপিত করিবে। তৃতীয় গৃহে হুম্রা, চতুর্থ গৃহে অবজাজ, পঞ্চম গৃহে নশ্রুর্ত্তুল দাখিল, ষষ্ঠ গৃহে নশ্রুর্ত্তুল খারিজ, সপ্তম গৃহে অতবেদাখিল, অষ্টম গৃহে অতবে খারিজ, নবম গৃহে কর্হা দশম গৃহে নকী, একাদশ গৃহে কবজুল দাখিল, দ্বাদশগৃহে কজুল খারিজ, ত্রয়োদশ গৃহে জমায়েত, চতুর্দ্দশ ঘরে ওকলা, পঞ্চদশ গৃহে ইস্তমাত ও ষোড়শগৃহ তরিখ চেহারা স্থাপিত করিবে।

অন্যগহ পংক্তির সংস্থাপনের কোনও নিয়ম নাই, যেরূপ পংক্তি চক্রে দেখা যাইবে, সেইরূপেই পংক্তি রচনা করিয়া প্রশ্ন-গণনা করিবে।

শকুন্যাদি সপ্ত পংক্তিতে যে যে গৃহে যে যে চেহারা কথিত হইল, পাশক ক্ষেপণ করিয়া শিকল করিলেও যদি সেই সেই গৃহে সেই সেই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সেই চেহারা বলবান্ বলিয়া জানিবে এবং কোনও চেহারা যদি দুই কি তিন পংক্তিতে আপন গৃহস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই চেহারা অধিক বলবান্ হয়। ইহার বৈপরীত্যে জায়চা সকলকে শূন্য বলা যায়। খণ্ডা সকল পরস্পর সপ্তম স্থানকে দৃষ্টি করিয়া থাকে—দ্বাদশ গৃহে দৃষ্টি করে না।

যদি কোনও খণ্ডায় তাহার মিত্র অথচ শুভ খণ্ডার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই দৃষ্ট খণ্ডাকে বলযুক্ত খণ্ডা বলিয়া জানিতে হয়। আর যদি কোনও খণ্ডার প্রতি তাহার শত্রু

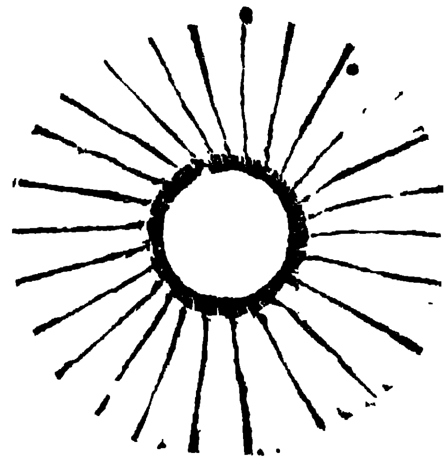
ও অশুভ খণ্ডার দৃষ্টি থাকে, তবে সেই দুষ্ট খণ্ডাকে দুর্ব্বল বলা যায়। প্রশ্ন গণনাদিতে বলবান্ খণ্ডাই কার্য্যকর হইয়া থাকে। আর যদি প্রশ্ন খণ্ডা দুর্ব্বল হয়, তবে কার্য্য নষ্ট নয়। প্রশ্নের শুভাশুভ ফল নিশ্চয় করিবার পূর্ব্বে জায়চার বলাবল স্থির করিতে হয়।

মরাতিব, ইম্তিজাজ, তামীর, তকরার, ইনকিলিব এবং বলাবল, এই ছয় বিষয়ে যাহার জ্ঞান থাকে, তাহা দ্বারাই প্রশ্ন স্থির হয়।

রমল শাস্ত্রে পাশকই প্রধান এবং সকলের মূলীভূত হয়। পাশক দ্বারাই সকল কার্য্য করিতে হয়। পাশকের অভাবে যেরূপে জায়চা প্রস্তুত করিতে হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে।

শ্বাসরোধ করিয়া বৃত্তাকার একটী রেখা অঙ্কিত করিবে। এই রেখার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কতকগুলি রেখাপাত করিবে। পরে শ্বাসত্যাগ করিয়া রশ্মিবৎ রেখাগুলি গণনা করিবে। তাহাতে যত সংখ্যা হইবে, শকুন পংক্তির তত সংখ্যক গৃহে যে জায়চা দৃষ্ট হইবে, সেই জায়চাকে প্রথম স্থানে স্থাপিত করিতে হইবে। তাহার পর ঐ জায়চা হইতে সপ্তম স্থানে যে জায়চা দেখিবে, তাহাকে দ্বিতীয় স্থানে এবং তাহা হইতে সপ্তম স্থানে যে জায়চা দেখিবে, তাহাকে দ্বিতীয় স্থানে এবং তাহা হইতে যে জায়চা সপ্তম স্থানে দেখিবে তাহাকে তৃতীয় স্থানে ও তাহার সপ্তম স্থানে যে জায়চা তাহাকে চতুর্থ স্থানে রাখিবে। এইরূপে চারি জায়চা প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে ষোড়শ জায়চা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত রশ্মিবৎ রেখাঙ্ক যদি ১৬র অধিক হয়, তবে ১৬ বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ লইয়া কার্য্য করিবে। পাশকের অভাবেই

এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়; নতুবা, পাশক ক্ষেপণ দ্বারাই জায়চা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।



উপরোক্ত ছয়টী উপকরণ (যাহা গণনা স্থির করিবার প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে,) তাহাদের মধ্যে প্রথম ইন্‌কিলিব, দ্বিতীয় বলাবল, তৃতীয় মরাতিব, চতুর্থ ইস্তিজাজ, পঞ্চম তামীর, ষষ্ঠ তকরার।

আদ্য ও পঞ্চম হইতে একটী, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ হইতে একটী, তৃতীয় ও সপ্তম হইতে একটী, চতুর্থ ও অষ্টম হইতে একটী, এই চারিটী চেহারা প্রথমে লিখিয়া পূর্ব্বালিখিত প্রণালাক্রমে শিকল প্রস্তুত করিবে। এই শিকল হইতে দৈবজ্ঞ প্রশ্নের উত্তর করিবেন। ইহাকেই 'ইন্‌কিলিব' বলে।

উপরোক্ত মরাতিবের পাঁচটী নাম; যথা,—উবাঙ্গ, খুমাসী, সুদাসী, সুবাঙ্গ এবং সমানী। যে চেহারেতে চারিটী বিন্দু আছে, তাহাকে উবাঙ্গ বলে; যাহাতে পাঁচ বিন্দু আছে, তাহাকে খুমাসী; যাহাতে ছয় বিন্দু আছে, তাহাকে সুদাসী; যাহাতে সাত বিন্দু আছে সুবাঙ্গ এবং যাহাতে আট বিন্দু আছে, তাহাকে সমানী বলে।

আদ্যের সহিত পঞ্চমের ও দ্বিতীয়ের সহিত চতুর্থের শত্রুতা আছে। যে যে চেহারার সহিত যে যে চেহারার অল্প শত্রুতা, তাহাকে 'জিদ্দা' বলে। জিদ্দা কার্য্যকারিতাবিষয়ে বিঘ্ন কারক। তৃতীয়ের শত্রু কেহই নাই। জিদ্দা শিকলের সমস্ত খণ্ডই বিঘ্নকারক।

চতুর্থ উপকরণ ইস্তিজাজ। দুই চেহারা হইতে যে জায়চা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইস্তিজাজ বলে। ইস্তিজাজ যদি দুইটী শুভ চেহারা হইতে উৎপন্ন হয়, তবে তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। আর দুইটী অশুভ জায়চা হইতে উৎপন্ন হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। আর একটী শুভ ও একটী অশুভ জায়চা হইতে উৎপন্ন হইলে, শুভাশুভ-মিশ্রিত ফল হয়।

পঞ্চম উপকরণের নাম তামীর। প্রশ্নকর্ত্তার আপনার বিষয় বিচার করিতে হইলে প্রথম গৃহদৃষ্টে বিচার করিবে। অন্যান্যের বিষয় বিচার করিতে হইলে প্রশ্নকর্ত্তার সহিত তাহাদের সম্বন্ধানুসারে গৃহ নির্ণয় করিয়া, সেই সেই গৃহদৃষ্টে বিচার করিতে হইবে। যেমন কোনও ব্যক্তি প্রশ্ন করিল যে, আমার পুত্রের শ্যালকের অর্থলাভ হইবে কি না? এ স্থলে প্রথম খণ্ডা প্রশ্নকর্ত্তার, তাহা হইতে পঞ্চম গৃহে তাহার পুত্রের, ঐ পুত্রগৃহ হইতে সপ্তম গৃহ পুত্রবধূর, পুত্রবধূর গৃহ হইতে তৃতীয় গৃহ শ্যালকের। এইরূপ সম্বন্ধ অনুসারে পুত্র-শ্যালকের গৃহ স্থির করিয়া তাহা হইতে দ্বিতীয় স্থানে তাহার ধনলাভ বিবেচনা করিবে। অন্যান্য প্রশ্ন স্থলেও এইরূপ সম্বন্ধ-অনুসারে গৃহ স্থির করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

ষষ্ঠ উপকরণ তকরার। এক স্থানস্থিত খণ্ডা যদি দুই কিম্বা তিনী প্রভৃতি গৃহে থাকে, তবে তাহাকে তকরার বলে। যেটী প্রশ্নের জায়চা হইবে, সেই জায়চাটি যদি অন্য কোনও

স্থানে হয়, তবে সেই পরবর্ত্তী খণ্ডা দৃষ্টে পূর্ব্ব প্রণালীক্রমে ফল বলিবে। প্রশ্ন জায়চা শুভ হইলে শুভ, অশুভ হইলে অশুভ ফল ও জিন্দা হইলে অতিশয় অশুভ ফল হয়।

শিকলের অন্তর্গত ষোড়শ খণ্ডায় কোন্ কোন্ গৃহে কি কি চিন্তা করিতে হইবে, তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে ;—

প্রথম গৃহে শরীর, শরীরাবয়ব, সুখ, দুঃখ, জীবন, আয়ু, জন্মস্থান সম্বন্ধীয় বিষয়, বল, কার্য্যারম্ভ, যত্ন, রাজনীতি ও শান্তি এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ পরিজ্ঞাত হইবে।

দ্বিতীয় গৃহে ধন, ধনের সহায়, পার্শ্বস্থ মনুষ্য, জীবিকা সাহায্য, আগমন, উদ্যম, ক্রয়, বিক্রয়, ধনী, দরিদ্র, দাতা ও কৃপণ ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

তৃতীয় গৃহে সহোদর, বন্ধু, ভগ্নী, বিদ্যা, সমীপগমন, শয়ন ভৃত্য, ধর্ম্মাচরণ ও দেবালয়, এই সকল বিষয় বিচার করিবে।

চতুর্থ গৃহে ক্ষেত্র, গৃহ, পিতার অবস্থা, ভূমিগত কৃষি, জনপদ, বৃক্ষরোপণ, মৃতস্থল, এই সকলের ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে হয়।

পঞ্চম গৃহে, পুত্র, হর্ষ, দূত, প্রেরিত ব্যক্তির আগমন, স্নেহ, মঙ্গল, দস্ত, বস্ত্র, কৌতুক, গর্ভের শুভাশুভ, শিল্পকার্য্য, সুহৃদ, বুদ্ধি, পিতৃবিত্ত, ও মাদক দ্রব্যাদি জ্ঞাত হওয়া যায়।

ষষ্ঠ গৃহে রোগ, দোষ, দাস, দাসী, শোক, গর্ভ, অন্যদেহ, পশু, ঋণ, প্রার্থনা, চৌরগৃহীত বস্তু প্রাপ্তি, সন্তোষ ও শত্রু এই সকল জানিতে পারা যায়।

সপ্তম গৃহে পত্নী, ভর্ত্তা, শত্রু, উদ্যম, চৌর, বিবাদ, আগমন, স্থানান্তরিত অর্থ, মৈথুন, স্বীয় দেশ ও পর দেশের জয় ইত্যাদি বিষয়ের শুভাশুভ জানিবে।

অষ্টম গৃহে ভয়, মৃত্যু, শোক, দুঃখিত ব্যক্তির চিন্তা, ঋণ-

দান, ক্লেশ, নষ্টধন, দুঃশীলের আগমন, বদ্ধকোষ্ঠের প্রবৃত্তি ও আলস্য এই সকল জানা যায়।

নবম গৃহে ধর্ম্ম, ব্যভিচার, অতি দূরগমন, ভাগ্যোদয়, দান, নিদ্রা, বিদ্যা, অভিলষিত দেবসেবা, যতিত্ব, পরিশ্রম ও স্থাপিত ধন, এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিবে।

দশম গৃহে রাজ্য, অধিকার, কীর্ত্তি, রাজার প্রধানতা, বল, ঔদ্যম, ঔষধ, গুরু, জননী সেবা, মেঘ, মন্ত্র, যন্ত্র, স্বজ্ঞাতি, প্রভু ও বৈদ্য, এই সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

একাদশ গৃহে মিত্রের বুদ্ধি, মন্ত্রী, অভীষ্ট সিদ্ধি, আশার সফলতা, ভাগ্যোদয়, ন্যায়কারক, অমাত্য, ঈশ্বরের স্তুতি, সত্য ও মিথ্যা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবে।

দ্বাদশ গৃহে বৃক্ষাদি উন্নত দেহী পশুর বন্ধন, শত্রুর কারাবাস, ধান মোচন, বন্ধনদশাগ্রস্ত পুরুষের মুক্তি, ব্যয়, বাধা মোচন, এই সকল বিষয়ের চিন্তা জানিবে।

উপরোক্ত প্রকারে প্রশ্নগৃহ সকল পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার ও অপরের অন্যান্য বিষয় সকল সম্বন্ধানুসারে জানিতে পারা যায়। প্রশ্নের গৃহ নির্ণয় করিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে।

প্রশ্ন সকল তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যথা—খারিজ, নির্গম, দাখিল আগম এবং সাধিত স্থির। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রশ্ন আছে; যথা—মুষ্টিপ্রশ্ন, মূক প্রশ্ন, বর্ষত্রয় সাধন, কার্য্য সিদ্ধির সীমানির্ণয় ও চৌরের নাম কথন, এই পাঁচ প্রকার প্রশ্নে ইন্-কিলিব করিবে না।

উক্ত প্রকারে প্রশ্নগৃহ সকল জানিয়া পরে নির্গমাদি ত্রিবিধ প্রশ্ন নির্ণয় করিয়া শুভকালে অভীষ্ট দেবতা ও স্বীয় গুরুর শরণ লইয়া পাশক ক্ষেপন করিবে। পরে পাশক দৃষ্টে শিকল প্রস্তুত

করিয়া ইন্‌কিলিব করিয়া লইবে। অন্তের বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রশ্নচিন্তা করিবে।

পাশক ক্ষেপন হইলে এক শিকল এবং ইন্‌কিলিব হইতে অপর শিকল করিয়া এই দুই শিকল হইতে প্রশ্নের ফল বলিবে।

পাশক জন্য শিকল হইতে প্রশ্নোত্তর করিবার নিয়ম এই যে, যদি প্রশ্ন নির্গম হইয়া গৃহত্রয়ে খারিজ হয়, তাহা হইলে সেই প্রশ্নের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তাহার বিশেষ এই যে, যদি প্রশ্ন-গৃহ শুভ হয়, তবে সুখে এবং অশুভ হইলে পরিশ্রম দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার পরে মারাতিপদি জানিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবে। প্রশ্নগৃহ দাখিল হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ঐ গৃহ শুভ হইলে পরিশ্রম দ্বারায় কিঞ্চিৎ সফলতা হয়, কিন্তু অশুভ হইলে অধিক শ্রম করিলেও কিঞ্চিৎ মাত্র ফললাভ হয় না।

প্রশ্নগৃহ সাবিত হইলে কার্য্যসিদ্ধির আশা জানা যায়, কি কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না। এই গৃহ মুনক্লীব হইলে দীর্ঘকালে কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। আর যদি ঐ গৃহ শুভ হয়, তাহা কার্য্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। আর অশুভ হইলে দীর্ঘকালে কার্য্যের অল্প মাত্র সিদ্ধি হয়।

প্রশ্নটী আগম হইলে যদি গৃহত্রয়ে দাখিল হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়; ঐ গৃহ শুভ হইলে পরিশ্রম ব্যতিরেকে অতি শীঘ্র কার্য্য সফল হইয়া থাকে। ঐ গৃহ অশুভ হইলে অধিক শ্রমে ও বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হয়। খারিজে প্রশ্ন হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ঐ গৃহ শুভ হইলে শ্রমদ্বারা কিছু ফললাভ হয় বটে, কিন্তু অশুভ হইলে পরিশ্রম করিলেও কার্য্যের কোনও ফল হয় না।

প্রশ্নগৃহ সাবিত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ঐ গৃহ শুভ

হইলে বিলম্বে ফল হয় এবং অশুভ হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। শুভাশুভ হইলে কিঞ্চিৎ ফল হইয়া থাকে; মুনক্লিবে প্রশ্ন হইলে শুভই হউক, আর অশুভই হউক, কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

স্থির প্রশ্নে প্রশ্ন গৃহে সাখিত বা দাখিল হইলে কার্য্যের স্থিরতা জানিবে। ঐ গৃহ শুভ হইলে সুখে এবং অশুভ হইলে ক্লেশে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। খারিজে বা মুনক্লীবে স্থির প্রশ্ন হইলে কার্য্যনষ্ট হইবে, জানা যায়।

যদি তিনটী পরস্পর বিরোধী হয়, কিম্বা দুইটী একরূপ ও একটী পৃথক্‌রূপ হয়, তবে যেরূপে প্রশ্নোত্তর করিতে হইবে, তাহার যুক্তি এই যে, যদি উক্তরূপে বিরোধী কিম্বা তিন কি চারি গৃহে একরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে প্রশ্নগৃহে যে খণ্ডা হইবে, সেই খণ্ডা ও চতুর্দ্দশ খণ্ডা লইয়া নূতন একটী খণ্ডা প্রস্তুত করিয়া লইবে; পরে এই নূতন খণ্ডা ও পঞ্চদশ খণ্ডা হইতে একটী খণ্ডা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা প্রশ্নের উত্তর করিবে। নূতন খণ্ডাতেও পূর্ব্ববৎ খারিজাদি, নির্গমাদি ও শুভ প্রভৃতি বিচার করিয়া শীঘ্র কি বিলম্বে, অনায়াসে কি বহুশ্রমে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে তাহা জানা যায়। দৈবজ্ঞ এইরূপে প্রশ্নের উত্তর করিবে। যদি দৈবজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি প্রশ্নকর্ত্তার বিশ্বাস থাকে, তবেই এই গণনার ফল দর্শিবে, নতুবা নিষ্ফল।

ইনক্লিব অঙ্ক শিকল হইতে এইরূপে প্রশ্নোত্তর করিতে হইবে যে, ইনক্লিবোখ শিকলের পঞ্চদশ গৃহে জমায়েত চেহারা হইবে, এই জায়চাদৃষ্টে বিচার করিতে হইবে। ঐ জায়চা যদি দুইটী দাখিল হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আর যদি দুইটী সাখিত হইতে এই জায়চার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্য্যের স্থিরতা জানিয়া লইবে।

ইনক্লীবোখ শিকলে যদি ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ এই দুইটী

গৃহ শুভ হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আর যদি ঐ দুই খণ্ডা অশুভ হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ঐ দুই খণ্ডা মধ্যম হইয়া বলবান্ হইলে, কার্য্য সম্পূর্ণ হয় এবং হীনবল হইলে কার্য্যের আশা সিদ্ধি হইয়া থাকে।

রমলশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রভাতকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আপন গুরুকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র যপ করিবেন। আজি কিয়ৎ সংখ্যক মনুষ্য প্রশ্ন করিতে আসিবে এই মনে করিয়া. পাশা ক্ষেপণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শিকল প্রস্তুত করিয়া বিচার করিবেন। বিজ্‌দহ পংক্তি ক্রমে প্রথম হইতে ষোড়শ খণ্ডা পর্য্যন্ত যত সংখ্যক জায়চা আপনাপন ঘরে দৃষ্ট হইবে. তত সংখ্যক মনুষ্য আসিবে জানা যায় এবং যদি একটী জায়চাও স্বীয় গৃহে দৃষ্ট না হয়, তবে এক ব্যক্তিও আসিবে না।

এই প্রকারে প্রশ্নকারকের গমনাগমন স্থির প্রশ্নকারক কি প্রশ্ন করিবে? তাহার প্রশ্ন সফল হইবে কি নিস্ফল? এবং প্রশ্নকর্ত্তা পূর্ণহস্ত কি মুক্তহস্ত? এইরূপ নানাবিষয় উদ্দেশ করিয়া পাশকক্ষেপণপূর্ব্বক শিকল প্রস্তুতকরতঃ গণনা করিবে।

শিকলের আদ্য ও ত্রয়োদশ খণ্ডা হইতে একটী এবং চতুর্দ্দশ ও একাদশ হইতে একটী, এই দুইটী খণ্ডা করিয়া, এই দুই খণ্ডা হইতে আর একটী খণ্ডা করিবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যদি এই নূতন খণ্ডাটী শিকলের প্রশ্ন খণ্ডা হয়, তাহা হইলে. প্রশ্ন কর্ত্তাকে পূর্ণহস্ত অন্যথায় শূন্যহস্ত জানিবে।

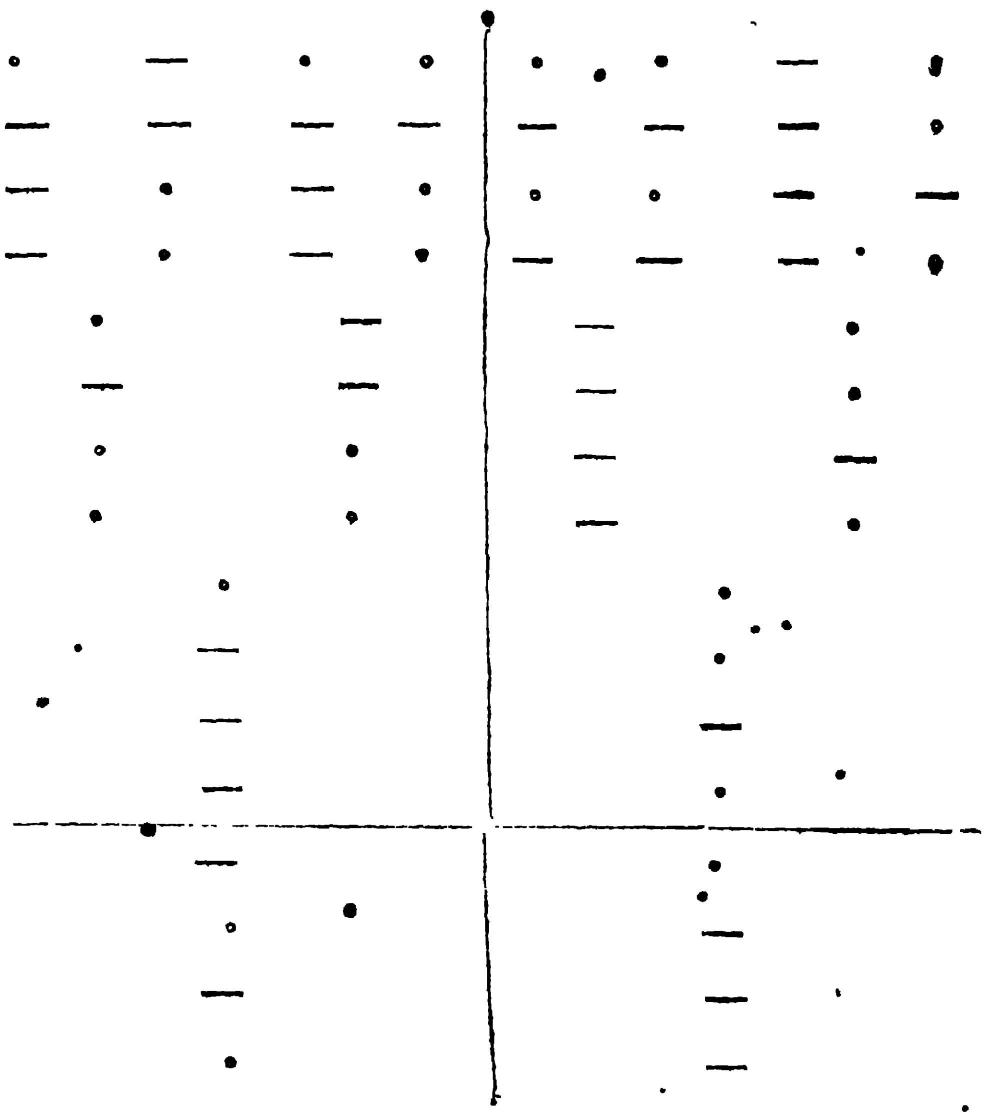
তাহার পর, দেখিতে হইবে প্রশ্নকর্ত্তা ধাতু. জীব ও মূলাদি কোন্ দ্রব্য আনয়ন করিবে। পূর্ণ খণ্ডাতে যদি অগ্নি বিন্দু থাকে.তাহা হইলে অগ্নিজাত কোনও দ্রব্য জানিতে হইবে। এই রূপ বায়ুবিন্দুতে জীব, জলবিন্দুতে ফলাদি, পৃথ্বীবিন্দুতে মূল অথবা আকরোত্থ এবং মিশ্রবিন্দুতে মিশ্রদ্রব্য বলিবে।

প্রশ্ন সকল চারি প্রকার—১। মনের অভিপ্রায়, ২। প্রশ্ন-কারণ, ৩। প্রশ্নভেদ এবং ৪। সিদ্ধাসিদ্ধ। এই চারি প্রকার প্রশ্নের গৃহ কথিত হইতেছে। শিকলের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারি গৃহ কেন্দ্র এবং ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই চারি গৃহকে সাক্ষী কহে। কেন্দ্র সংজ্ঞক চারি খণ্ডা ও সাক্ষীস্বরূপ চারি খণ্ডা এই আটটী জায়চা হইতে অপর চারিটী জায়চা প্রস্তুত করিবে অর্থাৎ প্রথম ও ত্রয়োদশ হইতে একটী, চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ হইতে একটী, সপ্তম ও পঞ্চদশ হইতে একটী এবং দশম ও ষোড়শ হইতে আর একটী, এই চারিটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পুনর্ব্বার প্রথম ও পঞ্চম হইতে একটী,চতুর্থ ও অষ্টম হইতে একটী,সপ্তম ও একাদশ হইতে একটী এবং দশম ও চতুর্দ্দশ হইতে একটী, এই চারিটী জায়চার রচনা করিয়া আর এক স্থানে রাখিবে। তাহার পরে, পূর্ব্বকৃত চারি জায়চাও এই চারি জায়চা হইতে নূতন চারিটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিবে। এই চারি জায়চার প্রথমে মনোভিপ্রায়, দ্বিতীয়ে প্রশ্নকারণ, তৃতীয়ে প্রশ্ন ও চতুর্থে সিদ্ধাসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রশ্নোত্তর করিবে। এই প্রকারে মূক প্রশ্নের ফল স্থির করিতে হইবে।

পাঠকবর্গের সহজে গোচরার্থে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে:—কোনও ব্যক্তি দৈবজ্ঞের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে মহাশয়, আমার একটি প্রশ্নের বিচার করুন।" এই স্থলে চারিটি প্রশ্ন মনে করিতে হইবে। প্রথম, প্রশ্নকর্ত্তার মনোভিপ্রায়, দ্বিতীয় প্রশ্ন কারণ, তৃতীয় প্রশ্নভেদ, চতুর্থ সিদ্ধাসিদ্ধি।

দৈবজ্ঞ প্রশ্ন শুনিয়া পাশকক্ষেপণ করিয়া প্রথমে কর্তা,দ্বিতীয়ে জমায়েত, তৃতীয়ে ও চতুর্থে কজল খারিজ এই চারিটি জায়চা

প্রাপ্ত হইবেন। তাহার পরে এই চারি জায়চা হইতে প্রথমোক্ত প্রণালী-অনুসারে ষোড়শ জায়চা করিয়া শিকল প্রস্তুত করাতে—



এই সকল শিকল পাওয়া গেল এবং প্রথমে প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় জানিতে হইবে। প্রথম গৃহে অভিপ্রায় বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব, শকুন-পংক্তির প্রথম জায়চা লহীয়ান ও তাহার সাক্ষী কর্হা এই দুই জায়চা হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিলে কজ্জ্বল দাখিল জায়চা হইবে। এই কজ্জল দাখিলকে এক স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে উপরি-লিখিত

শিকলের প্রথম জায়চা কর্হা ও তাহার সাক্ষী পঞ্চম স্থানস্থ নকী, এই দুই জায়চা হইতে একটি জায়চা প্রস্তুত করিলে ইস্তমাত জায়চা হইবে। পূর্ব্ব স্থাপিত কব্জুল দাখিল ও ইস্তমাত এই দুই জায়চা হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিলে নশ্রুর্ত্তুল দাখিল জায়চা পাওয়া যাইবে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই নশ্রুর্ত্তুল দাখিল জায়চা শকুন পংক্তির কোন্ গৃহে আছে। পংক্তিতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা গেল যে, শকুন পংক্তির একাদশ গৃহে নশ্রুর্ত্তুল দাখিল জায়চা আছে। একাদশ গৃহে লাভাদির বিচার করিতে হইবে। অতএব, জানা গেল যে, প্রশ্নকর্ত্তার মনে লাভবিষয়ক প্রশ্ন আছে।

এইবার প্রশ্নকারণের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। চতুর্থ গৃহে প্রশ্ন-কারণ বিবেচনা করিতে হয়। শকুন পংক্তির চতুর্থ গৃহে জমায়েত ও তাহার সাক্ষী প্রস্তাবের চতুর্দ্দশ গৃহস্থিত লহীয়ান, এই দুই জায়চা হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিলে লহীয়ান জায়চা হইবে, তাহাকে এক স্থানে রাখিয়া দাও। পরে উপরোক্ত শিকলের চতুর্থ জায়চা কব্জুল খারিজ ও ইহার সাক্ষী প্রস্তাবের চতুর্দ্দশ গৃহস্থিত লহীয়ান, এই দুই জায়চা হইতে একটি জায়চা প্রস্তুত করিলে লহীয়ান জায়চা হইবে, তাহাকে এক স্থানে রাখিয়া দাও। পরে উপরোক্ত শিকলের চতুর্থ জায়চা কব্জুল খারিজ ও ইহার সাক্ষী অষ্টম গৃহস্থিত লহীয়ান। এই দুই জায়চা হইতে নূতন জায়চা প্রস্তুত করিলে অবজাজ পাওয়া যায়। তাহার পরে লহীয়ান ও অবজাজ এই দুই জায়চা হইতে একটী নূতন জায়চা করিলে কব্জুল খারিজ হইবে। এই কব্জুল খারিজ নূতন শিকলের তৃতীয় গৃহে আছে এবং তৃতীয় গৃহে ভ্রাতাদির চিন্তা বুঝায়; অতএব জানা গেল যে, প্রশ্নকারক ভ্রাতাদির নিকট গমন করিয়া লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছে।

নিম্নে প্রশ্নভেদের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সপ্তম গৃহে প্রশ্নভেদ বিবেচনা করিতে হয়। শকুন পংক্তির সপ্তম গৃহে অঙ্কীশ জায়চা আছে, এই অঙ্কীশ ও তাহার সাক্ষী নূতন শিকলের পঞ্চদশ গৃহস্থিত কজ্জুল দাখিল, এই দুই জায়চা হইতে নূতন জায়চা প্রস্তুত করিলে হুমরা পাওয়া যায়; তাহা এক স্থানে রাখ। তাহার পরে নূতন শিকলের সপ্তমস্থিত নক্রর্ত্তুল দাখিল ও তাহার সাক্ষী একাদশ স্থানস্থ নক্রর্ত্তুল দাখিল, এই দুই জায়চা হইতে জমায়েত জায়চা প্রস্তুত হয়। পরে পূর্ব্বস্থাপিত হুমরা ও জমায়েত এই দুই জায়চা হইতে নূতন জায়চা করিলে হুমরা হইবে। এই হুমরা শকুন পংক্তির অষ্টমে আছে; অতএব, প্রশ্নকর্ত্তার মনে মীরসকাদির প্রশ্নভেদ জানা যায়।

প্রশ্ন-সিদ্ধ্যাসিদ্ধির উদাহরণ এই যে, দশম গৃহে কার্য্য সিদ্ধ্যাসিদ্ধির বিচার করিতে হয়। শকুন পংক্তির দশম গৃহে নক্রর্ত্তুল খারিজ ও তাহার সাক্ষী শিকলের ষোড়শ গৃহস্থিত লহীয়ান, এই দুই জায়চা হইতে নূতন জায়চা করিলে হুমরা হইবে। ইহাকে এক স্থানে রাখ। পরে উপরি-লিখিত শিকলের দশম গৃহস্থিত জমায়েত ও তাহার সাক্ষী চতুর্দ্দশ গৃহস্থিত লহীয়ান, এই জায়চা হইতে একটী জায়চা করিলে লহীয়ান হইবে।

পরে পূর্ব্বস্থাপিত হুমরা ও লহীয়ান, এই দুই জায়চা হইতে নূতন জায়চা নক্রর্ত্তুল খারিজ পাওয়া যায়। এই খণ্ডাটী শুভ, অতএব জানা গেল সে কার্য্য সিদ্ধি হইবে; কিন্তু এইটী দশম গৃহের খণ্ডা হওয়ায় রাজার সাহায্যে কার্য্যসিদ্ধি হইবার কথা জানিতে হইবে।

আয়ু-প্রশ্ন।

প্রথম গৃহে আয়ুর বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। যদি কেহ প্রশ্ন

করে যে, "আর আমি কতদিন বাঁচিব ?" তবে নিম্নোক্ত প্রকারে তাহার উত্তর দিতে হইবে।

পাশক ক্ষেপণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শিকল প্রস্তুত করিয়া, শিকলের প্রথম ও চতুর্থ হইতে একটি জায়চা প্রস্তুত করতঃ তদ্দৃষ্টে আয়ুর শেষ কাল নির্ণয় করিবে। যদি নূতন জায়চাটী দাখিল হয়,তাহা হইলে দীর্ঘায়ু, সাধিত হইলে মধ্যমায়ু, মনুক্রীব হইলে অল্পায়ু বুঝিবে। ইহার বিশেষ এই যে, যদি ঐ জায়চাটী শুভ হয়, তবে সুখে এবং অশুভ হইলে দুঃখে আয়ুশেষ হইবে। আয়ুর সংখ্যানির্ণয়ের প্রণালী এই যে,উৎপন্ন খণ্ডা শিকলের যে গৃহে দৃষ্ট হইবে, বিজ্দহ পংক্তিক্রমে সেই গৃহে যত অঙ্ক হইবে, তত সংখ্যা আয়ুষ্কাল। এই রূপে দাখিলাদি ক্রমে বর্ষ, মাস ও দিন স্থির করিতে পারা যায়। যদি উৎপন্ন জায়চাটী শিকলে না থাকে,তাহা হইলে বিজ্দহ পংক্তির গৃহাঙ্ক দ্বারা নিশ্চয় করিবে।

আয়ু-সংখ্যার অঙ্ক জানিবার জন্য একটী চক্রোদ্ধার বলা যাইতেছে। এই চক্রস্থিত অঙ্ক দেখিয়া আয়ুর সংখ্যা স্থির করিতে পারা যাইবে। উপরে ষোড়শ গৃহে বিজ্দহ পংক্তির ষোড়শ জায়চা লিখিবে। তাহার নীচে ষোড়শ কোষ্ঠার একাদি ষোড়শ অঙ্ক লিখিয়া প্রথম ষোড়শ কোষ্ঠাতে ঊর্দ্ধাদি ক্রমে একাদি ষোড়শ অঙ্ক লিখিবে। দ্বিতীয় কোষ্ঠাতে প্রত্যেক গৃহের আপনাপন গৃহের উপরিস্থিত গৃহদ্বয়ে যে অঙ্ক দেখিবে, তাহা যোগ করিয়া যত হইবে, তাহাই বসাইবে। তৃতীয়াদি কোষ্ঠার প্রত্যেক শ্রেণীতে দ্বিতীয় গৃহাঙ্ক হইতে উত্তরোত্তর এক অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া,পর পর গৃহে অঙ্ক স্থাপন করিবে। পর পৃষ্ঠায় একটী চক্র প্রদত্ত হইল, উহা দ্বারা সহজে কার্য্য সাধন করা যাইতে পারিবে।

—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	গৃ
—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	
—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	
—	•	•	—	•	—	•	—	•	—	—	•	—	•	—	•	
১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	১
১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	২
১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩
২২	২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯	৮	৭	৪
২৬	২৫	২৪	২৩	২২	২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১	৫
৩১	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৫	২৪	২৩	২২	২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	৬
৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৫	২৪	২৩	২২	৭
৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩০	২৯	৮
৫২	৫১	৫০	৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৯
৬১	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১	৫০	৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	১০
৭১	৭০	৬৯	৬৮	৬৭	৬৬	৬৫	৬৪	৬৩	৬২	৬১	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	১১
৮২	৮১	৮০	৭৯	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১	৭০	৬৯	৬৮	৬৭	১২
৯৪	৯৩	৯২	৯১	৯০	৮৯	৮৮	৮৭	৮৬	৮৫	৮৪	৮৩	৮২	৮১	৮০	৭৯	১৩
১০৭	১০৬	১০৫	১০৪	১০৩	১০২	১০১	১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	১৪
১২১	১২০	১১৯	১১৮	১১৭	১১৬	১১৫	১১৪	১১৩	১১২	১১১	১১০	১০৯	১০৮	১০৭	১০৬	১৫
১৩৬	১৩৫	১৩৪	১৩৩	১৩২	১৩১	১৩০	১২৯	১২৮	১২৭	১২৬	১২৫	১২৪	১২৩	১২২	১২১	১৬

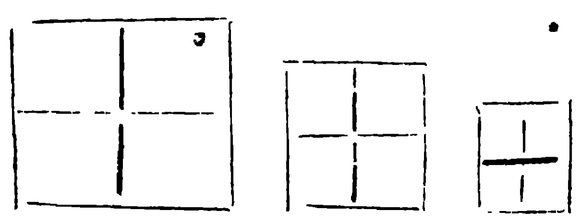
ধন-প্রশ্ন।

দ্বিতীয় গৃহে ধনের বিষয় বিচার করিতে হয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে কাহার অধিক ধন আছে?—এরূপ প্রশ্ন হইলে প্রথমতঃ পাশক ক্ষেপণপূর্ব্বক শিকল প্রস্তুত করিয়া প্রশ্নের বিচার করিবে। অগ্রে এক ব্যক্তির নামে পাশক ক্ষেপণ করিয়া যে শিকল হইবে, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহ হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পরে অপর ব্যক্তির নামে পাশা ফেলিয়া যে শিকল হইবে, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহ হইতে আর একটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে পূর্ব্ব রচিত জায়চা ও এই জায়চা লইয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যাহার জায়চা সাধিত কিম্বা দাখিল ও শুভ হইবে, তাহারই ধন অধিক জানিবে। উভয় জায়চা তুল্য হইলে উভয়ের ধন সমান জানিবে। যাহার জায়চা খারিজ ও অশুভ হইবে, তাহার নিশ্চয় ধন নাই জানিবে। আর যদি জায়চাটী খারিজ শুভ হয়, তাহা হইলে অল্প ধন আছে স্থির করিবে।

ধনের সংখ্যা কত স্থির করিতে হইলে, এই দেখা আবশ্যক যে, নূতন লিখিত জায়চাটী বিজ্দহ পংক্তিতে আপন ঘরে আছে কি না। যদি থাকে, তবে গৃহানুসারে চক্রে যত অঙ্ক দৃষ্ট হইবে, ধনের সংখ্যা তত জানিবে। এই প্রণালীতে কপর্দ্দক হইতে স্বর্ণ মুদ্রা পর্য্যন্ত ধনের সংখ্যা নির্ণীত হইবে। ব্যক্তি-বিবেচনায় এক হইতে কোটী পর্য্যন্ত ধন সংখ্যা বলিবে। আর যদি নূতন শিকলের দুই তিনটী জায়চা বিজ্দহ পংক্তিতে আপনাপন গৃহে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সেই গৃহের অঙ্ক যোগ করিলে যত হইবে, ধনী ব্যক্তির ধন সংখ্যা তত স্থির করিবে। যদি নূতন শিকলের জায়চা বিজ্দহ পংক্তির আপন ঘরে না থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার ধন নাই জানিবে।

ভূগত ধন-প্রশ্ন।

মৃত্তিকাতলে ধন আছে কি না?—এরূপ প্রশ্ন হইলে, শিকলে চতুর্থ ও ষষ্ঠ খণ্ডা হইতে জায়চা প্রস্তুত করিয়া বিচার করিবে। যদি নূতন জায়চা ওকলা কিম্বা দাখিল হয়, তবে ভূমি-মধ্যে ধন আছে জানিবে, আর যদি ঐ জায়চা মুনক্লীব হয়, তাহা হইলেও ধন আছে বলিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে ধন নষ্ট জানিবে। আর ঐ ধন কোন্ দিকে আছে—জানিতে হইলে, সম্ভাবিত স্থানে একটী বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া ঐ বর্গক্ষেত্র মধ্যে তীর্য্যগ উর্দ্ধ রেখা পাত করতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিবে। তৎপরে পাশক ক্ষেপণ করিয়া শিকল প্রস্তুত করিতে হইবে। এই শিকলের চতুর্থ খণ্ডাতে যে দিক্ হইবে, সেই দিকে সেই ধন বা মূল্যবান্ সামগ্রী আছে জানিবে। এই রূপে পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ধনের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবে। যে পর্য্যন্ত যথার্থ স্থানটী নিশ্চয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বর্গক্ষেত্রের অংশ লইয়া পাস্কি ক্ষেপণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রনালীতে ঠিক কোন্ স্থানে ধন আছে, জানিতে পারিবে।



ইত্যাদি ক্রমে স্থান সংক্ষিপ্তাকার ধারণ করিয়া প্রকৃত স্থান স্থির করিতে পারিবে।

অদ্দহ পংক্তির ক্রমানুসারে রেখা ও বিন্দুর সংখ্যা গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে। রেখাঙ্ক যত হইবে, তাহাকে দ্বিগুন করিলে যত সংখ্যা হইবে, তত সংখ্যা দ্বারা ভূমির গভীরতা স্থির করিবে। এই নিয়মে অঙ্গুলী হইতে হস্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ কত

হাত, কত অঙ্গুলীর নীচে ধন পোঁতা আছে, তাহা স্থির করিতে পারিবে।

ইহা দ্বারা যে কেবল ভূগর্ভস্থ মুদ্রার বিষয় বলিতে পারা যায়, তাহা নহে ; পাথুরিয়া কয়লা, মূল্যবান্ দ্রব্য (যথা—স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু) হীরকাদি বহু মূল্য প্রস্তরে খনিও স্থির করিতে পারা যায়।

সন্তান-প্রশ্ন।

কোনও ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে "আমার সন্তান হইবে কি না?" দৈবজ্ঞ পাশক্ ক্ষেপণ করিয়া শিকল প্রস্তুত করিবেন। এই শিকলের আদ্য ও পঞ্চম গৃহস্থিত জায়চা হইতে একটী এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম জয়চা হইতে একটী, এই দুইটী জায়চা করিয়া গ্রহ দুইটী হইতে আর একটি জায়চা করিয়া বিচার করিবে। যদি শেষ-নির্ম্মিত জায়চার শুভ ও দাখিল হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় প্রশ্নকর্ত্তার সন্তান হইবে। আর যদি ঐ জায়চাটী দাখিল হয় তবে সন্তান হইয়া শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। পরন্তু সাবিত বা মুনক্লীব হইয়া শুভ হইলে, বিলম্বে সন্তান জন্মিবে। মুনক্লীব হইয়া অশুভ হইলে,গর্ভপাত হইবে। এই সকল না হইয়া অন্যরূপ হইলে, সন্তান জন্মিবে না।

"কয়টী সন্তান জন্মিবে?" এরূপ প্রশ্ন হইলে নিম্নোক্ত প্রণালীতে উত্তর করিবে। পাশক ক্ষেপণ দ্বারা শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার আদ্য ও সপ্তম জায়চা হইতে একটী নূতন জায়চা করিয়া তাহার বিচার করিবে। এই নূতন খণ্ডার অধিপতি সূর্য্য হইলে চারিটি, শুক্র হইলে ছুয়টী, বুধ হইলে দুইটী, চন্দ্র হইলে পাঁচটী, শনি হইলে একটী, বৃহস্পতি হইলে তিনটী এবং মঙ্গল হইলে চারিটী সন্তান জানিবে, আর যদি ঐ জায়চার অধিপতি রাহু কিম্বা কেতু হয়, তবে গর্ভস্রাব হইবে, ইহা নিশ্চিত।

গর্ভ প্রশ্ন।

"আমার স্ত্রীর গর্ভ হইয়াছে কিনা?"—এরূপ প্রশ্ন হইলে,নিম্ন-লিখিত প্রক্রিয়ানুসারে উত্তর করিতে হইবে। পাশক ক্ষেপণ দ্বারা শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার আদ্য ও সপ্তম জায়চা হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিবে। ঐ নূতন জায়চা যদি দাখিল কিম্বা সাধিত হয়, তাহা হইলে গর্ভ হইয়াছে জানিবে এবং খারিজ কিম্বা মুনক্লীব হইলে, গর্ভ হয় নাই বলিবে। অথবা ষষ্ঠ ও অষ্টম জায়চা হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া উক্ত প্রণালী ক্রমে উত্তর দিবে।

পুত্রকন্যাজনন-প্রশ্ন।

গর্ভে পুত্র কিম্বা কন্যা জন্মিবে, যদি এরূপ প্রশ্ন হয়, তবে পাশক ক্ষেপণান্তে শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার আদ্য ও সপ্তম খণ্ডা হইতে একটী খণ্ডা রচনা করিয়া, তাহাতে পঞ্চম খণ্ডা যোগ করিয়া প্রশ্ন বিচার করিবে। যদি শেষ প্রস্তুত খণ্ডাটী পুংসজ্ঞক হয়, তাহা হইলে পুত্র, স্ত্রী কিম্বা ক্লীবসংজ্ঞক হইলে গর্ভে কন্যা জন্মিবে জানিতে পারা যায়। শিকলের আদ্য, সপ্তম ও পঞ্চম, এইতিন খণ্ডাই যদি ক্লীবসংজ্ঞক হয়, তাহা হইলে গর্ভে নিশ্চয়ই ক্লীব জন্মিবে। নির্ম্মিত শিকলের পঞ্চম জায়চাটী শকুন পংক্তির যত সংখ্যক গৃহে থাকিবে, তত সংখ্যক সন্তান জানিবে। পঞ্চম খণ্ডাটি অগ্নি কিম্বা বায়ুতত্ত্ব হইলে পুত্র, জলতত্ত্ব হইলে কন্যা, এবং পৃথ্বীতত্ত্ব হইলে গর্ভপাত নিশ্চয় করিবে। যদি ঐ জায়-চাটী পৃথ্বীতত্ত্ব হইয়া বলবান্ হয়, তাহা হইলে গর্ভপাত না হইয়া কন্যা জন্মিবে। যদি আদ্য খণ্ডাটী দিবসে বলবান্ হয়, তবে দিবসে এবং রাত্রিতে বলবান্ হইলে রাত্রিতে ও সন্ধ্যাতে বলবান্ হইলে সন্ধ্যাসময়ে সন্তান জন্মিবে। নির্ম্মিত শিকলের নবম জায়চায় যে লগ্ন হইবে, সেই লগ্নে প্রসব হইবে।

রোগ-প্রশ্ন।

অগ্রে পাশক ক্ষেপণ দ্বারা শিকল প্রস্তুত করিয়া, তাহার প্রথম গৃহে রোগীর, ষষ্ঠ গৃহে রোগের, চতুর্থ গৃহে ঔষধের, মতান্তরে দ্বিতীয় ও দশম এই দুই গৃহে ঔষধের, দশম গৃহে বৈদ্যের, একাদশ গৃহে আরোগ্যের এবং দ্বাদশ গৃহে দীর্ঘকালীন রোগের বিচার করিবে।

যদি উক্ত প্রথমাদি গৃহে শুভ জায়চা হয়, তবে তত্তদ্‌গৃহোক্ত বিষয় সকলের শুভ এবং অশুভ হইলে অশুভ জানিবে। রোগ জায়চা যদি খারিজ কিম্বা মুনক্রীব হইয়া শুভ হয়, তাহা হইলে শীঘ্র রোগমুক্তি জানিতে পারা যায়। রোগজায়চা যদি খারিজ কিম্বা মুনক্রীব হইয়া অশুভ হয়, তবে অনেক বিলম্বে ও বহুক্লেশে রোগমুক্তি ঘটিয়া থাকে। রোগ-জায়চা যদি দাখিল কিম্বা সাবিত হয়, তবে, জানা যায় যে, রোগমুক্তি হইবে না। ষষ্ঠ খণ্ডা অগ্নিতত্ত্ব হইলে পিত্তজন্য, বায়ুতত্ত্ব হইলে বায়ুজন্য, জলতত্ত্ব হইলে কফজন্য ও পৃথ্বীতত্ত্ব হইলে অজীর্ণ জন্য রোগ জন্মিয়াছে, জানিবে। মতান্তরে পৃথ্বীতত্ত্বে রক্ত ও অস্থি বিকার জন্য এবং চর্ম্মাস্থির মধ্যগত ক্ষতরোগ জানা যায়।

রোগীর জীবন-মরণ-প্রশ্ন।

শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রথম ও ষষ্ঠ জায়চা হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া ফল-বিচার করিবে। যদি এই শেষ জায়চার অধিপতি শনি কিম্বা বুধ হয়, তাহা হইলে রোগীর নিশ্চয় মরণ হইবে। যদি অন্য গ্রহ হয়, তাহা হইলে রোগী মরিবে না।

মতান্তরে আদ্য ও তৃতীয় জায়চা হইতে একটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফল বিচার করিবে।

চৌর্য্য-প্রশ্ন।

সপ্তম গৃহে চোরের বিচার করিতে হয় এবং ইহা পাশকদ্বারা শিকল প্রস্তুত করিয়া দেখিবে। যদি শিকলে হুম্রা ও নকী, এই দুই জায়চা না থাকে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, দ্রব্য চোরে লয় নাই, যাহার দ্রব্য তাহার ঘরেই আছে; মতান্তরে যদি কব্জুল খারিজ ও অতবে খারিজ এই দুই জায়চা শিকলের দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে দ্রব্য চোরে লয় নাই জানা যায়। ইহার বিপরীত হইলে, দ্রব্য চোরে লইয়াছে জানিতে হইবে।

চোর আপনার লোক, কি পর?—এরূপ প্রশ্ন হইলে শিকলস্থিত সকল জায়চার রেখা ও বিন্দুর সংখ্যা গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক রেখাতে দুই এবং প্রত্যেক বিন্দুতে এক অঙ্ক ধরিবে। এইরূপে সকল রেখা এবং সকল বিন্দুর অঙ্ক যোগ করিয়া যোগ-ফলকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে। ভাগ-শেষ ১ থাকিলে চোর আপনার লোক, ২ থাকিলে চোর নিকটের লোক এবং শূন্য থাকিলে চোর দূরদেশবাসী বলিয়া জানিবে।

চোর বাড়ীর মধ্যে কি বাহিরে আছে—ইহা স্থির করিতে হইলে আদ্য ও চতুর্থ হইতে একটি জায়চা এবং সপ্তম ও দশম হইতে আর একটী জায়চা রচনা করতঃ, এই দুই জায়চা হইতে আর একটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া ফলবিচার করিবে। যদি নূতন-প্রস্তুত জায়চা দাখিল কিম্বা সাধিত হয়, তবে চোর গ্রাম মধ্যে আছে, ইহা অবধারিত করিবে। আর যদি ঐ জায়চা খারিজ হয়, তাহা হইলে চোর বহির্গত হইয়াছে জানিবে। পরন্তু, যদি ঐ জায়চা মুনক্লীব হয়, তবে চোর গ্রামমধ্যে আছে বটে; কিন্তু স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, ইহাই স্থির করিবে।

নিকটবর্ত্তী আত্মীয় লোকদিগের মধ্যে কে চোর?—এইরূপ

প্রশ্ন হইলে পাশক ক্ষেপণ শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ, এই চারি জায়চার প্রথম চারি অঙ্ক লইয়া একটী নূতন জায়চা করিয়া ফলবিচার করিবে। এই জায়চা শিকলের কোন্ গৃহে আছে, তাহা দেখিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে ফল বলিতে হইবে। যদি নূতন জায়চাটী শিকলের প্রথম গৃহে থাকে, তাহা হইলে চোর আত্মীয় ও নিজ গৃহেই আছে স্থির করিবে। নূতন জায়চাটী দ্বিতীয় ঘরে থাকিলে গৃহ সম্বন্ধীয়, তৃতীয় গৃহে থাকিলে বন্ধু, ভ্রাতা বা ভগিনী অথবা গৃহ-স্থিত অন্য কোনও ব্যক্তিকে চোর বলিয়া জানিবে।

ঐ জায়চা চতুর্থ গৃহে দৃষ্ট হইলেই পিতা, পিতামহ, কৃষক বা গ্রামবাসী অথবা তাহাদের গৃহস্থিত কোনও ব্যক্তি চোর। পঞ্চম গৃহে ঐ জায়চা দৃষ্ট হইলে দূত, প্রিয় ব্যক্তি, বেশ্যা, নর্ত্তক বা সঙ্গীতাদি বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের গৃহস্থিত কোনও ব্যক্তিকে চোর নিশ্চয় করিবে।

ঐ জায়চা ষষ্ঠ গৃহে থাকিলে দাস, দাসী, সেবক অথবা তাহা-দের গৃহস্থিত কোনও ব্যক্তি চোর, ইহা জানিবে। ঐ জায়চা সপ্তম গৃহে দৃষ্ট হইলে, জ্ঞাতি কিম্বা কোন স্ত্রীর গৃহে চোর আছে জানিতে পারা যায়।

ঐ জায়চা অষ্টম গৃহে থাকিলে ইন্দ্রজাল-ব্যবসায়ী সদ্ব্যক্তির বিঘ্নকারী ও শশ্মানে বা চণ্ডালদিগের গৃহে চোর থাকে জানিবে। নবমে ঐ জায়চা দেখিলে পথিক, তপস্বী কিম্বা অতিথির গৃহে, দশমগৃহে জায়চা থাকিলে, রাজা অথবা কোনও প্রধান ব্যক্তির গৃহে চোরের অবস্থিতি জানিতে হইবে। একাদশ গৃহে ঐ জায়চা থাকিলে মিত্রের গৃহে, দ্বাদশ গৃহে থাকিলে কারাবাসী, প্রহরী ও নীচ লোকদিগের গৃহে চোর বাস করিতেছে জানিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশাদি চারি গৃহের মধ্যে ঐ জায়চা দৃষ্ট হইলে, চোর অধিক দূর দেশে গিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। যদি নূতন জায়চাটী শিকল মধ্যে না দেখা যায়, তবে শকুন-পংক্তিক্রমে গৃহস্থিত করিয়া ফল-বিচার করিবে। উক্ত শিকলের নবম গৃহে খারিজ হইলে, চোর দূরদেশে এবং তৃতীয় গৃহে খারিজ হইলে চোর নিকটে জানা যায়। আর যদি নবম ও তৃতীয় গৃহে খারিজ থাকে, তাহা হইলে উক্ত গৃহদ্বয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ফল অবধারণ করিবে। ঐ দুই গৃহের এক গৃহেও যদি খারিজ দৃষ্ট না হয়, তবে গ্রামমধ্যেই চোর আছে জানিবে।

কোন দিকে চোর আছে?—এরূপ প্রশ্ন হইলে শিকলের দশম জায়চার যে দিক্ বোধ হইবে, সেই দিকে চোর আছে জানিবে। শিকলের নবম জায়চা হইতে চোরের গৃহদ্বার জানিতে পারা যায়। ঐ জায়চার যে দিকে * পাওয়া যাইবে, চোরের গৃহদ্বার সেই দিকে হইবে।

কতদূরে চোর আছে?—জানিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চোর দূরদেশে আছে,কি নিকটে আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া ঐ খণ্ডার বিজদহ পংক্তিক্রমে অঙ্ক লইয়া চোরের দূরত্ব স্থির করিতে হইবে। এই প্রকারে ক্ষেত্রাদি যোজন পর্য্যন্ত পথের দূরত্ব পরিমাণ জানিতে পারা যাইবে।

চোর ও কাহার বাটীতে চুরি হইয়াছে, এতদুভয়ের বাটীর মধ্যে কত গ্রাম ও বাড়ী আছে জানিতে হইলে, শিকলের পঞ্চম ষষ্ঠ, নবম ও সপ্তম, এই চারি খণ্ডার সমস্ত রেখা ও বিন্দু গ্রহণ করিয়া অহদহ-পংক্তির ক্রমানুসারে রেখা সকলের ও বিন্দুর

* দিক প্রভৃতি জ্ঞান করিবার জন্য যে কয়েকটী চক্র দৃষ্টি-পাত্ত করা আবশ্যক, সেই সকল চক্র রমল প্রকরণাধ্যানের শেষে দেওয়া গেল।

সংখ্যা লইয়া তাহাতে যত অঙ্ক হইবে, একত্র যোগ করিবে। এই যোগ-ফলকে উক্তরূপ পঞ্চম গৃহাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিবে। যত ভাগ শেষ থাকিবে, ধনী ও চোরের বাটীর মধ্যে তত গ্রাম ও তত বাড়ী থাকিবে।

চোরের আকৃতি ও রূপ জানিবার আবশ্যকতা হইলে, শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার সপ্তম জায়চাটী অবদহ-পংক্তির যত সংখ্যক গৃহে দৃষ্ট হইবে, নির্ম্মিত শিকলের তত সংখ্যক গৃহে যে জায়চা হইবে, সেই জায়চা দৃষ্টে চোরের আকৃতি ও রূপ প্রভৃতি শরীর চিহ্ন নিশ্চয় করিতে পারিবে।

চৌরগৃহীত দ্রব্য পাওয়া যাইবে কি না? ইহা জানিতে হইলে শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বিতীয় ও একাদশ হইতে একটী এবং আদ্য ও চতুর্দ্দশ গৃহ হইতে একটী, এই দুইটী জায়চা প্রস্তুত করিয়া ঐ দুইটী জায়চা হইতে আর একটী নূতন জায়চা নির্ম্মাণ করিয়া ফলবিচারে প্রবৃত্ত হইবে। এই নূতন জায়চা যদি দাখিল কিম্বা অবজাজ হয়, তাহা হইলে জানা যায় যে, অপহৃত দ্রব্য সত্বর পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইহার অন্যথা হইলে, অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যাইবে না। ঐ নূতন জায়চা যদি দাখিল ও অশুভ হয় ও দ্বিতীয় ঘরে সাধিত জায়চা থাকে, তবে সকল দ্রব্যই পাওয়া যাইবে। ঐ জায়চা অশুভ হইলে, অপহৃত দ্রব্যের অর্দ্ধেক পাওয়া যাইবে; মুনক্লীব অথচ শুভ হইলেও, উক্তরূপ ফল জানিবে কিন্তু খারিজ অথচ অশুভ হইলে, অপহৃত বস্তু পাওয়া যাইবে না। শিকলের দ্বিতীয় ও অষ্টম গৃহে খারিজ জায়চা থাকিলে এই বুঝাইবে যে, অপহৃত দ্রব্য চোরের গৃহ হইতে অন্য স্থানে গিয়াছে।

ঋণমুক্তি প্রশ্ন।

অষ্টম গৃহে ঋণ মুক্তির সকল প্রশ্ন বিচার করিতে হয়। আমি ঋণ মুক্ত হইতে পারিব, না আমার ঋণ বৃদ্ধি হইবে?" উত্তর

দিবার জন্ত দৈবজ্ঞ পাশক ক্ষেপণ পূর্ব্বক শিকল প্রস্তুত করিয়া লইবে না। যদি শিকলে প্রথম গৃহে কব্জুল দাখিল দ্বিতীয়ে অতবে দাখিল ও অষ্টমে ওকলা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় সত্বর ঋণ মুক্তি হইবে। যদি দ্বিতীয়ে খারিজ ও অষ্টমে শুভ জায়চা থাকে, তবে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে ঋণমুক্তি ঘটিবে। আর যদি প্রথম গৃহে হুমরা, দ্বিতীয় গৃহে অঙ্কীশ ও তৃতীয় গৃহে ওকলা থাকে তাহা হইলে ঋণমুক্তি হইবে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

মনোরথসিদ্ধি প্রশ্ন।

মনোরথসিদ্ধির প্রশ্নবিচার একাদশ গৃহ দৃষ্টি করিতে হয়। "আমার আশা পূর্ণ হইবে কি না?"—ইহার উত্তর দিতে হইলে, পাশক-ক্ষেপণ শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার আদ্য ও একাদশ জায়চা হইতে একটী এবং আদ্য ও চতুর্দ্দশ খণ্ডা হইতে আর একটী এই, দুই জায়চা প্রস্তুত করিয়া ঐ দুই জায়চা হইতে আর একটী, জায়চা করিয়া ফল-বিচার করিবে। যদি এই নূতন খণ্ডাটী শিকলে দৃষ্ট হয়, তবে আশা সফল হইবে, আর ঐ জায়চা শিকলে না থাকিলে আশা পূর্ণ হইবে না। পূর্ব্বোক্ত নূতন জায়চাটী শিকল দ্বয়ের যে ঘরে থাকিবে, সেই ঘরের শুভ শুভাদি ভাব দৃষ্টে আশা সিদ্ধির বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবে।

রুদ্ধ প্রস্তরোদঘাটন।

শিকলের প্রথম গৃহে জমায়েৎ হইলে তাহাকে "বদ্ধ জায়চা" বলে। যখন এইরূপ বদ্ধ জায়চা হইবে, দৈবজ্ঞ তখন প্রশ্নের উত্তর করিবেন না। সময়ান্তরে পুনর্ব্বার শিকল প্রস্তুত করিয়া প্রশ্নবিচার করিবেন। পঞ্চদশ গৃহে জমায়েত হইলেও বদ্ধ জায়চা হয়। এরূপ স্থলে জায়চা, খুলিয়া কার্য্য করিতে হইবে। জায়চা খুলিবার নিয়ম এই যে, শিকলের আদ্য ও ত্রয়োদশ জায়চা হইতে একটী, চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ জায়চা হইতে একটী,

সপ্তম ও পঞ্চদশ হইতে একটী এবং দশম ও ষোড়শ হইতে একটী, এইরূপে চারিটী যায়চা প্রস্তুত করিয়া এই চারি জায়চা হইতে নূতন শিকল রচনা করতঃ ফলবিচার করিবে। এইরূপ শিকল করিলেও যদি পঞ্চদশ গৃহে জমায়েত হয়, তবে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা নূতন শিকল প্রস্তুত করিয়া গণনা করিবে। শিকলের প্রথম চারি খণ্ডা এবং লহীয়ান, হুমরা, অবজাজ ও অঙ্কীশ,এই চারি জায়চা হইতে অপর চারি জায়চা প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে শিকল করিবে। ইহাকেই "জায়চা-খোলা" বলে। প্রশ্ন-খণ্ডা যদি মিরাজ পংক্তিতে আপন গৃহে থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নখণ্ডার অধিপতি যে গৃহ হইবে,সেইবারে কার্য্যসিদ্ধি জানিবে। আর যদি প্রশ্নখণ্ডার মিরাজ পংক্তিতে আপন ঘরে না থাকে,তবে প্রশ্ন-গৃহের দ্বাদশ গৃহ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির বার স্থির করিবে।

মূল ধাতু বা জীবজ্ঞান।

কজুল দাখিল, জমায়েত,, ওকলা, অঙ্কীশ, অবজাজ, নশ্রুর্ত্তুল দাখিল, নকী ও তরিখ এই সকল জায়চার মূল ; "লহীয়ান, কজুল খারিজ, নশ্রুর্ত্তুল খারিজ ও অতবে খারিজ, এই সকল জায়চার ধাতু ; কর্হা, হুম্রা, অত্বেদাখিল ও হস্তমাত, এই সকল জায়চার জীববিষয়ক প্রশ্ন জানিবে।

চোরের নাম জ্ঞান।

যথারীতি পাশক-ক্ষেপণ দ্বারা শিকল প্রস্তুত করিয়া লইবেন। তাহার পরে কোন্ গৃহে কর্হা আছে, তাহা দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর করিবেন। শিকলের প্রথম গৃহে কর্হা থাকিলে, চোরের নামে সাতটী অক্ষর আগে জানিবে। দ্বিতীয় গৃহে কর্হা থাকিলে চোরের নামে দুই বর্ণ, তৃতীয় গৃহে তিন বর্ণ, চতুর্থ গৃহে চারি বর্ণ, পঞ্চম গৃহে পাঁচ বর্ণ, ষষ্ঠ গৃহে ছয় বর্ণ, সপ্তম গৃহে সাত বর্ণ, অষ্টম গৃহে ছয় বর্ণ, নবমে পাঁচ বর্ণ, দশমে চারি বর্ণ, একাদশে

তিন বর্ণ, দ্বাদশে সপ্ত বর্ণ চোরের নামে আছে, অবধারিত করিবে। ত্রয়োদশ গৃহে কর্হা থাকিলে দ্বিতীয় গৃহে যে খণ্ডা আছে, অবদহ পংক্তি-অনুসারে তাহার অঙ্ক যত সংখ্যা হইবে, তত সংখকে বর্ণ চোরের নামে আছে জানিবে। চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ গৃহে কর্হা থাকিলে, চোরের নামে চারি বর্ণ আছে স্থির করিবে। যদি শিকলের দুই তিন গৃহে কর্হা থাকে, তাহা হইলে জানিবে গৃহ অধিক বলযুক্ত হইবে। তাহার অঙ্কানুসারে চোরের নামাক্ষর নিশ্চয় করিবে। আর যদি শিকলে কর্হা খণ্ডা না থাকে,তাহা হইলে অবদহ-পংক্তির অনুসারে-প্রথম গৃহের অঙ্ক-সংখ্যা যত হইবে, চোরের নামে তত অক্ষর নিশ্চয় করিবে।

নিম্নে সেই সকল অক্ষর-জ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে। শিকলের আদ্য ও ত্রয়োদশ জায়চা করিয়া চোরের নামাক্ষর উদ্ধার করিবে। এই নূতন জায়চা বিজ্দহ পংক্তির যত সংখ্যক গৃহে থাকিবে, নিম্নস্থিত চক্রের উপরি হইতে তত সংখ্যক পংক্তি গণনা করিবে। ঐ নূতন জায়চা নির্ম্মিত শিকলের যত সংখ্যক গৃহে দৃষ্ট হইবে, চক্রের উপরি পংক্তির তত সংখ্যক গৃহ গ্রহণ করিবে। পরে এই দুই পংক্তির মিলনস্থলে যে বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, সেই বর্ণ চোরের নামের আদ্য বর্ণ হইবে। এই রূপে নামের প্রথম বর্ণ স্থির করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে দ্বিতীয় বর্ণ বোধ করিবে। শিকলের চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ জায়চা হইতে একটী নূতন জায়চা করিয়া এই জায়চা বিজদহ পংক্তির যত সংখ্যক গৃহে ও নির্ম্মিত শিকলের যত সংখ্যক গৃহে দৃষ্ট হইবে, সেই দুই অঙ্ক লইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিলে যে বর্ণ হইবে সেই বর্ণই নামের দ্বিতীয় বর্ণ জানিবে। উৎপন্ন খণ্ডা নির্ম্মিত শিকলে না থাকিলে, বিজ্দহ পংক্তির অঙ্ক লইয়া গণনা করিবে।

তৃতীয় বর্ণ এইরূপে জানিতে হয় যে, শিকলের সপ্তম ও পঞ্চ-

দশ খণ্ডা হইতে একটী নূতন জায়চা করিয়া পূর্ব্ব প্রণালীক্রমে চোরের নামের তৃতীয় বর্ণ, জানিয়া লইবে। এই প্রকার দশম ও ষোড়শ হইতে নূতন জায়চা প্রস্তুত করিয়া তাহার অঙ্ক দ্বারা চক্রদৃষ্টে চতুর্থ বর্ণ জানিতে পারিবে।

শিকলের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, একাদশ ও পঞ্চদশ এই সকল গৃহের শূন্য গণনা করিয়া একত্র যোগ করিবে। পরে এই যোগফলকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বিজদহ-পংক্তির প্রথমাদি গৃহে বসাইবে; যে গৃহে তাহা শেষ হইবে, সেই গৃহের খণ্ডা লইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিলে নামের পঞ্চম বর্ণ পাওয়া যাইবে।

ষষ্ঠবর্ণ জানিবার নিয়ম এই যে, কেন্দ্র অর্থাৎ শিকলের প্রথম চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারি জায়চার শূন্য ও রেখাঙ্ক সকল যোগ করিয়া তাহাকে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে যত অবশিষ্ট থাকিবে, বিজদহ-পংক্তির প্রথম গৃহ হইতে সেই অঙ্ক বসাইবে। যে ঘরে এই অঙ্ক শেষ হইবে, সেই ঘরের জায়চা লইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিলে ষষ্ঠ বর্ণ স্থির হইবে।

সপ্তম বর্ণ নির্ণয় করিতে হইলে, শিকলের ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ, এই চারি জায়চায় শূন্য ও রেখার সংখ্যা যোগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ১৬ দিয়া ভাগ করিবে; তাহা হইলেই, সপ্তম বর্ণ জানা যাইবে। এই রূপে নামের বর্ণ সকল অবধারিত করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক জাতি অনুসারে চোরের নাম বলিবে।

আলফ	বে	জীম	দলি	হেছোটী	বায়	জে	হেবড়ি	তোয়	মে	কাক	মকয়	জবালা	মোম	হুম	মীন		
•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—		
•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—		
—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—		
•	—	•	—	•	—	—	•	—	•	—	•	—	•	•	—		
অ ১	ব ২	জ ৩	দ ৪	হ ৫	ব ৬	জ ৭	হ ৮	ত্ব ৯	য ১০	ক ২০	ল ৩০	ম ৪০	ন ৫০	স ৬০	অ ৭০	১	
ব	জ	দ	হ	ব	জ	হ	ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ ৮০	২	
জ	দ	হ	ব	জ	হ	ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স ৯০	৩	ছাদ
দ	হ	ব	জ	হ	ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক ১০০	৪	কাকবড়া
হ	ব	জ	হ	ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র ২০০	৫	
ব	জ	হ	ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ ৩০০	৬	শীনবড়ি
জ	হ	ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত ৪০০	৭	•
হ	ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত	স ৫০০	৮	সে
ত্ব	য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত	স	ষ ৬০০	৯	খে
য	ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত	স	য	ব ৭০০	১০	
ক	ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত	স	ফ	ষ	জ ৭০০	১১	জাল
ল	ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত	স	য	য	জ	জ ৮০০	১২	জাদ
ম	ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত	স	য	য	জ	জ	গ ৯০০	১২	জোয়
ন	স	অ	ফ	স	ক	র	শ	ত	থ	য	য	জ	জ	গ	অ	১৪	
স	অ	ফ	থ	ক	র	শ	ত	থ	য	য	জ	জ	গ	অ	ব ১০০	১৫	য়োন
অ	ফ	থ	ক	র	শ	ত	থ	য	য	জ	জ	গ	অ	ব	জ	১৬	

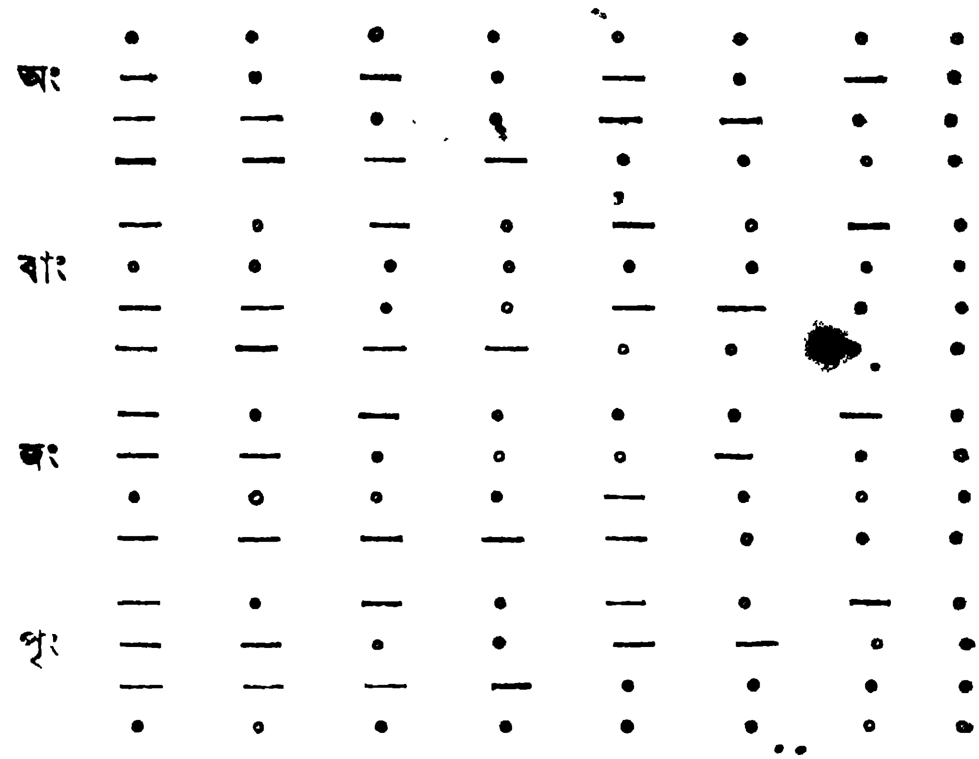
উদাহরণ।

যথা নিয়মে পাশক ক্ষেপণে শিকল প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রথম ও ত্রয়োদশ জায়চা হইতে নূতন জায়চা করিলে ওকলা নামক জায়চা পাওয়া গেল। এই ওকলা বিজ্‌দহ পংক্তির দশম গৃহে ও নির্ম্মিত শিকলের ষষ্ঠ গৃহে আছে; অতএব, বিজ্‌দহ পংক্তির গৃহাঙ্ক ১০ ও নির্ম্মিত শিকলের গৃহাঙ্ক ৬ পাওয়া গেল। এখন চক্রের উপরিস্থিত পংক্তি হইতে নিম্নদিকে গণনা করিয়া দশম পংক্তি ও উপরিস্থিত পংক্তির দক্ষিণাভিমুখে গণনা করিয়া ষষ্ঠ পংক্তি এই দুই পংক্তির সন্ধিস্থলে স আছে; অতএব চোরের নামের আদ্য অক্ষর স জানিতে পারা গেল।

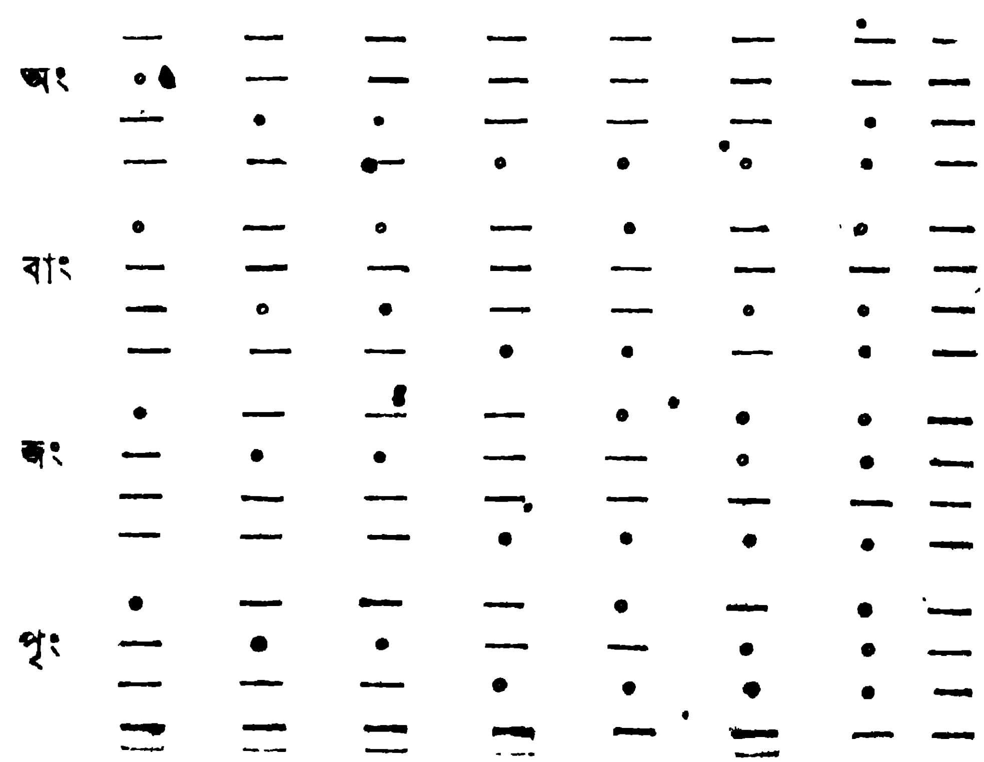
দ্বিতীয় বর্ণ জানিবার নিয়ম,—শিকলের চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ জায়চা হইতে নূতন জায়চা করিয়া অঙ্কীশ পাওয়া গেল। এই অঙ্কীশ বিজ্‌দহ পংক্তির অষ্টম গৃহে আছে, কিন্তু নির্ম্মিত শিকলের কোনও গৃহেই অঙ্কীশ নাই, অষ্টম গৃহে কব্জুল দাখিল আছে, এই কব্জুল দাখিলকে চক্রের নবম গৃহে দেখা যায় এবং বিজ্‌দহ পংক্তির নবম গৃহে কব্জুল খারিজ; অতএব চক্রের, নিম্নে নবম পংক্তি ও উপরি ভাগে অষ্টম পংক্তি লইয়া এই দুই পংক্তির মিলন-স্থলের বর্ণ গ্রহণ করিলে 'অ' পাওয়া যায়; সুতরাং চোরের নামের দ্বিতীয় বর্ণ 'অ' জানা গেল।

তৃতীয় বর্ণ জানিবার নিয়ম,—শিকলের সপ্তম ও পঞ্চদশ জায়চা হইতে নূতন জায়চা করিলে লহীয়ান হয়। এই লহীয়ান বিজ্‌দহ পংক্তির দ্বিতীয় গৃহে এবং নির্ম্মিত শিকলের তৃতীয় গৃহে আছে; অতএব, চক্রের নিম্ন দিকের দ্বিতীয় পংক্তি এবং উপরি ভাগের তৃতীয় পংক্তির মিলন স্থলে 'দ' দেখা গেল। এই প্রকারে সকল বর্ণ জানিয়া চোরের নাম অবধারিত করিতে পারিবে।

অগ্নিশূন্য চক্র।



অগ্নিরেখা চক্র।



তত্ত্ববর্ণজ্ঞান চক্র ।

অং অং	জাল	শীন	ক্ষেং	মাস্	তো	হেনান	অং লং
খণ্ড অং	• — • •	• • — •	• — — •	• • • —	• — • —	• • — —	• — — —
অং বাং	বে	বাৰ্	যে	মুন	থাং	তেং	জাদ
খণ্ড বাং	— • — —	• • — —	— • • —	• • • —	— • — •	• • — •	— • • •
খণ্ড জং	— — • —	• — • —	— • • —	• • • —	— — • •	• — • •	— • • •
অং জং	তীম	জে	কাফনা	মীন	কাফমী	সে	জোক
খণ্ড পৃং	— — — •	• — — •	— • — —	• • — •	— — • •	• — • •	— • • •
অং পৃং	দাল্	হে	লাম	এন	৩০	খে	গেন

জমীর কথনে অধিকার খণ্ড পরিভাষা ।

অগ্নি	• • — —	• — • —	• — — •	• • • •
বায়ু	• • — —	— • • —	— • — •	• • • •
জল	• — • —	— • • —	— — • •	• • • •
পৃথ্বী	• — — •	— • — •	— — • •	• • • •

প্রশ্নগৃহ স্তম্ভ-চক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—	•	—
—	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	—
—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	—
—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
—	•	—	•	•	—	•	•	•	•	—	•	—	•	—	•
—	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	•	•	—
•	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•
•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•

বিজদহানুক্রম চক্র।

অং	বিং	দিং	১	অং	রেং	দিং	২
বাং	বিং	দিং	২	বাং	রেং	দিং	৪
জং	বিং	দিং	৪	জং	রেং	দিং	৮
পৃং	বিং	দিং	৮	পৃং	রেং	দিং	১৬

গর্ভপ্রশ্ন চক্র।

•	•	•	—	•	•	•	—
—	•	—	•	•	—	—	•
—	—	•	—	•	•	—	•
—	—	—	—	—	•	•	—

—	—	•	—	—	—
—	—	•	•	•	—
—	•	•	•	—	•
•	—	•	•	•	•

পঞ্জিকার ইতিবৃত্ত।

তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ ও বার, এই পাঁচ বিষয়ের বৃত্তান্ত যাহাতে জানিতে পারা যায়, তাহাকে বিহার প্রভৃতি প্রদেশে "পঞ্চাঙ্গ" এবং বাঙ্গালায় "পঞ্জিকা" বলে। পঞ্জিকা কথার অপভ্রংশ পাঁজিকা, কাহারও মতে পঞ্জিকা কথাটী নিপাতনসিদ্ধ।

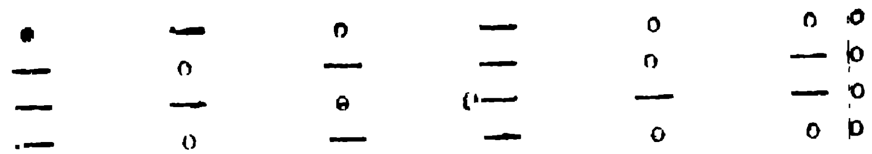
সূর্য্য এবং চন্দ্রের অন্তর হইতে তিথি ও করণ সাধন, চন্দ্রের গতি অনুসারে নক্ষত্র সাধন, সূর্য্য যে স্থানে থাকে ঐ স্থানের অঙ্ক, চন্দ্র যে স্থানে থাকে ঐ স্থানের অঙ্কের সহিত যোগ করিলে যোগ সাধন হয়, আর ইষ্ট শকের আরম্ভ হইতে গণনার দিন পর্য্যন্ত যত দিন হইয়াছে, ঐ সকল দিনের নাম অহর্গণ। অহর্গণকে সাত দিয়া ভাগ করিলে বার সাধন হয়।

এতদ্ব্যতীত—পঞ্জিকায় আরও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। সেই সকল বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে, নবগ্রহেরই স্থান ও অবস্থা নিরূপণ করা আবশ্যক হয়; যথা—জাতক গণনা ও বিবাহ-দিননির্ণয় প্রভৃতি।

গ্রহ নক্ষত্রাদির সাধারণ নাম জ্যোতিষ। এ কারণ তাহাদিগের স্বরূপ, অবস্থা, গতি ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় যদ্দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহাকে "জ্যোতিষ শাস্ত্র" বলে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ্। গণিত জ্যোতিষে গ্রহদিগের স্বরূপ, অবস্থা ও গতি প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, ঐ সকল বিষয় অবধারিত

	তরিক	[illegible]	অতবে দাখিল	নকী	অতবে খারিজ	[illegible]
স্বরূপ	0000	100'	0001	0010	1000	0'0
স্বামী	চন্দ্র	বুধ	শুক্র	মঙ্গল	রাহু	গুরু
রাশি	কর্কট	কন্যা	[illegible]	বৃশ্চিক	মকর	মীন
ভালমন্দ	শুভ	মধ্যম	শুভ	অধম	অধম	শুভ
হুকুম	মুনকলীব	সাবিত	দাখিল	মুনকলীব	খারিজ	দাখিল
লিঙ্গ	স্ত্রী	নপুং	স্ত্রী	পুং	নপুং	পুং
পদার্থ	ভূমি	বায়ু	বায়ু	অগ্নি	জল	[illegible]
গণন	[illegible]	[illegible]	১৪	[illegible]	১২	১১
স্বরূপ	0000	100	0001	0010	1000	00
সম্বন্ধ	[illegible]	নিক্তমা	অতবে-	নকী	অতবে খারিজ	[illegible]



মৃদু	কঠিন	কঠিন মৃদু	কঠিন	মৃদু	কঠিন মৃদু
পীতরক্ত	শ্বেতশ্যাম	শ্বেতকৃষ্ণ	শ্বেত	শ্যাম পীত শ্বেত	শ্যামল শ্বেত
দীর্ঘ	বর্ত্তুল	দীর্ঘ	চতুরস্র দীর্ঘ	বর্ত্তুল	বর্ত্তুল দীর্ঘ দীর্ঘ
নগর বন	স্বর্ণ রৌপ্য পর্ণ	পর্ব্বত বন	স্বর্ণ রৌপ্য পর্ণ	আরাম নৃত্যাগম	স্থান মার্গ কার
অতি মৌল্য	মৌল্য হীন	মৌল্য হীন	মৌল্য হীন	অল্প মৌল্য	মৌল্য সহিত
লঘু	গুরু	লঘু	গুরু	লঘু	গুরু
এক	যুত	যুত	যুত	এক	একত্র
অগ্নি	পাষাণ	অগ্নি	পাষাণ	আধার	পাষাণ
খণ্ডিত	পূর্ণ	খণ্ডিত	পূর্ণ	খণ্ডিত	পূর্ণ খণ্ডিত
তীক্ষ্ণকটু	মিষ্টান্ন	তীক্ষ্ণকটু	মিষ্টান্ন	মিষ্টান্ন	মিষ্ট তিক্ত
নির্ম্মাণ	ভূশিল্প	নির্ম্মাণ	ভূশিল্প	শিল্প	শিল্প হেতু
ধাতু	মূল	ধাতু	মূল	জীব	মূল মূল

করিতে হইলে প্রায়ই গণিত দ্বারা করিতে হয় বলিয়া জ্যোতিষের ঐ অংশকে "গণিত জ্যোতিষ" বলিয়া থাকে।

গণিত জ্যোতিষ আবার তিন প্রকার সিদ্ধান্ত তন্ত্র ও করণ। এই তিন প্রকার গণিতের প্রভেদ অতি সামান্য। সিদ্ধান্তে কল্প হইতে, তন্ত্রে যুগ হইতে এবং করণে ইষ্ট শক হইতে গণনা করিবার রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্জিকা গণনার সুবিধার জন্য করণ গ্রন্থে এক একটী প্রসারণী বা Table দেওয়া থাকে।

ফলিত জ্যোতিষে গ্রহদিগের অবস্থানুসারে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের শুভাশুভ ফল স্থির করিবার উপায় নির্দ্ধারিত থাকে।

শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, প্রথমে ব্রহ্মা নারদকে চন্দ্র শৌনককে, বশিষ্ঠ, মাণ্ডব্যকে এবং সূর্য্যময় নামক অসুরকে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অথচ যুক্তিযুক্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। সূর্য্যের উপদেশমূলক গ্রন্থই "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে খ্যাত।

সূর্য্যদেবের আজ্ঞানুসারে সূর্য্যদেবাংশ ব্যক্তিদিগের দ্বারা সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই জন্যই হউক, আর ইহার গণনা প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর প্রাচীন ও আধুনিক সকল জ্যোতির্ব্বিদগণেরই আস্থা ও ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। লিখিত আছে সূর্য্যসিদ্ধান্ত সত্যযুগের অল্পমাত্র সময় অবশিষ্ট থাকিতে রচিত হইয়াছিল। তদনুসারে সূর্য্যসিদ্ধান্তের সময় গণনা করিলে বলা যাইতে পারে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ন্যূনাধিক একশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্যদেব প্রতি যুগেই এক একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, বলিয়া কথিত আছে। যুগাদির পরিবর্ত্তনের সহিত কালভেদই এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের একমাত্র কারণ। গ্রহগণের অবস্থা সকল সময়ে একরূপ থাকিতে পারে না। সময়ের অন্তরের সহিত গ্রহদিগের সঞ্চারেরও কিঞ্চিৎ অন্তর বা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা স্থির করিয়া মূল গ্রহের সংস্কার করা আবশ্যক। সূর্য্যদেবও এইরূপে এক যুগের গণনার সংস্কার করিয়া অন্যযুগে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে একযুগের মধ্যেও যদি গ্রহ বারের অন্তর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই অন্তর সাধন করিয়া গণিতে সংস্কার দিয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্যক হয় ও তৎকালের আচার্য্যগণ নূতন গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। গ্রহচারে এইরূপ অন্তরের নামই বীজ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের ন্যায় ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েক খানি দেবপ্রণীত এবং বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত, সৌনিক সিদ্ধান্ত, পৌলিশ সিদ্ধান্ত ও পরাশর সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েক খানি ঋষিপ্রণীত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে। অনেকে বলেন,—দেবপ্রণীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ একই সময়ে লিখিত। ফলতঃ, সে বিষয়ের অনুকূল বা প্রতিকূল কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কেবল মাত্র শাস্ত্রে এই উল্লেখ আছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত সত্যযুগের শেষ ভাগে, আর পরাশর-সিদ্ধান্ত কলিযুগে রচিত হয়। দেবপ্রণীত সিদ্ধান্তগুলি যে সময়েই লিখিত হউক, সেই সময় যে জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের আদিম বা শৈশব কাল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দেবতারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বীজ বপন করিয়া যান। ঋষিগণ তাহাকে অঙ্কুরিত এবং শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা নারদকেও চন্দ্র শৌনককে

জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং ইহাও লিখিত আছে যে, ঋষিরা সূর্য্যোপদিষ্ট ময়াসুরের নিকট জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, বশিষ্ঠ ঋষিকে দেবতাদিগের সমসাময়িক জ্যোতিষশাস্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া কোনও কোনও গ্রন্থ লিখিত আছে। শাস্ত্রে অনেকগুলি আর্যসিদ্ধান্তের নাম পাওয়া যায় এবং দুই একটী বচনও উদ্ধৃত দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু কেবল পরাশর, বশিষ্ঠ ও পৌলিশ ঋষির মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের আর্ষসময় কৌমারাবস্থা।

দৈব বা আর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আর্য্যভক্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ কতক গুলি সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দৈব ও আর্ষসিদ্ধান্ত থাকিতেও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়-য়নের হেতু গণনায় সংস্কার করা মাত্র। বহুকাল অতীত হইলে, গ্রহদিগের গতি ও অবস্থার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য হয়; সুতরাং, সেই বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত গণনার ফল ঠিক হয় না, তাই সূর্য্যদেব যেমন যুগে যুগে এক এক খানি সিদ্ধান্ত ও পরাশর ঋষি কলি যুগে এক খানি সিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন, সেই রূপ আচার্য্য গণ আপনাপন সময়ানুসারে গ্রহদিগের অন্তর প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ সংস্কার দ্বারা কিছু কিছু পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক এক এক খানি গ্রন্থ প্রনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা গ্রহ-দিগকে দর্শন করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদি নির্ণয় করিবার উদ্দেশে আপনাপন গ্রন্থে যন্ত্রাধ্যায় নামক এক একটী অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে যে, আর্য্যভট্ট ৪১৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথমে পরাশর ঋষির সিদ্ধান্ত অবলম্বনে আপতি গ্রহ-দিগের বেধ প্রত্যক্ষ করিয়া এক খানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লল্ল নামক আচার্য্য আর্য্যভট্টের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "শিষ্যধ

বুদ্ধিদ" নামে আর এক খানি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ প্রণয়ণের কারণ-নির্দ্দেশ-স্থলে, তিনি লিখিয়াছেন যে, "যদিও আচার্য্য আর্য্যভট্টের শিষ্যগণ তৎপ্রণীত বিশদ সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া অনেকগুলি তন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি সংক্ষেপে গ্রহদিগের সাধন-প্রণালী সম্যক্‌রূপে দেখাইয়া দেন নাই। তাহা আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। ইনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

এই শতাব্দীতেই বরাহমিহির, পৌলিশ, রোমক, বশিষ্ঠ, সৌর ও পিতামহ, এই পাঁচ খানি প্রাচীন সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া "পঞ্চ সিদ্ধান্তিক" নামক এক খানি করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বরাহমিহির প্রতিজ্ঞাবাক্যে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বাচার্য্য মত হইতে যে সকল শ্রেষ্ঠ, লঘু ও স্ফুট বীজরহস্য আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য সেই গ্রন্থপ্রণয়নে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বরাহসংহিতায় লিখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা গ্রহদিগের বিকৃতি প্রকাশ পাইবে।

সহস্র শতাব্দীতে ব্রহ্ম গুপ্ত আবির্ভূত হয়েন। তিনি ব্রহ্মাকৃত সিদ্ধান্তগ্রন্থের সংস্করণ করিয়া এক খানি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি দৃষ্টিদ্বারা গ্রহদিগের স্ফুটসাধন করিয়া তাহার সংস্কার করেন।

১০২১ শকে শতানন্দ, বরহমিহিরকৃত "পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা" সারভূত "ভাস্বতী" নামক করণগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। গ্রহণ গণনায় ভাস্বতী সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১০৩৬ শকে জ্যোতির্ব্বিদাগ্রগণ্য সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০৭২ শকে "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ এবং ১২০৫ শকে "করণ-কুতুহল" নামক করণগ্রন্থ রচনা করেন। সিদ্ধান্ত

শিরোমণির তুল্য গ্রন্থ যে, এদেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। শুধু এ দেশে নহে, ইউরোপের পণ্ডিতগণও ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে দেব এবং ঋষিকৃত গণনার দোষগুণ বর্ণনা করিয়া যাহা নির্ভুল, তাহারই সমাদর করিয়া গিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্যের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ এবং পুত্র পৌত্রাদি অধস্তন পুরুষ-পরম্পরা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু সকলেই যে জ্যোতির্বিদ ছিলেন, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ভাস্করাচার্য্যের পুত্রের নাম লক্ষ্মীধর। তিনি বেদার্থবিদ, তর্কশাস্ত্রনিপুণ, ও মীমাংসক্ষম ছিলেন। তাঁহার বহু শাস্ত্রবেদিতার পরিচয় পাইয়া মহারাজ জৈত্রপাল তাঁহাকে আপন সভার প্রধান সভাসদের পদে অভিষিক্ত করেন। লক্ষ্মীধরের পুত্র সিংঘন চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেব, একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তিনি ভাস্করাচার্য্যও তদ্বংশীয়দিগের প্রণীত গ্রন্থ সকলের মত চিরস্থায়ী করিবার জন্য এক মঠ প্রস্তুত করেন। ঐ মঠে একটী এই মর্ম্মের শ্লোক লিখিয়া রাখেন। *

এইরূপে ভাস্করাচার্য্যের সন্তান-পরম্পরা ও শিষ্য-পরম্পরা দ্বারা দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিছু দিন জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের পর, কিছু কাল প্রামাণিক জ্যোতিষ গ্রন্থ বা জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৩৮২ শকে কেশব দৈবজ্ঞ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতানুসারে গণনা করিয়া যে গ্রহ আইসে এবং আর্য্যভট্টের গণনানুসারে গণনা করিয়া যে গ্রহ আইসে, এতদুভয়ের যোগ করিয়া তাহার

* "ভাস্কররচিত গ্রন্থাঃ সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রমুখাঃ।
তদ্বংশ্যকৃতাশ্চান্যে ব্যাখ্যেয়া মন্মঠে নিয়তম্॥"

অর্দ্ধেক লইয়া আরও স্ফুটতর গ্রহানয়ন প্রণালী দেখাইয়া এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পুত্র গণেশ দৈবজ্ঞ, তাঁহার ৬০ বৎসর পরেই গ্রহ-দিগের অন্তর দর্শন করেন এবং নূতন গণনা ক্রম অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনায় ১৪৪২ শকে "গ্রহলাঘব" নামক প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিক এক খানি করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনিও ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গ্রন্থকার বিশেষের প্রতি আস্থা বা অনাস্থা দেখাইতেন না, যে গ্রন্থে যতটুকু সত্য পাইতেন, সেই গ্রন্থ হইতে সেইটুকু মাত্র লইতেন। গণনা সত্য হইল কি না, ইহা জানিবার জন্য তিনি স্বয়ং গ্রহাদি দর্শন করিতেন। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে, আর্য্যভট্টের তন্ত্র হইতে ও ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে কোনও কোনও গ্রহ লইয়া, যে গ্রহে যে কিছু সংস্কার দেওয়া আবশ্যক, তাহা দিয়া, গণনার উপকরণ ঠিক করিয়া লইতেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সকল গ্রহ এইরূপে সাধিত হওয়ায় দৃক্‌জনিতৈক্য পাওয়া যাইতেছে; অতএব, দৃক্‌জনিতৈক্য করিয়া গণনা দ্বারা যে তিথি নক্ষত্রাদি সিদ্ধ হইবে, তদনুসারেই গ্রহণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, একাদশী, ব্রতাদি, রাজকার্য্য, বিবাহাদি সৎকার্য্য করণের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

তিনি নানা গ্রন্থ হইতে সারসংগ্রহ করিয়া গ্রহগণনার আয়াস লাঘব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের নাম "গ্রহ লাঘব" হইয়াছে। তিনি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—যদি কালান্তরে গ্রহ-দিগের অন্তর পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিথি আনয়নের মূল শুদ্ধি ও কেন্দ্র বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে।

১৫৮০ শকে কমলাকর ভট্ট সিদ্ধান্ত "তত্ত্ববিবেক" নামক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহার বংশপরম্পরায় পণ্ডিত ও গ্রন্থকার কমলাকরের পিতামহ কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ "বীজ কল্পলতা" নামক

গ্রন্থের প্রণেতা। কমলাকরের পিতা নৃসিংহ দৈবজ্ঞ "বাসনা কর্তৃক" প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার পিতৃব্য মুনীশ্বর বিশ্বরূপ সিদ্ধান্ত শিরোমণির "মরীচি" নাম্নী টীকা রচনা করেন। মুনীশ্বরের পিতা রঙ্গনাথ সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর "গূঢ়ার্থ প্রকাশ" নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কমলাকরের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দিবাকরও একজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। কমলাকর তাঁহারই নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন।

কমলাকর সে কালের একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তের উক্তি অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করিতেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরোধী কোনও কথাই গ্রাহ্য করিতেন না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় "সিদ্ধান্ত-বিবেকের" সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, কমলাকর তাঁহার পিতৃব্য মুনীশ্বরের প্রতি ঈর্ষাপ্রযুক্ত সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেকরচনার প্রধান উদ্দেশ্য—ভাস্করের মত খণ্ডন করা। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিবেদী বিবেচনা করেন যে, কমলাকর ভাস্করপ্রদর্শিত উদয়াস্তর প্রভৃতি কতক গুলি বিষয়ের খণ্ডন করিতে গিয়া নিজেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এ কথা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

সাত শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য যে উদয়াস্তরাদি অবধারিত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে মনীষাসম্পন্ন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহাই বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিতেছেন। কমলাকর ভাস্করাচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষবশতই হউক আর অপর কোনও কারণেই হউক, সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও প্রদর্শিত ক্ষয়-মাসের মধ্যে কেবল মাত্র কার্ত্তিকাদি মাসত্রয়ে সম্ভানের খণ্ডন

করিয়া ক্ষয়মাসের সর্ব্বকালিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়া সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেকের উপর ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের অনাস্থার বীজবপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কমলাকর প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ আর্য্যভট্টের এবং ভাস্করাচার্য্যের মতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়ায় যে সাধারণের বিরাগভাজন হইবেন, তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

সিদ্ধান্ত বিবেকের প্রচলন কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই যে নাই, এরূপ নহে; অন্যান্য দেশেও ইহার ব্যবহার দেখা যায় না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত গণিত জ্যোতিষের যৌবনাবস্থা। সংস্কৃত জ্যোতিষের যাহা কিছু উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই সময়েই হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই ইহার ক্রমশঃ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ ক্রমশঃ উদ্যমহীন হইয়া পড়েন। তাঁহারা সিদ্ধান্ততত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া। পূর্ব্বাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তের মর্ম্ম লইয়া সহজ করণগ্রন্থ ও সারণী গ্রন্থ প্রস্তুত করিতেই যারপরনাই যত্নবান্ হয়েন। কিসে করণ-গ্রন্থ ও সারণী-গ্রন্থ সরল ও সহজ হয়, তাহার প্রতিই তাহাদের সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সিদ্ধান্তগ্রন্থের আলোচনা এক প্রকার লোপ পাইল বলিলেও চলে। সকলেই সরল করণ ও সারণী গ্রন্থের উপর করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগাইলেন। করণ গ্রন্থ অভ্যাস থাকিলেই তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, ইহাই সকলের ধরণা হইতে লাগিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৫১৩ থাকে বাদ্যবানন্দ জ্যোতিষী গ্রহণাদি গণনোপযোগী "সিদ্ধান্ত রহস্য" নামক করণ বা সারণ এবং ১৫২১ শকে তিথি নক্ষত্রাদি গণনোপযোগী

"দিনচন্দ্রিকা" নামক সারনী গ্রন্থ রচনা করেন। আর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মকরন্দ ও সারণী গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

কাশী-অঞ্চলে মকরন্দ প্রণীত গ্রন্থেরই সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়, তবে গ্রহ লাঘব অনুসারী পঞ্জিকাও যে একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমন নহে। বঙ্গদেশে "দিন চন্দ্রিকা" "রাত্রি দিনোজ্জ্বল" ও "দিনকৌমুদী" প্রভৃতি অনেক গুলি সরল করণ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে "দিন চন্দ্রিকা"ই প্রধান। দিনচন্দ্রিকা-অনুসারেই অনেকে পঞ্জিকা গণনা করিয়া থাকেন।

আমাদের বাঙ্গালা-প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও করণ ও সারনী অনুসারে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে সকল করণ সারনী গ্রন্থ আমাদিগের দেশে পরিচিত নহে। ফলতঃ, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে করণ ও সারনী-গ্রন্থানুসারে প্রণীত পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ চলিয়া আসিতেছে।

১৭৮৭ শকে পণ্ডিতবর কোড়াপন্থ পুত্র বম্বে-প্রদেশে প্রচলিত পঞ্জিকার দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া দৃষ্ট গ্রহানুসারে "পটবর্দ্ধনী" নামে এক খানি পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। প্রায় এই সময়েই উড়িষ্যা-প্রদেশে পণ্ডিতবর চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র, মান্দ্রাজে রঘুনাথাচার্য্য, শ্রীযুক্তবঙ্কটেশ্বর দীক্ষিত ও সুন্দরেশ্বর শ্রৌতী এবং কাশীতে মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়েরা নিজ নিজ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিয়া দেখেন যে, বর্ত্তমান পঞ্জিকার ভয়ানক ভুল দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহারা সময়ানুযায়ী গ্রহগণের অবস্থান্থির করিয়া কেহ কেহ করণগ্রন্থ, কেহ কেহ বা নুতন পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন।

উপরি-উক্ত কয়েক জন পণ্ডিতেরই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগের তুল্য জ্যোতির্ব্বিদ সমুদয় ভারতবর্ষ মধ্যে আছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহাদিগের মধ্যে চন্দ্রশেখর ভিন্ন সকলেই ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী। জ্যোতির্বিদ্যার গৌরবে অনেকেই রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত বাসুদেব শাস্ত্রীকে আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যতা (Fellowhip C. I. E.) সি, আই, ই এবং মহা মহোপাধ্যায় উপাধিদান করিয়া যারপরনাই উদারতা ও ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় যে, কেবলমাত্র স্বদেশেই সম্মানিত, তাহা নহে। গ্রেটব্রিটেন ও আয়রলণ্ডের "রয়াল আসিয়াটিক সোসাইটী" তাঁহাকে "অনাররী মেম্বর" নিযুক্ত করিয়া ভারতীয়-গণিতের সম্মানবৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপে কেরো- পন্থ পুত্র এবং রঘুনাথ আচার্য্য মহাশয়দ্বয়ও বিশেষ বিশেষ রাজ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কবিবর চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র উড়িষ্যা প্রদেশের মণ্ডপড়ার করদ রাজা শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মহাসিংহ হরিচরণ মহাপাত্রের পিতৃব্য। তাঁহার বিদ্যাভিমান যশোলিপ্সা বা জিগীষা কিছুই নাই। তিনি একজন পরম ভাগবত। জ্যোতিস্তত্ত্বানুসন্ধান এবং ভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ইংরাজী বর্ণমালা পর্য্যন্ত অবগত নহেন, কেবল শাস্ত্রালোচনা নিজের অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ়যত্নে স্বকৃত নলিকাদি যন্ত্রদ্বারা গ্রহদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যে রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদনুসারে "সিদ্ধান্ত-দর্পণ" নামক এক খানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রনয়ন করিয়াছেন।

কটক-অঞ্চলের পণ্ডিতবর সদাশিব খড়িরত্ন এবং মেদিনী-

পুরের অন্যাতি নন্দীগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্তরুদ্রনারায়ণ জ্যোতি-ভূষণ প্রভৃতি পঞ্জিকাকারগণ হইয়াই সিদ্ধান্ত-দর্পণানুসারে পঞ্জিকা গণনা করিয়া থাকেন। খড়িরত্নের পঞ্জিকা উড়িষ্যার নানা স্থানে চলিতেছে। রুদ্রনারায়ণের পঞ্জিকায় মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ পণ্ডিতই সম্মতিদান করিয়াছেন। চন্দ্র-শেখর সিংহের গণনার ফল ইংরাজী জ্যোতিষের সহিত অধি-কাংশ স্থলেই মিল আছে, দুই এক স্থলে অতি সামান্য প্রভেদ আছে মাত্র।

কেড়োপন্থ পুত্রের পঞ্জিকা বোম্বে প্রদেশে নিরাপত্তিতে প্রচ-লিত নহে। স্বর্গীয় বাসুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্জিকারও বিরোধী অনেক লোক কাশিতে আছেন।

১২৯৫ শালে তেলিনীপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মনো-মোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রানুসারে বঙ্গবাসী নামক সুপ্রসিদ্ধ সপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়ায় বঙ্গদেশেও হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বিষয়ী লোক "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" পঞ্জিকা নাম দিয়া এক খানি পঞ্জিকা প্রচার করেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাহার নিজের তাদৃশ দৃষ্টি না থাকায়, পঞ্জিকাখানি উৎ-কৃষ্ট হয় নাই। এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া পঞ্জিকা খানিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া যে উক্ত পঞ্জিকা একবারে অচল হইয়াছে, তাহা নহে। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে তাঁহারাই পঞ্জিকা প্রচলিত।

১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে বর্দ্ধমানের অভিনব মহারাজ শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী আপতাব বাহাদুরের উপনয়ন-উপলক্ষে পঞ্জিকার তত্ত্বনিরূপণ উদ্দেশে হিন্দু ধর্ম্মাশ্রয় পরম প্রতিষ্ঠাপন্ন কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কপূর বর্দ্ধমান রাজবাটীতে

একটী মহতী সভা অনুষ্ঠান করেন। সেই সভায় নানা স্থানের পণ্ডিতেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই দিন ধরিয়া সভার অধিবেশন হয়। দুঃখের বিষয় সভার কি যে মীমাংসা হইল, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিল না।

গত ১২৯৬ এবং ১২৯৭ সালে ৮।৯ খানি নূতন পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। বৎসর বৎসর উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে; কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, ঐ সকল পঞ্জিকার সংখ্যা যত, পঞ্জিকাকারদিগের মতও তত না হউক কিন্তু কম সংখ্যায় হইবে। আজিকালি ঘোরতর পঞ্জিকা-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু সে মত সর্ব্ববাদীসম্মত নহে, অনেকে তাহার বিরোধী। ফলতঃ, যাহাই হউক সে বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া আবশ্যক এবং সর্ব্বত্র সকল পঞ্জিকার তদনুসারে সমতা সংরক্ষিত হওয়া উচিত।

বিবাহাদি সংস্কার প্রকরণ।

যুগ্ম বর্ষে কন্যার বিবাহ হইলে বিধবা এবং অযুগ্ম বর্ষে দুর্ভাগ্যবতী হয়; এজন্য গর্ভ হইতে গণনা করিয়া যুগ্মবর্ষে বিবাহ দিলে কন্যা পতিব্রতা হইয়া থাকে।

সোম, বুধ বৃহস্পতি, শুক্র এই চারি বারে বিবাহ প্রশস্ত এই সকল বারে বিবাহ দিলে কন্যা সৌভাগ্যশালিনী হয়; তদ্ভিন্নবারে বিবাহে কন্যা কুলটা হইয়া থাকে। প্রত্যুত রাত্রি কার্য্যে বার দোষ হয় না, বিশেষতঃ রবি মঙ্গল এবং শনি এই তিন বারে কোন দোষ থাকে না।

অমাবস্যার দিবস বিষ্টিভদ্রা হইলে সে দিবস যদি বিবাহ হয়, এবং রিক্তা তিথির দিন যে বিবাহ হয় তাহা অতি শুভ জনক।

শনিবার রিক্তা তিথিতে বিবাহ হইলে কন্যা পতি এবং পুত্রবতী হয়

রেবতী, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, মঘা, অনুরাধা, হস্তা, স্বাতী. এই একাদশ নক্ষত্রে এবং কন্যা, মিথুন, তুলা এই তিন লগ্নে বিবাহ প্রসিদ্ধ।

মঘা এবং মূলা নক্ষত্রের আদ্যপদ এবং রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ ভাগ ত্যাগ করিয়া বিবাহ দিবে ; কারণ, ইহাতে বিবাহ হইলে প্রাণনাশ ঘটে।

ব্যতিপাত যোগে বিবাহ হইলে কুলচ্ছেদ, পরিঘ যোগে কন্যা স্বামীঘাতিনী, অতিগণ্ড যোগে বিধবা, বৈধৃতি ও ব্যতিপাতে রোগান্বিত, হর্ষণযোগে শোক, গণ্ডযোগে রোগ, শূলযোগে বিষ্কুম্ভ ও বজ্রযোগে মরণ হয় ; এজন্য এই সকল যোগে বিবাহ পরিত্যজ্য।

আষাঢ় মাসে বিবাহ হইলে কন্যা দুঃখিনী, শ্রাবণে মৃতবৎসা, ভাদ্রে বেশ্যা, আশ্বিনে মৃতা, কার্তিকে রোগান্বিতা, পৌষে মৃতবৎসা, চৈত্রে মদনোন্মত্ত ; তদ্ভিন্ন মাসে বিবাহ দিলে ধন-পুত্রবতী হয়।

কন্যা, তুলা, মিথুন ও ধনু লগ্নের শেষার্দ্ধ এবং অপরাপর লগ্নকে ৩য় ভাগ করিয়া মৃগের তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, বৃষের ষষ্ঠ ও নবম, কর্কটের তৃতীয় চতুর্থ, সিংহের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম, বৃশ্চিকের তৃতীয় ও চতুর্থ, ধনুর ষষ্ঠ ও সপ্তম, মকরের ষষ্ঠ ও নবম, কুম্ভের প্রথম এবং মীনের চতুর্থ ও তৃতীয় ভাগ বিবাহে প্রশস্ত জানিবে। এই সকল লগ্নের সপ্তম, অষ্টম অথবা দ্বাদশস্থানে যদি শুভ গ্রহ না থাকে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং একাদশ স্থানে যদি চন্দ্র থাকে, তৃতীয় ষষ্ঠ, অষ্টম ও একাদশ স্থানে যথাক্রমে যদি পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, ষষ্ঠ ভবনে যদি শুক্র ও অষ্টম ভবনে মঙ্গল না থাকে, তবে সেই লগ্ন বিবাহের উপযুক্ত

জানিতে হইবে। নতুব', গোধূলী কালে বিবাহ দিলে কোনও দোষ ঘটে না; কিন্তু অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসের গোধূলী-কাল প্রশস্ত নহে। তাহ'তে বিবাহ দিলে কন্যা বিধবা হয়।

সুতহিবুক যোগ,—বিবাহ সময়ে যে লগ্ন হইবে, যদি সেই লগ্নের, পঞ্চমে, চতুর্থে, নবমে ও দশমে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে সুতহিবুক যোগ হয়। এই যোগে বিবাহ দেওয়া অতি প্রশস্ত।

দ্বিরাগমন।

বিবাহের পর পত্নীর দ্বিতীয় বার স্বামীভবনে আগমন করার নামে 'দ্বিরাগমন'। এই দ্বিরাগমন অষ্টম বর্ষে হইলে শাশুড়ীর বিনাশ হয়, দশম বর্ষে শ্বশুরের বিনাশ, দ্বাদশ বর্ষে স্বামীনাশ হইয়া থাকে। বিবাহ মাসের প্রথম মাসে যদি দ্বিরাগমন না হয়, তবে যুগ্মাব্দাদি ভাবিয়া দেখিবে। কিন্তু পুষ্যা, হস্তা, পুনর্ব্বার উত্তর ফাল্গুনী, উত্তর ভাদ্রপদ, স্বাতী, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, উত্তরাষাঢ়া, মৃগশিরা, রেবতী নক্ষত্রে বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে এবং যাত্রা কালোক্ত তিথিতে শুদ্ধকালে চন্দ্র, তারা ও গোচরাদি শুদ্ধিতে স্বামী দ্বিরাগমন করিতে পারে, কিন্তু শুক্রাস্তে কদাপি হইবে না, আর সম্মুখ শুক্র হইলেও হইতে পারে না।

একগ্রামে কিম্বা একই গৃহে থাকিলে কিম্বা দেশে দুর্ভিক্ষ বা রাজবিপ্লবাদি ঘটিলে, যদি স্বামী আপনি সঙ্গে করিয়া আপন ভবনে আনয়ন করে, তাহা হইলে কোনও দোষ ঘটে না, এমন কি, সম্মুখ শুক্রও কোনও ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় না।

আদ্যঋতু-বিচার।

স্ত্রীলোক রবিবারে প্রথম রজঃস্বলা হইলে বিধবা, সোমবারে

হইলে পতিব্রতা, মঙ্গলবারে বেশ্যা, বুধবারে সৌভাগ্যশালিনী, বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীবতী, শুক্রবারে সন্তানযুক্তা এবং শনিবারে হইলে বন্ধ্যা হয়।

নন্দা ও ভদ্রা তিথিতে রজঃস্বলা হইলে স্ত্রী সতী ও পতিব্রতা হয়। পূর্ণা তিথিতে হইলে পুত্রকন্যাবতী, জয়া তিথিতে সম্মানিতা এবং রিক্তা তিথিতে রজঃস্বলা হইলে যমালয়গামিনী হয়।

ঋতুকালে অখণ্ড নক্ষত্র পাইলে, স্ত্রী সদা সুখিনী ও দীর্ঘজীবিনী হইবে। দ্বিপাদভগ্ন নক্ষত্র পাইলে কিছু অমঙ্গল ঘটে। পাদভগ্ন নক্ষত্রে প্রথম ঋতুবতী হইলে স্বামীর মঙ্গল হইয়া থাকে, দিবসে হইলে স্ত্রীর নিজের কুশল হয়, উষা এবং প্রদোষকালে হইলে নারী বন্ধ্যা হইবে।

পূর্ব্ব ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে ঋতু হইলে নারী বিধবা হয়, মদ্যাক্ষ শোকান্বিতা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বন্ধ্যা এবং কৃত্তিকা কিম্বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ঋতু হইলে দরিদ্রা হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু জ্যৈষ্ঠ মাসে হইলে বিধবা, আষাঢ়ে ধনবতী, শ্রাবণে মৃতপুত্রা, ভাদ্রে রোগিনী, আশ্বিনে স্বামীঘাতিনী কার্ত্তিকে স্বকুলনাশিনী, অগ্রহায়ণে ধর্ম্মশীলা, পৌষে রতিবিহ্বলা, মাঘে পতিব্রতা, ফাল্গুনে বহুপুত্রবতী, চৈত্রে মদনোন্মাদিনী এবং বৈশাখে সুপ্রিয়বাদিনী হইয়া থাকে।

গর্ভাধান।

লগ্ন, সূর্য্য ও চন্দ্র পাপযুক্ত ও পাপমধ্যগত না হইলেও ইহাদের সপ্তম স্থান শুভাগ্রহযুক্ত হইলে ও অষ্টমস্থানে মঙ্গল না থাকিলে ও সুখস্থান পাপশূন্য হইলে এবং নবম ও পঞ্চম স্থান লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থান শুভ'গ্রহযুক্ত হইলে এবং

তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থান পাপযুক্ত হইলে গণ্ডসময় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুগ্ম দিবসে পুরুষের চন্দ্রাদি শুদ্ধ হইলে প্রথম রজঃস্বলা স্ত্রীসহবাস করিবে। ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকালে তাহাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, একাদশ ও ত্রয়োদশ দিন ত্যাগ করিয়া অপর দশ দিবসের মধ্যে যুগ্ম দিবসে গর্ভাধান প্রশস্ত। মূলা, মঘা, অশ্বিনী, নক্ষত্রের আদ্য পাদ গণ্ড, জ্যেষ্ঠা, রেবতী ও অশ্লেষার শেষ পাদ গণ্ড, এজন্ত গণ্ড ত্যাগ করতঃ ষোড়শ দিবসের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দিবসে স্ত্রী-গমন করিবে।

পুংসবন।

গর্ভাসঙ্কারের পর তৃতীয় মাসে এই সংস্কার করিতে হয়। রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি বারে, নন্দা ও ভদ্রা তিথিতে, পূর্ব্বভাদ্র-পদ, উত্তর ভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, হস্তা. মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা, পুষ্যা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্র হইলে যমিত্র বেধ এবং এবং দশ যোগাদি ভঙ্গযোগ রহিতে জোমরাদি শুদ্ধ হইলে লগ্নের নবম ও পঞ্চমে শুভ গ্রহ থাকিলে, এবং পাপগ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানে থাকিলে যদি স্ত্রীর চন্দ্রতারা শুদ্ধ হয়, তবে কুম্ভ, মিথুন, সিংহ, ধনু কিম্বা মীনলগ্নে 'পুংসবন সংস্কার' করিবে।

পঞ্চামৃত।

রবি, বৃহস্পতি ও শুক্র বারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে রেবতী, অশ্বিনী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, স্বাতী, মূলা, মঘা, অনুরাধা, হস্তা ও উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে এবং স্ত্রীর লগ্ন শুদ্ধিতে পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত (ঘৃত, দধি, মধু, দুগ্ধ ও শর্করা) ভোজনার্থ প্রদান করিবে।

সমীন্তোন্নয়ন।

ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে মাসাধিপতি বলবান্ হইলে এবং চন্দ্র শুভ গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রিক্তা ভিন্ন তিথিতে পূর্ব্ব-ভাদ্র-পদ, উত্তর ভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা, পুষ্যা, আর্দ্রা ও অনুরাধা, এই সকল নক্ষত্রে মকর ও মেষ ভিন্ন লগ্নে মিথুন, তুলা, কুম্ভ ও কন্যা রাশির নবমাংশে সীমন্তোন্নয়ন করিবে।

নামকরণ।

রোহিনী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তর ফল্গুণী, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তর ভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও হস্তা নক্ষত্রে এই সকল না পাইলে এই সকল নক্ষত্রের মুহূর্ত্ত সময়ে যে লগ্ন হইবে, (কিন্তু যদি সেই লগ্নের কেন্দ্রে শুভগ্রহ থাকে, তবে) সেই লগ্নে এবং জন্ম দিবসাবধি দশম, একাদশ ও একশত দিবসে কিম্বা কুলাচারক্রমে শুভ দিনে, শুভ তিথিতে এবং শুভযোগে জাত বালকের নামকরণ প্রশস্ত।

নিষ্ক্রামণ।

ইহাও দশবিধ সংস্কারের মধ্যে এক সংস্কার। আর্দ্রা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, বিশাখা, পূর্ব্ব ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, শতভিষা, ইহা ভিন্ন যে কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের যোগ না থাকে, তবে সেই নক্ষত্র নিষ্ক্রামণে প্রশস্ত হয়। আর রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শনি, মঙ্গল ভিন্ন বারে কুম্ভ তুলা, কন্যা, সিংহ, এই কয়েকটী লগ্নে এবং ঐ সকল লগ্নে পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে জন্ম অবধি চতুর্থ মাসে কিম্বা তৃতীয় মাসে চন্দ্র তারা শুদ্ধ দিবসে নিষ্ক্রামণ বিধেয়।

অন্নাশন।

ষষ্ঠ মাসে (অর্থাৎ ১৫০ দিনের পর ১৮০ দিন মধ্যে) বালকের অন্নাশন প্রসিদ্ধ। শুভকর চন্দ্রে কিম্বা ভিন্ন তিথিতে বুধ, রবি, শুক্র, সোম ও বৃহস্পতি বারে শুক্লপক্ষে, পঞ্চপর্ব্ব, দ্বাদশী নন্দা, সপ্তমী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুষ্যা, রেবতী, অশ্বিনী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা. অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তর ফল্গুণী, উত্তরষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, শতভিষা ও মঘা নক্ষত্রে দশযোগ ভঙ্গ রহিতে বৃষ, মিথুন, ধনু, মীন ও কন্যা লগ্নে অন্নপ্রামাণ শুভ।

কর্ণবেধ।

জন্ম-রাশিতে, জন্ম নক্ষত্রে ও জন্মমাসে, রবি, শনি, মঙ্গল বারে ও হরিশয়ন ভিন্ন সময়ে শুদ্ধ কাজে, অযুগ্ম বৎসরে, গোচরশুদ্ধ রবিতে পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, স্বাতী, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, বৃষ, তুলা, ধনু, ও মীন লগ্নে, তৃতীয়, একাদশ, নবম, পঞ্চম ও কেন্দ্রস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে একাদশ, তৃতীয় ও ষষ্ঠস্থানগত পাপগ্রহ হইলে, কর্ণবেধ প্রশস্ত। যদি দুই পুত্র থাকে ও অপরের সম্ভব হয়, তবে তাহাকে "ঘটকর্ণ" কহে। উহা দেবতারাও ত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব, সন্তান জন্মিলেই এরূপ স্থলে মাতার ক্রোড়ে বসাইয়া দ্বিগুণ সূত্রবিশিষ্ট সূচী দ্বারা মাতাই কর্ণবেধ করিবেন।

চূড়াকরণ।

অযুগ্ম বৎসরে, অযুগ্ম মাসে কিম্বা কুলরীত্যনুসারে রবি, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে রিক্তা, অমাবস্যা, অষ্টমী, ষষ্ঠী, প্রতিপদ

ভিন্ন তিথিতে, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা,স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা,ধনিষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্রে দশযোগাদি ভঙ্গরহিতে শুক্ল পক্ষে,, রবি, চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ থাকিলে চূড়াকার্য্য অর্থাৎ প্রথম কেশমুণ্ডন করিবে। কিন্তু জন্মমাসে চৈত্র, পৌষ ও অগ্রহায়ণ মাসে এবং হরিশয়নে হইবে না।

বিদ্যারম্ভ।

উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিনী, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা ভিন্ন নক্ষত্রে, শুক্র, বৃহস্পতি ও রবিবারে, শুভ তিথি ও শুভ করণে, কালশুদ্ধিতে কেন্দ্র এবং ত্রিকোণগত শুভগ্রহ থাকিলে, দশযোগ ভঙ্গরহিত হইলে অনধ্যায় ব্যতীত সময়ে পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ বিধেয়।

বিদ্যারম্ভে বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ এবং শুক্র ও রবিবার মধ্যম জানিবে। শনি ও মঙ্গলবারে বিদ্যারম্ভ হইলে মৃত্যু এবং বুধ ও সোমবার হইলে মূর্খ হয়। ষষ্ঠী, প্রতিপদ, অষ্টমী, রিক্তা, পঞ্চদশী তিথি ভিন্ন তিথিতে শুদ্ধকালে বিদ্যারম্ভ কর্ত্তব্য।

উপনয়ন।

বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র ও তারা শুদ্ধিতে হরিবোধে উত্তরায়ণে, গলগ্রহাদি দোষরহিত হইলে, শুক্ল পক্ষে দশযোগ-ভঙ্গ,যু,বেধ ও যামিত্র বেধ রহিতে, রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে মৃগশিরা, পুষ্যা, পূর্ব্ব ফল্গুনী, উত্তর ফল্গুনী, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্র পদ, উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে উপনয়ন প্রশস্ত।

দীক্ষা।

দীক্ষা প্রধান সংস্কার। চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে দুঃখ,

বৈশাখ মাসে ধনসঞ্চয়, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে, বন্ধুনাশ, শ্রাবণে সম্পত্তিলাভ, ভাদ্রে সন্তানক্ষয়, আশ্বিনে সর্ব্বসুখ, কার্ত্তিকে জ্ঞান, অগ্রহায়ণে সুখ, পৌষে জ্ঞানহানি, মাঘে ও ফাল্গুনে মেধবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মলমাসে কোনও মতে দীক্ষাকার্য্য বিধেয় নহে। শনি, মঙ্গল ভিন্ন সকল বারই প্রশস্ত। শুদ্ধকালে পূর্ণিমা, উভয় পক্ষীয়া সপ্তমী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী বা দ্বিতীয়া তিথিতে, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, রোহিনী, উত্তর ভাদ্রপদ, চিত্রা, অনুরাধা, অশ্বিনী, হস্তা, মগশিরা, স্বাতী, বিশাখা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, রেবতী, ভরণী নক্ষত্রে সৌভাগ্য, শোভন, প্রীতি, আয়ুষ্মান, বরীয়ান, সাধ্য, ধৃতি, ধ্রুব, বৃদ্ধি, শিব, সিদ্ধি, সুকর্ম্মা, হর্ষণ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র যোগে, বিষ্টি, কিস্তুঘ্ন, শকুনি, নাগ ভিন্ন করণে, চন্দ্র তারা শুদ্ধ দিবসে দীক্ষা প্রশস্ত। অকালে কোনও মতে দীক্ষা গ্রহীতব্য নহে। বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ লগ্নে, কেন্দ্রস্থ ও ত্রিকোণগত শুভ গ্রহের সময়ে এবং বৃহস্পতি ধর্ম্ম অর্থাৎ নবম স্থানগত হইলে দীক্ষা গ্রহণ অতি শুভজনক। এতদ্ভিন্ন বিষুবায়নে, উত্তম তীর্থক্ষেত্রে, রবি শশীর গ্রহণকালে শ্রাবণী পূর্ণিমা ও চৈত্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে অথবা গুরু যে দিন প্রসন্ন হইয়া দীক্ষাদানে ইচ্ছা করেন, সেরূপস্থলে দিন, ক্ষণ, বার, তিথির বিচার আবশ্যক করে না।

গৃহারম্ভ।

ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে গৃহারম্ভ করিলে তাহা উত্তরমুখ হওয়া কর্ত্তব্য; অগ্রাহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে পূর্ব্বমুখ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে দক্ষিণমুখ এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পশ্চিমমুখ গৃহ প্রস্তুত বিধেয়। সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, শুদ্ধকালে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, যুতবেধ

জন্ম দোষাদি রহিত, পুষ্যা, রোহিণী, মৃগশিরা, হস্তা, চিত্রা, উত্তর ফল্গুনী, ধনিষ্ঠা, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, শতভিষা, শ্রবণা, স্বাতী, অনুরাধা ও রেবতী নক্ষত্রে, শুভ যোগ ও শুভ করণে গৃহারম্ভ প্রশস্ত। আর মূলা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে এবং শনিবারে হইলে মধ্যম হয়। শ্রবণাদি ছয় নক্ষত্রে গৃহারম্ভ কর্ত্তব্য নহে। এমন কি, তৃণাদি আহরণেও অগ্নিপীড়া, রাজভয়, শোক, ধন-ক্ষয়াদি অমঙ্গল ঘটে।

যে গ্রামে বা নগরে গৃহ প্রস্তুত করিবে, তাহাতে যত অক্ষর হয়, তাহার সহিত ছয় যোগ করিয়া পাঁচ দ্বারা সেই যোগফলকে গুণ করিয়া ২৭ দিয়া ভাগ করিবে। ভাগ করিয়া যে ভাগ শেষ থাকিবে, তাহাকেই গ্রামের নক্ষত্র বলিয়া জানিবে। ঐ সংখ্যক নক্ষত্রে যে রাশি হয়, তাহা বিচার করিয়া আপন রাশির সহিত (বিবাহে যে রূপ মিলন গণনা করা হয়) সেইরূপে মিলন গণনা দ্বারা শুভাশুভ ফল জানিবে। তাহার পর, ঘর দৈর্ঘ্য প্রস্থে যত হাত হইবে, তত সংখ্যা ৩ যোগ করিবে এবং যোগ ফলকে ৮ ভাগ করিলে যদি ১ বাকী থাকে, তবে সেই বাস্তু ব্রাহ্মণ-জাতীয়, ২ থাকিলে ক্ষত্রিয়, ৩ থাকিলে বৈশ্য, ৪ থাকিলে শূদ্র, ৫ থাকিলে নীচ, ৬ থাকিলে যবন, ৭ থাকিলে নর্ত্তক এবং ৮ বা শূন্য থাকিলে হড্ডীপ হয়।

বিপ্রজাতীয় বাস্তু ধননাশকারী, ক্ষত্রিয় যুদ্ধদ, বৈশ্য ধনাপ-হারক, শূদ্র পীড়াদায়ক, নীচ সম্মানদায়ক, যবন ধনদায়ক, নর্ত্তক নিত্যানন্দদ এবং হড্ডীপ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত।

গৃহ-প্রবেশ।

গৃহ রচনা সমাপন হইলে ঘোড়া, হাতী যূপকাষ্ঠ স্থাপন করতঃ গৃহ বা নগর প্রবেশ করিবে। গৃহারম্ভে যে সকল নক্ষত্র

উক্ত হইয়াছে, সেই সকল নক্ষত্রে ও পুনর্ব্বসু ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, বুধ, বৃহস্পতি, সোম, শনি ও শুক্র বারে, কন্যা, কুম্ভ, বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ ও মিথুন লগ্নে, চন্দ্র তারা শুদ্ধ দিবসে গৃহপ্রবেশ কর্ত্তব্য।

গৃহপ্রবেশদ্বারে পূর্ণকুম্ভ, রম্ভাতরু, পুষ্প, ফল, আম্র-শাখা, মাঙ্গলিক পক্ষী রাখিয়া, ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ ও বস্ত্রদানকরতঃ সস্ত্রীক হইয়া গোপুচ্ছ ধারণে গৃহ প্রবেশ করিতে হয়।

গ্রহযাগ।

প্রতিপচ্চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া পঞ্চমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী পৌর্ণমাসী চ কৃত্তিকা ॥
সোমো বৃহস্পতিশ্চৈব শুক্রশ্চৈব তথা বুধঃ।
এতে সৌম্য গ্রহাঃ প্রোক্তা প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম্মণি ॥

প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, পূর্ণিকা, ত্রয়োদশী কিম্বা দশমীতে সোম, বুধ, বৃহস্পতি আর শুক্রবার দিবসে প্রতিষ্ঠা ও যাগাদি কর্ম্ম প্রশস্ত।

হোমাদি শান্তি।

শুভগ্রহার্ক বারেষু ধ্রুব ক্ষিপ্র মৃদেষুচে।
শুভরাশি বিলগ্নেষু শুভং শান্তিক পৌষ্টিকং ॥

রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, শুক্ল পক্ষে শুভ তিথি ও সুলগ্নানুসারে, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা, অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা, হস্তা, উত্তর ফল্গুনী, উত্তর ভাদ্রপদ ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শুভ শান্তি ও গ্রহপূজা প্রভৃতি কার্য্য কর্ত্তব্য।

দেবতা গঠন।

ধ্রুব মৃদু লঘুবর্গে বারুণে বিষ্ণু দেবে।
মরুদদিতি ধনিষ্ঠা শোভনে বাসরে চ ॥

ত্রিদশম্ দনজন্মেকদেশে সিতশ্মৌ।
বিবুধ কৃত্তিরভীষ্টা নাড়িনক্ষত্রহীনে ॥

সোম. বুধ কিম্বা বৃহস্পতিবারে শুক্ল পক্ষে রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, রোহিণী, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া উত্তর ভাদ্রপদ, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, চিত্র, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, শতভিষা, শ্রবণা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, ধনিষ্ঠা, এই সকল নক্ষত্রে, তৃতীয় দশম, লগস্থ কিম্বা একাদশ চন্দ্র হইলে দেবতা-গঠন প্রশস্ত। পরন্ত, জন্ম তারা ও দশম, ষোড়শ, অষ্টাদশ, ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চবিংশ তারায় কর্ত্তব্য নহে।

দেবতা-প্রতিষ্ঠা।

শস্যেন্দৌ মাঘষষ্ঠ শুভ দিবস তিথৌ শোশুক্লজ্ঞক লগ্নে।
মূলাধো বক্তু সৌথ্যত্রয়রহিত উড়ৌ নাস্ত নীবাপগ্রেহে ॥
ক্ষীণং ষষ্ঠাষ্টযেন্দু হরিশয়ন মসদযুক্ত লগ্নঞ্চ হিত্বা।
কেন্দ্রে জীবে সিতেচ ত্রিভবরিপুগৃহে সৎসুদেশ প্রতিষ্ঠা ॥
প্রতিষ্ঠা সর্ব্ব দেবানাং কেশবস্য বিশেষতঃ।
উত্তরায়ণ আপন্নে শুক্লপক্ষে শুভদিনে ॥
কৃষ্ণপক্ষে চ পঞ্চম্যা মষ্টম্যাঞ্চৈব শস্যতে।
দ্বাদশোকাদশী রাকা শুক্লে কৃষ্ণে চ পঞ্চমী ॥
অষ্টমী চ বিশেষতঃ প্রতিষ্ঠায়াং হরেঃ শুভা ॥

উত্তরায়ণে, শুক্ল পক্ষে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, দশমী, ত্রয়োদশী, পূর্ণিমা কৃষ্ণ পক্ষের কেবল মাত্র পঞ্চমী ও অষ্টমী তিথিতে, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তর ষাঢ়া, উত্তর ফল্গুনী অশ্বিনী, পূর্ব্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, মূলা. শ্রবণা, রোহিণী,রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা, স্বাতি নক্ষত্রে সাধারণতঃ দেবতা প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠা, হস্তা, পুনর্ব্বসু, রেবতী, রোহিণী, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, অশ্বিনী পুষ্যা ও মৃগশিরা নক্ষত্র বিষ্ণু-প্রতিষ্ঠায় প্রশস্ত জানিবে। পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, রেবতী, শ্রবণা শিবপ্রতিষ্ঠায় প্রসিদ্ধ; পুষ্যা, অশ্বিনী, জ্যেষ্ঠ পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্র দেবতাদিগের অভিষেকে সুপ্রশস্ত হইয়া থাকে।

জলাশয়ারম্ভ।

পুষ্যামৈত্র করোত্তর স্ববরুণ ব্রহ্মাম্বু ধিষ্ণেন্দুভৈঃ।
শস্তে হ্নকৈ শুভযোগ বারতিথিষু ক্রূরেধ্ববীর্য্যেষু চ
পুষ্ণীন্দৌ জলিরাশিগে দশমগে শুক্রে শুভাং মোদয়ে।
প্রারম্ভ সলিলাশয়ম শুভদো জীবেন্দু পুত্রোদয়ে॥

শ্রীহরিশয়ন ভিন্ন শুক্ল পক্ষে রবিচন্দ্র শুদ্ধিতে, সোম, বুধ বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে রিক্তা ভিন্ন তিথিতে উত্তর ফল্গুনী, পুষ্যা, অনুরাধা শতভিষা, উত্তরাষাঢ়া, হস্তা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা অথবা মঘা নক্ষত্রে জলাশয় আরম্ভ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা।

জলাশয়ারামসুর সৌম্যায়নে জীব শশাঙ্ক শুক্রে সূর্য্যে।
মৃত্তিক্ষিপ্রচয়ে ধ্রুবেস্যাৎ পক্ষে সিতে দক্ষতিথিক্ষণে বা।

উত্তরায়ণে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র উদয় হইলে, চিত্রা অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিনী, এই কয় নক্ষত্রে শুক্ল পক্ষে রিক্তা ভিন্ন তিথিতে জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত।

হলপ্রবাহ ও বীজবপন।

হলপ্রবাহ বা হবদ্বীজবপনস্ত বিদি স্মৃতঃ।
চিত্রারক্ষ শুভে কেন্দ্রে স্থিরস্থ মনুজোদয়ে॥

পূর্ব্বভাদ্রপদ মূলং রোহিণ্যুত্তরফল্গুনী।
বিশাখা শতভিষানুরাধা ধান্যাং সুমঙ্গলং॥

শনিবার, মঙ্গলবার, রিক্তা, দ্বাদশী, অমাবস্যা, অষ্টমী ও পৌর্ণমাসী তিথি, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা, কৃত্তিকা, ভরণী, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বার তিথি নক্ষত্রে বীজবপন ও ধান্যাদি রোপণ করিলে মঙ্গল হয়।

শুভ পুণ্যাহ।

তীক্ষ্ণোগ্রবহ্নিতরভে সুলগ্নে শীর্ষোদিতে ভানুদিনে শুভাহে।
কার্য্যাদ্যমুক্তানি সমীহিতানি করগ্রহারম্ভমপি প্রজাভ্যঃ॥

শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ ও সোমবারে রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মূলা, মঘা, ভরণী ও কৃত্তিকা ভিন্ন নক্ষত্রে শুভযোগ ও করণে পুণ্যারম্ভ প্রশস্ত।

নবান্ন।

ত্রয়োদশীং জন্মদিনঞ্চ নন্দাং। জন্মর্ক্ষ তারা সিতবাসরঞ্চ॥
ত্যক্ত্বা হরিজ্যেন্দুকরাস্তু মৈত্র। ধ্রুবেষু চ শ্রাদ্ধবিধানমিষ্টং॥
ভেষুগ্রাহি শিবাস্যেষু বিভৌম শনিবাসরে।
অন্নপ্রাশনবৎ কুর্য্যান্নবান্নফলভক্ষণং॥
নবান্নং নৈব নন্দানাং ন চ সুপ্তে জনার্দ্দনে।
ন কৃষ্ণ পক্ষে ধনুষি ন তুলায়াং কদাচন॥

হরিশয়নের মধ্যে কেবল আশ্বিন মাসে, আর হরিশয়নের পূর্ব্বে আষাঢ় ও ফাল্গুন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আর মাঘ মাসে, বৃশ্চিকের প্রথম তিন দিন কুড়ি দণ্ড ও উহার দ্বিগুণ শেষাংশ পরিত্যাগ করিবে। শনি, মঙ্গল ও শুক্রবার ব্যতিরেকে, রিক্তা, নন্দা, ত্রয়োদশী ও জন্মতিথি ভিন্ন অন্য তিথি আর পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ

মঘা, আর ভরণী, পূর্ব্বাষাঢ়', অশ্লেষা, আর্দ্রা, এই সকল নক্ষত্র ভিন্ন অপরাপর নক্ষত্রে চন্দ্র তারা শুদ্ধ দিবসে নবান্ন কর্ত্তব্য। অষ্টম চন্দ্রে শ্রাদ্ধ ও নবান্ন ভোজনে পুত্র ও অর্থনাশ হয়।

নববস্ত্র পরিধান।

ব্রহ্মানুরাধবসুতিথ্য বিশাখহস্তা
চিত্রোত্তরাশ্বিনী পবনাদিতিরেবতীষু।
জন্মর্ক্ষ জীব বুধ শুক্র দিনোৎকরাদৌ
ধার্য্যং নবং বসনমীশস্থ বিপ্রতুষ্টৌ॥

বুধ, শুক্র, বৃহস্পতিবারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, রোহিণী, অনুরাধা, ধনিষ্ঠা, পুষ্যা, বিশাখা, হস্তা, চিত্রা, উত্তরাষাঢ়া উত্তর ফল্গুনী, উত্তর ভাদ্রপদ, অশ্বিনী, স্বাতি, পুনর্ব্বসু ও রেবতী নক্ষত্রে জন্মতিথি জন্ম নক্ষত্র ও উৎপন্নাদি দিনে ঈশ্বর ও ব্রাহ্মণ তুষ্টিতে নববস্ত্র পরিধান করিবে।

শঙ্খ ও রত্নাদি ধারণ।

পুষ্যার্কাদিতিপিত্র্যমিত্র নাশভৃদ্বিত্ত ধ্রুবর্ক্ষেষু
মুক্তা দন্ত সুবর্ণবিদ্রুমমণীন্ দধ্যাদ্বিবুদ্ধেহরৌ।
পুষ্টেজ্যে সময়ে শুভে ধ্রুব সুরাচার্য্যে হদিতীশেহঙ্গনা
রত্নং বিভৃয়াৎ প্রবালকমণীন্ শঙ্খং হিতং স্বামিনঃ॥

পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, হস্তা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা, অনুরাধা, মৃগশিরা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শুভকরণ যোগে, চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি সময়ে, বৃহস্পতি বারে এবং হরিশয়ন ভিন্ন শুদ্ধ কালে শঙ্খ রত্নাদি ধারণ প্রশস্ত।

রাজদর্শন।

পুষ্যোত্তরা ত্রয়ং পৌষ্ণ চিত্রামৈত্রমৃগাশ্বিনী।
হরিষু গ্রোহিণী হস্তা রাজসন্দর্শনে শুভা॥

পুষ্যা, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ফল্গুনী, রেবতী, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, অশ্বিনী, শ্রবণা, রোহিণী, জ্যেষ্ঠা ও হস্তা নক্ষত্রে শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে দ্ব্যাত্মক লগ্নে রাজদর্শন মঙ্গলজনক।

বাণিজ্যকরণ।

যমাহিশক্রাগ্নিহুতাশপূর্ব্বা
নেষ্টাঃ ক্রয়েবিক্রয়ণে হিতি শস্তাঃ।
পৌষ্ণাশ্বিচিত্রা শত বিষ্ণুবাতাঃ
শস্তাঃ ক্রয়ে বিক্রয়ণে নিষিদ্ধাঃ॥

ভরণী, অশ্লেষা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্র বিক্রয় পক্ষে শুভ। আর রেবতী, অশ্বিনী, চিত্রা, শতভিষা, শ্রবণা ও স্বাতী এই সকল নক্ষত্র ক্রয় পক্ষে শুভ; কিন্তু এই ক্রয়বিক্রয় উভয় কার্য্যেই শুভবারে ও শুভ চন্দ্রে করিবেক।

ধনদান নিষেধ।

আজং যমন্দ্রমহিত্রয়ঞ্চ শক্রত্রয়ং বায়ুযুগং মহেশং।
কার্য্যো ন চৈতেষু ধনপ্রয়োগে মৃদোবনে গ্রাহ্যমৃণং ন দেয়ং॥

পূর্ব্বভাদ্রপদ. ভরণী, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, জ্যৈষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, স্বাতী, বিশাখা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে ধনদান নিষেধ। কিন্তু অনুরাধা, চিত্রা, মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্রে ধন-গ্রহণ করিবে, দান করিবে না।

ঔষধকরণ ও সেবন।

মৃদুক্ষি প্রচরে মূলে বারে ভৌমশনীতরে।
ভৈষজ্যভক্ষণারম্ভে ন রিক্তাদর্শজন্মতে ॥

শনি ও মঙ্গলবার ভিন্ন বারে রিক্তা ব্যতিরেকে তিথিতে, মিথুন, কন্যা, ধনু এবং মীন লগ্নে সুকরণ ও শুভযোগে এবং ত্রিপূর্ব্বা, মঘা, ভরণী, বিশাখা নক্ষত্র ব্যতীত নক্ষত্র ও চন্দ্র তারা শুদ্ধ হইলে ঔষধ প্রস্তুত ও সেবন প্রশস্ত।

ত্রিপুষ্কর যোগ।

পূর্ব্বমুত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্র বিশখা চ রবি ভৌম শনিশ্চবাঃ ॥
দ্বিতীয়া দূষিতা চৈব দ্বাদশীতিথিরেব চ।
এতেষামেকযোগে তু ভবতীতি ত্রিপুষ্কর ॥
বারে শস্যসুতং হন্তি তিথৌ গোধনমেব চ।
নক্ষত্রে যোগহানিঃ স্যাৎ বাস্তুবৃক্ষো ন জীবতি ॥

শনিবার অথবা মঙ্গলবারে যদি ভদ্রা তিথি আর উত্তর ফল্গুনী, পুনর্ব্বসু, কৃত্তিকা, পূর্ব্ব ভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, অথবা বিশাখা নক্ষত্র যোগে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহাকে ত্রিপুষ্কর যোগ বলে। বারে এক পাদদোষ, তিথিতে এক পাদদোষ এবং নক্ষত্রে দ্বিপাদ দোষ হয় এই ত্রিদোষে ত্রিপুষ্কর দোষ হইয়া থাকে। বারদোষে শস্য ও পুত্রনাশ, তিথিদোষে গোধননাশ এবং নক্ষত্র দোষে যোগহানি এবং বাস্তুবৃক্ষের নিধন হয়।

পঞ্জিকার ব্যবস্থাদান।

সা তিথিস্তদহোরাত্রং যস্যামভ্যুদিতো রবিঃ।
তয়া কর্ম্মানি কুর্ব্বীত হ্রাসবৃদ্ধি র্ন কারণং॥
সা তিথিস্তদহোরাত্রং যস্যামস্তমিতো রবিঃ।
তয়া কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত হ্রাসবৃদ্ধি র্ন কারণং।
শুক্লপক্ষে তিথিগ্রাহ্যা যস্যামস্তমিতো রবিঃ॥
অত্রামাবস্যাবত্তিথিক্ষয়বৃদ্ধিভ্যাং ন ব্যবস্থা, কিন্তু
রবেরুদয়াস্তময়সম্বন্ধাচ্ছুক্লকৃষ্ণপক্ষ্যাভ্যাং ব্যবস্থা॥

[তিথিতত্ত্ব।

যে তিথি খণ্ডে সূর্য্য উদয় পান, সেই তিথিই অহোরাত্র স্বরূপ, তাহাতেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, সে পক্ষে তিথির হ্রাস বৃদ্ধি কোনও কার্য্য করণে আসিবে না। আর যে তিথি খণ্ডে সূর্য্য অস্ত যান, সেই তিথিই অহোরাত্রস্বরূপ; তাহাতেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধির কোন কারণ নাই। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষে যে তিথিতে সূর্য্যের উদয় হয়, সেই তিথিই গ্রাহ্য, আর কৃষ্ণ পক্ষে সূর্য্য যে তিথিতে অস্ত যান, সেই তিথিই গ্রাহ্য হয়। তাহাতে অমাবস্যার ন্যায় তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি দ্বারা ব্যবস্থা হয় না। পরন্তু, শুক্ল পক্ষে সূর্য্যের উদয়গামিনী তিথি এবং কৃষ্ণ পক্ষে অস্তগামিনী তিথি ধরিয়া ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

যুগ্মাগ্নিকৃতভূতানি ষণ্মুন্যোর্ব্বসুরন্ধ্রয়োঃ।
রুদ্রেন দ্বাদশী যুক্তা চতুর্দ্দশ্যাথ পূর্ণিমা॥
প্রতিপদাপ্যমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্ম্যং মহাফলং।
এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥

এই পক্ষভেদ ব্যবস্থা যুগ্মাদি স্থলে হইবে না, যেহেতু, যুগ্মাদি শাস্ত্র বিশেষ প্রযুক্ত সামান্য শাস্ত্রের বাধক হয়; তন্মধ্যে যুগ্মনিরূপণ যথা গৃহ্যপরিশিষ্ট ও নিগম বচন,—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, একাদশী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা ও প্রতিপদে, যে যুগ্ম অর্থাৎ মিলন তাহা মহাফলজনক হয়। আর ইহার বিপরীত হইলে বড় ভয়ঙ্কর, যেহেতু উহা পূর্ব্বকৃত পুণ্যকেও নষ্ট করে। এই শ্লোকে সেই সেই সাধ্যকর্ম্মে যুগ্ম তিথিকে মহাফলজনক বলার প্রয়োজন এই যে, যুগ্ম খণ্ডেই ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, অন্য খণ্ডে করিবে না। আর সেই তিথি দ্বারা যদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে অন্য তিথির সহকারীভাবে প্রবেশ থাকিলেও উপবাসাদির অনুষ্ঠান হইতে পারিবে। এজন্য উপবাস স্থলে প্রাতঃকালে সেই তিথি না পাইলেও অন্য তিথিতেও উপবাসের সঙ্কল্প করিবে। কারণ, সমস্ত দিন রাত্রি ভোজন না করার নাম উপবাস। উহা প্রাতঃকালেই আরম্ভযোগ্য।

জন্মতিথিপ্রকরণ।

জন্ম তিথি যদি মল মাসের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে পূজা উৎসবাদি নিষিদ্ধ। প্রতি বর্ষে জন্ম তিথিতে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পূজাদি করিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী, সৌভাগ্যশালী, রূপবান্ এবং বিঘ্নবিহীন হইয়া সুখে বৎসরকাল অতিবাহিত করিতে পারে।

জন্মমাসে জন্মনক্ষত্রযুক্ত যাহার জন্মতিথি হয়, সেই ব্যক্তির সেই বৎসর আরোগ্য, সম্মান ও সুখে অতিবাহিত হয়।

যদি শনি ও মঙ্গল বারে জন্মনক্ষত্রযুক্ত জন্মতিথি হয়, তবে সেই বৎসরকে বড় দুর্ব্বৎসর জানিবে। পদে পদে বিপদ্, ধনহানি প্রভৃতি নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

এরূপ হইলে সর্ব্বৌষধি জলে স্নান ও দেব পূজাদি কর্ত্তব্য। শনি মঙ্গল বারে হইলে মুক্তাদান ও নক্ষত্র যোগ না হইলে স্বুবর্ণদান কর্ত্তব্য। জন্মতিথি দুই দিবস প্রাপ্ত হইলে যে দিন জন্মনক্ষত্রযুক্ত সেই দিনই পূজাদি বিহিত। আর যদি দুই দিনই জন্মনক্ষত্রযুক্ত না হয়, তবে পরদিন কর্ত্তব্য।

মন্বন্তরা।

অশ্বযুক্ শুক্ল নবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকী তথা।
তৃতীয়া চৈত্র মাসস্য তথা ভাদ্র পদস্য চ॥
ফাল্গুনস্যাপ্যমাবস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।
আষাঢ়স্যাপি দশমী তথা মাঘস্য সপ্তমী॥
শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়স্য পূর্ণিমা।
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জৈষ্ঠী পঞ্চদশী সিতা॥
মন্বন্তরো দয়েস্তেতাদত্তস্যাক্ষয়কারিকা॥

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী, কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের শুক্ল তৃতীয়া, ফাল্গুনের অমাবস্যা, পৌষের একাদশী, আষাঢ়ের দশমী, মাঘমাসের সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়ের পূর্ণিমা, কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্চদশীতে মন্বন্তরা হয়।

অক্ষয়া।

সোমবারেঽপ্যমাবাস্যা আদিত্যাহে চ সপ্তমী।
চতুর্থাঙ্গারবারে তু অষ্টমী চ বৃহস্পতৌ॥

---

* অহ্নদ্বয়ে জন্মতিথি র্যদিস্যাৎ।
পূজা তদা জন্মতমযুতা চ॥
অসংযুতা তেন দিন দ্বয়েঽপি।
পূজ্যা পরাহ্ণা ভবতাহ যত্নাৎ॥

তত্র যৎ ক্রিয়তে পাপমথবা ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ।
ষষ্টিজন্মসহস্রাণি প্রতি জন্ম তদক্ষয়ং ॥

সোমবারে, অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী আর বৃহস্পতিবারে অষ্টমী হইলে "অক্ষয়া" হয়। এই অক্ষয়ায় পাপ অথবা পুণ্য করিলে ষাটি হাজার জন্মেও তাহার ক্ষয় হয় না।

শনৈশ্চরস্য বারেণ বারেণাঙ্গারকস্য চ ।
কৃষ্ণাষ্টমী চতুর্দ্দশ্যৌ পুণ্যাৎ পুণ্যতবে স্মৃতে ॥

শনি ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণাষ্টমী ও চতুর্দ্দশী হইলে তাহাকে পুণ্যতরা কহে। পুণ্যতরা শক্তিপূজায় অতি প্রশস্ত।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

কার্ত্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভ্রাতৃপূজনং।
যা ন কুর্য্যাদ্বিনশ্যন্তি ভ্রাতরঃ সপ্তজন্মানি ॥

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতৃপূজা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকে ইহা না করিলে সপ্ত জন্ম তাহার ভ্রাতৃ-বিনাশ হয়।

অক্ষয়া তৃতীয়া।

বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র শুক্লপক্ষে তৃতীয়িকা।
অক্ষয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা কৃত্তিকা রোহিণীযুতা ॥
তস্যা দানাদিকং পুণ্যমক্ষয়ং সমুদাহৃতং।
[ভবিষ্য পুরাণ।

হে রাজেন্দ্র! বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় কৃত্তিকা রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা তৃতীয়াকে "অক্ষয়া তৃতীয়া" কহে। ঐ দিবস দানাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

নষ্টচন্দ্র।

শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যাস্তু সিংহে চন্দ্রস্য দর্শনং।
মিথ্যাভিশাপং কুরুতে ন পশ্যেত্তত্র তন্ততঃ।

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র দর্শনে মিথ্যাভিশাপ হয়, এজন্য চন্দ্রদর্শন নিষেধ। দৈবাৎ দর্শন করিলে উত্তর-মুখে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল পান করিলে দোষ বিনষ্ট হয়। যথা;—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহোজাম্বুবতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

অম্বুবাচী।

যস্মিন্ বারে সংক্রাংশুর্যৎকালে মিথুনং ব্রজেৎ।
অম্বুবাচী ভবেন্নিত্যং পুনস্তৎকালবারয়োঃ॥

যে বারে যে সময়ে রবি মিথুন রাশিতে গমন করেন, তাহার পরবর্ত্তী সেই বারে ও সেই সময়ে অম্বুবাচী আরম্ভ হয়।

রজোযুক্ক্ষাম্বুবাচী চ রৌদ্রাদ্য পাদগে রবৌ।
তস্যাং পাঠোবীজবাপোনাহিভীর্দুগ্ধপানতঃ॥

[তিথিতত্ত্ব।

রবি আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে প্রবেশ করিলেই অম্বুবাচী অর্থাৎ পৃথিবী ঋতুমতী হয়। ঐ সময়ে অধ্যয়ন ও বীজ বপন নিষেধ এবং দুগ্ধপান দ্বারা সর্পভয় নিবারণ কর্ত্তব্য।

মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্রপাদেঽম্বুবাচী
ঋতুমতী খলু পৃথ্বীবর্জয়েৎ ত্রীণ্যহানি।
যদি বপতি কৃষাণঃ ক্ষেত্রমাসাদ্যবীজং
ন ভবতি ফলভাগী শস্য চণ্ডালপাকঃ॥

মৃগশিরা, নক্ষত্র ভোগের পরে রবি যখন আর্দ্রার প্রথম পদে গমন করেন, তখন অম্বুবাচী হয়। এই সময়ে পৃথিবী ঋতুমতী হওয়া প্রযুক্ত মৃত্তিকা খনন, বীজ বপনাদি নিষিদ্ধ। কৃষক বীজ বপন করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় এবং তদুৎপন্ন অন্ন চণ্ডালান্নের ন্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে।

যতিনো ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ দ্বিজস্তথা।
অম্বুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥
স্বপাকং পরপাকং বা—অম্বুবাচী দিনে তথা।
ভক্ষণং নৈব কর্ত্তব্যং চণ্ডালান্নসমং স্মৃতং॥

যতি ও ব্রতাচারী ব্যক্তি, বিধবা এবং দ্বিজ অম্বুবাচী-দিবসে পাক করিয়া আহার করিবেন না। আপনি পাক করিয়া কিম্বা অন্য দ্বারা পাক করাইয়াও আহার করিবেন না। উক্ত দিবসে অন্ন চণ্ডালান্নের ন্যায় হয়।

আর্দ্রায়াং প্রথমে পাদে ক্ষীরং পিবতি যো নরঃ।
অপি রোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥

আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে যে ব্যক্তি দুগ্ধপান করেন, রোষান্বিত তক্ষকও তাহার কিছুই করিতে পারে না।

দশহরা।

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্ল দশমী সম্বৎসরমুখী স্মৃতা।
তস্যাং স্নানং প্রকুর্ব্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ॥
যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য দদ্যাদ্দর্ভৈস্তিলোদকং।
মুচ্যতে দশভিঃ পাপৈঃ সুমহাপাতকোপমৈঃ॥

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী সম্বৎসরের আদিভূতা। ইহাতে গঙ্গাস্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে দশ জন্মের বহুবিধ পাপ বিনষ্ট হয়।

জ্যৈষ্ঠে শুক্ল দশম্যান্তু হস্তযোগেন জাহ্নবী।
হরতে দশপাপানি তস্মাদ্দশহরোচ্যতে॥

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় হস্তা নক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে গঙ্গাস্নানে দশজন্মার্জিত দশবিধ পাপ নষ্ট হয়, এজন্য ইহার নাম 'দশহরা'।

জ্যৈষ্ঠমাসি ক্ষিতিসুতদিনে শুক্লপক্ষে দশম্যাং
হস্তে শৈলান্নিরগমদিয়ং জাহ্নবী মর্ত্যলোকং॥
পাপান্যস্যাং হরতি চ তিথৌ মাদশেত্যাহুরার্য্যাঃ
পুণ্যং দদ্যাদপি শতগুণং বাজিমেধাযুতস্য॥

জ্যৈষ্ঠমাসের মঙ্গলবার হস্তা নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করেন;—এজন্য সেই তিথিতে গঙ্গাস্নানে দশজন্মার্জিত দশবিধ পাপক্ষয় হয় এবং শত-গুণ অযুত অশ্বমেধের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে।

মঙ্গলবারে দশহরা হইলে তাহাতে গঙ্গাস্নান ও দানাদিতে ফলাধিক্য হয়।

স্নানমন্ত্র যথা,—

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈব বিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধং॥
পরদ্রব্যেম্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসং॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

জন্মাষ্টমী।

শ্রাবণে বা নভস্যে বা রোহিণী সহিতাষ্টমী।
যদা কৃষ্ণে নরৈর্লব্ধা সা জয়ন্তীতি কীর্ত্তিতা॥

শ্রাবণ অথবা ভাদ্রমাসে রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা অষ্টমী যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ নরলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাকে 'জয়ন্তী' কহে।

বর্ষে বর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।
ন করোতি মহাক্রূরা ব্যালী ভবতি কাননে॥

যে স্ত্রীলোক প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমী ব্রত না করেন, তিনি জন্মান্তরে বনে মহাক্রূরা সর্পিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন।
সপ্তজন্ম কৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

হে কুরুনন্দন, এই একমাত্র উপবাস করিলে নিশ্চয়ই সপ্তজন্মের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। একদিনে জয়ন্তী হইলে সেই দিনে উপবাস, উভয় দিনে হইলে পরদিনে জয়ন্তী; অলাভে রোহিণী যুক্ত অষ্টমী হইলে পরদিনে রোহিণী, অলাভে নিশীথব্যাপিনী অষ্টমীতে উভয় দিনে অষ্টমীর নিশীথ সম্বন্ধ থাকিলেও পরদিনে উপবাস করিতে হইবে।

আরণ্য ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী।

জ্যৈষ্ঠমাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠী চারণ্যসংজ্ঞিতা।
ব্যজনৈককরাস্তস্যামটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ॥
তাং বিন্ধ্যবাসিনীং স্কন্দষষ্ঠীমারাধয়ন্তি চ।
কন্দমূলফলাহারা লভন্তে সন্ততিং শুভাং॥

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীকে আরণ্য ষষ্ঠী বলে। স্ত্রীলোকেরা এই তিথিতে ব্যজনী গ্রহণে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং স্কন্দ ষষ্ঠীতে কন্দমূল ও ফলাহার করতঃ বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর আরাধনা করিয়া সুলক্ষণযুক্ত পুত্রকন্যালাভ করেন।

একাদশী।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিস্তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

গৃহস্থ ব্রহ্মচারী অথবা সাগ্নিকগণ সকলেই উভয় পক্ষীয় একাদশী তিথিতে আহার গ্রহণ করিবেন না।

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে ॥

যে স্ত্রী বিধবা হইয়া একাকশী দিবসে আহার করেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় এবং ভ্রূণহত্যার পাপ প্রতি দিন সঞ্চিত হইয়া থাকে।

উপবাসনিষেধে তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।
ন দুষ্যেদুপবাসেন উপবাসফলং লভেৎ ॥

অশক্ত ব্যক্তি একাদশীতে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতে পারেন, তাহাতে তাহার উপবাস না করিয়াও উপবাসের ফললাভ হব।

মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং।
নত্বেবং ভোজনং কশ্চিদেকাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিতং ॥

অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ফলমূলভক্ষণ, জল ও দুগ্ধপানে মঙ্গল হয়। কোনও কোনও পণ্ডিত একাদশী দিবসে ঐরূপ পান ভোজনে প্রত্যবায় বিবেচনা করেন না।

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদিশল্যং মমার্পয়েৎ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমার শয়নে অর্থাৎ শয়ন একাদশীতে, আমার উত্থানে, অর্থাৎ উত্থান একাদশীতে এবং আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অর্থাৎ পার্শ্ব একাদশীতে যে ব্যক্তি ফলমূল ও জলাহার করে, সে আমার হৃদয়ে শেল অর্পণ করে।

একাদশ্যামতে পক্ষে নিরাহারঃ সমাহিতঃ।
সংপূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ॥
যাতি বিষ্ণোঃ পরংস্থানং নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

[নৃসিংহপুরাণং।

উভয় পক্ষীয় একাদশীতে সমাহিত হইয়া নিরাহারে শ্রদ্ধার সহিত যথাবিধানে বিষ্ণুর পূজা করিলে, মনুষ্য নিশ্চয়ই বিষ্ণুলোকে গমন করে।

দশম্যেকাদশী বিদ্ধা গান্ধারী তামুপোষিতা।
তস্যা পুত্র শতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ॥

দশমী যুক্তা একাদশী দিবসে গান্ধারী ব্রতাচারিণী হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার শত পুত্র বিনষ্ট হইয়াছেন, এজন্য উহা পরিবর্জনীয়।

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥

দ্বাদশীর প্রথম পাদ হরিবাসর নামে খ্যাত। এজন্য বিষ্ণু পরায়ণ ব্যক্তি উহা অতিক্রম করিয়া পারণ করিবেন।

বারুণী।

বারুণেন সমাযুক্তা মধ্যে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥

চৈত্র মাসের শতভিষা নক্ষত্র-যুক্তা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে গঙ্গাস্নানে শত সূর্য্য গ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নানে ফল হয়।

শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটি সূর্য্যগ্রহৈঃ সমা॥

শনিবারে ঐ বারুণী যোগ হইলে তাহাকে মহা বারুণী বলে।

মহা বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে, কোটী সূর্য্য গ্রহণ কালীন গঙ্গা-স্নানের ফল হয়।

শুভযোগসমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটীকুলমুদ্ধরেৎ॥

ঐ শনিবারযুক্ত মহা বারুণীতে যদি শোভন যোগ হয়, তাহা হইলে মহা মহা বারুণী যোগ হয়। এই যোগে স্নান করিলে ত্রিকোটী কুল উদ্ধার হয়।

চূড়ামণি-যোগ।

সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা।
চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তফলং স্মৃতং॥

রবিবারে সূর্য্য গ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্র গ্রহণ হইলে তাহাকে চূড়ামণি যোগ বলে। এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়।

দূর্ব্বাষ্টমী।

পক্ষে ভাদ্রপদস্যৈব শুক্লাষ্টম্যাং যুধিষ্ঠির।
দূর্ব্বাষ্টমীব্রতং পুণ্যং যঃ করোতীহ মানবঃ॥
ন তস্য ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানং সাপ্তপৌরুষং।
নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলং॥

হে যুধিষ্ঠির, ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে দূর্ব্বাষ্টমী পুণ্যব্রত করিলে মানবের সপ্ত পুরুষের সন্তান হানি হয় না। দূর্ব্বার ন্যায় চিরদিন তাহার কুল বর্দ্ধিত হয়।

সাবিত্রী চতুর্দ্দশী।

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে যা তু ষষ্ঠী তিথির্ভবেৎ।
মহাষষ্ঠীতি বিখ্যাতা দুর্লভা ত্রিদশৈরপি॥

তস্যাঃ পূর্ব্বস্তু যঃ পক্ষস্তস্য কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
মেষে বা বৃষভে বাপি সাবিত্রীং তাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে যে ষষ্ঠী হয় তাহাকে মহাষষ্ঠী বলা যায়, উহা দেবগণেরও দুর্লভ। বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, তাহাই সাবিত্রী চতুর্দ্দশী নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীমর্চ্চয়ন্তি যাঃ।
বটমূলে সোপবাসা ন তা বৈধব্যমাপ্নুয়ুঃ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে যে সকল স্ত্রী উপবাসী থাকিয়া বটমূলে সাবিত্রীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কখন বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হন না।

জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীব্রতমুত্তমং।
অবৈধব্যায় কুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে সধবা স্ত্রী শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া উত্তম সাবিত্রী ব্রত করিয়া থাকেন।

অনন্ত চতুর্দ্দশী।

অনন্ত ব্রতমেতদ্ধি সর্ব্বপাপহরং শুভং।
সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥
তথা শুক্ল চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে ভবেৎ।
তস্যানুষ্ঠানমাত্রেন সর্ব্ব পাপং প্রণশ্যতি ॥

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশন, সর্ব্বকামপ্রদ এবং শুভদায়ক।

ভূত চতুর্দ্দশী।

কার্ত্তিকে কৃষ্ণ পক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং দিনোদয়ে।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ ॥

নরকভীরু ব্যক্তিগণ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে অবশ্যই গঙ্গাস্নান করিবে।

অপামার্গপল্লবঞ্চ ভ্রাময়েচ্ছিরসোপরি।
ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ॥

মস্তকোপরি অপামার্গ (আপাং) পল্লব ঘুরাইয়া ধর্ম্মরাজের নামে তর্পণ করিতে হয়।

অপামার্গপল্লব ঘুরাইবার মন্ত্র যথা,—

শীতলোষ্ণসমাযুক্তসকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণ পুনঃ পুনঃ॥

হে শীতোষ্ণ গুণযুক্ত সকণ্টক পত্রান্বিত অপাম . . . পাপ বিনাশ কর, এই বলিয়া পুনঃপুনঃ ঘুরাইতে হইবে।

ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ।
নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সংপূজ্য দেবতা॥

ধর্ম্ম রাজের নামে তর্পণ কার্য্য করিয়া, নরক নিবৃত্তি হেতু দেবতাপূজা করতঃ দীপদান করা কর্ত্তব্য।

আকাশে মণ্ডপে বাপি স চাক্ষয়ং ফলং লভেৎ।
বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকং॥

কার্ত্তিক মাসে আকাশে, মণ্ডপে এবং বিষ্ণুগৃহে যে দীপদান করে, সে অক্ষয় ফল লাভ করে।

এই দিবস চতুর্দ্দশ শাক ভক্ষণ কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশ শাক যথা,—

ওলং কেলিক বাস্তুকং সরিষপং কালঞ্চ নিম্বং জয়াং।
শালিঞ্চীং হিলমোচিকাঞ্চ পটকং সৌলফং গুড়চীস্তথা॥
ভণ্টাকীং সুনিষণ্নকং শিবদিনে খাদন্তি যে মানবাঃ।
প্রেতত্বং ন চ যান্তি কার্ত্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথৌ॥

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে যে ওল, অশোক, বেতো,

সর্ষপ, রক্ত চিত্রক, শলুকা, নিম, হরীতকী, শাক্ষ্যা, হিঞ্চা, পটোল গুলঞ্চ, কণ্টকারী ও শুশনি শাক ভক্ষণ করে, সে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না।

পৌর্ণমাস্যন্ত মাঘে মূলকভক্ষণ নিষেধ।

পৌষাস্য সমতীতায়াং যাবত্তবতি পূর্ণিমা।
মাঘমাসস্য দেবেন্দ্র পূজা বিষ্ণোর্বিধীয়তে॥
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ মূলকং নৈব দাপয়েৎ।
দত্বা নরকমাপ্নোতি ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণো যদি॥

পৌষ মাস সমাতীত হইবার পর মাঘ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিষ্ণু পূজা কর্ত্তব্য। এই কালে পিতৃলোক এবং দেবতাকে মূলক অর্পণ করিলে এবং উহা ব্রাহ্মণে ভক্ষণ করিলে দাতার নরকবাস হয়।

পঞ্চ পর্ব্ব।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥
স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ॥

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তিকে পঞ্চ পর্ব্ব বলে। এই সকল দিনে যে পুরুষ স্ত্রী, তৈল ও মাংস সম্ভোগ করে, সে বিন্মূত্র ভোজন নামক নরকে গমন করে!

সংক্রান্তি।

মৃগ কর্কট সংক্রান্তী দ্বে তূদগ্ দক্ষিণায়নে।
বিষুবতী তুলা মেষে গোল মধ্যে তথাপরাঃ॥
ধনুর্মিথুনকন্যাসু মীনে চ ষড়শীতয়ঃ।
বৃষবৃশ্চিকসিংহেষু কুম্ভে বিষ্ণুপদী স্মৃতা॥

মাঘ ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি উত্তর ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি বিষুব সংক্রান্তি, পৌষ, আষাঢ়, আশ্বিন ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি ষড়শীতি এবং জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, ভাদ্র ও ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে খ্যাত।

দিনসংক্রমণে কৃৎস্নং দিনং পুণ্যং। ষড়শীতে মুখে হতীত ইত্যাদ্যুক্তং পুণ্যতরং। মন্দামন্দাকিনীত্যাদিরূপেণ ত্রিচতুরাদি ঘটিকা পুণ্যতমাঃ। দিনবৃত্তোত্তরায়ণাদিবিহিত বিংশতি দণ্ডাদীনাং রাত্রিপ্রবিষ্টভাগস্যাপি পুণ্যত্বং। রাত্রিসংক্রমণে তু কলান্যূন প্রথমার্দ্ধ রাত্রগতে তদ্দিবসীয় শেষযামদ্বয়ং পুণ্যং কলাদ্বয়াত্মক মধ্যরাত্রগতে তদ্দিবসীয় তিথিরভেদে তদ্দিবসীয় শেষযামদ্বয়মাত্রং পুণ্যং। তিথি ভেদে তু তদ্দিবসীয় শেষ যামদ্বয়মাত্রং পরদিবসীযাদ্যযামদ্বয়ঞ্চ পুণ্যং। উভয় দিনে পুণ্যকালেহপি পূর্ব্ব দিনাকরণ এব পরদিনে তদ্বিহিতং কার্য্যং। তিথিভেদাভেদয়োর্দক্ষিণায়নে তদ্দিবসীয় শেষ যামদ্বয়ং উত্তরায়ণে তু পরদিবসাদ্যযামদ্বয়ং পুণ্যং। মধ্যরাত্রীয়কালোত্তর শেষার্দ্ধ রাত্রসংক্রমণমাত্রে তু পর দিনাদ্য যামদ্বয়ং পুণ্যমিতি। সন্ধ্যাসংক্রমণে তু দিন দণ্ডে দিনস্য রাত্রিদণ্ডে রাত্রি ব্যবস্থেতি।

দিন সংক্রমণে সমস্ত দিবসই পুণ্য হয়, দিন বৃত্তি উত্তরায়ণাদি বিহিত বিংশতি দণ্ডাদির রাত্রি প্রবিষ্ট ভাগেরও পুণ্যত্ব, রাত্রি সংক্রমণে কলান্যূন প্রথমার্দ্ধ রাত্রগত সেই দিবসের শেষ দুই যাম পুণ্য। কলাদ্বয় মধ্য রাত্রিগতে সেই দিবসের তিথি অভেদে সেই দিবসের শেষ দুইযাম মাত্রের পুণ্যত্ব তিথি ভেদ ঘটিলে সেই দিবসের শেষ দুই যাম এবং পর দিবসের আদি দুই যাম পুণ্যাত্মক। উভয় দিন পুণ্য হইলে এবং পূর্ব্ব দিনে বিহিত কার্য্য না করিলে পর দিনেই করিবে। তিথির ভেদ থাকুক

আর নাই থাকুক, দক্ষিণায়নে সেই দিবসের শেষ দুই যাম এবং উত্তরায়ণে পর দিবসের আদি দুই যাম পুণ্য। মধ্য রাত্রির উত্তর শেষ র্দ্ধ রাত্র সংক্রমণে পর দিবসের আদি যাম দ্বয় পুণ্য। সন্ধ্যা-সংক্রমণে দিন দণ্ডে দিনের পুণ্যত্ব এবং রাত্রি দণ্ডে রাত্রির পুণ্যত্ব।

শুক্ল পক্ষে তু সপ্তম্যাং যদা সংক্রমতে রবিঃ।
মহাজয়া তদা প্রোক্তা সপ্তমী ভাস্করপ্রিয়া॥
স্নানং দানং তপঃ হোমঃ পিতৃদেবাভিপূজনং।
সর্ব্বং কোটী গুণং প্রোক্তং তপনেন মহৌজসা।

শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবি সংক্রমণ হইলে তাহাকে মহাজয়া বলে। ঐ দিবস স্নান, দান, তপ, হোম, পিতৃশ্রাদ্ধাদি ও দেবতা পূজায় কোটী গুণ ফললাভ হয়।

একান্ততো ময়া প্রোক্তাঃ কালাঃ সংক্রান্তিসংজ্ঞকাঃ।
নৈতেষু বিদ্যতে হ্যনিষ্টং যতশ্চাক্ষয়সংজ্ঞিতাঃ॥
অশ্রদ্ধয়াপি যদ্দত্তং কুপাত্রেভ্যোহপি মানবৈঃ।
অকালে হপি হি তৎ সর্ব্বং সত্যমক্ষয়তাং ব্রজেৎ॥

সংক্রান্তিসংজ্ঞক কালের বিষয় বলা হইল, ইহাতে অনিষ্টের লেশ মাত্র নাই, কারণ ইহার অক্ষয় সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অকালে অশ্রদ্ধায় কুপাত্রে দান করিলেও তাহার অক্ষয় ফল লাভ হয়।

দীপান্বিতামাবাস্যা।

তুলারাশি গতে সূর্য্যে অমাবস্যাং নরাধিপ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄন্ ভক্ত্যা সংপূজ্যাথ প্রণম্য চ॥
কৃত্বা তু পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দধিক্ষীরগুড়াদিভিঃ।
ততোঽপরাহ্নসময়ে ঘোষয়েন্নগরে নৃপ॥

তুলাসংস্থে সহস্রাংশৌ প্রদোষে ভূতদর্শয়োঃ।
উল্কাহস্তা নরাঃ কুর্য্যুঃ পিতৃণাং মার্গদর্শনং॥

হে নৃপ! কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যায় স্নাত মানব ভক্তিপূর্ব্বক দেবতা এবং পিত্রাদির পূজা করিবে, এবং দধি, দুগ্ধ ও গুড়াদির দ্বারা পিত্রাদির পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া প্রদোষে উল্কাহস্ত হইয়া পিতৃমার্গ দর্শন করিবে।

অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মী র্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥

দিবাভাগে চতুর্দ্দশী থাকিয়া রাত্রিতে অমাবস্যা হইলে সেই সুখ রাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা করিবে।

প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমং।
দীপবৃক্ষা স্তথা কার্য্যা ভক্ত্যা দেবগৃহেষপি॥
চতুষ্পথশ্মশানেষু নদীপর্ব্বতসানুষু।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু চত্বরেষু গৃহেষু চ॥

প্রদোষ সময়ে যথানিয়মে লক্ষ্মী পূজা করিয়া ভক্তিসহকারে দেবগৃহ, চতুষ্পথ, শ্মশান, নদী, পর্ব্বতসানুদেশ, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, প্রাঙ্গন এবং গৃহে দীপ দান করিবে।

চাতুর্মাস্য ব্রত।

আষাঢ় শুক্ল দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্মাস্যব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কটসংক্রমে।

আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বাদশী কিম্বা পূর্ণিমাতে অথবা সূর্য্য কর্কট রাশিগত হইলে চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিবে।

কার্ত্তিকে শুক্ল দ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ।

কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে বিধিবৎ তাহা সমাপ্ত করিবে।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
মধুস্বরোভবেন্নিত্যং নরো গুড়বিবর্জ্জনাৎ ॥
তৈলস্য বর্জনাদেব সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে।
কটুতৈলপরিত্যাগাৎ শত্রুনাশঃ প্রজায়তে ॥
লভতে সন্ততিং দীর্ঘাং স্থালীপাকমভক্ষয়ন্।
সদামুনিঃ সদাযোগী মধুমাংসস্য বর্জনাৎ ॥
নিরাধি র্নিরুগোজস্বী বিষ্ণুভক্তশ্চ জায়তে।
একান্তোনোপবাসেন বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥
ধারণান্নখলোম্নাঞ্চ গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
তাম্বুলবর্জ্জনাৎ ভোগী রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে ॥
ঘৃতত্যাগাৎ সুলাবণ্যং সর্ব্বং স্নিগ্ধং বপুর্ভবেৎ।
ফলত্যাগাত্তু মতিমান্ বহুপুত্রশ্চ জায়তে ॥

শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্যান্ত গুড় ভক্ষণ ত্যাগ করিলে মানবের মধুর স্বর হয়, তৈল ত্যাগে সুন্দর দেহ হয়। সর্ষপ তৈল পরিত্যাগ করিলে শত্রুনাশ হয় আর হাঁড়িতে পাক করিয়া না খাইলে বংশবৃদ্ধি হয়, মধু এবং মাংস ত্যাগ করিলে জন্মান্তরে যোগী ও মুনি হয়. অধিকন্তু নীরোগী, ওজস্বী, বিষ্ণুভক্ত এবং মানসিক কষ্টশূন্য হয়। একান্ত উপবাস, নখ কেশ ধারণ ও প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিলে বিষ্ণু-লোক-প্রাপ্তি হয়। পান ত্যাগ করিলে ভোগী এবং মধুর-কণ্ঠ হয়, ঘৃত ত্যাগ করিলে দেহ লাবণ্যযুক্ত এবং স্নিগ্ধ হয়, ফল ত্যাগ করিলে সুবুদ্ধি এবং বহুপুত্রশালী হয়।

অর্দ্ধোদয় যোগ।

অমার্কপাত শ্রবণা যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সম ॥

স চ রবিবার ব্যতিপাত শ্রবণা নক্ষত্রৈর্যুক্তা চেৎ পৌষ-মাঘয়োরমাবাস্যা সাতদা ভবতি।

পৌষ মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে রবিবার, ব্যতিপাত যোগ এবং শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত হইলেই অর্দ্ধোদয় যোগ হয়।

অর্দ্ধোদয়ে তু সংপ্রাপ্তে সর্ব্বং গঙ্গাসমং জলং।
শুদ্ধাত্মানো দ্বিজাঃ সর্ব্বে ভবেয়ুর্ব্রহ্মসম্মিতাঃ॥
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দানং তদ্দানং সেতুসন্নিভং।
অর্দ্ধোদয়ে চ পুষ্যার্কে হস্তার্কে রোহিণী বুধ।

অর্দ্ধোদয় যোগে সকল জল গঙ্গা জল তুল্য পবিত্র হয়, এই কালে ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধাত্মা হইয়া, ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকেন, এই সময় মানব যাহা কিছু দান করেন, তাহা স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ হইয়া থাকে।

যুগাদ্যা।

বৈশাখে শুক্ল পক্ষে তু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগং।
কার্ত্তিকে শুক্ল পক্ষে তু ত্রেতাহশ নবমেহহনি॥
অথ ভাদ্রপদি কৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যাস্তু দ্বাপরং।
মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতং॥

বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সত্য যুগোৎপত্তি। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল নবমীতে ত্রেতাযুগোৎপত্তি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে দ্বাপর যুগোৎপত্তি। মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে ঘোর কলিযুগোৎপত্তি।

অকালপ্রকরণ।

দ্বাত্রিংশদ্দিবসাশ্চান্তে জীবস্য ভার্গবস্য তু।
দ্বাসপ্তিতি মর্হতাস্তে পাদাস্তে দ্বাদশক্রমাৎ॥
পক্ষং বৃদ্ধস্তু পূর্ব্বেণ দশাহং পশ্চিমে ন তু।
প্রত্যেক বালো দশাহস্তু পূর্ব্বেণ তু দিনত্রয়ং॥

পক্ষং বৃদ্ধো মহাস্তে তু বালশ্চাত্র দশাহিকঃ।
পাদাস্তে দ্বাদশাহানি বৃদ্ধো বালো দিনত্রয়ং॥

প্রাপ্তদশাতঃ শিশুরহস্ত্রিতয়ঃ সিতঃ স্যাৎ পশ্চ দশাহ-মিহ-পক্ষ দিনানি বৃদ্ধঃ। প্রাক্ পক্ষমেব কথিতোহত্র বশিষ্টগর্গে জীবস্তু পক্ষমাপ বৃদ্ধ শিশু বির্বর্জ্জঃ। বৃদ্ধে পক্ষ দিন কীর্ত্তন আপদ্বিময়ং॥

বৃহস্পতির অস্ত হইলে বত্রিশ দিন অকাল হয়। আর অস্তের পূর্ব্বে বৃদ্ধ হয়েন তাহাতে পঞ্চদশ দিবস অকাল, আর অস্তের পর উদিত হইয়া বালক অবস্থায় থাকা প্রযুক্ত ১৫ দিন অকাল হয়। শুক্রের মহাস্ত হইলে ৭২ দিন অকাল, আর মহাস্তের পর উদিত হইয়া বালক থাকেন এজন্য ১০ দিন অকাল, মহাস্তের পূর্ব্বে বৃদ্ধত্ব হেতু ১৫ দিন অকাল, শুক্রের পাদাস্ত হইলে ১২ দিন অকাল, আর পাদাস্তের পর উদিত হইয়া বালক থাকিতেও ৩ দিন অকাল হয়।

সিংহ সংস্থং গুরুং শুক্রং সর্ব্বারম্ভেষু বর্জ্জয়েৎ।
কারকো ব্রজতে নাশং সন্তানঃ ক্ষীয়তে হচিরাৎ॥
মাঘ্যাং যদি মঘা নাস্তি সিংহে গুরুরকারণং।
মঘা ঋক্ষং পরিত্যজ্য যদি সিংহে গুরু র্ভবেৎ॥
তত্রাব্দে কন্যকা বোঢ়া সুভগা সুপ্রিয়া ভবেৎ॥

বৃহস্পতি আর শুক্র সিংহ রাশিস্থ হইলে অকাল হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, যদি পূর্ণিমাতে মঘা নক্ষত্র পায় তবে সিংহে বৃহস্পতি থাকিলেও অকাল হয় না, কিন্তু যত দিন মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকেন, তত দিনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু মঘা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গমন করিলে সেবৎসরে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে কন্যা সুভগা এবং পতিপ্রিয়া হইয়া থাকে।

জীবাদিত্তে বালে শুক্রে উর্দ্ধবশা হাম্যাঙ্গল্যং প্রতিষ্ঠাং
খ্যাতিঞ্চ কুর্য্যাৎ।

এক রাশি স্থিতৌ স্যাতাং মেকর্ক্ষ বিষয়ে যদি
গুর্ব্বাদিত্যৌ তদা ত্যাজ্যা যজ্ঞোদ্বাহাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥

বৃহস্পতি সূর্য্যের সহিত এক রাশিতে, এক নক্ষত্রে থাকিলে দশ দিন অকাল হয়।

অতিবারে ত্রিপক্ষঃ স্যাৎ বক্রে পক্ষ চতুষ্টয়ং
ন কুর্য্যাৎ তত্র যাত্রাদি গুরো বক্রা বিচারয়েঃ॥

গার্গ্যঃ। গুরোর্বক্রাতিচারিতে বর্জয়েত্ত দনস্থরং।
ব্রহ্মযজ্ঞবিবাহাদাবষ্টাবিংশতিবাসরান্॥

মাণ্ডব্য। যদা শুক্রাতিচারাভ্যাং রাশিং গচ্ছতি বাক্‌পতিঃ।
দিনানি সপ্তবিংশানি ত্যক্ত্বা কর্ম্ম সমাচরেৎ।

বৃহস্পতি যদি পূর্ব্ব রাশির ভোগ সমাপ্তি না করিয়াই অগ্রিম রাশিতে গমন করে, তবে তাহাকে অতিচারী কহা যায়। এইরূপ অতিচারী হইয়া যদি পুনরায় সেই রাশিতে আইসে তবে তিন পক্ষ অকাল হয়। বাৎস্যায়ন ঋষি এই মত ব্যক্ত করেন। গর্গ ঋষির এই মত যে, উহাতে আটাইশ দিন অকাল হয়। মাণ্ডব্যের মত সাতাইশ দিন অকাল।

বৃহস্পতি যদি পূর্ব্ব রাশি হইতে পশ্চাতের রাশিতে আইসে তবে তাহাকে বক্রী বলা যায়। এইরূপ বক্রী হইলে বাৎসায়নের মতে চারি পক্ষ অকাল, মাণ্ডবের মতে সপ্তবিংশতি দিবস অকাল হয়। বৃহস্পতির বক্রাতিচার ভুজ্যমান রাশিতেও হইয়া থাকে।

যাত্রাতিচারগো জীবঃ পূর্ব্ব রাশিং ন গচ্ছতি,
লুপ্ত সম্বৎসরোজ্ঞেয়ো গর্হিত সর্ব্বকর্ম্মসু।

বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া যদি পুনরায় সেই রাশিতে না

আইসে তাহা হইলে লুপ্ত সম্বৎসর হয়,—অর্থাৎ সমুদায় বৎসর অকাল থাকে।

অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিককুম্ভয়োঃ

যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কুর্য্যাত্তত্র কালো ন লুপ্যতে ॥

কিন্তু যদি বৃষ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই তিন রাশিতে অতিচারী হইয়া আইসে, তবে অকালে হয় না।

ত্রিকোণ জায়া ধনলাভ-রাশৌ বক্রাতিচারেণ গুরুঃ প্রয়াতঃ।

আর বিবাহে যদি বর ও কন্যার রাশি অপেক্ষা ত্রিকোণে কিম্বা সপ্তম, দ্বিতীয় অথবা একাদশ রাত্রিতে বক্রাতিচারী হইয়া আইসেন তবে কোন দোষ হয় না।

গণ্ডক্যা উত্তরে দেশে গিরিরাজস্য দক্ষিণে।

সিংহস্থ মকরস্থঞ্চ গুরুং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥

নীচস্থিতে হরিগৃহগেহথ পরাজিতে বা।

জীবে ভৃগৌ ব্রতবিধিঃ স্মৃতিকর্ম্মহীনঃ ॥

হিমালয়ের দক্ষিণ অবধি গণ্ডকী নদীর উত্তর পর্য্যন্ত দেশে মকর রাশিস্থ বৃহস্পতি হইলে অকাল হয়। অন্য দেশে হয় না কিন্তু নীচ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অন্য দেশেও উপনয়ন নিষিদ্ধ হয়। শত্রু গৃহে থাকিলেও উপনয়ন নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। বৃহস্পতি এবং শুক্র যুদ্ধে পরাজিত হইলেও উপনয়ন বিধেয় নহে।

ঋক্ষভেদেহপ্যেকরাশৌ সম্পর্কে যদি বানয়োঃ।

গুরোরাহোরপি তথা ত্যজেদ্বিদ্বান্ সংশয়ঃ ॥

বৃহস্পতি যদি রাহুর সহিত এক রাশিতে থাকে তবে অকাল হয়।

বৃষ্টিং করোতি দোষং তাবন্নাকালং সম্ভবারাজ্ঞাঃ

যাবন্নভবতি যানে পরপশুচরণাঙ্কিতা বসুধা ॥

দিনে নৈক দিনং ত্যজ্যং দ্বিতীয়েন দিনত্রয়ং।
তৃতীয়েন তু সপ্তাহং ত্যজেদকালবর্ষণে॥

অসময়ে বৃষ্টি হইলে অকাল হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে মনুষ্য ও পশু গমন করিলে মৃত্তিকায় যে পদচিহ্ন হয় এরূপ বৃষ্টি এক দিন হইলে সেই দিন মাত্র অকাল, উপর্য্যুপরি দুই দিন হইলে দ্বিতীয় দিন অবধি তিন দিন অকাল, এবং উপর্য্যুপরি তৃতীয় প্রভৃতি দিন হইলে শেষ দিন হইতে সাত দিন অকাল হইয়া থাকে।

চতুর্মাস্যে নিবৃত্তেষু চক্রপাণৌ সমুত্থিতে।
অকালবৃষ্টিং জানীয়াদ্ যাবন্ন শুপ্যতে হরিঃ॥

কেহ কেহ শ্রীহরির উত্থান অবধি শয়ন পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে বৃষ্টির অসময় বলিয়া থাকেন।

পৌষাদি চতুরোমাসান্ জ্ঞেয়া বৃষ্টিরকালজা।
ব্রতযজ্ঞাদিকং তত্র বর্জয়েৎ সপ্তবাসরান্॥

কেহ বা পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাসকে বৃষ্টির অসময় বলেন।

নাড়ীজজ্যঃ সুরগুরুর্মুনির্ব্যক্তি বৃষ্টিরকালে।
যথারেতারগুভদৌ পৌষ মাঘৌ ন শেষঃ॥

অপর কেহ পৌষ ও মাঘ মাসকে বৃষ্টির অসময় বলেন।

উক্তাণিপ্রতিসিদ্ধানি পুনঃসম্ভাবিতানি চ।
সাপেক্ষনিরপেক্ষাণি মীমাংস্যানীহ কোবিদৈঃ॥

যে স্থলে এই রূপ নানা প্রকার মতামত লক্ষিত হইবে সে স্থলে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দিগ্‌দাহে দিনমেকন্তু গ্রহে সপ্ত দিনানি চ।
ভূমিকম্পে চ সম্ভূতে ত্র্যহাণি পরিবর্জ্জয়েৎ॥

উল্কাপাতে চ ত্রিতয়ং ধূমে পঞ্চ দিনানি চ।
বজ্রপাতে দিনমেকং বর্জয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

দিগ্‌দাহ হইলে এক দিন, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে সাত দিন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাতে তিন দিন, ধূমকেতুর উদয়ে পাঁচ দিন এবং বজ্রপাতে এক দিন অকাল হয়।

গ্রহে রবীন্দ্বোরবনীপ্রকম্পে কেতূদয়েনোল্কাপাতাদি দোষে।
ত্রতে দশাহানি বদন্তি তজ্জ্ঞাস্ত্রয়োদশাহানি বদন্তি কেচিৎ॥

আর গ্রহণের সময় যদি ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ধূমকেতুর উদয়, উল্কাপাত এই সকল একবারে হয়, তবে ত্রয়োদশ দিন অকাল হয়। আর যদি ঐ গ্রহণের সময়ে কিঞ্চিৎ ন্যূন ঐ সকল ভূমিকম্প প্রভৃতি অত্যাহিত হয়, তবে দশ দিন মাত্র অকাল হইয়া থাকে।

প্রয়াণে সপ্তরাত্রং স্যাৎ ত্রিরাত্রং ব্রতসত্রয়োঃ।
এক রাত্রং পরিত্যজ্য কুর্য্যাৎ পাণিগ্রহং গ্রহে ॥

গ্রহণে বিশেষ এই যে, গ্রহণের পর সাত দিন ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিবে। এই রূপ উপনয়নে তিন দিন, আর বিবাহে এক দিন ত্যাগ করিবে।

যস্মিন্ মাসে ন সংক্রান্তিঃ সংক্রান্তি দ্বয়মেব বা।
সম্পশ্যেৎ হস্পতী মাসাবধি মাসশ্চ গর্হিতঃ॥
গুর্ব্বাদিত্যো গুরো হিংহে নষ্টে শুক্রে মলিম্লুচে।
যাম্যায়নে হরি সুপ্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি বর্জয়েৎ॥

মলমাসে ও ক্ষয় মাসে এবং ভানু লঙ্ঘিত মাসে, দক্ষিণায়নে, এবং হরি শয়নে উপনয়ন প্রভৃতি কার্য্য করিবে না।

নিরংশং দিবসং বিষ্টিং ব্যতিপাতঞ্চ বৈধৃতিং।
কেন্দ্রঞ্চাপি শুভৈ র্হীনং পাপাহমপি বর্জয়েৎ ॥

সংক্রান্তি, বিষ্টিকরণ, ব্যতিপাত, বৈধৃতি যোগ, রিক্তা প্রভৃতি মন্দ দিন পরিত্যাগ করিবে।

বিশেষ বিশেষ তিথি ও বারাদিতে বর্জ্জনীয় দ্রব্য।

কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিং।
বহুশত্রুঃ পটোলে স্যাৎ ধনহানিস্তু মূলকে॥
কলঙ্কী জায়তে বিল্বে তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে।
তালে শরীরনাশঃ স্যাৎ নারিকেলে চ মূর্খতা॥
তুম্বী গোমাংসতুল্যা স্যাৎ কলম্বী গৌরঘাতিকা।
শিম্বী পাপকরী প্রোক্তা পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা॥
বার্ত্তাকৌ সুতহানিঃ স্যাৎ চিররোগী চ মাষকে।
মহাপাপকরং মাংসং প্রতিপাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে ধন হানি হয়, দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণে মানব ধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত হয়, তৃতীয়ায় পটোল ভক্ষণে শত্রু বৃদ্ধি হয়, চতুর্থীতে মূলা খাইলে অর্থ নাশ হয়, পঞ্চমী তিথিতে বিল্বফল ভক্ষণে মানব কলঙ্কী হয়, ষষ্ঠীতে নিম্ব ভোজন করিলে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি হয়, সপ্তমীতে তাল ভক্ষণ করিলে শরীর নাশ হয়, অষ্টমীতে নারিকেল ভোজনে মূর্খ হয়, নবমীতে লাউ গোমাংস তুল্য, দশমীতে কল্মী শাক ভোজনে গোবধের পাপস্পর্শে, একাদশীতে শিম ভোজন মহাপাপজনক, দ্বাদশীতে পুই শাক ভোজনে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়, ত্রয়োদশীতে বেগুণ খাইলে পুত্রহীন হয়, চতুর্দ্দশীতে মাষ কলাই ভক্ষণে চিররোগী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মাংস ভোজনে মহাপাপ হয়।

অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং।
শিরোভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈব চ॥

অষ্টমী, ষষ্ঠী, নবমী ও চতুর্দ্দশী এবং পর্ব্বসন্ধিতে তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ।

নন্দা ভদ্রা ভবেৎ পুংসি স্ত্রীষু পূর্ণা জয়া স্মৃতা।
রিক্তা নপুংসককে প্রাহুস্তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

নন্দা (প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী) ও ভদ্রা (দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী) তিথিতে স্ত্রী সঙ্গে পুত্র, জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী) এবং পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা) তিথিতে কন্যা হয়। রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী) তিথিতে স্ত্রী সংসর্গে নপুংসক জন্মে, অতএব রিক্তায় স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ।

রবিবারে ঽর্ক সংক্রান্ত্যাং ষষ্ঠ্যাং বৈ সপ্তমীতিথৌ।
আরোগ্যকামস্তনরো নিম্বপত্রং ন ভক্ষয়েৎ॥

আরোগ্যকামী মনুষ্য রবিবারে রবিসংক্রান্তিতে ষষ্ঠী এবং সপ্তমীতে নিম্বপত্র ভোজন করিবে না।

চিত্রাশ্বহস্তা শ্রবণাসু তৈলং ক্ষৌরং বিশাখাপ্রতিপৎসু বর্জ্যং।
মূলে মৃগে ভাদ্রপদাসু মাংসং যোষিন্মঘাকৃত্তিকয়োত্তরাসু॥

চিত্রা, অশ্বিনী, হস্তা এবং শ্রবণানক্ষত্রে তৈল মর্দ্দন করিতে নাই। বিশাখাযুক্তা প্রতিপদ তিথিতে ক্ষৌর কর্ম্ম করিবে না। মূলা, মৃগশিরা, পূর্ব্ব ভাদ্রপদ এবং উত্তর ভাদ্রপদ তিথিতে মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মঘা, কৃত্তিকা, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তর ভাদ্র পদ তিথিতে স্ত্রী সহবাস করিবে না।

হস্তা স্বাতি মঘামূলা মৃগশিরাঃ পুষ্যা এব চ।
জ্যেষ্ঠাশতভিষা চিত্রা রৈবতী চ তথাশ্বিনী॥
শ্রবণা চানুরাধা চ লগ্নে মিথুনকন্যকে।
শুক্রেন্দুগুরুবারেষু ভৈষজ্যমুত্তমং স্মৃতং॥

হস্তা, স্বাতি মঘা, মূলা, মৃগশিরা, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, রৈবতী, অশ্বিনী, শ্রবণা ও অনুরাধা নক্ষত্রে এবং কন্যা

ও মিথুন লগ্নে ঔষধ সেবন প্রশস্ত। বারের মধ্যে শুক্র বৃহস্পতি ও সোমবার প্রশস্ত জানিবে।

মানং হন্তি গুরুঃ ক্ষৌরে শুক্রঃ শুক্রং ধনং রবিঃ।
আয়ুরঙ্গারকো হন্তি সর্ব্বং হন্তি শনৈশ্চরঃ॥

বৃহস্পতিবারে ক্ষৌর কর্ম্ম করিলে মান হানি হয়, শুক্রবারে শুক্রক্ষয়, রবিবারে ধন হানি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয় এবং শনি-বারে সকল দোষ ঘটিয়া থাকে।

যোজন্ম মাসে ক্ষুরকর্ম্ম যাত্রাং
কর্ণস্য বেধং কুরুতে চ মোহাৎ।
নূনং স রোগং ধনপুত্রনাশং
প্রাপ্নোতি মূঢ়ো বধবন্ধনানি॥

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ জন্মমাসে ক্ষৌর কর্ম্ম, যাত্রা ও কর্ণবেধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নিশ্চয়ই রোগ,ধনহানি, পুত্র বিয়োগ, বধ এবং বন্ধন ভোগ করিতে হয়।

রাষ্ট্র বিপ্লব।

—*—

কুজার্ক শনিবারেণ মহাসংক্রমণং যদা।
তদা ভবেৎ প্রজানাশো দুর্ভিক্ষাদি ভয়ং মহৎ॥

মঙ্গল রবি ও শনিবারে মহাসংক্রমণ হইলে প্রজানাশ, দুর্ভিক্ষাদি ও মহা ভয় উপস্থিত হয়।

নাশযোগ।

যদি ভবতি কদাচিৎ কার্ত্তিকে দশ যোগে
রবি রবিজ কুজাহে স্বাতি বিষ্কুম্ভ যোগে।

ভুবনতলগতানাং স্থাবরানাং চরাণাম্
ভবতি সকলনাশো বায়ুনা বারিণা বা ॥

কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে রবি শনি অথবা মঙ্গল বারে যদি বিষ্কুম্ভ যোগ ও স্বাতি নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে জল অথবা বায়ু কর্ত্তৃক স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

সাংঘাতিক যোগ।

বর্ষান্তে সৌরিবারে যদি ভবতি কুহূর্ব্বৈরতিঃ পৌষ্ণমর্ক্ষে
যোগঃ স্যাৎ সর্ব্বদোষী রবিগমনদিনে নাশয়েন্মেদিনীঞ্চ।
হাহাকারং পৃথিব্যাং ভবতি চ মরণং মানবানামকস্মাৎ।
দুর্ভিক্ষং ঘনরহিতজলং ঘোরযুদ্ধং পৃথিব্যাম্ ॥

অস্য ফলং। সত্যে তারাবতী যদ্ধে ত্রেতায়াং রামরাবণৌ।
দ্বাপরে কৃষ্ণকংশৌ চ অথবা কুরুপাণ্ডবৌ ॥
সাংঘাতিকশ্চ যোগাহয়ং কলৌ সাঙ্ঘাতিকোমতঃ ॥

বর্ষ শেষের সংক্রান্তিক শনিবার অমাবস্যা তিথি এবং রেবতী নক্ষত্রযুক্ত হইলে সাংঘাতিক যোগ হয়। ইহার ফল পৃথিবী হাহাকারপূর্ণ, মানবের আকস্মিক মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিনামেঘে বৃষ্টিপাত ও ঘোরতর যুদ্ধ। সত্যযুগে তারাবতী যুদ্ধ, ত্রেতায় রাম রাবণের যুদ্ধ, দ্বাপরে কৃষ্ণকংশ এবং কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ এই যোগের বিষময় ফল।

গোলযোগ ষড়গৃহী যোগ।

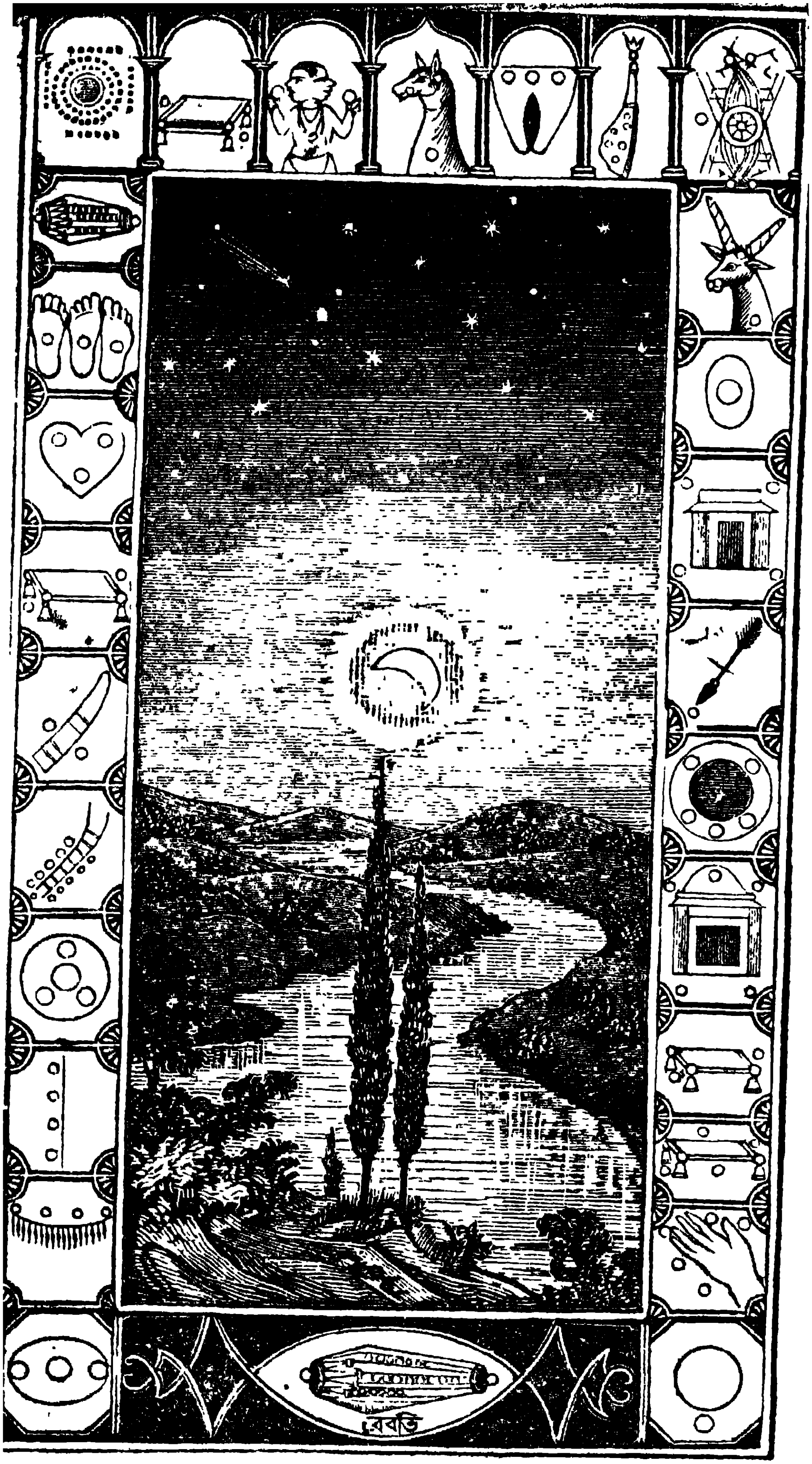
গ্রহাণামেকস্মিন্ যদি ভবতি ষণ্নাং নিবসতি
স্তদা গোলযোগঃ প্রলয়পদমিন্দ্রোঽপি লভতে।
নৃপাণাং নাশঃ স্যাৎ জ্বলতি বসুধা শুষ্যতি নদী।
ভয়াল্লোকোরঙ্কঃ পরিহরতি পুত্রোঽপি জননীঃ ॥

এক রাশিতে যদি ছয়টি গ্রহের অবস্থিতি হয় তাহা হইলে যে যোগ হয় তাহার নাম গোলযোগ। ইহাতে ইন্দ্রও প্রলয় পদ প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু রাজমৃত্যু, পৃথিবী দগ্ধ প্রায়, নদীর শুষ্ক স্বভাব এবং পুত্রও জননী পরিত্যাগ করে।

গ্রহদিগের সন্নিবেশ।

ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির নাম ব্যোমকক্ষা। এই ব্যোমকক্ষার মধ্যে নক্ষত্র গণের নিম্নদেশে অধোঽধঃ ক্রমে গ্রহগণ সূর্য্য মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীও সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া উহা গ্রহমধ্যে পরিগণিত। চন্দ্র মণ্ডল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে বলিয়া, উহা উপগ্রহ মধ্যে গণ্য। গ্রহগণের মধ্যে বুধ সকল অপেক্ষা সূর্য্যের অধিক নিকটবর্ত্তী। তৎপরে শুক্র, তৎপরে চন্দ্র মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রদক্ষিণকারী চন্দ্রসহ পৃথিবী। তাহার বাহিরে মঙ্গল, তৎপরে বৃহস্পতি, ইহাকে চারিটী চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। তাহার পরে শনি গ্রহ ইহার চতুর্দ্দিকে অঙ্গুরীয়ত্রয়ে পরিবেষ্টিত এবং আটটী উপগ্রহও ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তৎপরে ইউরোপীয় দিগের আবিষ্কৃত উরেনশ বা হার্সেহলি গ্রহ, এতদ্ভিন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বহুতর সুদূরবর্ত্তী গ্রহ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই মত ইউরোপীয় দিগের অনুমোদিত এবং আমাদিগের দেশের বিজ্ঞ ও দূরদর্শী পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত। এইরূপ গ্রহসন্নিবেশের একখানি মানচিত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল।


রেবতি

পৃথিবীর আকার ও স্থিতি

পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত এবং নিরাধারভাবে শূন্যে অবস্থিত, একথা আমাদিগের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের অনুমোদিত।

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যাদিস্চিতঃ।
কদম্বকুসুমগ্রন্থিকেশরপ্রসরৈরিব॥

কদম্ব কুসুমের গ্রন্থি যেরূপ কেশরসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই রূপ পৃথিবী পিণ্ড, ধন, প্রাণ, পর্ব্বত এবং বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে।

নান্যাধারঃ স্বশক্তৈরনিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতী হাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্টং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্য দৈত্যং সমন্তাৎ॥

আকাশ মণ্ডল পৃথিবী বিনা আধারে স্থিতি করিতেছে এবং তাহার পৃষ্ঠে দেব, দৈত্য, দানব ও মনুষ্য সমুদায় স্থাপিত রহিয়াছে।

পৃথিবীর গতি দুই প্রকার, আপন মেরুদণ্ডের উপর ৬০ দণ্ড মধ্যে যে চক্রের ন্যায় একবার আপন দেহ আবর্ত্তন করে উহাকে তাহার আহ্নিক গতি বলা যায়। এই গতি দ্বারা দিবা ও রাত্রি হয়। এই গতি অনুসারেই ৬০ দণ্ড অর্থাৎ অহোরাত্র মধ্যে দ্বাদশটী লগ্নের উদয় হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক্ পূর্ব্ব দিকে যে কোন রাশির সম্মুখসংযোগে সমসূত্রে আসিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রাশির সম্মুখ সীমা উত্তীর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রাশি অর্থাৎ সেই রাশির নাম করণে লগ্নের উদয় বলা যায় এবং সেই রাশির সম্মুখ সীমা হইতে উত্তীর্ণ হইতে যত দণ্ড যত পল আবশ্যক হয়, তত দণ্ড তত পলকে সেই লগ্ন মান বলে।

পৃথিবী উপরোক্তরূপে কিন্তু বক্রভাবে থাকিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চতুঃপার্শ্বে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ১৪ অনুপলে যে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহাকে উহার বার্ষিক গতি বলে। এই গতি দ্বারা গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুভেদ, উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন ভেদ এবং দিবা ও রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে।

গতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ কোন চলিষ্ণু বস্তু যথা রেলওয়ে শকট প্রভৃতিতে আরোহণ করিলে যেমন তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থাবর বৃক্ষ অট্টালিকা প্রভৃতিকে চলিষ্ণু বোধ হয় সেইরূপ আমরা সচল পৃথিবীতে থাকিয়া অচল সূর্য্যকে চলিষ্ণু দেখিয়া থাকি।

যে পথ দিয়া আমরা সূর্য্যকে আকাশমণ্ডলে গমনাগমন করিতে দেখি উহাকে ভূকক্ষ বা অয়ন মণ্ডল বলে। উহা গোলাকার, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, স্থানে স্থানে ঈষৎ বক্র। উহার উত্তর দক্ষিণে কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া আর যে একটী কল্পিত চক্র উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে রাশিচক্র কহে। উহা আকাশ মণ্ডলের মধ্য খণ্ডে অবস্থিত।

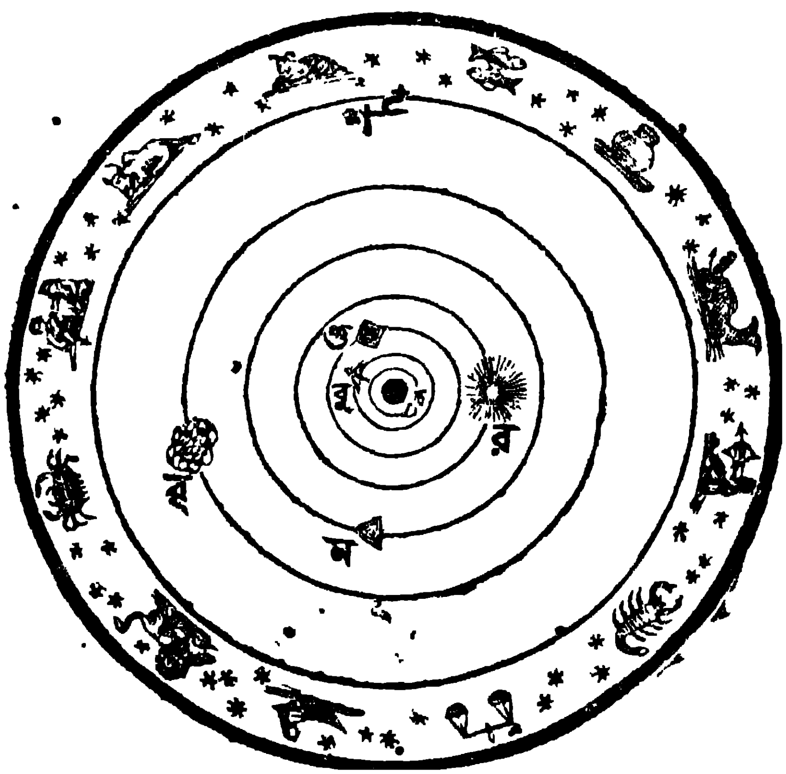
ঐ রাশি চক্র ও অয়ন মণ্ডল দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগকে রাশি কহে। প্রত্যেক রাশি ত্রিশ ভাগে বিভক্ত, তাহার এক এক ভাগকে অংশ বলে, প্রত্যেক অংশ ৬০ ভাগে বিভক্ত। উহার এক এক ভাগকে কলা, কলার ৬০ ভাগের এক ভাগকে বিকলা এবং বিকলার ৬০ ভাগের এক ভাগকে অনুকলা কহে।

অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ টী নক্ষত্র রাশি চক্র ব্যাপিয়া আছে। বারটি রাশিতে সাতাইশটী নক্ষত্রকে ভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক রাশিতে পূরা দুইটী নক্ষত্র এবং অপর একটীর এক পদ অর্থাৎ চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত ২¼ নক্ষত্রে এক

একটী রাশির অশ্বিনী, ভরণী দুইটী কৃত্তিকার প্রথম পদ লইয়া মেষ রাশির সীমা। কৃত্তিকার তিন পদ, রোহিণীর চারি পদ এবং মৃগশিরার দুই পদ এই ২¼ নক্ষত্র লইয়া বৃষ রাশির সীমা এইরূপ ২¼ নক্ষত্র লইয়া এক একটী রাশির সীমা অবধারিত হইয়াছে। এজন্য নক্ষত্র চক্রকেও রাশি চক্র বলা গিয়া থাকে। পৃথিবী এই রাশি চক্রের সমস্ত রাশি তাহার বার্ষিক গতির পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়,—অর্থাৎ এক বৎসর মধ্যে পরিভ্রমণ করে।

সৌর জগৎ।*

গ্রহগণের সন্নিবেশ এই চিত্রে প্রদর্শিত হইল।



* আমরা ২৮৬ পৃষ্ঠার চিত্রে কেবল নক্ষত্রের আকার দেখাইয়াছি, সৌরজগৎ চিত্রে পৃথিবী ও গ্রহগণের সন্নিবেশের চিত্র প্রদর্শিত হইল ২৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

গ্রহগণ যে রূপ সূর্য্যাকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য ও সেইরূপ গ্রহ ও উপগ্রহ সমভিব্যাহারে অন্য এক নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। এই জন্যই এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে বিষুব রেখা এক এক অংশ সরিয়া যায়। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা দিবা ও রাত্রি মানের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা হইতেই অয়নাংশের গণনা হইয়া থাকে, ঐ অয়নাংশ মতে লগ্নমান সাধারণ পঞ্জিকাতেই লিখিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিষুব রেখা এক এক অংশ করিয়া সরে বলিয়া এক্ষণে বিষুব রেখা পশ্চিমে ২০ অংশ ১৮ কলা ২৮ বিকলা সরিয়া আসায় উত্তর ভাদ্র পদের ৩ অংশ ৪৯ কলা ২৭ বিকলায় আছে। অতএব এক্ষণে চৈত্র মাসের এবং আশ্বিন মাসের ১০ দিনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হইতেছে। ১০২৫ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখের ও কার্ত্তিকের ১লা অয়ন পরিবর্ত্তন হইত ঐ দুই দিবসে দিবা এবং রাত্রিমান সমান থাকিত। বিষুব রেখার এক এক অংশ সরাতে অয়ন পরিবর্ত্তনের অন্যথা হয় এবং এই কারণেই উহাকে অয়নাংশ কহে।

লগ্নমান।

এক নক্ষত্র অহোরাত্র মধ্যে ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়। রাশির প্রথম অংশ উদিত স্থানে উদয় হওয়া অবধি তাহার শেষাংশ উদয় পর্য্যন্ত যত সময় লাগে, ঐ সময়কে লগ্ন কহে। ভিন্ন ভিন্ন রাশির লগ্ন পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে রাশি চক্রের বক্রতা হেতু ও ঐ রাশি সকলের স্ব স্ব অবস্থানের বক্রতানুসারে ও উহাদিগকে অতিক্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগে। এই নিমিত্ত দেশ ভেদে ও দৃষ্টির বক্রতা হেতু লগ্নমানের ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। কিন্তু এক নক্ষত্র দিনের মধ্যে দ্বাদশ

লগ্নের বৃদ্ধি হইলে কাজে কাজেই অপর লগ্নের হ্রাস হইবে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে মেষ, পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বৃষ, তাহার পরে আষাঢ় মাসের প্রথমে মিথুন, তাহার পরে শ্রাবণের প্রথমে কর্কট, ভাদ্রের প্রথমে সিংহ, আশ্বিনের প্রথমে কন্যা, কার্ত্তিকের প্রথমে তুলা, অগ্রহায়ণের প্রথমে বৃশ্চিক, পৌষের প্রথমে ধনু, মাঘের প্রথমে মকর, ফাল্গুনের প্রথমে কুম্ভ, চৈত্রের প্রথমে মীন, এই ক্রমানুসারে দ্বাদশ মাসের প্রথমে দ্বাদশ রাশিতে সূর্য্যের উদয় হয় এবং সমস্ত দিন রাত্রিতে পর পর লগ্ন-ভোগ হইয়া থাকে। রবি যে লগ্নে উদয় হয়, তাহার সপ্তম লগ্নে অস্ত হইয়া থাকে। যে মাসে যত দিন হইবে সেই মাসের উদয় লগ্নকে, তত ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগ প্রত্যহ রাত্রি প্রবিষ্ট অর্থাৎ তত ভাগ রাত্রিমানের অন্তর্গত হয়। ঐ ভাগকে রবি ভুক্তি বলে। আর অস্ত লগ্নেরও সেইরূপ ভাগ দিবা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ দিনমানের অন্তর্গত হয়। অতএব, মাসের যত লগ্ন দণ্ডের নির্ণয় করা আবশ্যক হইবে, সেই লগ্ন দিবাতে হইলে উদয় লগ্নের রাত্রি প্রবিষ্ট ভাগ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিয়া উদয় লগ্নের পর পর লগ্নে যোগ করিলে অভীষ্ট সময়ের লগ্ন নির্ণীত হইবে। রাত্রিতে লগ্ন নির্ণয় করিতে হইলে অস্ত লগ্ন দিবা প্রবিষ্ট ভাগ ত্যাগ করিয়া তাহার পর পর লগ্নমান অবশিষ্টের সহিত যোগ করিলে অভীষ্ট সময়ের লগ্ন স্থিরীকৃত হইবে। যথা আষাঢ় মাসের ৭ দিনে দিবা দশদণ্ড ১৫ পলের সময় কোন্ কোন্ লগ্ন তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে ও আষাঢ় মাস ৩২ দিনে শেষ হইলে, উদয় লগ্ন মিথুন, তাহার পরিমাণ ৫ দণ্ড ২৮ পল ২০ বিপল। উহাকে ৩২ ভাগ করিলে প্রত্যহ রাত্রি প্রবিষ্ট ভাগ ১০ পল ২৫ বিপল

হয়। সাত দিনের রাত্রি প্রবিষ্ট ভাগ ১০ পল ২৫ বিপলকে ৭ দিয়া গুণ করিলে ১ দণ্ড ১২ পল ৫৫ বিপল হয়। মিথুন লগ্নের ১ দণ্ড ১২ পল ৫৫ বিপল রাত্রি প্রবিষ্ট হইয়াছে বুঝা গেল। উহাই ৭ই আষাঢ়ের রবিভুক্তি। ঐ রাত্রি প্রবিষ্ট অংশ মিথুন লগ্নমান ৫ দণ্ড ২৮ পল ২০ বিপল ইহা হইতে বাদ দিলে বাকী থাকিল ৫ দণ্ড ১৫ পল ২৫ বিপল, তাহার সহিত উহার পরবর্ত্তী কর্কটের লগ্নমান ৫।৪১।৬ যোগ করিলে ৯ দণ্ড ২৫ পল ৩১ বিপল হয়, তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ১০ দণ্ড ১৫ পলের সময় সিংহ লগ্ন। রাত্রিতে অন্য লগ্ন হইতে এই রূপ উপায় অবলম্বন করিলে রাত্রি লগ্ন স্থির হইবে। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লগ্নমান লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের লগ্ন নিশ্চয় করা যায়। কোন্ কোন্ লগ্নের পরিমাণ কত তাহা প্রথম খণ্ডের জাতক প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, এজন্য উহা এস্থলে লিখিত হইল না।

সৌরমান।

১০০ ক্রুটীতে	১ তৎপর।
৩০ তৎপরে	১ কাষ্টা।
৩০ কাষ্টায়	১ কলা।
৬০ কলায়	১ অংশ।
৩০ অংশে	১ রাশি।
১২ রাশিতে	১ সৌরবৎসর।

এক সৌর বৎসরে সূর্য্য দ্বাদশ রাশি ভোগ করে। প্রত্যেক রাশিতে সূর্য্যের যত সময় অবস্থিতি হয়, তাহাকে এক সৌর মাস বলে। সূর্য্যের গতির * হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে এই সৌর

* যেখানেই সূর্য্যের গতির কথা লিখিত হইবে, সেই খানেই পৃথিবীর গতি বুঝিতে হইবে, কেননা সূর্য্য অচল, পৃথিবী সচল।

মাণেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপল হয়।

নক্ষত্রমান।

৬০ অনুপলে এক বিপল, ৬০ বিপলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক নাক্ষত্র অহোরাত্র। ত্রিশ নাক্ষত্র অহোরাত্রিতে এক নাক্ষত্র মাস। বার নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বৎসর হয়। নাক্ষত্র ৩৬৬ অহোরাত্রি ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে এক সৌর বৎসর হয়। অতএব সাবন ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে এক নাক্ষত্র অহোরাত্রের অধিক হয়। নক্ষত্র সকলের উদয়দর্শনক্রমে এই নক্ষত্র কালের নিশ্চয় হয়। কোনও বিশেষ নক্ষত্রের উদয় হইতে পুনর্ব্বার উদয় স্থানে আসিতে তাহার যে কাল লাগে, তাহা কোন প্রকারে স্থির হইলে সেই কাল দ্বারা এক নক্ষত্র অহোরাত্রের পরিমাণ স্থির হয়। এই নক্ষত্র অহোরাত্রির পরিমাণ প্রত্যহই সমান থাকে। যে হেতু নক্ষত্র দিগের গতির প্রায়ই পরিবর্ত্তন হয় না। নাক্ষত্র অহোরাত্রিতে দ্বাদশ লগ্ন হইয়া থাকে।

সাবনমান।

সূর্য্যের এক উদয় অবধি অপর উদয় পর্য্যন্ত যে দিন তাহাকে সাবন দিন বলে। তাহার স্থূল পরিমাণ এই যে, যে লগ্নে রবির উদয় হয় সেই লগ্ন মাসের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ সহিত নক্ষত্র ষটি দণ্ড হয়, কিন্তু সূর্য্যের গতি অন্যান্য গ্রহের ন্যায় কখন শীঘ্র কখন মন্দ, তদ্দ্বারা এবং রাশি চক্রের বক্রতা হেতু এই সাবন দিনের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যহই তাহার পরিমাণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সাম্বৎসরিক সাবন দিন সকলকে সমান ভাগে বিভক্ত করিলে নক্ষত্র মানের কিঞ্চিদধিক ষাটী দণ্ডে

যে এক দিন হয়, তাহাকে মধ্যম সাবন দিন কহে। সৌর বৎসরে নাক্ষত্র দিন-অপেক্ষায় সাবন এক দিন কম হয়, এই হিসাবে নক্ষত্র ও এই মধ্যম সাবন কালের ন্যূনাধিক্য হয়। যে কোনও দিন অবধি সাবন ত্রিশ দিনে এক সাবন মাস হয়, এই রূপ বার সাবন মাসে এক সাবন বৎসর হয়। এই সাবন বৎসর সৌর বৎসর অপেক্ষা ১৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল কম হয়। এই সাবন দিন নাক্ষত্র অহোরাত্রির ন্যায় দণ্ড পল, বিপল ও অনুপলে বিভক্ত হইয়া থাকে।

চান্দ্রমান।

চন্দ্র আপন গতি অনুসারে ভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যস্থল হইতে নির্গত হইয়া যতক্ষণে সূর্য্য হইতে ১২ অংশ অন্তরে গমন করে, ততক্ষণে এক তিথি হয়। প্রথম ১২ অংশ গমন করিলে শুক্ল প্রতিপদ; দ্বিতীয় ১২ অংশ গমন করিলে দ্বিতীয়া, এইরূপে সূর্য্য হইতে রাশি চক্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৮০ অংশ গমনে ১৫ তিথি হয়। এই কয়েক তিথিকে শুক্ল পক্ষ বলে। ঐ রূপ ১২ অংশ গতি অনুসারে যে ১৫ তিথিতে চন্দ্র ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমসূত্রপাতের ন্যায় পূর্ব্বার নিম্নবর্ত্তী অর্থাৎ নিকট গামী হয়, সেই তিথিকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। সূর্য্য অপেক্ষায় চন্দ্র যত ১২ অংশ দূর যায়, চন্দ্রের তত কলা দেখিতে পাওয়া যায়। আর যত ১৩ অংশ নিকটগামী হয়, তত কলা অদৃশ্য হয়। সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে ১২ অংশের মধ্যে চন্দ্রের অবস্থিত হইলে তাহা অদৃশ্য হয়। অতএব কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শেষ অবধি শুক্ল প্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রকলা দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্র আপন গতি অনুসারে সূর্য্য হইতে ১২ অংশ দূর যাইবার মধ্যে সূর্য্য আপন-গতি-অনুসারে ১ অংশ চন্দ্রের নিকট

বর্ত্তী হয়। ঐ অংশ গমনে চন্দ্রের যে সময় লাগে, তাহার সহিত চন্দ্রের ১২ অংশ গমনের সময়কে মিলাইলে প্রায় ৫৯ দণ্ড হয়। ইহাতে চন্দ্রের গতি ১৩ অংশ ১০॥ কলা হইবে। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যের কখনও মন্দ গতি, কখন শীঘ্রগতিত্ব প্রযুক্ত তিথিমানের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১ তিথিতে ১ চন্দ্রে দিন ৩০ তিথিতে এক চান্দ্র মাস ১২ তিথিতে ১ চান্দ্র মাসে ১ চান্দ্র বৎসর হয়। চান্দ্র মাস :—১২ চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হয় ; এই প্রমাণ তিন প্রকার। শুক্ল প্রতিপদ অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে মুখ্য চান্দ্র এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে পৌর্ণ চান্দ্র এবং শুক্ল পক্ষের বা কৃষ্ণ পক্ষের যে কোনও তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিথি পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি গণনা করা হয়, তাহাকে চান্দ্র সাবন মাস কহা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কালের ব্যবস্থা।

নক্ষত্র দিনের দ্বারা পরমায়ু ও দশা গণনা হয়। সাবন-গণনানুসারে অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত, গর্ভাধান, পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণাদি গণনা হয়। সৌরগণনানুসারে যাত্রা ও বিবাহের মাস গণনা হয় এবং যে কোন রাশির উল্লেখ করিতে হয় তাহাও সৌর গণনাক্রমে হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধাদি নানা কর্ম্মের মধ্যে কোন কর্ম্ম মুখ্য চান্দ্র ও দুর্গোৎসবাদি কোন কোনও কর্ম্ম গৌণ চান্দ্রে সমাহিত হয়। প্রেত শ্রাদ্ধে, মাস ও বৎসর গণনানুসারে চান্দ্র সাবনেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

যুগাদির ব্যাখ্যা।

উপরি উক্ত সৌর মাসের দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর হয়। ঐ রূপ এক বৎসরে

দেব ও অসুরগণের এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। প্রভেদ এই যে, উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। অসুরদিগের দক্ষিণায়ন দিন ও উত্তরায়ণ রাত্রি। ৪,৩২,০০০ বৎসর কাল কলি যুগ, ৮,৪০,০০০ বৎসর দ্বাপর যুগ, ১২,৯৬০০০ বৎসরে ত্রেতা এবং ১৭,২৮,০০০ সত্যযুগ বৎসবে এই চারি যুগকে এক মহাযুগ ধরা যায়। ইহাতে দেবতাদিগের ১২০০০ বৎসর হয়। এইরূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়! তাহার শেষ সত্যযুগের পরিমাণে ১৭,২৮,০০০ সাবন বৎসরে সন্ধিকাল হয়। এই সন্ধিকাল সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস অর্থাৎ এক কল্প হয়। কল্পের পরিমাণে ১০০০ মহাযুগ হয়।

জ্যোতিষ গণনার মূল তত্ত্ব।

পৃথিবী যে গোল, একথা আজি কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুল প্রচার বশতঃ সকলেরই এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। প্রাচীনেরা বিজাতীয় মতের সমর্থন করিতে বড় ইচ্ছুক না হইলেও আমরা ইতি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, আমাদিগের দেশের সুবিখ্যাত জ্যোতিষীগণ অবধারিত করিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবী গোল ভিন্ন অন্য কোনও আকারবিশিষ্ট নহে। তথাপি আমরা একটা সোজা কথায় বুঝাইব যে, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত, সকলেই দেখিয়াছেন যে, রাত্রি কালে অন্ধকারময় ঘরে প্রদীপের সম্মুখে কোন একটী গোলাকার পদার্থকে ধরিলে তাহার যে দিক প্রদীপের সম্মুখে থাকে, সেই দিক্ প্রদীপের আলোকে আলোকিত হয়, এবং তাহার বিপরীত দিক্ অন্ধকারময় থাকে। তাড়িত বার্ত্তা,—অর্থাৎ তারে সংবাদ যাতায়াতের কথা আপামরসাধারণ সকলেই অবগত বিলক্ষণ আছেন। অত্যল্প সময় মধ্যে যে বহুদূরস্থ স্থানে সংবাদ যায় আইসে, একথা কাহা-

রহে অবিদিত নাই। যদি আমরা প্রাতঃকালে আমেরিকায় কোন সংবাদ দিই, তাহা হইলে যে সময়ে তথায় সেই সংবাদ পঁহুছে, হিসাব করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রায় ১২ ঘণ্টার প্রভেদ, অর্থাৎ এখানে যখন প্রাতঃকাল,—সেখানে তখন সন্ধ্যা। পৃথিবী গোল না হইয়া সমতল হইলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূর্য্যোদয় হইত না, একই সময়ে হইত; ইহাতেই জানিতে পারা যায় যে,পৃথিবী গোলাকার এবং নিয়তই আপনার দেহ আবর্ত্তন করিতেছে। এই রূপ আপনার দেহাবর্ত্তন করিতে পৃথিবীর ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড লাগে, এজন্য সাধারণতঃ সকলেই এক দিবারাত্রিতে ২৪ ঘণ্টা বলিয়া থাকেন।

যদি একটী কমলা লেবুর বোঁটা ভাঙ্গিয়া যেখানে সেই বোঁটাটী ছিল, সেই স্থানে একটী শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া তাহা অপর দিকে বাহির করা যায়, এবং সেই শলাকাটী ধরিয়া লেবুটীকে রাত্রিকালে প্রদীপের আলোকে ঘুরান যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিষয় স্পষ্ট রূপে বুঝান যাইতে পারে। শলাকাটী যে ভাবে অবস্থিত, পৃথিবীর উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত যে একটী অভ্যন্তরীণ রেখা কল্পনা করা যায়, তাহাকেই পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলে এবং উত্তর দক্ষিণ দিকস্থ দুইটী স্থানকে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র কহে। শলাকাটী ধরিয়া লেবুটীকে ঘুরাইতে থাকিলে শলাকাটী নড়ে চড়ে না, কিন্তু লেবুর অপরাপর স্থান আবর্ত্তিত হয়, পৃথিবী ঘুরিবার সময় উহারও মেরুদণ্ড উহার পূর্ব্বাবস্থানের সহিত সমান্তর ভাবে থাকে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি।

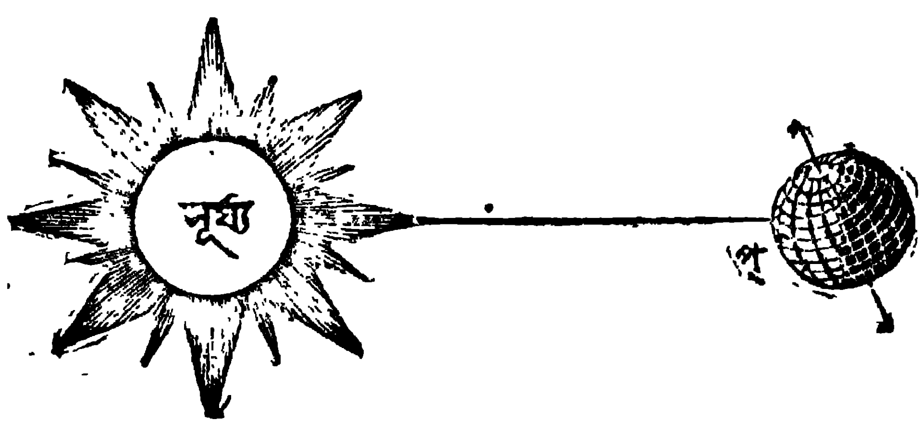
পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টা মধ্যে আপন মেরু দণ্ডে একবার

মাত্র আপন দেহ আবর্ত্তন করে, সেইরূপ দেহাবর্ত্তন করিতে করিতে ৩৬৫ দিন. ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল মধ্যে একবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে, তাহাতেই এক বৎসর হয়, এবং সেই গতিকেই বার্ষিক গতি বলে এবং ইহা দ্বারাই শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদ হইয়া থাকে। যে পথে পৃথিবী এক বৎসরে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া আইসে, তাহাকেই পৃথিবীর কক্ষ বলে। এই কক্ষপথ চক্রাকার, ঠিক গোল নহে, অণ্ডাকার। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে পৃথিবী আপন কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে কখন সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে, কিন্তু সময়ে সময়ে পৃথিবী সূর্য্যের নিকট ও দূরবর্ত্তী হইতে থাকিলেও উহার ভ্রমণপথ চিরদিনই সূর্য্যের সহিত সমসূত্র থাকে, অর্থাৎ কখনও উচ্চ ও কখনও নীচভাবে থাকে না।

পৃথিবীর কেন্দ্র দুইটী উহার সর্ব্ব উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে। যদি শলাকাবিদ্ধ লেবুটীকে প্রবলবেগে ঘুরাইতে থাকা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লেবুর যে স্থানটী অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা সমধিক বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, সেইটীই তাহার মধ্যস্থল, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী; এই মধ্য স্থলটীকে অবলম্বন করিয়া যদি তাহার চতুর্দ্দিকে একটী সূত্র দ্বারা লেবুটীকে বেষ্টন করা যায় অথবা তাহার উপর তদ্রূপ একটী রেখা পাত করা যায়, তাহা হইলে উহাই পৃথিবীর বিষুব রেখার অনুরূপ হয়,—অর্থাৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠে উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে সমান দূরে যে একটী রেখা কল্পনা করা যায়, উহাই তাহার বিষুব রেখা, বা নিরক্ষবৃত্ত। এই রেখা পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণ দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিতেছে। উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্দ্ধ এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্দ্ধ।

এই বিষুব রেখা ও কেন্দ্র-চিহ্নিত গোলকে প্রদীপের আলোক সম্মুখে যদি এরূপ ভাবে রাখা যায় যে, উহার মেরুদণ্ডটী সূর্য্যের সহিত সমতল ক্ষেত্রে সংস্থাপিত হয়, তবে প্রদীপের আলোক বিষুব রেখার উপর সমান ভাবে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তির্য্যগ্ভাবে পতিত হয়।

পৃথিবী যদি এইরূপ ভাবে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলে সূর্য্য কিরণ বিষুব রেখার উপর চির দিনই সমানভাবে পতিত হইত এবং এই ষড়ঋতুবিলাসিনী পৃথিবীতে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হইত না। বিষুব রেখার সমীপবর্ত্তী স্থান সকল নিরন্তর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ প্রায় হইয়া যাইত, পৃথিবীর স্থান বিশেষে অর্থাৎ সমমণ্ডলবর্ত্তী স্থানে চিরবসন্ত বিরাজ করিত এবং শীত মণ্ডলবর্ত্তী স্থানে চিরকালই অস্থিভেদী শীত সমানভাবে সকল সময় থাকিত। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবী এরূপ ভাবে সূর্য্য পরিক্রমণ করে না এবং পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যের সমসূত্রভাবে না থাকিয়া একটু হেলিয়া থাকে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূরে সমসূত্রে অবস্থিতি করে, তাহাকে একটী সরল রেখা কল্পনা করিয়া পৃথিবীর মেরুদণ্ডকে একটী হেলা সরল রেখা মনে করিলে যে একটী সূক্ষ্ম কোণ জন্মে, তাহার পরিমাণ ৬৬½ অংশ (ডিগ্রী)।



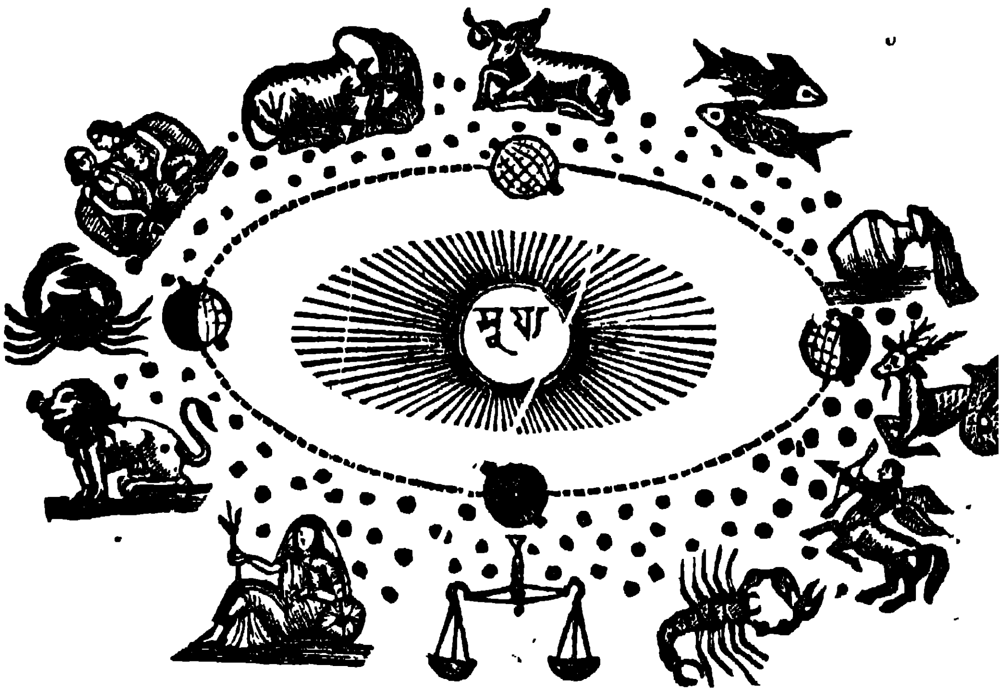
এই ৬৬½ অংশ কোণ ঠিক রাখিয়া পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

উপরোক্ত কল্পিত শলাকাটী অর্থাৎ পৃথিবীর মেরুদণ্ড নিয়তই আকাশ পথের একই দিকে অবস্থিতি হওয়ায় মেরুদণ্ডের অর্দ্ধেক অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর গোলকার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল সূর্য্যের দিকে হেলিয়া থাকে এবং দক্ষিণ গোলকার্দ্ধ ছয় মাস কাল সূর্য্য হইতে ঝুলিয়া থাকে। এই জন্যই সেই সময়ে উত্তরার্দ্ধ ভাগে গ্রীষ্ম এবং দক্ষিণার্দ্ধ ভাগে শীতঋতুর আবির্ভাব হয়। ঐ রূপে বৎসরের দুইটী সময়ে পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যের দিকে হেলিয়া অথবা সূর্য্য হইতে ঝুলিয়া থাকে না বলিয়া ঐ দুই সময়ে উত্তর এবং দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে না শীত, না গ্রীষ্ম এত দুভয় ঋতুর প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। এই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়।

যদি একটী মণ্ডলাকার টেবিলের কিনারায় একটী রুল এরূপ ভাবে রাখা যায় যে তাহার অর্দ্ধেক টেবিলের কিনারার উপর এবং অর্দ্ধেক তাহার নিম্নে থাকে এবং ঐ রুল গাছটীকে না হেলাইয়া দোলাইয়া অর্থাৎ সোজা করিয়া টেবিলের কিনারায় গড়াইয়া লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে রুল গাছটী টেবিলের তক্তার সহিত লম্ব ভাবে থাকে এবং তাহাতে টেবিলের তক্তার সহিত রুলের যে একটী কোন প্রস্তুত হয়, সেটী সম কোণ ও তাহার পরিমাণ ৯০ ডিগ্রী হয়, কিন্তু যদি রুল গাছটীকে টেবিলের তক্তার দিকে এরূপ হেলাইয়া ধরা যায় যে, তদ্দ্বারা রুল ও টেবিলের তক্তার সহিত ৬৬½ ডিগ্রী পরিমিত একটী কোণ প্রস্তুত করিতে পারে এবং রুল গাছটী আপন সমান্তরালভাব রক্ষা করে, তাহা হইলে পৃথিবীর কক্ষ পথের সমান্তরতার সহিত উহার মেরুদণ্ডে যে কিরূপ কোণ জন্মে এবং পৃথিবীর মেরুদণ্ড

যে বৎসরের সকল সময়েই কিরূপে সূর্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

নিম্ন লিখিত চিত্রে পৃথিবী শীত ও গ্রীষ্মের মধ্য ভাগে এবং বৎসরের দুই বিষুব দিনে অর্থাৎ যে দুই দিনে দিনে রাত্রি সমান হয় সেই দুই দিনে পৃথিবীর অবস্থিতির বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইতেছে।



মেষ রাশির নিম্নে ক চিহ্নিত স্থানে পৃথিবীর উত্তর গোলকার্দ্ধ সূর্য্যের দিকে হেলাইয়া রহিয়াছে এজন্য দক্ষিণ গোলকার্দ্ধ অপেক্ষা উহাতে সূর্য্যকিরণের আধিক্য বুঝা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় কর্কট ক্রান্তির উপর সূর্য্য কিরণ সরলভাবে পতিত হইয়া থাকে। ঐ কর্কটক্রান্তি বিষুবরেখা হইতে উত্তরে ২৩½ ডিগ্রি অন্তর, সুতরাং এই সময়ে সূর্য্য পৃথিবীর উত্তর মেরুর উপর ২৩½ ডিগ্রী এবং উহার বহির্বর্ত্তী ২৩½ ডিগ্রী পর্য্যন্ত স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিয়া থাকে। কারণ পৃথিবী গোলাকার, একই সময়ে পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগ ব্যতীত অন্যভাগ সূর্য্য কিরণে আলো-

কিত হইতে পারে না, এজন্য পৃথিবীর যে স্থানে সূর্য্য কিরণ লম্বভাবে পতিত হয়, তাহা হইতে সকল দিকেই ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উহা পৃথিবী পৃষ্ঠ আলোকিত করে। এরূপ স্থলে উত্তর হিম-মণ্ডলের* সমস্ত উত্তর ভাগই পৃথিবীর এরূপ ভাবে অবস্থান কালে আলোকিত গোলাকার্দ্ধের অন্তর্গত থাকে। কাজে কাজেই এই সময়ে দক্ষিণ হিম মণ্ডল সূর্য্য কিরণ বিহীন হইয়া তত দিন অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে।

যখন পৃথিবী খ (তুলারাশির উপরে) চিহ্নিত স্থানে পৌছিবে, তখন উহার মেরুদণ্ড সূর্য্যের দিকে হেলিয়া বা সূর্য্য হইতে ঝুলিয়া থাকে না, সুতরাং বিষুব রেখার উপর সূর্য্য কিরণ লম্বভাবে পতিত হয় বলিয়া, উহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী ৯০ ডিগ্রী পরিমিত স্থানে প্রকারন্তঃ উত্তর হইতে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানেই সূর্য্য-কিরণ পতিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দিবারাত্রি সমান হয়।

পৃথিবীর যে, অর্দ্ধভাগ সূর্য্যকিরণ দ্বারা আলোকিত হয়, তাহাকেই পৃথিবীর "আলোকিত গোলকার্দ্ধ" কহে। পৃথিবীর গতিক্রমে "আলোকিত গোলকার্দ্ধ" চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না। উক্ত গোলাকার আলোক-রেখা যখন

---

* নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে ২৩½ দূরে যে রেখা কল্পনা করা যায়, উহার নাম উত্তর অয়নান্ত বৃত্ত বা কর্কট ক্রান্তি এবং উহার দক্ষিণে ২৩½ ডিগ্রী দূরে যে রেখা কল্পিত হইয়াছে, উহার নাম দক্ষিণায়নান্ত বৃত্ত বা মকর ক্রান্তি; এই দুই অয়নান্ত বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে গ্রীষ্ম মণ্ডল বলে যে হেতু এই স্থানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। উপরোক্ত দুই অয়নান্ত বৃত্ত সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের সীমা। গ্রীষ্ম মণ্ডলের উত্তর এবং দক্ষিণে অর্থাৎ কর্কট ও মকর ক্রান্তি হইতে ৪৩ ডিগ্রী বিস্তৃত স্থানকে সমমণ্ডল বলে, অর্থাৎ—এস্থানে শীত ও গ্রীষ্ম সমভাবে প্রাদুর্ভূত হয়।

যেরূপ ভাবেই থাকুক; উহা বিষুব রেখাকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে। এই জন্যই বিষুব রেখার অন্তর্বর্ত্তী স্থানে বৎসরের সকল সময়েই দিবা ও রাত্রিমান সমান থাকে।

বিষুবরেখার সমদূরে আরও যে সকল বৃত্ত কল্পনা করা যায়, পৃথিবীর উপরোক্ত অবস্থায় অবস্থান কালে ঐ সকল বৃত্তও উক্ত গোলাকার আলোক রেখা কর্ত্তৃক দুই সমান ভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া, ঐ সময়ে পৃথিবীর সকল স্থানেই দিন রাত্রি সমান হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্য যখন বিষুবরেখার উপরে কিম্বা নীচে থাকে অর্থাৎ উহার উত্তর বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করে, তখন বিষুবরেখার সমদূরবর্ত্তী অন্যান্য কল্পিত বৃত্তগুলি সূর্য্যের গোলাকার আলোক রেখা কর্ত্তৃক অসমান ভাগে বিভক্ত হয়, ঐ জন্যই ঐ সময়ে ঐ সকল বৃত্তান্তর্গত স্থানে দিবা ও রাত্রি-মান অসমান হইয়া থাকে।

উপরে যে বৃত্তটী প্রদত্ত হইয়াছে, উহাতে ২১শে জুন, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২১শে ডিসেম্বর এবং ২০শে মার্চ্চে সূর্য্যের অবস্থিতির প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শীত এবং গ্রীষ্মকালীন বিষুব-দিবসে এবং উত্তর ও দক্ষিণায়নান্ত দিবসে পৃথিবী যেরূপ ভাবে অবস্থিতি করে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

পৃথিবীর এই দুই স্থানে শীত গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অধিক নহে। উত্তর ও দক্ষিণ সমমণ্ডল হইতে উত্তর ও দক্ষিণদিকে ২৩½ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হিমমণ্ডল। উত্তর ও দক্ষিণ ভেদে উহারা উত্তর হিম-মণ্ডল ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিষুব-রেখার অন্তর্গত স্থান সকলে চিরদিনই দিনরাত্রি ১২ ঘণ্টা বা ষাটি দণ্ড, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে ৮০৩৪ ডিগ্রী অর্থাৎ ১৮,৫০,৫০০ মাইল দূরে, দিনমানের পরিমাণ ১২½ ঘণ্টা। আবার

উহা হইতে উত্তর দক্ষিণে ৮০১০ দূরে অর্থাৎ ১৬০৪৪ অক্ষরেখার দিনমান ১৩ ঘণ্টা।

পৃথিবী যখন ক বিন্দুর নিকট অবস্থিতি করে, তখন বিষুব-রেখার উত্তরবর্ত্তী ২৩½ ডিগ্রী দূরে কর্কট ক্রান্তির উপর সূর্য্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয়। সূর্য্য কিরণ যে দিন যে স্থানে যে ভাবেই পতিত হউক, উহা পৃথিবীর ৯০ ডিগ্রী, পরিমিত স্থান নিয়তই আলোকিত করিয়া থাকে বলিয়া, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সূর্য্যালোক ২৩½ ডিগ্রীর উপরে এবং উত্তর কেন্দ্রের অপর দিক্ পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া থাকে। তজ্জন্য দক্ষিণ কেন্দ্রের সেই পরিমিত স্থান ঐ সময়ে অন্ধকারময় হয়।

সূর্য্য আপনার কক্ষ-পথে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিন মাস পরে যখন উহা খ চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীর গতি-অনুসারে দিন দিন উত্তরকেন্দ্রের দিক হইতে সূর্য্য আপন-গতি অপসারিত করিয়া, অবশেষে বিষুবরেখার উপরে আসিয়া লম্বভাবে নিক্ষেপ করিতে থাকে, এজন্য উহার গোলাকার আলোক-রেখা উত্তরকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ-কেন্দ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়।

পৃথিবী গ (মকররাশির পার্শ্ব)স্থানে আসিলেই মকর ক্রান্তির উপর লম্বভাবে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া থাকে, এবং সূর্য্যের গোলা-কার আলোক-রেখা বা আলোকবৃত্ত দক্ষিণ কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পতিত হইয়া ইহার ২৩½ ডিগ্রী দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং এই কারণে উত্তরকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ১২½ ডিগ্রী দূর পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমুদায় উত্তর হিমমণ্ডল অন্ধকারাবৃত হয়।

পৃথিবী ঘ কর্কটরাশির পার্শ্বস্থানে আসিয়া পঁহুছিলেই বাসন্তী বিষুব দিবা উপস্থিত হয়। এই দিন পুনরায় সূর্য্যকিরণ বিষুবরেখার

উপর লম্বভাবে পতিত হইয়া থাকে এবং সূর্য্যের আলোক বৃত্ত পুনরায় উত্তর কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

কিন্তু পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? যদি তাহা না হয়, তবে বলিতে হয় যে, সূর্য্যই প্রতিদিন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এরূপ মনে করিবার অগ্রে বিবেচনা করা উচিত যে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯ কোটী ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছে, এরূপ অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডের মধ্যে এই সুদূরপ্রসারিত ব্যাসার্দ্ধে বিশিষ্ট বৃত্তাকার পথ পরিভ্রমণ করা কতদূর সঙ্গত।

পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দৃষ্টতঃ সূর্য্যের আহ্নিক গতি ব্যতীত বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, উহা প্রতিদিন প্রায় ডিগ্রী-পরিমিত পথ পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া, এক বৎসরে অনন্ত আকাশ মণ্ডলে একটী বৃত্ত রচনা করিয়া আপন বার্ষিক গতি সমাধা করিতেছে। বস্তুতঃ আমরা সূর্য্যের যে বার্ষিক গতির বিষয় উল্লেখ করিলাম, উহা সূর্য্যের গতি নহে, পৃথিবীর গতি।

পাঠক, একটী গৃহমধ্যস্থ টেবিলের উপরে একটি আলোক রাখিয়া ঐ টেবিলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবার সময় আপন দৃষ্টি আলোকের উপর দিয়া দেওয়ালের উপর স্থাপিত করুন। এস্থলে আলোকটি গৃহের মধ্যস্থলে স্থাপিত হইলেও বোধ হইবে যেন দেওয়ালের গায়ে একটি বৃত্তাকার আলোকটি পরিভ্রমণ করিতেছে। বাস্তবিক, আলোকটি কি সরিয়া সরিয়া একটী বৃত্তাকার পথে চলিয়া থাকে, না আপনি আলোকের চতুর্দ্দিকে মণ করেন? সেইরূপ আমরা পৃথিবীর উপরে থাকিয়া সূর্য্য

মণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে থাকিবার কালেই মনে করি যেন সূর্য্যই চলিয়া বেড়াইতেছে, প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য চলে না, আমরাই সরিয়া সরিয়া যাইতেছি। এইরূপে পৃথিবী যখন মেষরাশিতে প্রবেশ করে, তখন আমরা উহার বিপরীত দিকস্থ তুলারাশিতে সূর্য্যকে দেখিতে পাই, বৃষরাশিতে গেলে সূর্য্যকে বৃশ্চিক রাশিস্থ দেখি, ইত্যাদি। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি অচল নক্ষত্রদিগের সম্বন্ধে ঐরূপে সূর্য্যকে যে বৃত্ত রচনা করিতে দেখা যায়, সেই বৃত্তের নাম পরিদৃশ্যসহ রবিমার্গ পৃথিবীর কক্ষপথের সহিত সমসূত্রভাবে অবস্থিত। চন্দ্র ইহার মধ্যে বা নিকটে থাকিলেই গ্রহণ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত বৃত্ত অথবা পরিদৃশ্যমান রবিমার্গ সূর্য্য কর্ত্তৃক ৩৬০ দিনে পরিক্রমিত হয় বলিয়া, প্রাচীন পণ্ডিতেরা উহাকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সূর্য্য প্রতিদিন উহার এক এক অংশ গমন করে। উপরোক্ত রবিমার্গ অর্থাৎ অনন্ত শূন্য পথের যে স্থান দিয়া সূর্য্যের গমন কল্পিত হইয়া থাকে, সেই বারটী সমানভাগে বিভক্ত। উহার এক একটী ভাগের নাম রাশি। ঐ পথের উভয় দিকে ৮ ডিগ্রী করিয়া ১৬ ডিগ্রী পরিমাণ বিস্তৃত একটী চক্র-কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাকেই রাশিচক্র কহে। ঐ চক্রমধ্যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ভ্রমণ করিতেছে। এজন্য রবিপথের উভয়দিকে ৮ ডিগ্রীর অতীত পথে কোন গ্রহই দেখিতে পাওয়া যায় না।

উপরিলিখিত উদাহরণে আপনার মস্তক আলোকের চতুর্দ্দিকে যে পথে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই পথই পৃথিবীর কক্ষপথের অনুরূপ এবং আলোকদ্বারা দেওয়ালের গায়ে যে আলোকের একটী একটী কল্পিত পথের দৃষ্টি হয়, সেইটীই পরিদৃশ্যমান রবি মার্গের স্বরূপ। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আপনার

মস্তকের কক্ষ বা ভ্রমণপথ এবং দেওয়ালের গায়ে আলোকের কল্পিত পথ উভয়ই মণ্ডলাকার, উভয় বৃত্তেরই কেন্দ্র এক আলোক এবং এতদুভয় পথই সমসূত্রে অবস্থিত। এস্থলে যদি আপনি একটী লেবু লইয়া আলোক এবং আপনার দৃষ্টির মধ্যস্থলে ধারণ করেন, তাহা হইলেই আপনি গ্রহণের অনুরূপ কার্য্য দেখিতে পাইবেন। মনে করুন, আলোকটী সূর্য্য, আপনার মস্তক পৃথিবী, এবং লেবুটী চন্দ্র। উহারা সমসূত্রে থাকা প্রযুক্ত লেবু আপনার দৃষ্টি-পথের কিয়দংশ আবৃত করিবে! এইরূপ ঘটনা সূর্য্যগ্রহণের দৃষ্টান্ত। আর যদি আপনি আলোকের দিকে পশ্চাৎ করিয়া লেবুটীকে মস্তক এবং আলোকের সমসূত্রে ধারণ করেন, তাহা হইলে আপনার মস্তক লেবুর উপর আলোকপাতের বাধা জন্মাইবে। ইহাই সূর্য্যগ্রহণের দৃষ্টান্ত। পূর্ব্ববৎ আলোক সূর্য্য, মস্তক পৃথিবী এবং লেবুকে চন্দ্র কল্পনা করুন। কিন্তু যদি আপনি হস্ত উত্তোলিত বা অবনত করেন, তাহা হইলে ছায়াপাত না হওয়া প্রযুক্ত গ্রহণ হইবে না। কারণ লেবুটী আলোক ও আপনার মস্তকের সহিত থাকিতে পায় না। হয় কিছু উচ্চে, না হয় নিম্নে থাকিবে। ঐরূপ হইলে চন্দ্রপৃথিবীর কক্ষ পথের সমসূত্রে না থাকিয়া তাহার উচ্চে না হয় নিম্নে থাকিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করে। তাহা না হইলে প্রতিমাসে দুইটা করিয়া গ্রহণ হইত।

পৃথিবীর প্রায় মণ্ডলাকার বা বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করিবার কারণ এই যে, এই জগতের পরমাণু সকল পরস্পরে আকর্ষণ করে, সূর্য্যের পরমাণু যেমন পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর পরমাণুও তদ্রূপে সূর্য্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। বৃহত্তর পদার্থের পরমাণু লঘুতর পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকট টানিতে থাকে; সূর্য্যের পরমাণু যাবতীয় গ্রহাদির অপেক্ষা অধিক। এজন্য সূর্য্য পৃথিব্যাদি সমস্ত গ্রহ উপগ্রহদিগকে

নিয়ত আকর্ষণ দ্বারা আপনার নিকটে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। এখন মনে কর, পৃথিবীর স্বাভাবিক গতি সরল রেখাক্রমে যদি সূর্য্যের আকর্ষণ না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী নিরন্তর সরল রেখা ক্রমে এক দিকেই চলিতে থাকিত, কিন্তু সূর্য্য নিরন্তর প্রবলবেগে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া ও রূপ না হইয়া পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়ের পরস্পর বিপরীত যোগ-প্রভাবে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহৎ পদার্থের যত নিকট বর্ত্তী হয়, বৃহৎ পদার্থের আকর্ষণ শক্তি ততই বাড়িতে থাকে। দূরস্থ হইলে ক্ষুদ্র পদার্থের নিজের বল বৃদ্ধি পায়, আর বৃহৎ পদার্থের আকর্ষণ শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু কমিয়া যায়, পৃথিবী ঠিক এই ভাবে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ঘুরিবার সময় কখন কখন পৃথিবী সূর্য্যের নিকটস্থ হয়। আবার কিছু দিন পরে সূর্য্য হইতে অন্তরে যায়, এই জন্যই পৃথিবীর পথ ঠিক গোলাকার নহে, অণ্ডাকার। নতুবা পৃথিবীর গতি ও সূর্য্যের আকর্ষণ যদি সমান বেগে হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর গমনপথ ঠিক মণ্ডলাকারে হইত। পৃথিবী যেরূপে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, অন্যান্য গ্রহও তদ্রূপ করিয়া থাকে।

গ্রহগণের গতি ও ভোগফল।

গগণ মণ্ডল অনন্ত, তাহার আদি অন্ত নিরূপিত হইবার নহে, কিন্তু জ্যোতিষ গণনায় সৌকর্য্যার্থে মানবীয় দৃষ্টির সীমা অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রাদিসমন্বিত আকাশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্য খণ্ডে দ্বাদশ রাশি ও তাহার অন্তর্গত ২৭ অচল নক্ষত্রের অবস্থানসীমাকে দ্বাদশ ভাগ করিয়া তাহার এক এক রাশি নয় পদে নক্ষত্রের যে সীমা মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা ইতি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে গগণ-

মণ্ডলের ঐ মধ্যখণ্ডাশ্রিত রবি প্রভৃতি গ্রহগণের ঐ দ্বাদশ রাশি এক একবার পরিভ্রমণ করিতে কত দিবস লাগে, তাহা লিখিত হইতেছে। তদ্দ্বারা কোন গ্রহের কিরূপ গতি এবং ঐগতি-অনুসারে তাহাদের দূরত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রহগণ যে রাশিতে যত দিন অবস্থিতি করে, তাহাকে ঐ গ্রহের ঐ রাশি-ভোগ কাল বলে

অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ঐ স্থানে আসিতে রবির এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। চন্দ্রের দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিতে ২৭ দিন, মঙ্গলের ৫৪০ দিন, বুধের ২১৬ দিন, বৃহস্পতির ১২ মাস, শুক্রের ৩৩৬ দিন, শনির ৩০ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর এবং কেতুরও ১৮ বৎসর লাগে।

রবির এক রাশি ভ্রমণের কাল ১ মাস, চন্দ্রের ২ দিন, ১৫ দণ্ড, মণ্ডলের ৪৫ দিন, বুধের ১৮ দিন, বৃহস্পতির ১ মাস, শুক্রের ২৮ দিন, শনির ২ বৎসর ৬ মাস এবং রাহু ও কেতুর ১৮ মাস,। ইহা দ্বারা কোন্ গ্রহ কত দিন কোন্ নক্ষত্রের সীমা মধ্যে থাকিবে, অর্থাৎ কোন নক্ষত্র কত সময় ভোগ করিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক রাশি ভোগের অর্থাৎ ভ্রমণের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সময়কে যত ভাগ করা যায়, সেই রাশির সীমাকেও তত ভাগ করা হয়, বুঝিতে হইবে।

গ্রহগণ কোন্ নক্ষত্র এবং কোন্ গ্রহের কোন্ পাদে এবং ঐ পাদের কোন অংশে কতক্ষণ অবস্থিতি করে, তাহা সূক্ষ্মরূপে গণনা করিবার জন্য গ্রহগণের স্ফুট গণনা আবশ্যক।

গ্রহগণ সকল সময় সমানভাবে রাশি চক্র পরিভ্রমণ করে না। সময়ে সময়ে তাহাদের গতির কিরূপ তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে।

গ্রহগণের রাশি ভোগের কাল ও তাহাদের কয়েকটি অংশ ভোগের সময় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

গ্রহ	হোরাভোগ কাল।	হোরা	দ্রেক্কাণ-ভোগ কাল।	নবাংশ ভোগ কাল।	দ্বাদশাংশ ভোগকাল।	ত্রিংশাংশ ভোগ কাল।
রবি	৩০ দিন	১৫ দিন	১০ দিন	৩ দিন ২০দ	২।১৫ দণ্ড	১ দিন।
চন্দ্র	২।১৫	১।৭	০।৪৫	•।১৫	•।১১	•।৪।৩•
মঙ্গল	৪৫।•	২২.৩•	১৫।০	৫।•	৩।৪৫	১।৩০
বুধ	১৮।•	৯।০	৬।•	২।•	১।৩০	•।৩৬
বৃহস্পতি	১২ মাস	৬ মাস	৪ মাস	১ মাস ১০ দিন	১ মাস	১২ দিন
শুক্র	২৮ দিন	১৪ দিন	দি ৯।২০	দি ৩।৮:৪০	দি ২।২০	৫৬ দণ্ড।
শনি	৩০ মাস	১৫ মাস	১০ মাস	৩ মাস ১০ দিন	২ মাস ১৫ দিন	১ মাস।
রাহু ও কেতু	১৮ মাস	৯ মাস	৬ মাস	২ মাস	১ মাস ১৫ দিন	১৮ দিন।

গ্রহগণের বক্রগতির কারণ।

আকাশ মণ্ডলস্থ গ্রহগণ এক স্থান হইতে পরিভ্রমণ করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আবার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই গমনকে গ্রহদিগের গতি বলে। যে শক্তি দ্বারা গ্রহগণের এই গতির উৎপত্তি হয়, জ্যোতির্ব্বিদ গণ সেই শক্তিকে গ্রহদিগের গমনের কারণ এবং গতিকে কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ঐ শক্তির প্রভাবক্রম এবং প্রকারানুসারে গ্রহগণের নানা প্রকার গতির উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহারা যদি একমাত্র শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তাহাদের গতি একই ভাবে সরল রেখাক্রমে চিরকালই চলিত, কিন্তু তাহাদের গতি এক প্রকার শক্তি হইতে উৎপন্ন হয় না। তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ অর্থাৎ বহুবিধ শক্তির প্রভাবে গতির ও তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য অমাদের দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহ দিগের আট প্রকার গতি নির্দ্দেশ করেন।

গ্রহগণ সূর্য্য হইতে নিক্রান্ত হইয়া প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ ৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত শীঘ্রগামী হয়। তৃতীয় অংশ অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সমগামী হইয়া থাকে। চতুর্থ অংশ অর্থাৎ ১২০ ডিগ্রী দূরে মন্দ গতি প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ১৫০ হইতে ১৮০ ডিগ্রী অন্তরে বক্রগামী হয়। সপ্তম ও অষ্টম অংশে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ২১০-হইতে ২৪০ ডিগ্রী অন্তরে অতি বক্রগামী হইয়া থাকে। নবম ও দশম ডিগ্রী অন্তরে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ২৭০ হইতে ৩০০ ডিগ্রী অন্তরে সরল-গামী হয় এবং একাদশ ও দ্বাদশে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ৩৩০ হইতে ৩৬০ ডিগ্রী অন্তরে পুনর্ব্বার শীঘ্রগামী হয়।

কেহ কেহ বলেন, এবং ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদগণ সকলেই

বলেন যে, রাহু ও কেতু গ্রহ নহে। ইহারা পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর ছায়াপথের অধিপতি অর্থাৎ পৃথিবীর দক্ষিণ ছায়া কেতু এবং উত্তর ছায়া রাহু। সুতরাং ইহারা পৃথিবীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী হওয়ায় স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই বক্রগামী।

ইংরাজীমতে রাহু,কেতু গ্রহ নহে, চন্দ্রের গমনীয় পাত, অর্থাৎ চন্দ্রের ছায়া-পথ। উহার উত্তর দিকের নাম কেতু এবং দক্ষিণ দিকের নাম রাহু। অয়ন মণ্ডলের সংযোগস্থল হইতে চন্দ্রের গমনীয় পথ ১৯ ডিগ্রী ১৯ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড পশ্চাতে পড়ে। ১৮ বৎসর, ২:৮ দিন, ৬ হোরা উক্ত সংযোগ যথাস্থানে পুনরায় আইসে,তজ্জন্য ঐ সময়ের শেষে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাদি পূর্ব্বে যে যে দিনে হইয়াছিল, সেই সেই দিনেই হইয়া থাকে। ইংরাজী মতে তিথি জানিবার যে চক্র দেওয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যদিও ইহাতে কেবল ১৯ বৎসরের তিথির গণনা আছে, কিন্তু ইহাতে একশত বৎসর পর্য্যন্ত গণনা চলিতে পারে। কেবল ১৮৭১ স্থানে ১৮৯০ ও ৭২ স্থানে ৯১ ইত্যাদি রূপে সন পরিবর্ত্তন করিলেই হইবে। প্রতিমাসের অঙ্কের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না।

সন	জানু	ফে	মা	এ	মে	জু	জুলা	আ	সে	অক্	নবে	ডিসে
১৮৭১	৯	১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭	১৭	১৯	১৯
—৭২	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৮	০	০
—৭৩	১	৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৯	১১	১১
—৭৪	১২	১৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	২০	২০	২২	২২
—৭৫	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	১	১	৩	৩
—৭৬	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২	১৪	১৪
—৭৭	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৩	২৫	২৫
—৭৮	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	০	১	২	৪	৪	৬	৬

সন	জানু	ফে	মা	এ	মে	জু	জুলা	আ	সে	অক্	নবে	ডি
—৭৯	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৭	১৭
—৮০	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬	২৮	২৮
—৮১	০	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৮	১০	১০
—৮২	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯	১৯	২১	২১
—৮৩	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	০	০	২	২
—৮৪	৩	৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১১	১৩	১৩
—৮৫	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৪	২৪
—৮৬	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	০	১	৩	৩	৫	৫
—৮৭				৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৬	১৬
—৮৮	১৭	১৯	১৮	১৯	০	২১	২২	২৩	২৫	২৫	২৭	২৭
—৮৯	২৮	০	২৯	০	১	২	৩	৪	৬	৬	৮	৮

যে সনের যে মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, যে মাসের তিথির আবশ্যক হইবে, সেই অঙ্ক সেই মাসের তারিখের সহিত একত্র করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা। উদাহরণ যথা,—উপরোক্ত চক্রে ১৮৭১ সনের জুন মাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্ক ঐ মাসের ২রা তারিখের সহিত একত্র করিলে ১৫ হয়, এজন্য ২ তারিখে পূর্ণিমা; যদি ৩০ হয় তবে তাহা ত্যাগ করিবে।

গ্রহদিগের বক্রগতির সময়।

মঙ্গলের চক্রগতি ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, শুক্রের ১২ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শনির ১৮৪ দিন। গ্রহগণ এই কাল পর্য্যন্ত বক্রগামী থাকিতে পারে। স্ফুট গণনা-স্থলে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে।

ইংরাজীমতে গ্রহগণের পরিভ্রমণকাল।

মঙ্গলগ্রহ। ১ বর্ষ, ৩২১ দিন, ১৭ হোরা, ৩০ মিনিট, ৪১

সেকেণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং আপনকক্ষে ২৪ হোরা (ঘণ্টা) ৩৭ মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে একবার আবর্ত্তন করে।

বুধ। ৮৭ দিন ২৩ হোরা ১৫ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, এবং স্বীয় কক্ষে ২৪ হোরা ৩৭ মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে একবার আবর্ত্তন করে।

বৃহস্পতি। ১৯ বৎসর ৩১৪ দিন ২০ হোরা ২ মিনিট ৭ সেকেণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং ৯ হোরা ৫৫ মিনিট ২১ সেকেণ্ডে একবার আপন কক্ষে আবর্ত্তিত হয়।

শুক্র। ২২৪ দিন ১৬ হোরা ৪৯ মিনিট ৭ সেকেণ্ডে একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ এবং স্বীয় কক্ষে ২৩ হোরা ২১ মিনিট ২২ সেকেণ্ডে দেহাবর্ত্তন করে।

শনি। ২৯ বৎসর ১৬৮ দিন ২৩ হোরা ১৬ মিনিট ৩২ সেকেণ্ডে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ এবং ১০ হোরা ২৯ মিনিট ১৭ সেকেণ্ডে স্বীয় কক্ষে একবার আবর্ত্তন করে।

ইংরাজীমতে গ্রহদিগের অবস্থিতি।

সূর্য্য মধ্যস্থলে, তাহার পরে বুধ, তৎপরে শুক্র, তাহার পর চন্দ্রসহিত পৃথিবী, তাহার পরে মঙ্গল, তৎপরে ১০টী সামান্য গ্রহ, তৎপরে চারিটি চন্দ্রযুক্ত বৃহস্পতি, তৎপরে তিনটী অঙ্গুরী এবং অষ্টচন্দ্রযুক্ত শনি।

ইংরাজী মতে চন্দ্রগ্রহ নহে, উপগ্রহ। ঐ চন্দ্র পৃথিবীকে ২৭ দিন ৭ হোরা ৪৩ মিনিট ১১ সেকেণ্ডে একবার বেষ্টন করে, এবং পৃথিবীর সহিত সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্য্য আপনকক্ষে ২৫ দিন ৮ হোরা ৯ মিনিটে একবার মাত্র আবর্ত্তন করে। পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ হোরা ৯ মিনিট ১০

সেকেণ্ডে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং আপন কক্ষে ২৩ ঘোরা ৫৬ মিনিট এবং ৪ সেকেণ্ডে একবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, অস্মদ্দেশীয় আর্য্যভট্ট ইহা অবধারিত করিয়াছিলেন।

নক্ষত্রমণ্ডল স্থিরভাবেই আছে, কেবল পৃথিবীর গতিতে গ্রহ নক্ষত্র প্রতিদিন উদিত হইতেছে ও অস্ত যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ।

রাশিচক্রের মধ্যে চন্দ্র প্রতিদিন ১৩ অংশ ১০ কলা ৩৪ বিকলা এবং ৫২ অনুকলা করিয়া পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। সূর্য্য প্রত্যহ পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে ৫৯ কলা ৮ বিকলা গমন করিয়া থাকে, এজন্য চন্দ্র সূর্য্য হইতে প্রতিদিন ১২ অংশ-১১ কলা ৪৭ বিকলা অগ্রগতিতে এক এক তিথি হয়। ইহা মধ্যগতি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের শীঘ্র ও মন্দ গতি অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, পরন্তু স্ফুটগতি দ্বারা পণ্ডিতেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে ১২ অংশ গমন করিলে এক তিথি হয়। এইরূপে ৩৬০ অংশ গমন দ্বারা প্রতিপদ প্রভৃতি ত্রিশটী তিথি হইয়া থাকে।

যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, তখন তাহাকে শুক্লপক্ষ, আর যখন চন্দ্রের ক্ষয় হয় তখন তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। শুক্লাষ্টমীর দিন চন্দ্র সূর্য্য হইতে ৯০ অংশ পূর্ব্বে অবস্থিতি করে, এজন্য ঐ দিন অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যায়।

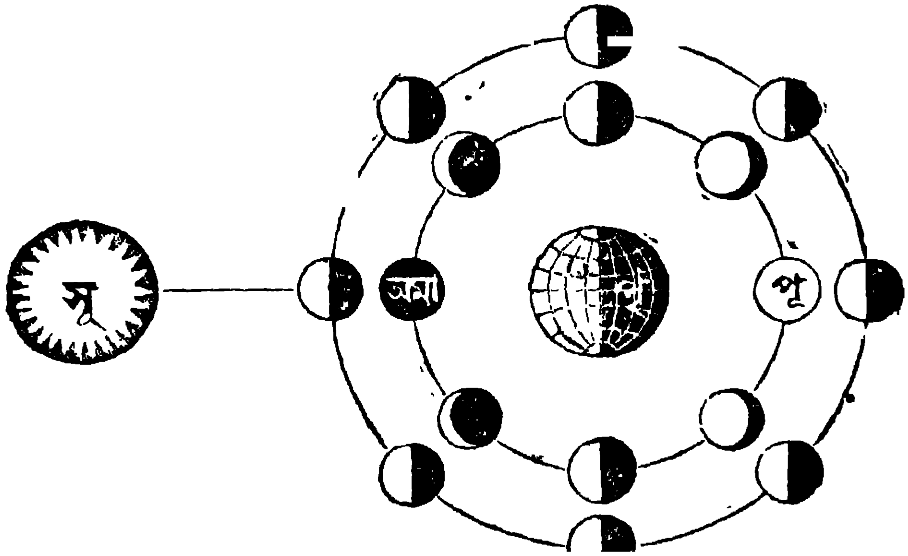
চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা চন্দ্রের আলোক প্রকাশ পায়, এজন্য চন্দ্রমণ্ডলের এক দিক্ ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান্ ও অপর দিক্ অন্ধকারাবৃত থাকে। চন্দ্রের যে যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে থাকে, সেই সেই অংশ সূর্য্যের কিরণপ্রাপ্ত

হয়। এতদ্ভিন্ন চন্দ্রের অপর অংশ বালা স্ত্রীর কেশের ন্যায় শ্যাম-বর্ণ থাকে। যেমন রৌদ্রস্থিত ঘটের এক পার্শ্ব তাহার নিজ ছায়া দ্বারা অপ্রকাশ থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাই সেই অর্দ্ধাংশ যখন সূর্য্যকিরণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে তখন তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বুঝিয়া থাকি, আর সেই উজ্জ্বল অংশের ন্যূনাতিরেক-অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি নির্দ্দেশ করি। অমাবস্যার পর শুক্ল দ্বিতীয়াতে চন্দ্রকে পশ্চিম দিকে উদিত হইতে দেখি, এবং ঐ তিথি হইতে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশ সূর্য্যকর দ্বারা ক্রমশঃ এক এক কলা প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আবার যখন কৃষ্ণ-পক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন চন্দ্রমণ্ডলের দৃশ্য অংশ হইতে এক এক কলা কমিয়া অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণরূপ অদৃষ্ট হয়।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য হইতে ক্রমে দূরগামী হয়, এবং তদনুসারে চন্দ্রমণ্ডলের দীপ্তাংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্ত্তী থাকিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র আপন বৃত্ত বা পথ ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই সময় পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে পশ্চিম-দিকে অবস্থিতি করে, আর কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হয়। সুতরাং চন্দ্র যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহার ঠিক এক কলা আমাদের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ হইতে থাকে। অব-শেষে অমাবস্যার দিন ইহার সমস্ত দীপ্তাংশ পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে, এবং অন্ধকারাবৃত অংশটী পৃথিবীর সম্মুখস্থ হয়।

নিম্নলিখিত চিত্রটী দর্শন করিলেই সহজে তাহা বুঝা যাইবে।



গ্রহাতিচার ।

গ্রহদিগের রাশি ভোগের যে সকল সময়ের উল্লেখ হইয়াছে, কুজাদি পঞ্চগ্রহের মধ্যে কোনও গ্রহ যদি কোন রাশিতে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সেই রাশিতে না থাকিয়া, সত্বর অন্য রাশিতে গমন করে, তবে সেই গ্রহ অতিচারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং যে দিন স্থিতিরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য রাশিতে গমন করিবে, সেই দিবস গ্রহের অতিচার বলিতে হইবে ।

অতিচার দিন ।

কুজাদি পঞ্চগ্রহ অতিচারী হইয়া সেই রাশিতে যত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ততকাল তাহার অতিচার কহিবে । উক্ত পঞ্চগ্রহের অতিচার কাল যথা,—মঙ্গল অতিচারী হইলে ১৫ দিন, বুধ ১০ দিন, বৃহস্পতি ত্রিপক্ষ, শুক্র ১০ দিন, শনি ছয় মাস সেই রাশিতে থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থিত রাশিতে প্রত্যাগমন করে ।

মহাতিচার ।

গ্রহ অতিচারী হইয়া যে রাশিতে গমন করে, উক্ত অতিচার

কালের অন্তে সেই রাশি ত্যাগ করিয়া যদি পূর্ব্ব রাশিতে না আইসে এবং সেই রাশিতে থাকিয়া-পুনরায় যদি তৎপর রাশিতে গমন করে, তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্-বিশারদগণ ঐরূপ গমনকে মহাতিচার বলিয়া থাকেন।

অতিবক্র।

যদি কোন বক্রী গ্রহ স্থিতি রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করে, তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সেই গ্রহকে অতিবক্রী বা মহাবক্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই বক্র ও অতি-বক্র কুজাদি পাঁচটী গ্রহের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে. অন্যান্য গ্রহের হয় না।

উদয়াস্ত দিক্ নিয়ম।

সূর্য্য স্ফুটের রাশ্যাদি হইতে বৃহস্পতি. মঙ্গল, শনি এবং বক্রী বুধ ও শুক্র এই পাঁচ গ্রহের স্ফুট রাশ্যাদি অধিক হইলে, উক্ত পাঁচ গ্রহের পশ্চাৎ—অর্থাৎ পশ্চিম দিকে অস্ত হয়, আর সূর্য্যে স্ফুটের রাশ্যাদি হইতে উক্ত পাঁচ গ্রহের স্ফুট রাশ্যাদি হীন অর্থাৎ অল্প হইলে উহাদের পূর্ব্ব দিকে উদয় হয়।

চন্দ্রবুধশুক্রগ্রহের উদয়াস্তের দিক্ নিয়ম।

শীঘ্রগামী চন্দ্র, বুধ ও শুক্র এই তিন গ্রহের স্ফুট রাশ্যাদি সূর্য্য স্ফুট রাশ্যাদি হইতে কম হইলে তাহাদিগের পূর্ব্ব দিকে অস্ত হয়, আর সূর্য্য স্ফুট রাশ্যাদি হইতে গ্রহদিগের স্ফুট রাশ্যাদি অধিক হইলে পশ্চাৎ,—অর্থাৎ পশ্চিম দিকে উহাদের উদয় হইয়া থাকে।

উদয়াস্তের অংশের নিয়ম।

রবি স্ফুট হইতে বৃহস্পতি স্ফুট একাদশ অংশ অধিক বা কম হইলে উক্ত দিকে বৃহস্পতির অস্ত বা উদয় নির্ণয় হইবে। আর ১৫ অংশ অধিক বা অল্প হইলে শনির এবং সপ্ত দশাংশ অধিক বা অল্প হইলে উক্ত অস্তোদয়ের নিরূপিত দিকে মঙ্গলের অস্ত বা উদয় হইয়া থাকে। আর রবি স্ফুট হইতে চন্দ্র স্ফুট দ্বাদশাংশ অধিক হইলে পশ্চিম দিকে চন্দ্র দর্শন হইবে। রবি স্ফুট হইতে দ্বাদশাংশ ন্যূন হইলে পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য অস্ত হইবে। আর সূর্য্য স্ফুট হইতে বক্রী শুক্রের স্ফুট যদি আট অংশ অধিক হয়, তবে পশ্চিম দিকে অস্ত হইয়া থাকে; আর আট অংশ ন্যূন হইলে পূর্ব্ব দিকে উদয় হয়। বক্রতা-রহিত ঐ শুক্র যখন শীঘ্রগামী হইবে তখন সূর্য্য স্ফুট হইতে উক্ত শুক্রের স্ফুট যদি ১০ অংশ ন্যূন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব দিকে অস্ত হইবে। আর দশ অংশ অধিক হইলে উক্ত শুক্র পশ্চিম দিকে উদয় হইবে। এইরূপ বক্রী বুধের স্ফুট যদি সূর্য্য স্ফুট হইতে দ্বাদশাংশ অধিক হয়, তাহা হইলে পশ্চিমে অস্ত এবং দ্বাদশাংশ ন্যূন হইলে পূর্ব্ব দিকে উদয় হইবে। আর বক্রগতিরহিত বুধের স্ফুট রাশ্যাদি হইতে চতুর্দ্দশ অংশ ন্যূন হইলে, পূর্ব্ব দিকে বুধের অস্ত আর ১৪ অংশ অধিক হইলে পশ্চিম দিকে উদয় হয়।

গ্রহস্ফুট গণনা।

কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে পর শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে এজন্য চলিত শকে ঐ ৩১৭৯ যোগ করিলে যে সমষ্টি হয় তাহাই কল্যব্দ। কল্যব্দকে কদিন অর্থাৎ চতুর্যুগের দিন সংখ্যা * ১৫৭৭৯১৭৮২৮ দিয়া পূরণ করিয়া ঐ অঙ্ককে ৬১৩৩১৭৬০ হীন করিয়া চতুর্যুগপরিমিত অব্দ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ ভাগ করিলে বিষুবদিনের দিনবৃন্দ হয়। ঐ দিন শুক্রবার হইতে গণনা করিতে হইবে। কারণ কলিযুগ শুক্রবার দিবস আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব যত দিন হইবে তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা শুক্রবার হইতে গণনা করিতে হইবে,—অর্থাৎ এক থাকিলে শুক্রবার, দুই থাকিলে শনিবার, তিন থাকিলে রবিবার ইত্যাদি।

কল্যব্দকে দুই পৃথক্ স্থানে রাখিয়া এক স্থানের অঙ্ককে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ করিবে। পরে অপর অঙ্ককে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ৮০০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বার, দণ্ড, পল ইত্যাদি

---

*	সত্যযুগের পরিমাণ	১৭২৮০০০	বৎসর
	ত্রেতার পরিমাণ	১২৯৬০০০	"
	দ্বাপর পরিমাণ	৮৬৪০০০	"
	কলির পরিমাণ	৪৩২০০০	"
	মোট	৪৩২০০০০	বৎসর

উহাতে ১৫৭৭৯১৭৮২ দিন হয়।

হইবে। পরে কল্যব্দকে সাত দিয়া গুণ করিয়া ৩০০ দিয়া ভাগ করিয়া পলে যোগ করিবে। যদি ঐ পল ৬০এর অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডাদি করিয়া লইবে। তাহার পর এই ৩।৩৪ ৪৮।৩২ বারাদি ক্ষেপাঙ্ক তাহার সহিত যোগ করিলে বিষুব-সংক্রান্তি সঞ্চারের বার দণ্ড পলাদি হয়। তাহার পর ঐ বারকে ৭ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগ শেষ যাহা থাকিবে তাহা বিষুব সংক্রান্তির বারাদি হইবে। উহাতে দেশান্তর সংস্কার ও চরার্দ্ধ সংস্কার করিলে স্বীয় দেশের বিষুব সংক্রান্তির বারাদি হইবে। *

সূর্য্যসিদ্ধান্তরহস্যমতে স্ফুট গণনার উদাহরণ।

অভীষ্ট শকাব্দা ১৮০০। ইহা হইতে ১৫১৩ বাদ দিলে বাকী ২৮৭ নাম অব্দ পিণ্ড। এই অব্দ পিণ্ডকে ৩৬৪ দ্বারা গুণ করিয়া গুণ ফল ১০৪৪৬৮ এক স্থানে রাখ। তাহার পর পুন-রায় অব্দ পিণ্ডকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল ২০০৯ অন্য স্থানে স্থাপন কর। পরে ২০০৯ কে ভাজ্য করিয়া ১৩৫০ কে ভাগ করিলে এক হয়, এবং ভাগ শেষ যে ৬৫৯ থাকে তাহাকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফল ৩৯৫৪০ কে ঐ ১৩৫০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল ১৭ কে পূর্ব্ব লব্ধ ফলের দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করিয়া ভাগশেষ ৪৫০ কে পুনরায় ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফল ২৭০০০ কে পুনরায় উক্ত ভাজক ১৩৫০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফল ২০ কে পূর্ব্ব লব্ধ ফলের দক্ষিণে রাখ। পরে পূর্ব্বস্থাপিত

* বারে ১, দণ্ডে ১৫, পলে ৩১, বিপলে ৩১, অনুপলে ২৪, যে কোন বৎসরে সংক্রান্তি ধ্রুবে যোগ করা যাইবে তাহাতে তাহার পর বৎসরের সংক্রান্তি ধ্রুব হইবে।

সপ্ত গুণিত অব্দ পিণ্ড ২০০৯ তে পশ্চাৎ লব্ধ ১।২৯।১৭।২০ যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ক ২০১০।২৯।১৭।২০ কে এক স্থানে স্থাপন কর।

অন্য স্থানে অব্দ পিণ্ড ২৮৭ কে ১০০০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল ২৮৭০০০ উহাতে যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ক ২৮৯০১০।২৯।১৭।২০ তে ১৩৩২ যোগ করিলা যুক্তাঙ্ক ২৯০৩৪২।২৯।১৭।২০ কে ৮০০ দিয়া ভাগ করিলে ৩৬২ ভাগ ফল হইবে এবং ৭৪২ ভাগশেষ থাকে। ঐ শেষাঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া তাহার সহিত হার্য্য শেষ ২৯ যোগ করিলে ৪৪৫৪৯ হার্য্যাঙ্ক হইবে। তাহার পর পুনরায় হারক ৮০০ দ্বারা হার্য্য ৪৪৫৪৯কে ভাগ করিলে ৫৫ লব্ধ হয় এবং ৫৪৯ ভাগশেষ থাকে। ইহাকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া ৩২৯৪০ গুণফলের সহিত হার্য্য শেষ ১৭ যোগ করিলে যে ৩২৯৫৭ হয়, তাহাকে ৮০০ দিয়া ভাগ করিয়া ৪১ পাওয়া যায়। ইহা লব্ধাঙ্ক ৫৫র দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়া পুনরায় ভাগশেষ ১৫৭ কে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল ৯৪২০ র সহিত হার্য্যশেষ ২০ যোগ করিয়া ঐ ৯৪৪০ কে উক্ত হারক ৮০০ দিয়া ভাগ করিয়া, লব্ধ ১১ পূর্ব্বলব্ধ ৪১এর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়া, তাহার পর ভাগশেষ ৬৪০কে পুনর্ব্বার ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া হারক ৮০০ দ্বারার ভাগ করিয়া ভাগফল ৪৮ কে পূর্ব্ব লব্ধ ১১র দক্ষিণে স্থাপন করিলে যে ৩৬২।৫৫।৪১।১১।৪৮ পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্ব স্থাপিত ৩৬৪ গুণিত অব্দ পিণ্ডাঙ্ক ১০৪৪৬৮র সহিত যোগ করিলে ১০৪৮৩০।৫৫।৪১।৪৮ হইবে অর্থাৎ ১০৪৮৩০ দিন, ৫৫ দণ্ড, ৪১ পল, ১১ বিপল এবং ৪৮ অনুপল হইবে। তাহা পূর্ব্ব স্থাপিত ৩৬৪ গুণিত অব্দ পিণ্ডাঙ্ক ১০৪৪৬৮র সহিত যোগ করিলে ১০৪৮৩০।৫৫।৪১।১১।৪৮ হইবে। অর্থাৎ ১০৪৮৩০ দিন, ৫৫ দণ্ড, ৪১ পল, ১১ বিপল এবং ৪৮ অনুপল হইল। ইহাই ১৮০০শকের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের দিনবৃন্দ।

দণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া এই দিন বৃন্দকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগ ফল ১৪৯৭ ছাড়িয়া দিলে, ভাগশেষ যে ৫ থাকিবে তাহাতে সোমবার অবধি গণনা করিয়া শুক্রবার হয়। এজন্য ১৮০০ শকাব্দার বৈশাখ মাসের প্রথম দিন শুক্রবার ইহাই জানা গেল। এইরূপ ঐ বর্ষে অন্য দিবসের দিন বৃন্দ করিবার প্রয়োজন হইলে, বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিন অবধি গণনা করিয়া যত দিন হইবে, তাহা উক্ত দিন বৃন্দাঙ্কে যোগ করিতে হইবে। যথা—দিন বৃন্দ ১০৪৮৩০। বৈশাখের ১৪ তারিখে ১৩ যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিলে ১৪ই বৈশাখের পর যাহা হইবে, অন্য কোন বৎসরেব বারানয়ন করিতে হইলে ২৮৭ পরিবর্ত্তে সেই বৎসরের অব্দ পিণ্ড লইতে হইবে।

দেশান্তর গণনা।

সুমেরু ও লঙ্কার মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ যে একটী রেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম মধ্যরেখা। ঐ রেখা হইতে আপনার দেশ যত যোজন অন্তর, সেই যোজনকে দশ দিয়া গুণ করিয়া তের দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে তাহা পল। ঐ পল যদি ৬০ এর অধিক হয় তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্ব্ব দেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমে বিয়োগ করিতে হইবে। আমাদের দেশ কলিকাতা,—মধ্য রেখার দুই শত যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত, এজন্য এখানে দেশান্তর ২।৩৪ দণ্ড বিষুব সংক্রান্তির বার ধ্রুবে যোগ করিতে হইবে।

বিষুব দিনের দিবামানার্দ্ধ ১৫ দণ্ড হইতে যত অধিক হইবে তাহা যুক্ত চরার্দ্ধ, আর যত কম হইবে, তাহা হীন চরার্দ্ধ। যুক্ত চরার্দ্ধ যত হইবে তাহা বিষুব সংক্রান্তির বারাদিতে যোগ

করিতে হইবে এবং হীন চরার্দ্ধ যত হইবে তাহা বিষুব সংক্রান্তির বারাদিতে হীন করিতে হইবে, তাহা হইলেই চরার্দ্ধ সংস্কৃত বিষুব ধ্রুব হইবে। যে বার যত দণ্ড সময়ে বিষুব ধ্রুব হইবে সেই সময় সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করিবে।

চারিযুগে সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের মধ্য অর্থাৎ গ্রহগণের যথার্থ গতি, এবং মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্র অর্থাৎ গ্রহগণের গতি-বিশেষ, ৪৩,২০,০০০ ভগণ অর্থাৎ গ্রহগণের বারটী রাশি এক-একবার ভ্রমণ, চন্দ্রের ৫, ৭৭, ৩৬৩ ভগণ। চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৫, ৭২, ৬৫, ১৩৭ ভগণ। মঙ্গলের মধ্য ২২, ৯৬, ৮৩২ ভগণ। বুধের শীঘ্র ১, ৭৮, ৩৭০ ৭৬ ভগণ। বৃহস্পতির মধ্য ৩. ৬৮, ২১২ ভগণ। শুক্রের শীঘ্র ৭০, ২২, ৩৬৪ ভগণ, শনির মধ্য ১, ৪৬, ৫৮০ ভাগে। আর রাহুর মধ্য ২, ৩২, ২৪২ ভাগে হইবে।

গ্রহগণের আপনাপন মধ্য ভগণ ও শীঘ্র ভগণ পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাকে কল্যব্দ দ্বারা পূরণ করিয়া ৪৩, ২০, ০০০ দিয়া ভগ করিলে ভগণ লব্ধ হইবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগ ফল হইবে, তাহা রাশি এবং ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে অংশ লব্ধ হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে কলা হইবে। পরে ঐ রূপ প্রক্রিয়া করিলে বিকলাদিও লাভ করা যায়। এই লব্ধাঙ্কের মধ্যে ভগণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে রাশ্যাদিতে আপনাপন মধ্য শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক *

* গ্রহগণ গণিত আরম্ভ সময়ে যে স্থানে ছিল সেই সময়ের রাশ্যাদি।

যোগ করিলে যে সময় সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করিবে সেই সময়ের মধ্য শীঘ্র হইবে, এবং স্বীয় শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্রে যোগ করিলে স্বীয় শীঘ্র হইবে। ক্ষেপাঙ্ক রাশ্যাদি রবির মধ্য ১১। ১৭। ৫১। ৪১। ০ চন্দ্রের মধ্য ১১। ১। ২৪। ৩৩। ২২ চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৮। ১। ৩৯। ৩। ২৫। মঙ্গলের মধ্য ১১। ২৮ ৫১। ৪৬। ৩৮। বুধের শীঘ্র ১১। ২১। ৭। ১২। ৫৮। বৃহস্পতির মধ্য ১১। ২৯। ৪৯। ১০। ৫৯। শুক্রের শীঘ্র ১১। ২৬। ৩১। ২৪। ৫৪। শনির মধ্য ১১। ২৯। ৫৫। ৩৮। ৪৬ রাহুর মধ্য ৫। ২৯। ৫৩। ৬। ৩৭। এই ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে সূর্য্য যে সময়ে মেষ রাশিতে গমন করিবে, সেই সময়ের মধ্য হইবে। পরে যে দিনের যে সময়ের মধ্য গণনা করিবার আবশ্যক হইবে, তাহার নিয়ম পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যে বৎসরের, যে দিনের যে সময়ের মধ্য আনিতে হইবে প্রথমতঃ সেই বৎসরের বিষুব দিনের মধ্য স্থির করিয়া বিষুব দিন হইবে, সেই অভীষ্ট দিন সংখ্যা যত হইবে, তাহাকে গ্রহ-দিগের আপনাপন ভগণ দ্বারা গুণ করিয়া কুদিন অর্থাৎ চতুর্যু-গের দিন সংখ্যা ১৫৭, ৭৯, ১৭, ৮২৮ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা ভগণ। পরে পূর্ব্বমত রাশ্যাদি আনয়ন করিয়া ভগণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাশ্যাদি পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বিষুব দিনে যত দণ্ডাদিকে সূর্য্য মেষে গমন করিয়াছে, সেই দিনেরও তত দণ্ডাদির মধ্য হইবে।

যে সময়ের মধ্য আনয়ন পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সেই সময় হইতে আবশ্যক সময়ের দণ্ডাদি যত অধিক বা অল্প হইবে, তাহাকে গ্রহগণের আপনাপন ভুক্তি কলা দ্বারা গুণ করিবে ও তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে কলাদিতে যোগ বা হীন করিতে অর্থাৎ বাদ দিতে হইবে, অর্থাৎ যে

সময়ের মধ্য আনয়ন করা হইয়াছে তাহা হইতে আবশ্যক দণ্ডাদি অধিক হইলে যোগ করিতে হইবে এবং কম হইলে বিয়োগ করিতে হইবে। গ্রহগণের ভুক্তি কলা যথা,—রবির ৫৯।৮।১০। চন্দ্রের ৭৯০।৩৪ ৫২। চন্দ্রকেন্দ্রের ৭৮০।৫৩।৫২। মঙ্গলের ৩১।২৬।১৮। বুধ শীঘ্রের ২৪৫ ৩২।২১ বৃহস্পতির ৪ ৫৯।৯। শুক্র শীঘ্রের ৯৬।৭ ৪৪। শনির ২।০।২৩। রাহুর ৩।১০।৪৫।

মন্দোচ্চ।

গ্রহগণের মন্দোচ্চের বিষয় লিখিত হইতেছে। রবির মন্দোচ্চ ২।১৭।৭ ৪৮। দুই রাশি, সতের অংশ, সাত কলা, আট-চল্লিশ বিকলা। মঙ্গলের ৪।৯।৫৭।৩৬, চারি রাশি, নয় অংশ, সাতান্নকলা, ছত্রিশ বিকল।

বুধের ৭।১০।১৯।১২। সাতরাশি, দশ অংশ, উনিশ কলা, বার বিকলা। বৃহস্পতির ৫।২১।০।০ পাঁচরাশি, একুশ অংশ। শুক্রের ২।১৯। দুই রাশি, উনিশ অংশ, উনচল্লিশ কলা। শনির ৭।২৬। ৩৬।৩৬। সাত রাশি, ছাব্বিশ অংশ, ছত্রিশ কলা, ছত্রিশ বিকলা।

কল্যব্দ পিণ্ডকে ৩৮৭ দিয়া গুণ করিয়া ২০০০০০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগ ফল হইবে, তাহা কলাদি বলিয়া জানিতে হইবে। রবির পূর্ব্বোক্ত মন্দোচ্চ অর্থাৎ ২।১৭।৭ ৪৮। যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার কলাদির সহিত লব্ধ কলাদি যোগ করিলে রবির মন্দোচ্চ হইবে। এই রূপ কল্যব্দকে ২০৪ দিয়া গুণ করিয়া ঐ দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক কলাদি হইবে। উহা পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলের মন্দোচ্চে যোগ করিলে মঙ্গলের মন্দোচ্চ হইবে। ঐ রূপ ৩৬৮ দিয়া কল্যব্দকে গুণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ কলাদি হইলে। ঐ কলাদি পূর্ব্বোক্ত

বুধের মন্দোচ্চে যোগ করিলে বুধের মন্দোচ্চ হইবে। কল্যব্দকে ৯০০ দিয়া গুণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি পাওয়া যাইবে, ঐ কলাদি পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতির মন্দোচ্চে যোগ করিলে বৃহস্পতির মন্দোচ্চ হইবে। কল্যব্দ পিণ্ডকে ৫৩৫ দিয়া গুণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লাভ হইবে ঐ কলাদি শুক্রের কথিত মন্দোচ্চে যোগ করিলে শুক্রের মন্দোচ্চ হইবে। কল্যব্দ পিণ্ডকে ৩৯ দিয়া গুণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লাভ হইবে, তাহা শনির কথিত মন্দোচ্চে যোগ করিলে শনির মন্দোচ্চ হইবে। এই সকল মন্দোচ্চ আনয়ন ও স্ফুট গণনার জন্য আবশ্যক হয়। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই পাঁচ গ্রহের মন্দোচ্চে ২৪ অংশ যোগ করিয়া সিদ্ধান্ত রহস্যের মন্দোচ্চের সহিত মিলিবে। চন্দ্রকেন্দ্রের ৫ কলা ছাড়িয়া দিলে সিদ্ধান্ত রহস্যের চন্দ্রকেন্দ্রের সমান হইবে। তাহা হইলেই সকল গ্রহের মধ্য, শীঘ্র, মন্দোচ্চ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত রহস্যের সমান হইবে থাকে। সিদ্ধান্ত রহস্যে যেরূপ স্ফুটের নিয়ম বলা হইয়াছে, ইহাতেও সেই রূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত রহস্যের খণ্ডাদি গ্রহণ করিতে হইবে।

সিদ্ধান্তরহস্য মতে দিনবৃন্দ।

নীচের লিখিত খণ্ডানুসারে দিনবৃন্দ আনিবার সহজ উপায় কথিত হইতেছে। এই খণ্ডায় তিনটী কোষ্ঠা লিখিত হইল। প্রত্যেক কোষ্ঠার ৯টী অঙ্ক শ্রেণী আছে। ইহার প্রথম কোষ্ঠা এককের, দ্বিতীয় কোষ্ঠা দশকের, তৃতীয় কোষ্ঠা শতকের জানিতে হইবে।

অব্দ পিণ্ডে যে কয়েকটী অঙ্ক থাকিবে তাহার শেষাঙ্ক একক, ঐ এককাঙ্কে যে সংখ্যা হইবে তাহা প্রথম কোষ্ঠের সেই সংখ্যা শ্রেণীর অঙ্ক গ্রহণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে, তাহার পরে ঐ

অব্দ পিণ্ডের দশকের অঙ্কে যে সংখ্যা হইবে, দ্বিতীয় কোষ্ঠার সেই সংখ্যার শ্রেণীর অঙ্ক স্থাপিতাঙ্কের নীচে রাখিতে হইবে। তৎপরে ঐ অব্দ পিণ্ডের শতকের স্থানে যে সংখ্যার অঙ্ক থাকিবে, তৃতীয় কোষ্ঠার সেই সংখ্যার শ্রেণীর অঙ্ক গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বে যে দুইটী অঙ্ক স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার নীচে রাখিয়া একত্র যোগ করিবে। ঐ যোগাঙ্কই বিষুব দিনের দিনবৃন্দ। তাহাতে শেষে যে দণ্ডাদি থাকিবে তাহা গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

অব্দ পিণ্ডের অঙ্কে এককের স্থানে কিম্বা দশকের স্থানে যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে এককের কোষ্ঠার ও দশকের কোষ্ঠার অঙ্ক লইতে হইবে না।

দিন বৃন্দকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে শেষাঙ্ক সোমবার অবধি গণনায় বিষুব সংক্রান্তির বার হইবে।

প্রথমকোষ্ঠা।	দ্বিতীয়কোষ্ঠা।	তৃতীয়কোষ্ঠা।
৩৬৫|১৫|৩১|৩১	৩৬৫২|৩৫|১৫|১৪	৩৬৫৫ ৫২|৩২|২০
৭৩০|৩১|৩|৩	৭৩০৫|১০|৩০|২৮	৭৩০৫১|৪৫|৪|৪০
১০৯৫|৪৬|৩৪|৩৪	১০৯৫৭|৪৫ ৪৫|৪২	১০৯৫৭৭|৩৭|৩৭|০
১৪৬১|২|৬.৬	১৪৬১০|২১|০|৫৫	১৪৬০৩|৩০|৯ ২০
১৮২৬|১৭|৩৭ ৩৭	১৮২৬২ ৫৬|১৬|১০	১৮২৬২৯ ২২|৪১|৪০
২১৯১|৩৩|৯.৮	২১৯১৫|৩১|৩১|২৪	২১৯১৫৫|১৫|১৪|০
২৫৫৬|৪৮|৪০|৪০	২৫৫৫৬৮|৬|৪৬|৩৮	২৫৫৬৮১|৭|৪৬|২০
২৯২২|৪|১২|১১	২৯২২০|৪২|১|৫২	২৯২২০৭|০|১৮|৪০
৩২৮৭|১৯|৪৩|৪৩	৩২৮৭৩|১৭|১৭|৬	৩২৮৭৩২|৫২|৫১|০
৯	৯০	৯০০

গ্রহ-স্ফুট গণনার উদাহরণে ১৮০০ শকে অব্দ পিণ্ড ২৮৭ স্থির হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত খণ্ডানুসারে যে প্রকারে সহজে দিনবৃন্দ জানা যায়, তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অব্দ পিণ্ড ২৮৭, ইহার শেষাঙ্ক ৭ গণনায় একক। উহার সংখ্যায় প্রথম কোষ্ঠার সপ্তম শ্রেণীর অঙ্ক ২৫৫৬।৪৮।৪০।৪০ তাহার পরে অব্দপিণ্ডের দশকের অঙ্ক ২৯২২০।৪২।১।৫২ তাহার পরে অব্দ পিণ্ডের শতকের সংখ্যা ২, ঐ দুই অঙ্কে তৃতীয় কোষ্ঠায় এই তিনটী অঙ্ক যোগ করিলে ১০৪৮২৯।১৫।৪৭।১২ হয়। ইহার দণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া স্থূল অঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ করিলে শেষ ৪ থাকে। সোমবার অবধি গণনার ৪ তে বিষুব দিনে বৃহস্পতিবার হইয়াছে, এজন্য এরূপ ঘটনায় এক যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ১৮০০ শকেও দিনবৃন্দ ১০৪৮৪০ হইবে। সেই দিন শুক্রবার।

সিদ্ধান্ত রহস্য খণ্ডানুসারে মধ্যানয়ন।

নিম্নের খণ্ডা অবলম্বন করিয়া মধ্য আনিবার সহজ উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। এই খণ্ডায় ছয়টী করিয়া কোষ্ঠা আছে। এক এক কোষ্ঠায় ৯ শ্রেণী অঙ্ক আছে। ইহার প্রথম কোষ্ঠা এককের সংখ্যা, দ্বিতীয় কোষ্ঠা দশকের, তৃতীয় কোষ্ঠা শতকের, চতুর্থ কোষ্ঠা সহস্রের, পঞ্চম কোষ্ঠা অযুতের এবং ষষ্ঠ কোষ্ঠা লক্ষের। দিনবৃন্দের এককাদি সংখ্যার যত অঙ্ক থাকিবে, এককাদি কোষ্ঠায় সেই সংখ্যার শ্রেণীর রাশি, অংশ, কলা, বিকলা, অনুকলা ক্রমে গ্রহণ করিয়া একত্র যোগ করিবে। পরে তাহাতে ক্ষেপ যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহা সেই সেই গ্রহের দিনবৃন্দ দিবসীয় দুই প্রহর রাত্রির মধ্য ও শীঘ্রাদি হইবে। সমস্তাঙ্কে যোগ করিলে যদি ১২ রাশির অধিক হয় তাহা হইলে ১২ বাদ দিবে।

দিন বৃন্দের একক দশক করিয়া গণনার সময় শূন্য প্রাপ্ত হইলে সেই সংখ্যার কোষ্ঠার অঙ্ক গ্রহণ করিবে না।

রবির মধ্যখণ্ডা।

প্রথম কোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠা।	ষষ্ঠ কোষ্ঠা।
০।০।৫৯।৮।১০	০।৯।৫১।২১।৪১	৩।৮।৩৩।৩৬।৫৭	৮।২৫।৩৬।৯।৩৩	৪।১৬।১।৩৫।৩৩	৯।১০।১৫।৫৫।৩৮
০।১।৫৮।১৬।২০	০।১৯।৪২।৪৩।২৪	৬।১৭।৭।১৩।৫৫	৫।২১।১২।১৯।৭	৯।২।৩।১১।৮	৬।২০।৩১।৫১।১৬
০।২।৫৭।২৪।৩০	০।২৯।১৪।৫।৫	৯।২৪।৪০।৫০।৫২	২।১৭।৪৮।২৮।৪০	১।১৮।৪।৪৬।৪২	৪।০।৪৭।৪৬।৫৫
০।৩।৫৬।৩২।৪১	১।৯।২৫।২৬।৪৭	১।৪।১৪।২৯।৪৯	১১।১২।২৪।৩৮।১৪	৬।৪।৬।২২।১৬	১।১১।৩।৪২।৩৩
০।৪।৫৫।৪০।৫১	১।১৯।১৬।৪৮।২৯	৪।১২।৪৮।৪।৪৭	৮।৮।০।৪৭।৪৭	১০।২০।৭।৫৭।৫০	১০।২১।১৯।৩৮।১১
০।৫।৫৪।৪৯।১	১।২৮।৮।১০।১০	৭।২১।২১।৪১।৪৪	৫।৩।৩৬।৫৭।২০	৩।৬।৯।৩৩।২৪	৮।১।৩৫।৩৩।৪৯
০।৬।৫৩।৫৭।১১	২।৮।৫৯।৩১।৫২	০।২৯।৫৫।১৮।৪১	১।২৯।১৩।৬।৫৪	৭।২২।১১।৮।৫৮।৫	৫।১১।৫১।২৯।২৭
০।৭।৫৩।৫।২১	২।১৮।৫০।৫৩।৩৪	২।৮।২৮।৫৫।৩৯	১০।২৪।৪৯।১৬।২৭	০।৮।১২।৪৪।৩২	২।২২।৭।২৫।৫
০।৮।৫২।১৩।৩২	২।২৮।৪২।১৫।১৩	৫।১৭।২।৩২।৩৬	৭।২০।২৫।২৬।০	৪।২৪।১৪।২০।৫	০।২।২৩।২০।৪৩
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

রবির ক্ষেপাঙ্ক ১১।২৭।৫৬।৪০।৩৭ যোগ করিয়া ইহাতে যে দেশের দেশান্তর সংস্কার করা যাইবে, সেই দেশের রবির মধ্য হইবে। আমাদের দেশের দেশান্তর ২।৩১।৩৭ বাদ দিলে আমাদের দেশের রবির মধ্য হইবে।

চন্দ্রের মধ্যখণ্ডা।

প্রথম কোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠা।	ষষ্ঠ কোষ্ঠা।
০।১৩।১০।৩৪।৫২	৪।১১।৪৫ ৪৮।৪১	৭।২৭।৩৮।৬।৪৭	৭।৬।২১।৭।৫৪	০।৩।৩১।১৭।১৬	১।৫।১২।৫২।৪৪
০।২৬।২১।৯।৪৪	৮।২৩।১১।৩৭।২১	৩।২৫।১৬।১৩।৩২	২।১২।৪২।১৫।২৭	০।৭৭২।৩৪।৩৩	২।১০।২৫।৪৫।২৮
১।৯।৩১।৪৪।৩৬	১।৫।১৭ ২৬।২	১১।২২।৫৪।২০।১৯	৯ ১৯।৩।২৩।১১	০।১০।৩৩।৫১।৪৯	৩।১৫।৩৮।৩৮।১২
১।২২।৪২।১৯।২৮	৫।১৭।৩।১৪।৪৩	৭।২০।৩২।২৭।৫	৪।২৫।২৪।৩৭।৫৫	০।১৪।৫।৯।৬	৪।২০।৫১।৩০।৫৬
২।৫।৫২।৫৪।২০	৯।২৮।৪৯।৩।২৩	৩ ১৮।১০।৩৩।৫২	০।১।৪৫।৩৮।৩৮	০।১৭।৩৬।২৬।২২	৫।২৬।৪।২৩।৪০
২।১৯।৩।২৯।১২	২।২০।৩৪।৫২।৪	১১।১৫।৪৮।৪০।৩৮	৭।৮।৬।৪৬।২২	০।২১।৭।৪৩।৩৯	৭।১।১৭।১৬।২৪
৩।২।১৪।৪।৪	৬।২২।২০।৪০।৪৪	৭ ১৩।২৬ ৪৭।২৫	২।১৪।২৭।৫৪।৬	০।২৪।৩৯।০।৫৫	৮।৬।৩০।৯।৮
৩।১৫।২৪।৩৮।৫৬	৬।৪।৬।২৯।২৫	৩।১১।৪।৫৪।১১	৯।২০।৪৯।১।৪৯	০।২৮।১০।১৮।১২	৯।১১।৪৩।১।৫২
৩।২৮।৩৫।১৩।৪৮	৩।১৫।৫২।১০।৬	১১।৮।৪৩।০।৫৭	৪।২৭।১০।৯।৩৩	১।১।৪১।৩৫।২৮	১০।১৬।৫৩।৫৪।৩৬
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

চন্দ্রের ক্ষেপ ৫।১৬।৫৩ ৫২।২৩ আমাদের দেশের দেশান্তর কলা ৩৩ ৪৭।৮ ইহা বাদ দিলে আমাদের দেশের চন্দ্রের মধ্য হইবে।

চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য।

প্রথম কোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠা।	ষষ্ঠ কোষ্ঠা।
০।১৩।৩।৫৩।৫৩	৪।১০।৩৮।৫৮।৫৩	৭।১৬।২২।৪৮।৫৫	৩।১৪।৫৮।৯।১৫	১০।২৯।৪১।৩২।৩০	১।২৬।৫৫।২৫।০
০।২৬।৭।৪৭।৪৬	৮।২১।১৭।৫৭।৪৬	৩।২।৫৯।৩৭।৫১	৬।২৯।৫৬।২৮।৩০	৯।২৯।২৩।৫।০	৩।২৩।৫০।৫০।১
১।৯।১১।৪১।৩৯	১।১।৫৬।৫৬।৩৯	১০।১৯।২৯।২৬।৪৬	১০।১৪।৫৪।২৭।৪৫	৮।২৯।৪।৩৭।৩০	৫।২০।৪৬।১৫।২
১।২২।১৫।৩৫।৩২	৫।১২।৩৫।৫৫।৩২	৬।৫।৫৯।১৫।৪২	১।২৯।৫২।৩৭।০	৭।২৮।৪৬।১০।০	৭।১৭।৪১।৪০।৪
২।৫।১৯।২৯।২৫	৯।২৩।১৪।৫৪।২৫	১।২২।২৯।৪।৩৭	৫।১৪।৫০।৪৬।১৫	৬।২৮।২৭।৪২।৩০	৯।১৪।৩৭।৫।৪
২।১৮।২৩।২৩।১৮	২।৩।৫৩।৫৩।২০	৯।৮।৫৮।৫৩।৩৩	৮।২৯।৪৮।৫৫।৩০	৫।২৮।৯।১৫।০	১১।১১।৩২।৩০।৫
৩।১।২৭।১৭।১১	৬।১৪।৩২।৫২।১৩	৪।২৫।২৮।৪২।২৮	০।১৪।৪৭।৪।৪৫	৪।২৭।৫০।৪৭।৩০	১।৮।২৭।৫৫।৬
৩।১৪।৩১।১১।১৩	১০।২৫।১১।৫১।৬	০।১১।৫৮।৩১।২৪	৩।২৯।৪৫।১৪।০	৩।২৭।৩২।২০।০	৩।৫।২৩।২০।৭
৩।২৭।৩৫।৪।৫৭	৩।৫।৫০।৪৯।৫৯	৭।২৮।২৮।২০।১৯	৭।১৪।৪৩।২৩।১৫	২।২৭।১৩।৫২।৩০	৫।২।১৮।৪৫।৮
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

চন্দ্রকেন্দ্রের ক্ষেপ ১১।১৯।৪০।২৫।৪৮ আমাদের দেশান্তর কলা ৩৩।২৯।৫২ বাদ দিলে আমাদের দেশের চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য হইবে।

মঙ্গলের মধ্য।

প্রথম কোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠা।	ষষ্ঠ কোষ্ঠা।
০।০।৩১।২৬।২৮	০।৫।১৪।৪০।৪২	১।২২।২৪।৬।৫৯	৫।১৪।১।৯।৪৬	৬।২০।১১।৩৭।৩৮	৬।২১।৫৬।১৬।২০
০।১।২।৫২।৫৬	০।৮।২৮।৪৯।২৪	৩।১৪।৪৮।১৩।৫৭	১০।২৮।২।১৯।৩২	১১।১০।২৩।১৫।১৬	১১।১৩।৫২।৩২।৪০
০।১।৫৪।১৯।২৪।	০।১৫।৪৩।১৪।৬	৫।৭।১২।২০।৫৬	৪।১২।৩।২৯।১৭	৮।০।৩৪।৫২।৫৪	৮।৫।৪৮।৪৯।০
০।২।৫।৪৫।৫৩	০।২০।৫৭।৩৮।৪৮	৬।২৯।৩৬।২৭।৫৪	৯।২৬।৪।৩৯।৩	২।২০।৪৬।৩০।৩২	২।২৭।৪৫।৫।২০
০।২।৩৭।১২।২১	০।২৬।১২।৩।২৯	৮।২২।০।৩৪।৫৩	৩।১০।৫।৪৮।৪৯	৯।১০।৫৮।৮।১০	৯।১৯।৪১।২১।৪০
০।৩।৮।৩৮।৪৯	১।১।২৬।২৮।১১	১০।১৪।২৪।৪১।৫২	৮।২৪।৬।৫৮।৩৫	৪।১।৯।৪৫।৪৮	৪।১১।৩৭।৩৮।০
০।৩।৪০।৫।১৭	১।৬।৪০।৫২।৫৩	০।৬।৪৮।৪৮।৫০	২।৮।৮।৮।২১	১০।২১।২১।২৩।২৬	১১।৩।৩৩।৫৪।২০
০।৪।১১।৩১।৪৫	১।১১।৫৫।১৭।৩৫	১।২৯।১২।৫৫।৪৯	৭।২২।৯।১৮।৭	৫।১১।৩৩।১৪	৫।২৫।৩০।১০।৪০
০।৪।৪২।৫৮।১৩	১।১৭।৯।৪২।১৭	৩।২১।৩৭।২।৪৭	১।৬।১০।২৭।৫২	৯।১।৪৪।৩৮।৪২	০।১৭।২৬।২৭।০
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

মঙ্গলের ক্ষেপাঙ্ক ৭।১০।১৩।৮।৫০ আমাদের দেশের দেশান্তর কলা ১।২১।০ ইহা বাদ দিলে আমাদের দেশে মঙ্গলের মধ্য হইবে।

বুধের শীঘ্র

প্রথম কোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠ।	ষষ্ঠ কোষ্ঠা।
০।৪।৫।০২।২১	১।১০।৫৫।২৩।২৭,	১।১৯।১৩।৫৪।৩০	৪।১২।১৯।৪।৪৮	৮।৩।১০।৪৯।৩৬	৯।১।৪৮।১৬।০
০।৮।১১।৪।৪২	২।২১।৫০।৪৬।৫৪	৩।৮।২৭।৪৯।০	৮।২৪।৫৮।৯।৫৫	৪।৬।২১।৫৯।১২	৬।৩।৩৬।৩২।১
০।১২।১৬।৩৭।২	৫।২।৪৬।১০।২১	৪।২৭।৪১।৪৩।২৯	১।৬।৫৭।১৪।৫৩	০।৯।৩২।২৮।৫৮	৩।৫।৩৪।৪৮।০
০।১৬।২২।৯।২৩	৫।১৩ ৪১।৩৩।৪৮	৬।১৬।৫৫।৩৭।৫৯	৫।১৯।১৬ ১৯।৫০	৮ ১২ ৪৩।১৮।২৪	০।৭।১৩।৪।০
০।২০।২৭।৪১।৭৪	৬।২৪ ৩৬।৫৭ ১৫	৮।৬।৯।৩২।২৯	১০।১।৩৫।২৪।৪৮	৪।১৫।৫৮ ৮।০	৯।৯।১।২০।৪
০।২৫।৩৩।১৪।৪	৮।৫।১২।২০।৪২	৯।২৫।৩।২৬ ৫৯	২।১৩।৫৪।২৯।৪৬	০।১৯।৪।৫৭ ৩৬	৬।১০।৪৯।৩৬।০
০।২৮।৩৮।৩।৪৬।২৫	৯।১৬।২৭।৪৪।৯	১১।১৪।৩৭।২১।২৮	৬।২৬ ১৩।৩৪।৪৩	৮।২২।১৫।৪৭।১২	৩।১২।৩৭।৫২।০
১।২।৪৪।১৮।৪৬	১০।২৭।২৩।৭।৩৬	১।৩।৫১।১৫।৫৮	১১।৮ ৩২।৫৯।৪১	৪।২৫।২৬।৫৬।৪৮	০।১৪।২৬ ৮।০
১।৬।৪৯।৫১।৭	০।৮।১৮।৩১।৩	২।২৩।৫ ১০।২৮	৩।২০।৫১।৪৪।৩৮	০।২৮।৩৭।২৬।২৪	৯।১৬।১৪ ২৪।০
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

বুধের ক্ষেপাঙ্ক ৭।১১।৫৫।৩৩।০ আমাদের দেশান্তর কলা ১০।৩১ বাদ দিলে আমাদের দেশে বুধের শীঘ্র হইবে।

বৃহস্পতির মধ্য।

প্রথমকোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠা।	ষষ্ঠকোষ্ঠা।
০।০।৪৫৯।৯	০।০।৪৯।৫১।২৮	০।৮।১৮।৩৪ ৪১	২।২।৩।৫।৪৬।৫০	৩।২০।৫৭ ৪৮।১৯	০।২৯।৩৮।৩।০
০।০।৯।৫৮।১৮	০।১।৩৯।৪২।৫৬	০।১৬।২৭।৯।২২	৫।১৬।১১।৩৩।৪০	৭।১১।৫৫ ৩৬।৩৮	১।২৯ ১৬।৬।১
০।০।১৪।৫৭।২৭	০।২।২৯।৩৪।২৪	০।২৪।৫৫।৪৪।৩	৮।৯।১৭।২০।৩০	১১।২ ৫৩।২৪।৫৭	২।২৮।৫৪।৯।০
০।০।১৯।৫৬।৩৫	০।৩।১৯।২৫।৫২	১।৩।১৪।১৮।৪৪	১১।২।২।২৩ ৭।২০	২।২৩।৫১।১৩।১৬	৩।২৮।৩২।২২।৩
০।০।২৪।৫৫।৪৪	০।৪ ৯।১৭।২১	১।১১ ৩২।৫৩।২৫	১।২৫।২৮।৫৪।১০	৬ ১৪।২৯।১।৩৫	৪।২৮।১০।১৫।০
০।০।২৯।৫৪।৫৩	০।৪।৫৯।৮ ৪৯	১।১৯।৫১।২৮।৬	৪।১৮।৩৪।৪১।০	১০।৫।৪৬।৪৯।৪৪	৫।২৭।৪৮।১৮।০
০।০।৩৪।৫৪।২	০।৫ ৪৯।০।২৭	১।২৮।১০।২।৫৭	৭।১১।৪০।২৭।৫০	১।২৬।৪৪।৩৮।৩	৬।২৭।২৬।২১
০।০।৩৯।৫৩।১১	০।৬।৩৮।৫১।৪৫	২৬।২৮।৩৭।২৮	৫।০।৪।৪৬।১৪।৩০	৫।১৭।৪২।২৬।২২	৭ ২৭।৪।২৪।০
০।০।৪৪।৫২।১৯	০।৭।২৮।৪৩।১৩	২।১৪।৪৭।১২।৯	০।২৭ ৫২।১।২০	৯।৮।৪০।১১।৪১	৮।২৬।৪২।২৭।৫
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

বৃহস্পতির ক্ষেপ ৬।২৯।৫০।৪৮।৯ আমাদের দেশের দেশান্তর কলা ০।১৩।০ বাদ দিলে আমাদের দেশের বৃহস্পতির মধ্য হইবে।

শুক্রের শীঘ্র।

প্রথমকোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠা।	ষষ্ঠ কোষ্ঠা।
০।১৩৬।৭।৪৪	০।১৬।১।১৬।১৬	৫।১০।১২।৫২।৪২	৫।১২।৮।৪৭।১	৬।১।২৭।৫০।১৪	০।১৪।৩৮।২১।২০
০।৩।১২।১৫।২৭	১।২।২।৩৪।৪২	১০।২০।২৫।৪৫।২৪	১০।২৪।১৭।৩৪।৩	০।২।৫৫।৪০।২৮	০।২৯।১৬।৪৪।৪০
০।৪।৪৮।২৩।১১	১।১৮।৩।৫১।৪৯	৪।০।৩৮।৩৮।৬	৪।৬।২৬।২১।৪	৬।৪।২৩।৩০।৪১	১।১৩।৫৫।৭।০
০।৬।২৪।৩০।৫৪	২।৪।৫।৯।৫	৯।১০।৫১।৩০।৪৯	৯।১৮।১৫।৮।৫	০।৫।৫১।২০।৫৬	১।২৮।৩৩।২৯।২০
০।৮।০।৩৮।৩৮	২।২০।৬।২৬।২১	২।২১।৪।২৩।৩১	৩।০।৪৩।৫৫।৭	৬।৭।১৯।১১।১০	২।১৩।১১।৫১।৪০
০।৯।৩৬।৪৬।২২	৩।৬।৭।৪৩।৩৭	৮।১।১৭।১৬।১৩	৮।১২।৫২।৪২।৮	০।৮।৪৭।১।২৪	২।২৭।৫০।১৪।০
০।১১।১২।৫৪।৫	৩।২২।৯।০।৫৫	১।১১।৩০।৮।৫৫	১।২৫।১।১৯।৯	৬।১০।১৪।৫১।৩৮	৩।১২।২৮।৩৬।২০
০।১২।৪৯।১।৪৯	৪।৮।১০।১৮।১১	৬।২১।৪৩।১।৩৭	৭।৭।১০।১৬।১১	০।১১।৪২।৪১।৫২	৩।১৭।৬।৫৮।৪০
০।১৪।১৫।৯।৩৩	৪।২৪।১১।৩৫।২৭	০।১।৫৫।৫৪।১৯	০।১৯।১৯।৩।১২	৬।১৩।১৩।৩২।৬	৪।১১।৪৫।২১।০
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

ক্ষেপাঙ্ক ০।১৫।৩০।২৯।৩১।০ আমাদের দেশের দেশান্তর কলা ২।৬। বাদ দিলে আমাদেশে শুক্রের শীঘ্র হইবে।

শনির মধ

প্রথম কোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠ।	ষষ্ঠ কোষ্ঠা।
০।০।২।০।২৩	০।০।২০।৩।৪৯	০।৩।২০।৩৮।৯	১।৩,২৬।২১।৩০	১১।৪।২৩।৩৫ ৫	৩।১৩।৫৫।৫০।৫০
০।০।৪।০।৪৬	০।০।৪।১৭।৩৮	০।৬।৪১।১৬।১৮	২।৬।৫২।৪৩।১	১০।৮।৪৭।১০।১০	৬।২৭,৫১।৪১।৪০
০।০।৬।১।৯	০।১।০।১১।২৭	০।১০।১।৫৪।২৭	৩।১০।১৯।৪ ৩১	৯।১৩।১০।৪৫।১৫	১০।১১।৪৭।৩২।৩০
০।০।৮।১।৩২	০।১।২০।১৫।১৬	০।১৩।২২।৩২।৩৬	৪।১৩।৪৫।২৬।২	৮।১৭।৩৪।২০।২০	১।২৫।৪,৩।২৩।২০
০।০।১০।১।৫৪	০।১।৪০।১৯।৫	০।১৬।৪৩।১০।৪৫	৫।১৭।১১।৪৭।০২	৭ ২১।৫৭।৫৫।২৫	৫।৯'৩৯।১৪।১০
০।০।১২।২।১৭	০।২।০।২২।৫৩	০।২০।৩।৪৮।৫৪	৬।২০।৩৮ ৯ ৩	৬।২৬।২১।৩০।৩০	৮।২৩,৩৫।৫।০
০।০।১৪।২।৪০	০।২।২০।২৬।৪২	০।২৩।২৪।২৭।৩	৭।২৪।৪।৩০।৩৩	৬।০।৪৫।৫।৩৫	০।৭।৩০।৫৫।৫০
০।০।১৬।৩।৩	০।২।৪০।৩০।৩১	০।২৬।৪৫।৫।১২	৮ ২৭।৩০।৫২।৪	৫।৫।৮।৪০।৪০	৩।২১।২৬।৪৬ ৪০
০।০।১৮।৩।২৬	০।৩।০।৩৪।২০	১।০।৫।৪৩।২১	১০।০।৫৭।১৩।৩৪	৪।৯।৩২।১৫।৪৫	৭।৫।২২।৩৭।৩০
৯	৯০	৯০০	৯০০০	৯০০০০	৯০০০০০

শনির ক্ষেপ ২।৮।১।৫।৪৫ আমাদের দেশের দৈশান্তর কলা ০।৫।০ বাদ দিলে আমাদের দেশের শনির মধ্য হইবে।

রাহুর মধ্য।

প্রথমকোষ্ঠা।	দ্বিতীয় কোষ্ঠা।	তৃতীয় কোষ্ঠা।	চতুর্থ কোষ্ঠা।	পঞ্চম কোষ্ঠা।	ষষ্ঠকোষ্ঠা।
০।০।৩।১০।৪৫	০।০।১১।৪৭।২৯	০।৫।১৭ ৩৪ ৫২	১।২২।৫৯।৮।৩৭	৫।১৯।৩১।২৬।৬	৮।১৮।৩৪।২১।০
০।০।৬।২১।৩০	০।১।১।৩৪ ৫৮	০।১০।৩২।৪৯।৪৩	৩।১৩।৫৮।১৭।১১	১১।৯।৪২।৫২।১২	৫।৭।৮।৪২।১
০।০।৯।৩২।১৫	০।১।৩৫।২২।২৮	০।১৫।৫৩।৪।৩৫	৫।৮।৫৭।২৫।৫০	৪।২৯।৩৪।১৮।১৮	১।২৫।৪৩।৩০
০।০।১২।৪৩।০	০।২।৭।৯।৫৭	০।২১।১১।১৯।২৭	৭।১।৫৬ ৩৪ ২৬	১০।১৯।২৫।৪৩।২৪	১০।১৪।১৭।২৪।৪
০।০।১৫।৫৩।৪৫	০।২।৩৮।৩৭।১৬	০।২৬।২৯।৩৪।১৮	৮।২৭।৫৫।৪১।৩	৪।৯।১৭।১০।৩০	৭।২।৩১।৪৫।০
০।০।১৯।৪।৩০	০।৩।১০।৪৪।৫৫	১।১।৪৭।২৯।১০	১০।১৭।৫৪।৫১।৪০	৯।২৯।৮।৩৬।৩৬	৩।৩১।২৬।৬।০
০।০।২২।১৫।১৪	০।৩।৪২।৩২।২৪	১।৭।৫।২৪।২	০।১৭।৫৪।০।১৬	৩।১৯।০।২।৪২	০।১০।০।২৭।০
০।০।২৫।২৫।৫৯	০।৪।১৪।১৯।৫৩	১।১২।২৩।১৮।৫৩	২।৩।৫৩।৮।৫৩	৯।৮।৫১।২৮।৪৮	৮।২৮।৩৪।৪৮।৬
০।০।২৮।৩৬।৪৪	০।৪।৪৬।৭।২২	১।১৭।৪১।১৩।৪৫	৩।২৬।৫২।১৭।২৯	২।২৮।৪২।৫৪।৫৪	৫।১৭।০।৯।০
১	১০	১০০	১০০০	১০০০০	১০০০০০

ক্ষেপাঙ্ক ৮।২৬।৩০।৪১।১৫ আমাদের দেশের দেশান্তর কলা ০।৮।৯ বাদ দিলে আমাদের দেশের মধ্য হইবে।

মধ্য আনিবার উদাহরণ।

গ্রহস্ফুট গণনার উদাহরণে ১৮০০ শকে অব্দ পিণ্ড ২৮৭ ও দিন বৃন্দ ১০৪৮৩০ স্থির হইয়াছে, এক্ষণে উক্ত খণ্ডানুসারে যেরূপ সহজে মধ্য আনয়ন করা যায় তাহার উদাহরণ।

রবির মধ্য আনয়ন।

দিন বৃন্দ ১০৪৮৩০ ইহার শেষাঙ্ক শূন্য, সুতরাং প্রথম কোষ্ঠার অঙ্কশ্রেণী গ্রহণ করিতে হইবে না। তাহার পর দিনবৃন্দের দশকের অঙ্ক সংখ্যা ৩, অতএব দ্বিতীয় কোষ্ঠায় তৃতীয় শ্রেণীর অঙ্ক ০।২৯।৩৪।৫৫ স্থাপন করিয়া পরে দিন বৃন্দের শতকের সংখ্যা ৮, ঐ আটে তৃতীয় কোষ্ঠার অষ্টম শ্রেণীর অঙ্ক ২।৮।২৮।৫৫।৩৯ স্থাপন করিয়া পরে দিনবৃন্দের সহস্রের সংখ্যা ৪, ঐ চারিতে চতুর্থ কোষ্ঠার চতুর্থ শ্রেণীর অঙ্ক ১১।১২।২৪।৩৮ ১৪ স্থাপন করিয়া পরে দিনবৃন্দের অযুতের সংখ্যা শূন্য, সুতরাং ঐ কোষ্ঠার অঙ্ক শ্রেণী গ্রহণ করিতে হইল না। দিন বৃন্দের লক্ষের সংখ্যা ১, ঐ একে ষষ্ঠ কোষ্ঠার প্রথম শ্রেণীর অঙ্ক ৯।১০।১৫।৫৫।৩৮ স্থাপন করিয়া এই চারি শ্রেণীর অঙ্ক যোগ করিলে ২৪।০।৪৩।৩৪।২৬ হয়। ইহা বার রাশির বেশী হইয়াছে এজন্য দুইবার ১২ বাদ দেওয়া গেল। তাহাতে ০।০।৪৩।৪৩।৩৬ রহিল। ইহাতে ক্ষেপাঙ্ক ১১।২৭।৫৬।৪০।৩৭ যোগ করিলে ১১।২৮।৪০।১৫।১৩ হইল। ইহাতে আমাদের দেশীয় দেশান্তর কলা ২।৩১।৩৭ বাদ দিলে ১১।২৮।৩৭।৪৩।৩৬ রবির মধ্য হইবে। এইরূপে সকল গ্রহেরই মধ্য আনয়ন করিতে হয়।

কুজ গুরু শনির শীঘ্র এবং বুধ শুক্রের মধ্যকথন।

পণ্ডিতগণ অভ্রান্তরূপে অবধারণ করিয়াছেন যে, স্ফুট গণনা সময়ে রবির মধ্য রাশ্যাদিই মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির শীঘ্র এবং বুধ শুক্রের মধ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

কেন্দ্রানয়ন।

প্রথমতঃ গ্রহের মধ্য স্থাপন করিয়া তাহাকে আপনাপন শীঘ্র দ্বারা হীন করিলে যে রাশ্যাদি বাকী থাকিবে, তাহা শীঘ্র কেন্দ্র নামে খ্যাত এবং গ্রহগণের মধ্য হইতে স্ব স্ব মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ দিলে যে রাশ্যাদি থাকিবে, তাহা মন্দ কেন্দ্র নামে খ্যাত।

গ্রহগণের স্ফুটার্থ খণ্ডা।

রবির মান্দ্য কলাদি।

১	২০	৩৯	৫৮
১৩২।৪০	৮৯।৪০	৫২।৮	২৩।৫৭
১৩০।২১	৮৭।৩২	৫০।২৩	২২।৪৬
১২৮।১	৮৫।২৪	৪৮।৩৯	২১।৩৫
১২৫।৪১	৮৩।১৭	৪৬।৫৯	২০।৩১
১২৩।২১	৮১।১১	৪৫।২০	১৯।২৮
১২১।২	৭৯।৬	৪৩।৪১	১৮।২৫
১১৮।৪৪	৭৭।১	৪২।৩০	[illegible]।২৪
১১৬।২৭	৭৪।৫৯	৪০।৩০	১৬।২৬
১১৪।১০	৭২।৫৮	৩৮।৫৭	১৫।৩০
১১১।৫৩	৭০।৫৭	৩৭।২৫	১৪।৩৫
১০৯।৩৬	৬৮।৫৭	৩৫।৫৫	১৩।৪৭
১০৭।২১	৬৭।১	৩৪।২৯	১৩।০
১০৫।৬	৬৫।৫	৩৩।৩	১২।১৩
১০২।৫১	৬৩।৯	৩১।৩৮	১১।২৬
১০০।৩৬	৬১।১৪	৩০।১৬	১০।৪৫
৯৮।২৪	৫৯।২৩	২৮।৫৭	১০।৬
৯৬।১২	৫৭।৩২	২৭।৩৯	৯।২৭
৯৪।০	৫৫।৪১	২৬।২১	৮।৪৯
৯১।৪৯	৫৩।৫৩	২৫।৮	৮।১৯
১৯	৩৮	৫৭	৭৬

৭৭	১০০	১২৩	১৪৬
৭।৪৯	৬।২৮	২৫।৮	৬১।১৪
৭।১৯	৬।৫০	২৬।২১	৬৩।৯
৬।৫০	৭।১৯	২৭।৩৯	৬৫।৫
৬।২৮	৭।৪৯	২৮।৫৮	৬৭।১
৬।৬	৮।১৯	৩০।১৬	৬৮।৫৭
৫।৪৪	৮।৪৯	৩১।৩৮	৭০।৫৭
৫।২৭	৯।২৭	৩৩।৩	৭২।৫৮
৫।১৪	১০।৬	৩৪।২৯	৭৪।৫৯
৫ ১	১০।৪৫	৩৫।৫৫	৭৭।১
৪।৪৮	১১।২৬	৩৭।২৫	৭৯।৬
৪।৪২	১২।১৩	৩৮।৫৭	৮১।১১
৪।৩৭	১৩।০	৪০।৩০	৮৩।১৭
৪।৩৬	১৩।৪৭	৪২।৩	৮৫।২৪
৪।২৯	১৪।৩৫	৪৩।৪১	৮৭।৩২
৪।৩৩	১৫।৩০	৪৫।২০	৮৯।৪০
৪।৩৭	১৬।২৬	৪৬।৫৯	৯১।৪৯
৪।৪২	১৭।২৪	৪৮।৩৯	৯৪।০
৪।৪৮	১৮।২৫	৫০।২৩	৯৬।১২
৫।১	১৯।২৮	৫২।৮	৯৮।১৪
৫।১৪	২০।৩১	৫৩।৫৩	১০০।৩৬
৫।২৭	২১।৩৫	৫৫।৪১	১০২।৫১
৫।৪৪	২২।৪৬	৫৭।৩২	১০৫।৬
৬।৬	২৩।৫৭	৫৯।২৩	১০৭।২১
৯৯	১২২	১৪৫	১৬৮

১৬৯	১৯৩	২১৭	২৪১
১০৯।৩৬	১৬৪।৫৪	২১৪।১৯	২৪৯।২৯
১১১।৫৩	১৬৭।৯	২১৬।৭	২৫০।৩২
১১৪।১৪	১৬৯।২৪	২১৭।৫২	২৫১।৩৫
১১৬।২৭	১৭১।৩৬	২১৯।৩৭	২৫২।৩৬
১১৮।৪৪	১৭৩।৪৮	২২১।২১	২৫৩।৩৪
১২১।২	১৭৬।০	২২৩।১	২৫৪।৩০
১২৩।২১	১৭৮।১১	২২৪।৪০	২৫৫।২৫
১২৫।৪১	১৮০।২০	২২৬।১৯	২৫৬।১৩
১২৮।১	১৮২।২৮	২২৭।৫৭	২৫৭।০
১৩০।২১	১৮৪।৩৬	২২৯।৩০	২৫৭।৪৭
১৩২।৪০	১৮৬।৪৩	২৩১।৩	২৫৮।৩৪
১৩৫।০	১৮৮।৪৯	২৩২।৩৫	২৫৯।১৫
১৩৭।২০	১৯০।৫৪	২৩৪।৫	২৫৯।৫৪
১৩৯।৩৯	১৯২।৫৯	২৩৫।৩১	২৬০।৩৩
১৪১।৫৯	১৯৫।১	২৩৬।৫৭	২৬১।১১
১৪৪।১৯	১৯৭।২	২৩৮।২২	২৬১।৫১
১৪৬।৩৯	১৯৯।৩	২৩৯।৪৪	২৬২।১১
১৪৮।৫৮	২০১।৩	২৪১।৩	২৬২।৪১
১৫১।১৬	২০২।৫৯	২৪২।২১	২৬৩।১০
১৫৩।৩৩	২০৪।৫৫	২৪৩।৩৯	২৬৩।৩২
১৫৫।৫০	২০৬।৫১	২৪৪।৫২	২৬৩।৫৪
১৫৮।৭	২০৮।৪৬	২৪৬।৩	২৬৪।১৬
১৬০।২৪	২১০।৩৭	২৪৭।১৪	২৬৪।৩৩
১৬২।৩৯	২১২।২৮	২৪৮।২৫	২৬৪।৫৯
১৯২	২১৬	২৪০	২৬৪

২৬৫	২৮৯	৩১৩	৩৩৭
২৬৫।১২	২৫৮।৩৪	২৩১।৩	১৮৬।৪৩
২৬৫।১৮	২৫৭।৫৭	২২৯।৩০	১৮৪।২৬
২৬৫।২৩	২৫৬।০	২২৭।৫৭	১৮২।২৮
২৬৫।২৭	২৫৬।১৩	২২৬।১৯	১৮০ ২০
২৬৫।৩১	২৫৫।২৫	২২৪.৪০	১৭৮।১১
	২৫৪।৩০	২২৩।১	১৭৬।০
২৬৫।২৭	২৫৩।৩৪	২২১।২১	১৭৩।৪৮
২৬৫।২৩	২৫২।৩৬	২১৯।৩৭	১৭১।৩৬
২৬৫।১৮	২৫১।৩৫	২১৭।৫২	১৬৯।২৪
২৬৫।১২	২৫০।৩২	২১৬।৭	১৬৭।৯
২৬৪।৫৯	২৪৯।২৯	২১৪।১৯	১৬৪।৫৪
২৬৪।৪৬	২৪৮।২৫	২১২।২৮	১৬২।৩৯
২৬৪।৩৩	২৪৭।১৪	২১০।৩৭	১৬০।২৪
২৬৪।১৬	২৪৬।৩	২০৮।৪৬	১৫৮।৭
২৬৩।৫৪	২৪৪।৫২	২০৬।৫১	১৫৫।৫০
২৬৩।৩২	২৪৩।৩৯	২০৪।৫৫	১৫৩।৩৩
২৬৩।১০	২৪২।২১	২০২।৫৯	১৫১।১৬
২৬২।৪১	২৪১।৩	২০১।৩	১৪৮।৫৮
২৬২।১১	২৩৯।৪৪	১৯৯।৩	১৪৬।৩৯
২৬১।৪১	২৩৮।২২	১৯৭।২	১৪৪।১৯
২৬১।১১	২৩৬।৫৭	১৯৫।১	১৪১।৫৯
২৬০।৩৩	২৩৫।৩১	১৯২।৫৯	১৩৯।৩৯
২৫৯।৫৪	২৩৪।৫	১৯০।৫৪	১৩৭।২০
২৫৯।১৫	২৩২।৩৫	১৮৮।৪৯	১৩৫।০
২৮৮	৩১২	৩৩৬	৩৬০

চান্দ্রমান্দ্য খণ্ডা কলাদি।

১	২১	৪১	৬১
২৩৭|৪০	১৯৩|৫৯	১০৩|৫৩	৩৮|২
২৯২|২০	১৮৯|৩	১০০|০	৩৫|৩৩
২৮৭|১	১৮৪|১০	৯৬|১০	৩৩|৬
২৮১|৪২	১৭৯|২১	৯২|২০	৩০|৪১
২৭৬|২৩	১৭৪|৩২	৮৬|৩০	২৮|৩০
২৭১|৫	১৬৯|৪৩	৮৪|৫৪	২৬|১৯
২৬৫|৪৮	১৬৫|০	৮১|১৮	২৪|৯
২৬০|৩১	১৬০|২০	৭৭|৪৩	২২|৯
২৫৫|১৬	১৫৫|৪০	৭৪|১০	২০|১৮
২৫০|১	১৫১|০	৭০|৪৯	১৮|২৭
২৪৪|৪৭	১৪৬|৩১	৬৭|২৮	১৬|৩৭
২৩৯|৩৫	১৪২|২	৬৪|৭	১৫|১
২৩৪|২৪	১৩৭|৩৪	৬০|৫৫	১৩|৩০
২২৯|১৪	১৩৩|৮	৫৭|৫১	১১|৫৯
২২৪|৬	১২৮|৫১	৫৪|৪৭	১০|২৮
২১৯|২	১২৪|৩৪	৫১|৪৩	৯|১৬
২১৩|৫৮	১২০|১৭	৪৮|৫২	৮|৫
২০৮|৫৪	১১৬|৬	৪৬|৫	৬|৫৫
২০৩|৫২	১১২|১	৪৩|১৮	৫|৪৮
১৯৮|৫৫	১০৭|৫৭	৪০|৩১	৪|৫৬
২০	৪০	৬০	৮০

৮১	১০৪	১২৭	১৫০
৪।৪	১০।২৮	৬৪।৭	১৫৫।৪০
৩।১২	১১।৫৯	৬৭।২৮	১৬০।২০
২।৩১	১৩।৩০	৭০।৪৯	১৬৫।০
২।১	১৫।১	৭৪।১০	১৬৯।৪৩
১।৩১	১৬।০৭	৭৭।৪৩	১৭৪।৩২
১।১	১৮।২৭	৮১।১৮	১৭৯।২১
০।৩৪	২০।১৮	৮৪।৫৪	১৮৪।১০
০।২৪	২২।৯	৮৮।৩০	১৮৯।৩
০।১৪	২৪।৯	৯২।২০	১৯৩।৫৯
০।২৪	২৬।১৯	৯৬।১০	১৯৮।৫৫
০।৩৪	২৮।৩০	১০০।০	২০৩।৫২
০।৪৪	৩০।৪১	১০৩।৫৩	২০৮।৫৪
১।১	৩৩।৬	১০৭।৫৭	২১৩।৫৮
১।৩১	৩৫।৩৩	১১২।১	২১৯।২
২।১	৩৮।২	১১৬।৬	২২৪।৬
২।৩১	৪০।৩১	১২০।১৭	২২৯।১৪
৩।১২	৪৩।১৮	১২৪।৩৪	২৩৪।২৪
৪।৪	৪৬।৫	১২৮।৫১	২৩৯।৩৫
৪।৫৬	৪৮।৫২	১৩৩।৮	২৪৪।৪৭
৫।৪৮	৫১।৪০	১৩৭।৩৪	২৫০।১
৬।৫৫	৫৪।৪৪	১৪২।১	২৫৫।১৬
৮।৫	৫৭।৫১	১৪৬।৩১	২৬০।৩১
৯।৬	৬০।৫৫	১৫১।০	২৬৫।৪৮
১০৩	১২৬	১৪৯	১৭২

১৭৩	১৯৭	২২১	২৪৫
২৭১।৫	৩৯৭।৬	৫০৬।০	৫৭৯।৪১
২৭৬।২৩	৪০২।৮	৫০৯।৫০	৫৮৩।৫১
২৮১।৪২	৪০৭।৫	৫১৩।৪০	৫৮৫।৪২
২৮৭।১	৪১২।১	৫১৭।৩০	৫৮৭।৩৩
২৯২।২০	৪১৬।৫৭	৫২১।৬	৫৮৯।২৩
২৯৭।৪০	৪২১।৫০	৫২৪।৪২	৫৯০।৫৯
৩০৩।০	৪২৬।৩৯	৫২৮।১৭	৫৯২ ৩০
৩০৮।২০	৪৩১।২৮	৫৩১।৪০	৫৯৪।১
৩১৩।৪০	৪৩৬।১৭	৫৩৫।১১	৫৯৫।৩২
৩১৮।৫৯	৪৪১।০	৫৩৮।৩২	৫৯৬।৪৪
৩২৪।১৮	৪৪৫।৪০	৫৪১।৫৩	৫৯৭।৫৫
৩২৯।৩৭	৪৫০।২০	৫৪৫।৫	৫৯৯।৫
৩৩৪।৫৫	৪৫৫।০	৫৪৮।৯	৬০০।১২
৩৪০।১২	৪৫৯।২৯	৫৫১।১৩	৬০১।৪
৩৪৫।২৯	৪৬৩।৫৮	৫৫৪।১৭	৬০১।৫৬
৩৫০।৪৪	৪৬৮।২৬	৫৫৭।৮	৬০২।৪৮
৩৫৫।৫৯	৪৭২।৫২	৫৫৯।৩৫	৬০৩।২৯
৩৬১।১৩	৪৭৭।৯	৫৬২।৪২	৬০৩।৫৯
৩৬৬।২৫	৪৮১।২৬	৫৬৫।২৯	৬০৪।২৯
৩৭১।৩৬	৪৮৫।৪৩	৫৬৭।৫৮	৬০৪ ৫৯
৩৭৬।৪৬	৪৮৯ ৫৪	৫৭০।২৭	৬০৫।১৬
৩৮১ ৫৪	৪৯৩।৫৯	৫৭২।৫৪	৬০৫।২৬
৩৮৬।৫৮	৪৯৮।৩	৫৭৫।১৯	৬০৫।৩৬
৩৯২।২	৫০২।৭	৫৭৭।৩০	৬০৫।৪৬
১৯৬	২২০	২৪৪	২৬৮

২৬৯	২৯২	৩১৫	৩৩৮
৬০৫|৩৬	৫৭৯|৪১	৫০৯|৫০	৪০৭|৫
৬০৫|২৬	৫৭৭|৩০	৫০৬;০	৪০২|৮
৬০৫|১৬	৫৭৫|১৯	৫০২|৭	৩৯৭|৬
৬০৪|৫৯	৫৭২,৫৪	৪৯৮ ৩	৩৯২|২
৬০৪|২৯	৫৭০|২৭	৪৯৩|৫৯	৩৮৬|৫৮
৬০৩|৫৯	৫৬৭|৫৮	৪৮৯|৫৪	৩৮১|৫৪
৬০৩|২৯	৫৬৫|২৯	৪৮৫|৪৩	৩৭৬|৪৬
৬০২|৪৮	৫৬২|৪২	৪৮১|২৬	৩৭১|৩৬
৬০১|৫৬	৫৫৯|৫৫	৪৭৭|৯	৩৭৬|৪৬
৬০১|৫	৫৫৭|৮	৪৭২|৫২	৩৭১|৩৬
৬০০|১২	৫৫৪|১৭	৫৬৮|২৬	৩৬৬|২৫
৫৯৯|৫	৫৫১|১৩	৪৬৩|৫৮	৩৬১|১৩
৫৯৭|৫৫	৫৪৮|৯	৪৫৯|২৯	৩৫৫:৫৯
৫৯৬|৪৪	৫৪৫|৫	৪৫৫|০	৩৫০|৪৪
৫৯৫|৩২	৫৪১|৫৩	৪৫০|২০	৩৪৫|২৯
৫৯৪|১	৫৩৮|৩২	৪৪৫|৪০	৩৪০|১২
৫৯ |৩০	৫৩৫|১১	৪৪১|০	৩৩৪|৫৫
৫৯০|৫৯	৫৩১|৫০	৪৩৬|১৭	৩২৯|৩৭
৫৮৯|২৩	৫২৮|১৭	৪৩১|২৮	৩২৪|১৮
৫৮৭|৩৩	৫২৪|৪২	৪২৬|৩৯	৩১৮|৫৯
৫৮৫|৫২	৫২১|৬	৪২১|৫০	৩১৩|৪০
৫৮৩|৫২	৫১৭|৩০	৪১৬|৫৭	৩০৮|২০
৫৮১|৫১	৫১৩|৪০	৪১২|১	৩০৩|০
২৯১	৩১৪	৩৩৭	৩৬০

মঙ্গলের শীঘ্র খণ্ডা অংশাদি।

১	২২	৪৩	৬৪
৪৭।৩৬	৩৯।২২	৩১।১৯	২৩।৪০
৪৭।১৩	৩৮।৫৮	৩০।৫৭	২৩।১৯
৪৬।৪৯	৩৮।৩৫	৩০।৩৪	২২।৫৮
৪৬।২৫	৩৮।১২	৩০।১২	২২।৩৮
৪৬।২	৩৭।৪৯	২৯।৫০	২২।১৭
৪৫।৩৮	৩৭।১৫	২৯।২৮	২১।৫৬
৪৫।১৪	৩৭।২ *	২৯।৫	২১।৩৫
৪৪।৫১	৩৬।৩৯	২৮।৪৩	২১।১৪
৪৪।২৮	৩৬।১৬	২৮।২১	২০।৫৩
৪৪।৪	৩৫।৫৩	২৭।৫৯	২০।৩৩
৪৩।৪০	৩৫।৩০	২৭।৩৭	২০।১৩
৪৩।১৬	৩৫।৭	২৭।১৫	১৯।৫৩
৪২।৫২	৩৪।৪৪	২৬।৫৬	১৯।৩৪
৪২।২৯	৩৪।২১	২৬।৩২	১৯।১৫
৪২।৬	৩৩।৫৯	২৬।১০	১৮।৫৬
৪১।৪২	৩৩।৩৬	২৫।৪৮	১৮।৩৬
৪১।১৯	৩৩।১৩	২৫।২৬	১৮।১৭
৪০।৫৫	৩২।৫০	২৫।৪	১৭।৫৮
৪০।৩২	৩২।২৭	২৪।৪৩	১৭।৩৯
৪০।৯	৩২।৫	২৪।২২	১৭।২০
৩৯।৪৫	৩১।৪২	২৪।১	১৭।১
২১	৪২	৬৩	৮৪

* ইহা মঙ্গলের অস্তাংশ।

৮৫	১০৭	১২৯	১৫১
১৬।৪৩	১০।৪৫	৭.৪৬	১১।৫৮
১৬।২৪	১০।৩৩	৭।৪৪	১২।৩০
১৬।৬	১০।২১	৭।৪৩	১৩।৩
১৫।৪৮	১০।৮	৭।৪৪	১৩।৪০
১৫।২৯	৯।৫৬	৭।৪৫	১৪।১৯
১৫।১১	৯।৪৪	৭।৪৮	১৫।০
১৪।৫৪	৯।৩৩	৭।৫১	১৫।৪৪
১৪।৩৭	৯।২৩	৭।৫৭	১৬।৩২
১৪।২০	৯।১৩	৮।৩	১৭।২২
১৪।৩	৯।৩	৮।১০	১৮।১৬
১৩।৪৭	৮।৫৩	৮।১৮	১৯।১৩
১৩ ৩১	৮।৪৩	৮।২৭	২০।১৪
১৩।১৪	৮।৩৪	৮।৩৮	২১।১৮
১২।৫৮	৮।২৬	৮।৫১	২২।২৫ *
১২।৪২	৮।১৯	৯।৫	২৩।৩৫
১২।২৬	৮।১৩	৯।২০	২৪।৪৯
১২।১১	৮।৭	৯।৩৭	২৬।৮
১১।৫৬	৮।২	৯।৫৫	২৭।৩২
১১।৪১	৭।৫৭	১০।১৫	২৯।০
১১।২৭	৭।৫৩	১০।৩৮	৩০।৩১
১১।১২	৭।৫০	১১।৩	৩২।৪
১০।৫৮	৭।৪৭	১১।২৯	৩৩।৪০
১০৬	১২৮	১৫০	১৭২

* মঙ্গলের বক্র ত্যাগাংশ।

১৭৩	১৯৬	২১৯	২৪২
৩৫।১৯	৭৩।৩৫ †	৮৭।২২	৮৭।১৭
৩৭।১	৭৪।৪২	৮৭।৩৩	৮৭।৭
৩৮।৪৭	৭৫।৪৬	৮৭।৪২	৮৬।৫৭
৪০।৩৫	৭৬।৪৭ ‡	৮৭।৫০	৮৬।৪৭
৪২।২৪	৭৭।৪৪	৮৭।৫৭	৮৬।৩৭
৪৪।১৫	৭৮।৩৬	৮৮।৩	৮৬।২৭
৪৬।৭	৭৯।২৮	৮৮।৯	৮৬।১৬
৪৮।০ *	৮০।১৬	৮৮।১২	৮৬।৪
৪৯।৫৩	৮১।৩৬	৮৮।১৫	৮৫।৫২
৫১।৪৫	৮১।৪১	৮৮।১৬	৮৫।৩৯
৫৩।৩৬	৮২।২০	৮৮।১৭	৮৫।২৭
৫৫।২৫	৮২।৫৭	৮৮।১৬	৮৫।১৫
৫৭।১৩	৮৩।৩০	৮৮।১৪	৮৫।২
৫৮।৫৯	৮৪।২	৮৮।১৩	৮৪।৪৮
৬০।৪১	৮৪।৩১	৮৮।১০	৮৪।৩৩
৬২।২০	৮৪।৫৭	৮৮।৭	৮৪।১৯
৬৩।৫৬	৮৫।২২	৮৮।৩	৮৪।৪
৬৫।২৯	৮৫।৪৫	৮৭।৫৮	৮৩।৪৯
৬৭।০	৮৬।৫	৮৭।৫৩	৮৩।৩৪
৬৮।২৮	৮৬।২৩	৮৭।৪৭	৮৩।১৮
৬৯।৫২	৮৬।৪০	৮৭।৪১	৮৩।২
৭১।১১	৮৬।৫৫	৮৭।৩৪	৮২।৪৬
৭২।২৫	৮৭।৯	৮৭।২৬	৮২।২৯
১৯৫	২১৮	২৪১	২৬৪

* চক্রার্দ্ধপাত। † মঙ্গলের বক্রাংশ ১৯৬। ‡ মঙ্গল কেন্দ্রে দ্বিতীয় কেন্দ্রাংশ ১৯৯।

২৬৫	২৮৯	৩১৩	৩৩৭
৮২|১৩	৭৪|৪০	৬৬|১০	৫৭|২
৮১|৫৭	৭৪|২৫	৬৫|৩৮	৫৬|৩৮
৮১|৪০	৭৪|৪	৬৫|২৬	৫৬|১৫
৮১|২৩	৭৩|৪৩	৬৫|৩	৫৫|১১
৮১|৬	৭৩|২২	৬৪|৪১	৫৫|২৮
৮০|৪৯	৭৩|২	৬৪|১৮	৫৫|৫
৮০|৩১	৭২|৪১	৬৩|৫৫	৫৪|৪১
৮০|১২	৭২|২০	৬৩|৩৩	৫৪|১৮
৭৯|৫৪	৭১|৫৯	৬৩|১০	৫৩|৫৪
৭৯|৩৬	৭১|৩৮	৬২|৪৭	৫৩|৩১
৭৯|১৭	৭১|৩৭	৬২|২৪	৫৩|৮
৭৮|৫৯	৭০|৫৬	৬২|১	৫২|৪৪
৭৮|৪০	৭০|৩৪	৬১|৩৯	৫২|২০
৭৮|২১	৭০|১২	৬১|১৬	৫১|৫৬
৭৮|২	৬৯|৫০	৬০|৫৩	৫১|৩২
৭৭|৪৩	৬৯|২৮	৬০|৩০	৫১|৯
৭৭|২৪	৬৯|৭	৬০|৭	৫০|৪৬
৭৭|৪	৬৮|৪৫	৫৯|৪৪	৫০|২২
৭৬|৪৫	৬৮|২৩	৫৯|২১	৪৯|৫৮
৭৬|২৬	৬৮|১	৫৮|৫৮ *	৪৯|৩৫
৭৬|৭	৬৭|৩৯	৫৮|৩৫	৪৯|১১
৭৫|৪৭	৬৭|১৭	৫৮|১১	৪৮|৪৭
৭৫|২৭	৬৬|৫৫	৫৭|৪৮	৪৮|২৪
৭৫|৭	৬৬|১২	৫৭|২৫	৪৮|০ †
২৮৮	৩১২	৩৩৬	৩৬০

* মঙ্গলের উদয়াংশ ৩৩২। † চক্রার্দ্ধপাত মঙ্গল পূর্ণাস্ত।

মঙ্গলের মান্দ্য খণ্ডা অংশাদি

	২২	৪৩	৬৪
১১|৪৯	৮|১	৪|৪০	২|৫
১১|৩৭	৭|৫০	৪|৩১	২|০
১১|২৬	৭|৪০	৪|২২	১|৫৪
১১|১৫	৭|৩০	৪|১৪	১|৪৯
১১|৪	৭|২০	৪|৬	১|৪৩
১০|৫৩	৭|৯	৩|৫৮	১|৩৮
১০|৪২	৬|৫৯	৩|৫০	১|৩৩
১০|৩১	৬|৪৯	৩|৪২	১|২৮
১০|২০	৬|৪০	৩ ৩৪	১|২৪
১০|৯	৬|৩০	৩|২৬	১|১৯
৯|৫৮	৬|২০	৩|১৯	১|১৫
৯|৪৭	৬|১০	৩|১২	১|১১
৯|৩৬	৬|১	৩|৪	১|৭
৯|২৫	৫|৫১	২|৫৭	১|৩
৯|১৫	৫|৪২	২ ৫০	১|০
৯|৪	৫|৩৩	২|৪৩	০|৫৭
৮|৫৩	৫|২৪	২|২৬	০|৫৩
৮|৪২	৫|১৫	২|৩০	০|৫০
৮|৩২	৫|৬	২|২৪	০|৪৭
৮|২১	৪|৫৭	২|১৭	০|৪৪
৮|১১	৪|৪৮	২|১১	০|৪২
২১	৪২	৬৩	৮৪

৮৫	১০৯	১৩৩	১৫৭
০।৪০	০।৪৭	২।৫৭	৬।৫৯
০।৩৮	০।৫০	৩।৫০	৭।১১
০।৩৬	০।৫৩	৩।১৩	৭।২৩
০।৩৪	০।৫৬	৩।২১	৭।৩৫
০।৩৩	০।৫৯	৩।৩০	৭।৪৭
০।৩২	১।৩	৩।৩৯	৮।০
০।৩০	১।৮	৩।৪৮	৮।১৩
০।২৯	১।১২	৩।৫৭	৮।২৬
০।২৯	১।১৬	৪।৬	৮।৩৯
০।২৮	১।২১	৪।১৬	৮।৫২
০।২৮	১।২৬	৪।২৬	৯।৫
০।২৮	১।৩১	৪।৩৬	৯।১৮
০।২৮	১।৩৬	৪।৪৬	৯।৩১
০।২৮	১।৪২	৪।৫৭	৯।৪৪
০।২৯	১।৪৭	৫।৭	৯।৫৭
০।৩০	১।৫৩	৫।১৭	১০।১১
০।৩০	১।৫৯	৫।২৮	১০।২৪
০।৩১	২।৬	৫।৩৯	১০।৩৮
০।৩৩	২।১৩	৫।৫০	১০।৫১
০।৩৫	২।২০	৬।১	১১।৫
০।৩৭	২।২৭	৬।১২	১১।১৮
০।৩৯	১।৩৪	৬।২৪	১১।৩২
০।৪১	২।৪২	৬।৩৫	১১।৪৬
০।৪৪	২।৪৯	৬।৪৭	১২।০
১০৮	১৩২	১৫৬	১৮০

১৮১	২০৫	২২৯	২৫৩
১২।১৪	১৭।২৫	২১।১৯	২৩।১৯
১২।১৮	১৭।৩৬	২১।২৬	২৩।২১
১২।৪২	১৭।৪৮	২১।৩৩	২৩।২৩
১২।৫৫	১৭।৫৯	২১।৪০	২৩।২৫
১৩।৯	১৮।১০	২১।৪৭	২৩।২৭
১৩।২২	১৮।২১	২১।৫৪	২৩।২৯
১৩।৩৬	১৮।৩২	২২।১	২৩।৩০
১৩।৪৯	১৮।৩৩	২২।৭	২৩।৩১
১৪।৩	১৮।৫৩	২২।১৩	২৩।৩১
১৪।১৬	১৯।৩	১২।১৮	২৩।৩২
১৪।২৯	১৯।১৪	২২।২৪	২৩।৩২
১৪।৪২	১৯।২৪	২২।২৯	২৩।৩২
১৪।৫৫	১৯।৩৪	২২।৩৪	২৩।৩২
১৫।৮	১৯।৪৪	২২।৩৯	২৩।৩২
১৫।২১	১৯।৫৪	২২।৪৪	২৩।৩১
১৫।৩৪	২০।৩	২২।৪৮	২৩।৩১
১৫।৪৭	২০।১২	২২।৫২	২৩।৩০
১৬।০	২০।২১	২২।৫৭	২৩।২৮
১৬।১৩	২০।৩০	২৩।১	২৩।২৭
১৬।২৫	২০।৩৯	২৩।৪	২৩।২৬
১৬।৩৭	২০।৪৭	২৩।৭	২৩।২৪
১৬।৪৯	২০।৫৫	২৩।১০	২৩।২২
১৭।১	২১।৩	২৩।১৩	২৩।২০
১৭।১৩	২১।১১	২৩।১৬	২৩।১৮
২০৪	২২৮	২৫২	২৭৬

২৭৭	২৯৮	৩১৯	৩৪০
২৩।১৬	২১।৪৩	১৯।৩	১৫।৩৯
২৩।১৩	২১।৩৬	১৮।৫৪	১৫।২৮
২৩।১০	২১।৩০	১৮।৪৫	১৫।১৭
২৩।৭	২১।২৪	১৮।৩৬	১৫।৭
২৩।৩	২১।১৭	১৮।২৭	১৪।৫৬
২৩।০	২১।১০	১৮।১৮	১৪।৪৫
২২।৫৭	২১।৩	১৮।৯	১৪।৩৫
২২।৫৩	২০।৫৬	১৭।৫৯	১৪।২৪
২২।৪৯	২০।৪৮	১৭।৫০	১৪।১৩
২২।৪৫	২০।৪১	১৭।৪০	১৪।২
২২।৪১	২০।৩৪	১৭।৩০	১৩।৫০
২২।৩৬	২০।২৬	১৭।২০	১৩।৪০
২২।৩২	২০।১৮	১৭।১১	১৩।২৯
২২।২৭	২০।১০	১৭।১	১৩।১৮
২২।২২	২০।২	১৬।৫১	১৩।৭
২২।১৭	১৯।৫৪	১৬।৪০	১২।৫৬
২২।১১	১৯।৪৬	১৬।৩০	১২।৪৫
২২।৬	১৯।৩৮	১৬।২০	১২।৩৪
২২।০	১৯।২৯	১৬।১০	১২।২৩
২১।৫৫	১৯।২০	১৫।৫৯	১২।১১
২১।৪৯	১৯।১২	১৫।৪৯	১২।০ *
২৯৭	৩১৮	৩৩৯	৩৬০

* চক্রপাত মঙ্গল পূর্ণাস্ত।

বুধের শীঘ্র ফল অংশাদি, বুধাস্ত প্রাক্।

১	২৪	৪৭	৭০
৪৭।১৪	৪১।৩৭	৩৫।৫৩	৩০।৫৮
৪৭।২৮	৪১।২১	৩৫।৩৮	৩০।৪৭
৪৭।১১	৪১।৫	৩৫।২৪	৩০।৩৬
৪৬।৫৫	৪০।৫০	৩৫।১০	৩০।২৫
৪৬।৩৯	৪০।৩৪	৩৪।৫৭	৩০।১৪
৪৬।২৩	৪০।১৯	৩৪।৪৩	৩০।৪
৪৬।৭	৪০।৪	৩৪।২৯	২৯।৫৪
৪৫।৫১	৩৯।৪৮	৩৪।১৬	২৯।৪৪
৪৫।৩৫	৩৯।৩৩	৩৪।৩	২৯।৩৪
৪৫।১৯	৩৯।১৮	৩৩।৫০	২৯।২৪
৪৫।৩	৩৯।৩	৩৩।৩৭	২৯।১৫
৪৪।৪৭	৩৮।৪৮	৩৩।২৪	২৯।৫
৪৪।৩১	৩৮।৩৩	৩৩।১১	২৮।৫৬
৪৪।১৫	৩৮।১৮	৩২।৫৮	২৮।৪৭
৪৪।৫৯	৩৮।৩	৩২।৪৫	২৮।৩৯
৪৩।৪৩	৩৭।৪৮	৩২।৩৩	২৮।৩০
৪৩।২৭	৩৭।৩৩	৩২।২০	২৮।২২
৪৩।১১	৩৭।১৯	৩২।৮	২৮।১৪
৪২।৫৫	৩৭।৪	৩১।৫৬	২৮।৬
৪২।৩৯	৩৬।৫০	৩১।৪৪	২৭।৫৮
৪২।২৪	৩৬।৩৫	৩১।৩২	২৭।৫১
৪২।৮	৩৬।২১	৩১।২০	২৭।৪
৪১।৫২	৩৬।৭	৩১।৯	২৭।৩৭
২৩	৪৬	৬৯	৯২

৯৩	১১৫	১৩৭	১৫৯
২৭|৩১	২৬|৩০	২৯|৫	৩৬|৩৮
২৭|২৪	২৬|৩২	২৯|১৯	৩৭|৬
২৭|১৯	২৬|৩৪	২৯|৩৩	৩৭|৩৪
২৭|১৩	২৬|৩৭	২৯|৪৮	৩৮|৪
২৭|৮	২৬|৪০	৩০|৩	৩৮|৩৪
২৭|৩	২৬ ৪১	৩০|১৯	৩৯|৪
২৬|৫৮	২৬|৪৭	৩০|৩৬	৩৯|৩৪
২৬|৫৪	২৬|৫২	৩০|৫৪ *	৪০|৬
২৬|৪৯	২৬|৫৬	৩১|১২	৪০|৩৮
২৬|৪৬	২৭|১	৩১|৩১	৪১|১০
১৬|৪৩	২৭|৮	৩১|৫১	৪১|৪২
২৬|৩৯	২৭|১৫	৩১|১১	৪২|১৫
২৬|৩৬	২৭|২২	৩২|৩২	৪২|৪৮
২৬|৩৪	২৭|২৯	৩২|৫৩	৪৩|২২
২৬|৩২	২৭|৩৮	৩৩|১৬	৪৩|৫৬
২৬|৩১	২৭|৪৭	৩৩|৩৯	৪৪|৩১
২৬|২৯	২৭|৫৬	৩৩|৩	৪৫|৫
২৬|২৯	২৮|৬	৩৪|২৭	৪৫|৪০
২৬|২৮	২৮|১৭	৩৪|৫২ †	৪৬|১৫
২৬|২৮	২৮|২৮	৩৫|১৮	৪৬|৫০
২৬|২৮	২৮|৩৯	৩৫৪৪	৪৭|২৫
২৬|২৯	২৮|৫২	৩৬|১০	৫৮|০ ‡
১১৪	১৩৬	১৫৮	১৮০

* বুধবক্রত্যাগ। † বুধের প্রাগুদয় অংশ ১৫৫ বক্রী বুধোদয় প্রাক্। ‡ চক্রার্দ্ধপাত বুধপূর্ণপাদান্ত

১৮১	২০৩	২২৫	২৪৭
৪৮।৩৫	৬০।১৬	৬৭।২১	৬৯।৩২
৪৯।১০	৬০।৪২	৬৭।৩২	৬৯।৩২
৪৯।৪৫	৬১।৮ *	৬৭।৪৩	৬৯।৩২
৫০।২০	৬১।৩৩	৬৭।৫৪	৬৯।৩১
৫০।৫৫	৬১।৫৭	৬৮।৪	৬৯।৩১
৫১।২৯	৬২।২১	৬৮।১৩	৬৯।২৯
৫২।৪	৬২।৪৪	৬৮।২২	৬৯।২৮
৫২।৩৮	৬৩।৭	৬৮।৩১	৬৯।২৬
৫৩।১২	৬৩।২৮	৬৮।৩৮	৬৯।২৪
৫৩।৪৫	৬৩।৪৯	৬৮।৪৫	৬৯।২১
৫৪।১৮	৬৪।৯	৬৮।৫২	৬৯।১৭
৫৪।৫০	৬৪।২৯	৬৮।৫৯	৬৯।১৪
৫৫।২২	৬৪।৪৮	৬৯।৪	৬৯।১১
৫৫।৫৪	৬৫।৬ †	৬৯।৮	৬৯।৬
৫৬।২৬	৬৫।২৪	৬৯।১৩	৬৯।২
৫৬।৫৬	৬৫।৪১	৬৯।১৭	৬৮।৫৭
৫৭।২৬	৬৫।৫৭	৬৯।২০	৬৮।৫২
৫৭।৫৬	৬৬।১২	৬৯।২৩	৬৮।৪৭
৫৮।২৬	৬৬।২৭	৬৯।২৬	৬৮।৪১
৫৮।৫৪	৬৬।৪১	৬৯।২৮	৬৮।৩৬
৫৯।২২	৬৬।৫৫	৬৯।৩০	৬৮।২৯
৫৯ ৫০	৬৭।৮	৬৯।৩১	৬৮।২৩
২০২	২২৪	২৪৬	২৬৮

* বক্রী বুধ পাদান্ত পশ্চাৎ বক্রী বুধের পশ্চাৎ অন্তাংশ ২০৫। † বুধের বক্রী বুধের বক্রাংশ ২১৬।

২৬৯	২৮২	২৯৫	৩০৮
৬৮।১৬	৬৬।২৬	৬৪।৪	৬১ ১৭
৬৮।৯	৬৬।১৬	৬৩।৫২	৬১।৩
৬৮।২	৬৬।৬	৬৩।৪০	৬০।৫০
৬৭।৫৪	৬৫।৫৬	৬৩।২৭	৬০।৩৬
৬৭।৪৬	৬৫।৪৬	৬৩।১৫	৬০।২২
৬৭।৩৮	৬৫।৩৫	৬৩।২	৬০।৭
৬৭।৩০	৬৫।২৪	৬২।৪৯	৫৯।৫৩
৬৭।২১	৬৫।১৩	৬২।৩৬	৫৯।৩৯
৬৭।১৩	৬৫।২	৬২।২৬	৫৯।২৫
৬৭।৪	৬৪।৫১	৬২।১০	৫৯।১০
৬৬।৫৫	৬৪।৪০	৬১।৫৭	৫৮।৫৬
৬৬।৪৫	৬৪।২৮	৬১।৪৪	৫৮ ৪১
৬৬।৩৬	৬৪।১৬	৬১।৩১	৫৮।২৭
২৮১	২৯৪	৩০৭	৩২০

— [illegible] পশ্চাস্তদয় অংশ ৩১০° বুধোদয় পশ্চাৎ।

৩২১	৩৩১	৩৪১	৩৫১
৫৮।১২	৫৫।৪১	৫৩।৫	৫০।২৫
৫৭।৫৭	৫৫।২৬	৫২।৪৯	৫০।৯
৫৭।৪২	৫৫।১০	৫২।৩৩	৪৯।৫৩
৫৭।২৭	৫৪।৫৫	৫২।১৭	৪৯।৩৭
৫৭।১২	৫৪।৩৯	৫২।১	৪৯।২১
৫৬।৫৭	৫৪।২৩	৫১।৪৫	৪৯।৫
৫৬।৪২	৫৪।৮	৫১।২৯	৪৮।৪৯
৫৬।২৭	৫৩।৫২	৫১।১৩	৩৮।৩২
৫৬।১২	৫৩।৩৬	৫০।৫৭	৪৮।১৬
৫৫।৫৬	৫৩।২১	৫০।৪১	৪৮।০
৩৩০	৩৪০	৩৫০	৩৬০

বুধের মান্দ্য খণ্ডা ও অংশাদি।

১	১৪	২৭	৪০
১১।৫৫	১০।৫৫	৯।৫৮	৯।৯
১১।৫১	১০।৫০	৯।৫৪	৯।৬
১১।৪৬	১০।৪৫	৯।৫০	৯।২
১১।৪১	১০।৪১	৯।৪৬	৮।৫৯
১১।৩৬	১০।৩৭	৯।৪২	৮।৫৬
১১।৩১	১০।৩২	৯।৩৯	৮।৫২
১১।২৭	১০।২৮	৯।৩৫	৮।৪৯
১১।২২	১০।২৪	৯।৩১	৮।৪৬
১১।১৭	১০।১৯	৯।২৭	৮।৪৩
১১।১৩	১০।১৫	৯।২৩	৮।৪০
১১।৮	১০।১১	৯।২০	৮।৩৭
১১।৪	১০।৭	৯।১৬	৮।৩৪
১০।৫৯	১০।৩	৯।১৩	৮।৩১
১৩	২৬	৩৯	৫২

৫৩	৮১	১০৯	১৩৭
৮।২৮	৭।৩৭	৭।৪৩	৮।৪৯
৮।২৬	৭।৩৭	৭।৪৫	৮।৫২
৮।২৩	৭।৩৬	৭।৪৬	৮।৫৫
৮।২০	৭।৩৫	৭।৪৮	৮।৫৯
৮।১৮	৭।৩৫	৭।৪৯	৯।২
৮।১৫	৭।৩৪	৭।৫১	৯।৬
৮।১৩	৭।৩৪	৭।৫২	৯।১০
৮।১১	৭।৩৩	৭।৫৪	৯।১৩
৮।৯	৭।৩৩	৭।৫৬	৯।১৭
৮।৬	৭।৩৩	৭।৫৮	৯।২১
৮।৪	৭।৩৩	৮।০	৯।২৫
৮।২	৭।৩৩	৮।২	৯।২৯
৮।০	৭।৩৩	৮।৪	৯।৩৩
৭।৫৮	৭।৩৩	৮।৭	৯।৩৭
৭।৫৬	৭।৩৩	৮।৯	৯।৪১
৭।৫৪	৭।৩৩	৮।১১	৯।৪৫
৭।৫৩	৭।৩৩	৮।১৪	৯।৫০
৭।৫১	৭।৩৪	৮।১৬	৯।৫৪
৭।৪৯	৭।৩৫	৮।১৯	৯।৫৮
৭।৪৮	৭।৩৫	৮।২১	১০।৩
৭।৪৬	৭।৩৬	৮।২৪	১০।৭
৭।৪৫	৭।৩৬	৮।২৭	১০।১২
৭।৪৪	৭।৩৭	৮।৩০	১০।১৬
৭।৪২	৭।৩৮	৮।৩৩	১০।২১
৭।৪১	৭।৩৯	৮।৩৬	১০।২৫
৭।৪০	৭।৪০	৮।৩৯	১০।৩০
৭।৩৯	৭।৪১	৮।৪২	১০।৩৫
৭।৩৮	৭।৪২	৮।৪৫	১০।৪০
৮০	১০৮	১৩৬	১৬৪

১৬৫	১৯৩	২২১	২৪৯
১০।৪৪	১৩।৬	১৫।৫	১৬।১৪
১০।৪৯	১৩।১১	১৫।৮	১৬।১৫
১০।৫৪	১৩।১৬	১৫।১১	১৬।১৭
১০।৫৯	১৩।২০	১৫।১৫	১৬।১৮
১১।৪	১৩।২৫	১৫।১৮	১৬।১৯
১১।৯	১৩।৩০	১৫।২১	১৬।২০
১১।১৪	১৩।৩৫	১৫।২৪	১৬।২১
১১।১৯	১৩।৩৯	১৫।২৭	১৬।২২
১১।২৪	১৩।৪৪	১৫।৩০	১৬।২৩
১১।২৯	১৩।৪৮	১৫।৩৩	১৬।২৪
১১।৩৪	১৩।৫৩	১৫।৩৬	১৬।২৫
১১।৩৯	১৩।৫৭	১৫।৩৯	১৬।২৫
১১।৪৪	১৪।২	১৫।১১	১৬।২৫
১১।৫০	১৪।৬	১৫।৪৪	১৬।২৬
১১।৫৫	১৪।১০	১৫।৪৬	১৬।২৭
১২।০	১৪।১৫	১৫।৪৯	১৬।২৭
১২।৫	১৪।১৯	১৫।৫১	১৬।২৭
১২।১০	১৪।২৩	১৫।৫৩	১৬।২৭
১২।১৬	১৪।২৭	১৫।৫৬	১৬।২৭
১২।২১	১৪।৩১	১৫।৫৮	১৬।২৭
১২।২৬	১৪।৩৫	১৬।০	১৬।২৭
১২।৩১	১৪।৩৯	১৬।২	১৬।২৭
১২।৩৬	১৪।৪৩	১৬।৪	১৬।২৭
১২।৪১	১৪।৪৭	১৬।৬	১৬।২৭
১২।৪৬	১৪।৫০	১৬।৮	১৬।২৬
১২।৫১	১৪।৫৪	১৬।৯	১৬।২৬
১২।৫৬	১৪।৫৮	১৬।১১	১৬।২৫
১৩।১	১৫।১	১৬।১২	১৬।২৫
১৯২	২২০	২৪৮	২৭৬

২৭৭	২৯৮	৩১৯	৩৪০
১৬,২৫	১৫|৫৬	১৪|৫৮	১৩|৩৬
১৬|২৪	১৫|৫৪	১৪|৫৪	১৩|৩২
১৬|২৩	১৫|৫১	১৪|৫১	১৩|২৮
১৬|২৩	১৫|৪৯	১৪|৪৭	১৩|২৩
১৬|২২	১৫|৪৭	১৪|৪৪	১৩|১৯
১৬|২১	১৫|৪৫	১৪|৪০	১৩|১৫
১৬|২০	১৫|৪২	১৪|৩৭	১৩|১০
১৬|১৯	১৫|৪০	১৪|৩৩	১৩|৫
১৬|১৮	১৫|৩৭	১৪|২৯	১৩|১
১৬|১৬	১৫|৩৪	১৪|২৫	১২|৫৬
১৬|১৫	১৫|৩২	১৪|২১	১২|৫২
১৬|১৪	১৫|২৯	১৪|১৮	১২|৪৭
১৬|১২	১৫|২৬	১৪|১৪	১২|৪৩
১৬|১১	১৫|২৩	১৪|১০	১২|৩৮
১৬|৯	১৫|২০	১৪|৬	১২,৩৩
১৬|৭	১৫|১৭	১৪|২	১২|২৯
১৬|৬	১৫|১৪	১৩|৫৭	১২|২৪
১৬|৪	১৫|১১	১৩,৫৩	১২|১৯
১৬|২	১৫|৮	১৩|৪৯	১২|১৪
১৬|০	১৫|৪	১৩|৪৫	১২|৯
১৫|৫৮	১৫|১	১৩|৪১	১২|৫
			১২|০
২৯৭	৩১৮	৩৩৯	৩৬০

গুরুর শীঘ্র খণ্ডা ও অংশাদি।

১	২৫	৪৯	৭৩
৪৭।৫০	৪৩।৫৮	৪০।২৭	৩৭।৪৬
৪৭।৪০	৪৩।৪৯	৪০।১৯	৩৭।৪১
৪৭।৩১	৪৩।৩৯	৪০।১১	৩৭।৩৬
৪৭।২১	৪৩।৩০	৪০।৩	৩৭।৩২
৪৭।১১	৪৩।২১	৩৯।৫৬	৩৭।২৭
৪৭।১	৪৩।১১	৩৯।৪৮	৩৭।২২
৪৬।৫২	৪৩।২	৩৯।৪১	৩৭।১৮
৪৬।৪২	৪২।৫৩	৩৯।৩৩	৩৭।১৪
৪৬।৩২	৪২।৪৪	৩৯।২৬	৩৭।১০
৪৬।২২	৪২।৩৫	৩৯।১৯	৩৭।৬
৪।১২	৪২।২৬	৩৯।১২	৩৭।২
৪৬।৩	৪২।১৭	৩৯।৫	৩৬।৫৯
৪৫।৫৩	৪২।৮	৩৮।৫৮	৩৬।৫৬
৪৫।৪৩ *	৪১।৫৯	৩৮।৫২	৩৬।৫৩
৪৫।৩৪	৪১।৫০	৩৮।৪৫	৩৬।৫০
৪৫।২৪	৪১।৪২	৩৮।৩৮	৩৬।৪৭
৪৫।১৪	৪১।৩৩	৩৮।৩২	৩৬।৪৪
৪৫।৫	৪১।২৫	৩৮।২৬	৩৬।৪২
৪৪।৫৫	৪১।১৬	৩৮।২০	৩৬।৪০
৪৪।৪৬	৪১।৮	৩৮।১৫	৩৬।৩৮
৪৪।৩৬	৪০।৫৯	৩৮।৮	৩৬।৩৬
৪৪।২৬	৪০।৫১	৩৮।২	৩৬।৩৪
৪৪।১৭	৪০।৪৩	৩৭।৫৭	৩৬।৩৩
৪৪।৭	৪০।৩৫	৩৭।৫১	৩৬।৩২
২৪	৪৮	৭২	৯৬

* গুরুর অন্ত্যাংশ গুরুর অস্ত পশ্চাৎ।

৯৭	১২৫	১৫৩	১৮১
৩৬।৩১	৩৭।৩৫ *	৪১।৪৯	৪৯।২৭
৩৬।৩০	৩৭।৪১	৪২।১	৪৯।৪১
২৬।২৯	৩৭।৪৭	৪২।১৩	৪৯।৫৬
৩৬।২৯	৩৭।৫৩	৪২।২৬	৫০।১০
৩৬।২৮	৩৭।৫৯	৪২।৩৯	৫০।২৪
৩৬।২৯	৩৮।৬	৪২।৫২	৫০।৩৮
৩৬।২৯	৩৮।১৩	৪৩।৫	৫০।৫৩
৩৬।২৯	৩৮।২১	৪৩।১৮	৫১।৭
৩৬।৩০	৩৮।২৮	৪৩।৩১	৫১।২১
৩৬।৩১	৩৮।৩৬	৪৩।৪৫	৫১।৩৫
৩৬।৩২	৩৮।৪৪	৪৩।৫৮	৫১।৪৮
৩৬।৩৪	৩৮।৫২	৪৪।১২	৫২।২
৩৬।৩৫	৩৯।১	৪৪।২৫	৫২।১৫
৩৬।৩৭	৩৯।১০	৪৪।৩৯	৫২।২৯
৩৬।৪০	৩৯।১৯	৪৪।৫৩	৫২।৪২
৩৬।৪২	৩৯।২৮	৪৫।৭	৫২।৫৫
৩৬।৪৪	৩৯।৩৮	৪৫।২২	৫৩।৮
৩৬।৪৭	৩৯।৪৮	৪৫।৩৬	৫৩।২১
৩৬।৫০	৩৯।৫৮	৪৫।৫০	৫৩।৩৪
৩৬।৫৩	৪০।৮	৪৬।৪	৫৩।৪৭
৩৬।৫৭	৪০।১৮	৪৬।১৯	৫৩।৫৯
৩৭।১	৪০।২৯	৪৬।৩৩	৫৪।১১
৩৭।৫	৪০।৪০	৪৬।৪৮	৫৪।২৩
৩৭।৯	৪০।৫১	৪৭।২	৫৪।৩৫
৩৭।১৪	৪১।২	৪৭।১৬	৫৪।৪৭
৩৭।১৯	৪১।১৩	৪৭।৩১	৫৪।৫৮
৩৭।২৪	৪১।২৫	৪৭।৪৫	৫৫।৯
৩৭।২৯	৪১।৩৭	৪৮।০ †	৫৫।২০
১২৪	১৫২	১৮০	২০৮

* শুক্রর বক্রত্যাগ। † চক্রার্দ্ধপাত শুক্রর মহাচক্র।

২০৯	২৩৬	২৬৩	২৯০
৫৫ ৩১	৫৯।২৫	৫৮।৫৪	৫৬.১৯
৫৫।৪২	৫৯।২৬	৫৮।৫০	৫৬।১২
৫৫।৫২	৫৯।২৮	৫৮।৪৬	৫৬।৪
৫৬।২	৫৯।২৯	৫৮।৪২	৫৫।৫৭
৫৬।১২	৫৯।৩০	৫৮।৩৮	৫৫।৪৯
৫৬।২২	৫৯।৩১	৫৮.৩৩	৫৫'৪১
৫৬।৩২	৫৯।৩১	৫৮।২৮	৫৫।৩৩
৫৬।৪১	৫৯।৩১	৫৮।২৪	৫৫।২৫
৫৬।৫০	৫৯।৩১	৫৮।১৯	৫৫।১৭
৫৬।৫৯	৫৯।৩১	৫৮।১৪	৫৫।৯
৫৭.৮	৫৯।৩১	৫৮।৯	৫৫।১
৫৭।১৬	৫৯।৩০	৫৮।৩	৫৪।৫২
৫৭।২৪	৫৯।২৯	৫৭।৫৮	৫৪।৪৪
৫৭।৩২	৫৯'২৮	৫৭।৫২	৫৪।৩৫
৫৭।৩৯	৫৯।২৭	৫৭।৪৬	৫৪।২৭
৫৭।৪৭	৫৯।২৬	৫৭।৪০	৫৪।১৮
৫৭।৫৪ *	৫৯।২৪	৫৭।৩৪	৫৪।১০
৫৮ ৫৫	৫৯।২২	৫৭।২৮	৫৪।১
৫৮।৫৯	৫৯।২০	৫৭।২২	৫৩।৫২
৫৯।৩	৫৯।১৮	৫৭।১৫	৫৩।৪৩
৫৯।৭	৫৯।১৬	৫৭।৮	৫৩।৩৪
৫৯।১০	৫৯ ১৩	৫৭।২	৫৩।২৫
৫৯।১৩	৫৯।১০	৫৬।৫৫	৫৩ ১৬
৫৯।১৬	৫৯।৭	৫৬।৪৮	৫৩।৭
৫৯।১৮	৫৯।৪	৫৬।৪১	৫২।৫৮
৫৯।২০	৫৯।১	৫৬।৩৪	৫২।৪৯
৫৯ ২৩	৫৮।৫৮	৫৬।২৭	৫২।৩৯
২৩৫	২৬২	২৮৯	৩১৬

* শুক্রর বক্রাংশ শুক্র বক্র।

৩১৭	৩২৪	৩৩১	৩৩৮
৫২।৩০	৫১।২৪	৫০।১৭ *	৪৯।৮
৫২।২১	৫১।১৪	৫০।৭	৪৮।৫৯
৫২।১১	৫১।৫	৪৯।৫৭	৪৮।৪৯
৫২।২	৫০।৫৫	৪৯।৪৮	৪৮।৩৯
৫১।৫৩	৫০।৪৬	৪৯।৩৮	৪৮।২৯
৫১।৪৩	৫০।৩৬	৪৯।২৮	৪৮।২০
৫১।৩৪	৫০।২৬	৪৯।১৮	৪৮।১০
			৪৮।০ †
৩২৩	৩৩০	৩৩৭	৩৪৫

গুরুর মান্দ্য অংশাদি।

	১২	২৩	৩৪
১১।৫৫	১০।৫৮	১০।৩	৯।১৩
১১।৫০	১০।৫৩	৯।৫৯	৯।৯
১১।৪৪	১০।৪৮	৯।৫৪	৯।৫
১১।৩৯	১০।৪৩	৯।৪৯	৯।১
১১।৩৪	১০।৩৮	৯।৪৫	৮।৫৬
১১।২৯	১০।৩৩	৯।৪০	৮।৫২
১১।২৩	১০।২৮	৯।৩৬	৮।৪৮
১১।১৮	১০।২৩	৯।৩১	৮।৪৪
১১।১৩	১০।১৮	৯।২৭	৮।৪০
১১।৮	১০।১৩	৯।২২	৮।৩৭
১১।৩	১০।৮	৯।১৮	৮।৩৩
১১	২২	৩৩	৪৪

---

* গুরুর প্রাগুদয়। † চক্রার্দ্ধপাত গুরুর পূর্ণাস্ত।

৪৫	৭৩	১০১	১২৯
৮।২৯	৭।১১	৬।৫৭	৭।৫৫
৮।২৫	৭।১০	৬।৫৮	৭।৫৮
৮।২২	৭।৮	৬।৫৯	৮।১
৮।১৮	৭।৬	৭।০	৮।৫
৮।১৫	৭।৫	৭।১	৮।৮
৮।১১	৭।৪	৭।৩	৮।১১
৮।৮	৭।২	৭।৪	৮।১৫
৮।৪	৭।১	৭।৫	৮।১৯
৮।১	৭।০	৭।৭	৮।২৩
৭।৫৮	৬।৫৯	৭।৮	৮।২৭
৭।৫৫	৬।৫৮	৭।১০	৮।৩১
৭।৫২	৬।৫৮	৭।১২	৮।৩৫
৭।৪৯	৬।৫৭	৭।১৩	৮।৩৯
৭।৪৭	৬।৫৬	৭।১৫	৮।৪৩
৭।৪৩	৬।৫৬	৭।১৭	৮।৪৭
৭।৪০	৬।৫৫	৭।১৯	৮।৫২
৭।৩৮	৬।৫৫	৭।২২	৮।৫৬
৭।৩৫	৬।৫৪	৭।২৪	৯।০
৭।৩২	৬।৫৪	৭।২৬	৯।৫
৭।৩০	৬।৫৪	৭।২৮	৯।১০
৭।২৮	৬।৫৪	৭।৩১	৯।১৪
৭।২৫	৬।৫৪	৭।৩৪	৯।১৯
৭।২৩	৬।৫৫	৭।৩৭	৯।২৪
৭।২১	৬।৫৫	৭।৩৯	৯।২৯
৭।১৯	৬।৫৫	৭।৪২	৯।৩৩
৭।১৭	৬।৫৬	৭।৪৫	৯।৩৮
৭।১৫	৬।৫৬	৭।৪৮	৯।৪৩
৭।১৩	৬।৫৭	৭।৫১	৯।৪৮
৭২	১০০	১২৮	১৫৬

১৫৭	১৮৫	২১৩	২৪১
৯।৫৩	১২।২৯	১৪।৫৫	১৬।৩৪
৯।৫৮	১২।৩৪	১৫।০	১৬।৩৬
১০।৪	১২।৪০	১৫।৪	১৬।৩৮
১০।৯	১২।৪৬	১৫।৮	১৬।৪১
১০।১৫	১২।৫১	১৫।১৩	১৬।৪৩
১০।২০	১২।৫৭	১৫।১৭	১৬।৪৫
১০।২৬	১৩।২	১৫।২১	১৬।৪৭
১০।৩১	১৩।৮	১৫।২৫	১৬।৪৮
১০।৩৬	১৩।১৩	১৫।২৯	১৬।৫০
১০।৪১	১৩।১৯	১৫।৩৩	১৬।৫১
১০।৪৭	১৩।২৪	১৫।৩৭	১৬।৫৩
১০।৫২	১৩।২৯	১৫।৪১	১৬।৫৫
১০।৫৮	১৩।৩৪	১৫।৪৫	১৬।৫৬
১১।৩	১৩।৪০	১৫।৪৯	১৬।৫৮
১১।৯	১৩।৪৫	১৫।৫২	১৬।৫৯
১১।১৪	১৩।৫১	১৫।৫৫	১৭।০
১১।২০	১৩।৫৬	১৫।৫৯	১৭।১
১১।২৬	১৪।২	১৬।২	১৭।২
১১।৩১	১৪।৭	১৬।৫	১৭।৩
১১।৩৭	১৪।১২	১৬।৯	১৭।৩
১১।৪৩	১৪।১৭	১৬।১২	১৭।৪
১১।৪৯	১৪।২২	১৬।১৫	১৭।৪
১১।৫৪	১৪।২৭	১৬।১৮	১৭।৫
১২।০	১৪।৩১	১৬।২১	১৭।৫
১২।৬	১৪।৩৬	১৬।২৩	১৭।৫
১২।১১	১৪।৪১	১৬।২৬	১৭।৬
১২।১৭	১৪।৪৬	১৬।২৯	১৭।৬
১২।২৩	১৪।৫০	১৬।৩২	১৭।৬
১৮৪	২১২	২৪০	২৬৮

২৬৯	২৯২	৩১৫	৩৩৮
১৭।৬	১৬'৩৯	১৫।৩১	১৩।৫২
১৭।৬	১৬।৩৭	১৫।২৭	১৩।৪৭
১৭।৫	১৬ ৩৫	১৫।২৩	১৩।৪২
১৭।৫	১৬,৩২	১৫।২০	১৩,৩৭
১৭।৪	১৬,৩০	১৫।১৬	১৩।৩২
১৭।৪	১৬।২৮	১৫।১২	১৩।২৭
১৭।৩	১৬,২৫	১৫।৮	১৩,২২
১৭।২	১৬।২২	১৫।৪	১৩,১৭
১৭।২	১৬।২০	১৪।৫৯	১৩ ১২
১৭।১	১৬'১৭	১৪।৫৫	১৩।৭
১৭।০	১৬।১৪	১৪।৫১	১৩।২
১৬।৫৯	১৬।১১	১৪।৪৭	১২।৫৭
১৬।৫৮	১৬।৮	১৪।৪২	১২।৫২
১৬।৫৬	১৬।৫	১৪।৩৮	১২।৪৭
১৬।৫৫	১৬।২	১৪।৩৩	১২।৪২
১৬।৫৪	১৫।৫৯	১৪।২৯	১২।৩৭
১৬।৫২	১৫।৫৬	১৪।২৪	১২।[illegible]
১৬।৫০	১৫,৫২	১৪।২০	১২।২৬
১৬।৪৯	১৫।৪৯	১৪।১৫	১২।২১
১৬।৪৭	১৫।৪৬	১৪।১১	১২।১৬
১৬।৪৫	১৫।৪২	১৪।৬	১২।১০
১৬,৪৩	১৫।৩৮	১৪।১	১২।৫
১৬।৪১	১৫।৩৫	১৩।৫৭	১২।০
২৯১	৩১৪	৩৩৭	৩৬০

শুক্রের শীঘ্র খণ্ডা অংশাদি।

১	২৪	৪৭	৭০
৪৭।৩৫	৩৭।৫৬ *	২৮।২৮	১৯।২৫
৪৭।৯	৩৭।৩১	২৮।৪	১৯ ২
৪৬।৪৪	৩৭।৬	২৭।৪০	১৮।৪০
৪৬।১৯	৩৬।৪১	২৭।১৬	১৮।১৭
৪৫।৫৪	৩৬।১৬	২৬।৫২	১৭।৫৫
৪৫।২৮	৩৫।৫১	২৬।২৮	১৭।৩২
৪৫।৩	৩৫।২৭	২৬।৪	১৭।১০
৪৪।৩৮	৩৫।২	২৫।৪০	১৬ ৪৮
৪৪।১৩	৩৪।৩৭	২৫।১৬	১৬।২৫
৪৩।৩৮	৩৪।১২	২৪।৫২	১৬।৩
৪৩।২৩	৩৩।৪৮	২৪।২৮	১৫।৪১
৪২।৫৭	৩৩।২৩	২৪ ৪	১৫।১৯
৪২।৩২	৩২।৫৯	২৩।৪০	১৪।৪৮
৪২।৭	৩২।৩৪	২৩।১৬	১৪।৩৭
৪১।৪২	৩২।৯	২২।৫৩	১৪।১৫
৪১।১৭	৩১।৪৪	২২।২৯	১৩ ৫৪
৪০।৫২	৩১।১৯	২২ ৬	১৩।৩২
৪০।২৭	৩০।৫৫	২১।৪৩	১৩।১১
৪০।১	৩০।৩০	২১।২০	১২।৫০
৩৯।৩৬	৩০।৬	২০।৫৭	১২।২৯
৩৯।১১	২৯।৪২	২০।৩৪	১২।৮
৩৮।৪৬	২৯।১৮	২০।১১	১১।৪৮
৩৮।২১	২৮।৫৩	১৯।৪৮	১১।২৮
২৩	৪৬	৬৯	৯২

* শুক্রের অস্ত, প্রাক্ শুক্র প্রাক্ অস্তাংশ। ২৪।

৯৩	১২০	১৪৭	১৭৪
১১৮	৩।৩৩	২।৪৯	৩২।৩৯
১০।৪৮	৩।২১	৩।৫	৩৫।৩
১০।২৯	৩।১০	৩।২৩	৩৭।৩১
১০।১০	২।৫৯	৩।৪৩	৪০।৫ †
৯।৫০	২।৪৮	৩।৬	৪২।৪১
৯।৩০	২।৩৮	৩।৩২	৪৫।২০
৯।১০	২।২৯	৫।২	৪৮।০ ‡
৮।৫১	২।২০	৫।৩৪	৫০।৪০
৮।৩২	২।১২	৬।৮	৫৩।১৯
৮।১৪	২।৫	৬।৪৭	৫৫।৫৫ §
৭।৫৬	১।৫৮	৭।২৯	৫৮।২৯
৭।৩৮	১।৫২	৮।১৫	৬০।৫৭
৭।২১	১।৪৭	৯।৫	৬৩।২১
৭।৪	১।৪৩	৯।৫৯	৬৬।৪০
৬।৪৭	১।৪০	১০।৫৮	৬৭।৫২
৬।৩০	১।৩৭	১২।২	৬৯।৫৭
৬।১৩	১।৩৭	১৩।১০ *	৭১।৫৭
৫।৫৬	১।৩৭	১৪।২৫	৭৩।৫০
৫।৪০	১।৩৭	১৫।৪৬	৭৫।৩৫
৫।২৫	১।৩৯	১৭।১৫	৭৭।১২ ¶
৫।৯	১।৪২	১৮।৪৮	৭৮।৪৫
৪।৫৪	১।৪৭	২০।২৫	৮০।১৪
৪।৩৯	১।৫৩	২২।১০	৮১।৩৫
৪।২৫	২।১	২৪।৩	৮২।৫০ ‖
৪।১১	২।১০	২৬।৩	৮৩।৫৯
৩।৫৮	২।২১	২৮।৮	৮৫।২
৩।৪৫	২।৩৪	৩০।২০	৮৬।১
১১৯	১৪৬	১৭৩	২০০

* শুক্র বক্রত্যাগাংশ ১৬৩ শুক্র বক্রত্যাগ ৩। † শুক্রের প্রাগুদয়াংশ, শুক্র প্রাগুদয়। ‡ শুক্র পূর্ণ পাদান্ত। § শুক্রের পশ্চাদস্তাংশ ১৮৩। ¶ শুক্রের পশ্চাদস্তাংশ ১৯৩। ‖ শুক্রবক্রী।

	২০১	২২৯	২৫৭	২৮৫
	৮৬।৫৫	৯৪।২	৮৭।৪৬	৭৮।৫
	৮৭।৪৫	৯৩।৫৫	৮৭।২৮	৭৭।৪৩
৪	৮৮।৩১	৯৩।৪৮	৮৭।৯	৭৭।২০
৪	৮৯।১৩	৯৩।৪০	৮৬।৫০	৭৬।৫৮
৪	৮৯।৫২	৯৩।৩১	৮৬।৩০	৭৬।৩৫
৪	৯৬।২৯	৯৩।২২	৮৬।১৩	৭৬।১২
৪	৯০।২৬	৯৩।১২	৮৫।৫০	৭৫।৪৯
৪	৯০।৫৮	৯৩।১	৮৫।৩১	৭৫।২৬
৪১	৯১।২৮	৯২।৫০	৮৫।১২	৭৫।৩
৪১	৯১।৫৫	৯২।৩৯	৮৪।৫২	৭৪।৪০
৪১	৯২।১৭	৯২।২৭	৮৪।৩২	৭৪।১৭
৪১	৯২।৫৫	৯২।১৫	৮৪।১২	৭৩।৫৪
৪১	৯৩।১১	৯২।২	৮৩।৫২	৭৩।৩১
৪১	৯৩।২৬	৯১।৪৯	৮৩।৩১	৭৩।৭
৪২	৯৩।৫০	৯১।৩৫	৮৩।১২	৭২।৪৪
৪২	৯৩।৫৯	৯১।২১	৮২।৪৯	৭২।২০
৪১	৯৪।৭	৯১।৬	৮২।২৮	৭১।৫৬
৪১	৯৪।১৩	৯০।৫১	৮২।৬	৭১।৩২
৪০	৯৪।১৮	৯০।৩৫	৮১।৪৫	৭১।৮
৪০	৯৪।২১	৯০।২০	৮১।২৩	৭০।৪৪
৪০	৯৪।২৩	৯০।৪	৮১।২	৭০।২০
৩৯	৯৪।২৩	৮৯।৪৭	৮০।৪১	৬৯।৫৬
৩৯	৯৪।২৩	৮৯।৩০	৮০।১৯	৬৯।৩২
৩৮	৯৪।২৩	৮৯।১৩	৭৯।৫৭	৬৯।৮
৩৮	৯৪।২০	৮৮।৫৬	৭৯।৩৫	৬৮।৪৪
	৯৪।১৭	৮৮।৩৯	৭৯।১২	৬৮।২০
২	৯৩।১৩	৮৮।২২	৭৮।৫০	৬৭।৫৬
–	৯৪।৮	৮৮।৪	৭৮।২৮	৬৭।৩২
	২২৮	২৫৬	২৮৪	৩১২

৩১৩	৩২৪	৩৩৫	৩৪৬
৬৭।৭	৬১।৪৮	৫৭।১৪	৫২।৩৭
৬৬।৪২	৬১।২৩	৫৬।৪৯	৫২।১২
৬৬।১৮	৬০।৫৮	৫৬।২৪	৫১।৪৭
৬৫।৫৪	৬০।৩৩	৫৫।৫৯	৫১।২২
৬৫।৩০	৬০।৯	৫৫।৩৩	৫০।৫৭
৬৫।৫	৫৯।৪৪	৫৫।৮	৫০।৩২
৬৪।৪১	৫৯।১৯	৫৪।৪৩	৫০।৬
৬৪।১৬	৫৮।৫৪	৫৪।১৮	৪৯।৪১
৬৩।৫১	৫৮।২৯	৫৩।৫৩	৪৯।১৬
৬২।৩৭	৫৮।৪ *	৫৩।২৮	৪৮।২৫
৬২।১২	৫৭।৩৯	৫৩।৩	৪৮।০ †
৩২৩	৩৩৪	৩৪৫	৩৫৬

শুক্রের মান্দ্য অংশাদি।

১	৭	১৩	১৯
১১।৫৮	১১।৪৬	১১।৩৫	১১।২৪
১১।৫৬	১১।৪৪	১১।৩৩	১১।২৩
১১।৫৪	১১।৪৩	১১।৩১	১১।২১
১১।৫২	১১।৪১	১১।৩০	১১।১৯
১১।৫০	১১।৩৯	১১।২৮	১১।১৭
১১।৪৮	১১।৩৭	১১।২৬	১১।১৬
৬	১২	১৮	২৪

* শুক্রোদয় পশ্চাৎ শুক্রের পশ্চাৎ উদয়াংশ।

† চক্রপাত, শুক্র পূর্ণাস্ত।

২৫	৫৩	৮১	১০৯
১১।১৪	১০।৩৫	১০।১৬	১০।২০
১১।১২	১০।৩৪	১০।১৬	১০।২০
১১।১১	১০।৩৩	১০।১৬	১০।২১
১১।৯	১০।৩২	১০।১৬	১০।২১
১১।৭	১০।৩১	১০।১৬	১০।২২
১১।৬	১০।৩০	১০।১৫	১০।২৩
১১।৪	১০।৩০	১০।১৫	১০।২৩
১১।৩	১০।২৯	১০।১৫	১০।২৪
১১।১	১০।২৮	১০।১৫	১০।২৫
১১।০	১০।২৭	১০।১৫	১০।২৬
১০।৫৮	১০।২৬	১০।১৫	১০।২৬
১০।৫৭	১০।২৫	১০।১৫	১০।২৭
১০।৫৫	১০।২৫	১০।১৫	১০।২৮
১০।৫৪	১০।২৪	১০।১৫	১০।২৯
১০।৫৩	১০।২৩	১০।১৫	১০।৩০
১০।৫১	১০।২৩	১০।১৫	১০।৩১
১০।৫০	১০।২২	১০।১৬	১০।৩২
১০।৪৮	১০।২১	১০।১৬	১০।৩৩
১০।৪৭	১০।২১	১০।১৬	১০।৩৪
১০।৪৬	১০।২০	১০।১৬	১০।৩৫
১০।৪৫	১০।২০	১০।১৬	১০।৩৬
১০।৪৩	১০।১৯	১০।১৭	১০।৩৭
১০।৪২	১০।১৯	১০।১৭	১০।৩৮
১০।৪১	১০।১৮	১০।১৮	১০।৩৯
১০।৪০	১০।১৮	১০।১৮	১০।৪১
১০।৩৯	১০।১৭	১০।১৮	১০।৪২
১০।৩৮	১০।১৭	১০।১৯	১০।৪৩
১০।৩৬	১০।১৭	১০।১৯	১০।৪৪
৫২	৮০	১০৮	১৩৬

১৩৭	১৬৫	১৯৩	[illegible]
১০।৪৬	১১।৩১	১২।২৬	১৩।১
১০।৪৭	১১।৩২	১২২৮	১৩।১৩
১০।৪৮	১১।৩৪	১২।২৯	১৩।১৪
১০।৫০	১১।৩৬	১২।৩১	১৩।১৬
১৪।৫১	১১।৩৮	১২।৩৩	১৩।১৭
১০।৫২	১১।৪০	১২।৩৫	১৩।১৮
১০।৫৪	১১।৪২	১২।৩৭	১৩।১৯
১০।৫৫	১১।৪৪	১২।৩৯	১৩।২১
১০।৫৭	১১।৪৬	১৩।৪০	১৩।২২
১০।৫৮	১১।৪৮	১২।৪২	১৩।২৩
১০।০	১১।৫০	১২।৪৪	১৩।২৪
১১।১	১১।৫২	১২।৪৬	১৩।২৫
১১।৩	১১।৫৪	১২।৪৭	১৩।২৬
১১।৪	১১।৫৬	১২।৪৯	১৩।২৭
১১।৬	১১।৫৮	১২।৫১	১৩।২৮
১১।৮	১২।০	১২।৫২	১৩।২৯
১১।৯	১২।২	১২।৫৪	১৩।৩০
১১।১১	১২।৪	১২।৫৬	১৩।৩১
১১।১৩	১২।৬	১২।৫৭	১৩।৩২
১১।১৪	১২।৮	১২।৫৯	১৩।৩৩
১১।১৬	১২।১০	১৩।০	১৩।৩৪
১১।১৮	১২।১২	১৩।২	১৩।৩৪
১১।২০	১২।১৪	১৩।৩	১৩।৩৫
১১।২১	১২।১৬	১৩।৫	১৩।৩৬
১১।২৩	১২।১৮	১৩।৬	১৩।৩৭
১১।২৫	১২।২০	১৩।৮	১৩।৩৭
১১।২৭	১২।২২	১৩।৯	১৩।৩৮
১১।২৯	১২।২৪	১৩।১১	১৩।৩৯
১৬৪	১৯২	২২০	২৪৮

৪৯	২৭৭	৩০৫	৩৩৩
১৩।৩৯	১৩।৪৪	১৩।২৭	১২।৪৯
১৩।৪০	১৩'৪৪	১৩।২৬	১২।৪৮
১৩।৪০	১৩।৪৪	১৩।২৫	১২।৪৬
১৩।৪১	১৩।৪৩	১৩।২৪	১২'৪৪
১৩।৪১	১৩।৪৩	১৩।২২	১২।৪৩
১৩।৪২	১৩।৪৩	১৩।২১	১২।৪১
১৩।৪২	১৩।৪২	১৩।২০	১২।৩৯
১৩।৪২	১৩।৪২	১৩।১৯	১২।৩৭
১৩।৪৩	১৩।৪১	১৩।১৮	১২।৩৬
১৩ ৪৩	১৩।৪ ১	১৩।১৭	১২।৩৪
১৩।৪৪	১৩।৪০	১৩।১৫	১২।৩২
১৩।৪৪	১৩।৪০	১৩।১৪	১২।৩০
১৩।৪৪	১৩।৩৯	১৩।১৩	১২।২৯
১৩।৪৪	১৩ ৩৯	১৩।১২	১২.২৭
১৩।৪৪	১৩।৩৮	১৩।১০	১২।২৫
১৩।৪৫	১৩.৩৭	১৩।৯	১২।২৩
১৩।৪৫	১৩।৩৭	১৩।৭	১২।২১
১৩ ৪৫	১৩।৩৬	১৩।৬	১২।১৯
১৩।৪৫	১৩।৩৫	১৩।৫	১২।১৭
১৩।৪৫	১৩।৩৫	১৩।৩	১২।১৬
১৩।৪৫	১৩।৩৪	১৩।২	১২।১৪
১৩।৪৫	১৩।৩৩	১৩।০	১২।১২
১৩।৪৫	১৩।৩২	১২।৫৯	১২।১০
১৩।৪৫	১৩.৩১	১২ ৫৭	১২।৮
১৩।৪৫	১৩।৩০	১২।৫৬	১২।৬
১৩।৪৫	১৩।৩০	১২।৫৪	১২।৪
১৩।৪৪	১৩।২৯	১২।৫৩	১২।২
১৩।৪৪	১৩।২৮	১২।৫১	১২।০
২৭৬	৩০৪	৩৩২	৩৬০

শনির শীঘ্র খণ্ডা ও অংশাদি ।

	২৪	৪৭	৭০
৪৭'৫৪	৪৫।৪১	৪৩।৪৩	৪২।১৬
৪৮.৪৮	৪৫।৩৫	৪৩।৩৮	৪২।১৩
৪৭৪২	৪৫।৩০	৪৩।৩৩	৪২।১০
৪৭।৩৬	৪৫।২৪	৪৩।২৯	৪২।৮
৪৭।৩১	৪৫।১৯	৪৩।২৫	৪২।৫
৩৭।২৫	৪৫।১৩	৪৩।২০	৪২।৩
৪৭।১৯	৪৫।৮	৪৩।১৬	৪২।১
৪৭।১৩	৪৫।৩	৪৩।১২	৪১।৫৯
৪৭।৭	৪৫।৫৭	৪৩।৮	৪১।৫৭
৪৭।১	৪৪।৫২	৪৩'৪	৪১।৫৫
৪৬।৫৫	৪৪।৪৭	৪৩।০	৪১।৫৩
৪৬।৫০	৪৪।৪২	৪২।৫৬	৪১।৫১
৪৬।৪৪	৪৪ ৩৬	৪২।৫২	৪১।৪৯
৪৬।৩৮ *	৪৪।৩১	৪২।৪৮	৪১।৪৮
৪৬।৩২	৪৪।২৬	৪২।৪৫	৪১।৪৬
৪৬।২৭	৪৪।২১	৪২।৪১	৪১।৪৫
৪৬।২১	৪৪।১৬	৪২।৩৮	৪১।৪৩
৪৬।১৫	৪৪।১১	৪২।৩৪	৪১।৪২
৪৬।৯	৪৪।৬	৪২।৩১	৪১।৪১
৪৬।৪	৪৪।১	৪২।২৮	৪১।৪০
৪৫।৫৮	৪৩।৫৭	৪২।২৫	৪১।৪০
৪৫।৫২	৪৩।৫২	৪২।২২	* ৪১।৩৯
৪৫।৪৭	৪৩।৪৭	৪২।১৯	৪১।৩৯
২৩	৪৬	৬৯	৯২

* শনির অস্ত পশ্চাৎ ।

৯৩	১১৯	১৪৫	১৭১
৪১।৩৮	৪২।৯	৪৪।২	৪৬।৫৪ .
৪১।৩৮	৪২।১২	৪৪।৮	৪৭।২
৪১।৩৮	৪২।১৫	৪৪।১৪	৪৭।৯
·৩১।৩৮	৪২।১৮	৪৪।২০	৪৭।১৬
৪১।৩৮	৪২।২২	৪৪।২৬	৪৭।২৩
৪১।৩৮	৪২।২৫	৪৪।৩২	৪৭ ৩১
৪১।৩৮	৪২।২৮	৪৪।৩৮	৪৭।৩৮
৪১।৩৮	৪২।৩২	৪৪ ৪৪	৪৭'৪৫
৪১।৩৯	৪২।৩৬	৪৪'৫১	৪৭।৫৩
৪১।৩৯	৪২।৪০	৪৪।৫৭	৪৮।০ †
৪১।৪০	৪২।৪৪	৪৫ ৪	৪৮।৭
৪১।৪১	৪২।৪৮	৪৫।১০	৪৮।১৫
৪১।৪২	৪২।৫২	৪৫।১৭	৪৮।২২
৪১।৪৩	৪২।৫৬	৪৫।২৩	৪৮।২৯
৪১।৪৫	৪৩।১	৪৫ ৩০	৪৮।৩৭
৪১।৪৬	৪৩।৫	৪৫ ৩৭	৪৮।৪৪
৪১।৪৭	৪৩।১০	৪৫।৪৪	৪৮।৫১
৪১।৪৯	৪৩।১৫	৪৫ ৫১	৪৮ ৫৮
৪১।৫১	৪৩।২০	৪৫।৫৮	৪৯।৬
৪১।৫৩	৪৩।২৫	৪৬।৫	৪৯।১৩
৪১।৫৫	৪৩।৩০	৪৬'১২	৪৯।২০
৪১।৫৭	৪৩।৩৫	৪৬।১৯	৪৯।২৭
৪১ ৫৯ *	৪৩।৪০	৪৬ ২৬	৪৯ ৩৪
৪২।১	৪৩।৪৫	৪৬।৩৩	৪৯।৪১
৪২।৩	৪৩।৫১	৪৬।৪০	৪৯।৪৮
৪২।৬	৪৩।৫৭	৪৬.৪৭	৪৯.৫৫
১১৮	১৪৪	১৭০	১৯৬

* শনির বক্রত্যাগ অংশ। † চক্রার্দ্ধপাত এই স্থলে শনি মহাবক্রী।

১৯৭	২২৪	২৫১	২৭৮
৫০।২	৫২।৪৫	৫৪।১৩	৫৪।১১
৫০।৯	৫২।৫০	৫৪।১৪	৫৪ ৯
৫০।১৬	৫২।৫৫	৫৪।১৫	৫৪।৭
৫০।২৩	৫২।৫৯	৫৪।১৭	৫৪।৫
৫০।৩০	৫৩।৪	৫৪।১৮	৫৪।৩
৫০।৩৭	৫৩।৮	৫৪।১৯	৫৪।১
৫০।৪৩	৫৩।১২	৫৪।২০	৫৩।৫৯
৫০।৫০	৫৩।১৬	৫৪।২১	৫৩।৫৭
৫০।৫৬	৫৩।২০	৫৪।২১	৫৩।৫৫
৫১।৩	৫৩ ২৪	৫৪।২২	৫৩ ৫২
৫১।৯	৫৩।২৮	৫৪ ২২	৫৩।৫০
৫১।১৬	৫৩।৩২	৫৪।২২	৫৩।৪৭
৫১।২২	৫৩।৩৫	৫৪।২২	৫৩।৪৪
৫১।২৮	৫৩।৩৮	৫৪।২২	৫৩।৪১
৫১।৩৪	৫৩।৪২	৫৪।২২	৫৩।৩৮
৫১।৪০	৫৩।৪৫	৫৪ ২২	৫৩।৩৫
৫১ ৪৬	৫৩।৪৮	৫৪।২২	৫৩ ৩২
৫১।৫২	৫৩ ৫১	৫৪।২১	৫৩ ২৯
৫১।৫৮	৫৩।৫৪	৫৪।২১	৫৩।২৬
৫ ।৩	৫৩।৫৭	৫৪।২০	৫৩।২২
৫২।৯	৫৩ ৫৯	৫৪।২০	৫৩।১৯
৫২।১৫	৫৪।১ *	৫৪।১৯	৫৩।১৫
৫২।২০	৫৪।৩	৫৪।১৮	৫৩।১২
৫২।২৫	৫৪ ৫	৫৪।১৭	৫৩।৮
৫২।৩০	৫৪।৭	৫৪।১৫	৫৩।৪
৫২।৩৫	৫৪।৯	৫৪।১৪	৫৩।০
৫২।৪০	৫৪।১১	৫৪।১২	৫২ ৫৬
২২৩	২৫০	২৭৭	৩০৪

* শনি বক্রী।

৩০৫	৩১৯	৩৩৩	৩৪৭
৫২।৫২	৫১।৪৯	৫০।৩৬	৪৯।১৬
৫২।৪৮	৫১।৪৪	৫০।৩০	৪৯।১০
৫২।৪৪	৫১।৩৯	৫০।২৫	৪৯।৫
৫২।৪৪	৫১।৩৪	৫০।১৯	৪৮।৫৯
৫২।৩৫	৫১।২৯	৫০।১৩	৪৮।৫৩
৫২।৩১	৫১।২৪	৫০।৮	৪৮।৫৭
৫২।২৭	৫১।১৮	৫০।২	৪৮।৪১
৫২।২২	৫১।১৩	৪৯।৫৬	৪৮।৩৫
৫২।১৭	৫১।৮	৪৯।৫১	৪৮।২৯
৫২।১৩	৫১।৩	৪৯।৪৫	৪৮।২৪
২	৫০।৫৭	৪৯।৩৯ *	৪৮।১৮
৫২।৩	৫০।৫২	৪৯।৩৩	৪৮।১২
৫১।৫৯	৫০।৪৭	৪৯।২৮	৪৮।৬
৫১।৫৪	৫০।৪১	৪৯।২৩ †	৪৮।০ ‡
৩১৮	৩৩২	৩৪৬	৩৬০

শনির মান্দ্য অংশাদি।

১	৫	৯	১৩
১১।৫২	১১।২২	১০।৫২	১০।২২
১১।৪৫	১১।১৪	১০।৪৪	১০।১৫
১১।৩৭	১১।৭	১০।৩৭	১০।৭
১১।৩০	১০।৫৯	১০।৩০	১০।০
৪	৮	১২	১৬

---

* শনির উদয়াংশ † শনির প্রাগুদয়। ‡ চক্রার্দ্ধপাত শনির পূর্ণাস্ত।

১৭	৪৫	৭৩	১০১
৯।৫৩	৬।৪৯	৪।৫০	৪।২৪
৯।৪৬	৬।৪৪	৪।৪৭	৪।২৫
৯।৩৮	৬।৩৮	৪।৪৪	৪।২৭
৯।৩১	৬।৩৩	৪।৪২	৪।২৮
৯।২৪	৬।২৭	৪।৪০	৪।২৯
৯।১৭	৬।২২	৪।৩৮	৪।৩১
৯।১০	৬।১৭	৪।৩৬	৪।৩৩
৯।৩	৬।১২	৪।৩৪	৪।৩৫
৮।৫৬	৬।৭	৪।৩২	৪।৩৭
৮।৪৯	৬।২	৪।৩০	৪।৩৯
৮।৪২	৫।৫৭	৪।২৯	৪।৪১
৮।৩৬	৫।৫৩	৪।২৭	৪।৪৪
৮।২৯	৫।৪৮	৪।২৬	৪।৪৬
৮।২২	৫।৪৪	৪।২৫	৪।৪৯
৮।১৫	৫।৩৯	৪।২৪	৪।৫২
৮।৯	৫।৩৫	৪।২৩	৪।৫৫
৮।২	৫।৩১	৪।২২	৪।৫৮
৭।৫৬	৫।২৭	৪।২১	৫।২
৭।৫০	৫।২৩	৪।২১	৫।৫
৭।৪৩	৫।১৯	৪।২১	৫।৯
৭।৩৭	৫।১৫	৪।২১	৫।১৩
৭।৩১	৫।১২	৪।২১	৫।১৭
৭।২৫	৫।৮	৪।২১	৫।২১
৭।১৯	৫।৫	৪।২১	৫।২৫
৭।১৩	৫।২	৪।২১	৫।২৯
৭।৭	৪।৪৮	৪।২২	৫।৩৩
৭।১	৪।৫৫	৪।২২	৫।৩৮
৬।৫৫	৪।৫২	৪।২৩	৫।৪২
৪৪	৭২	১০০	১২৮

	১২৯	১৫৭	১৮৫	২১৩
৪	৫।৪৭	৮।৪০	১২।৩৫	১৬।১৯
৪	৫।৫২	৮।৪৮	১২।৪৩	১৬।২৬
৪	৫।৫৭	৮।৫৬	১২।৫২	১৬।৩৩
৩	৬।২	৯।৪	১৩।১	১৬।৩৯
৪	৬।৮	৯।১২	১৩।৯	১৬।৪৬
৪	৬।১৩	৯।২০	১৩।১৮	১৬।৫৩
৪	৬।১৯	৯।২৮	১৩।২৭	১৬।৫৯
৪	৬।২৪	৯।৩৬	১৩।৩৫	১৭ ৫
৪	৬।৩০	৯ ৪৪	১৩।৪৩	১৭।১২
৪	৬।৩০	৯।৫২	১৩।৫২	১৭ ১৮
৪	৬।৩৬	১০।০	১৪।০	১৭।২৪
৪	৬।৪২	১০।৮	১৪।৮	১৭।৩০
৪	৬।৪৮	১০।১৭	১৪।১৬	১৭।৩৬
৪	৬।৫৫	১০।২৫	১৪।২৪	১৭।৪১
৪	৭।১	১০।৩৩	১৪ ৩২	১৭।৪৭
৪	৭।৭	১০।৪২	১৪।৪০	১৭।৫২
৪	৭।১৪	১০।৫১	১৪।৪৮	১৭।৫৮
৪	৭।২১	১০।৫৯	১৪।৫৬	১৮।৩
৪	৭।২৭	১১।৮	১৫।৪	১৮।৮
৪	৭।৩৪	১১।১৭	১৫।১২	১৮।১৩
৪	৭।৪১	১১।২৫	১৫ ২০	১৮।১৮
৪	৭।৪৮	১১।৩৪	১৫ ২৮	১৮।২২
	৭।৫৫	১১।৪২	১৫।৩৫	১৮।২৭
	৮।৩	১১।৫২	১৫।৪৩	১৮।৩১
	৮।১০	১২।০	১৫।৫০	১৮।৩৫
	৮।১৭	১২।৯	১৫।৫৭	১৮।৩৯
	৮।২৫	১২।১৮	১৬।৫	১৮।৪৩
	৮।৩২	১২।২৬	১৬।১২	১৮।৪৭
	১৫৬	১৮৪	২১২	২৪০

২৪১	২৭১	৩০১	৩৩১
১৮।৫৯	১৯।৩৭	১৮।১৬	১৫।১৪
১৮।৫৫	১৯।৩৬	১৮।১২	১৫।১৮
১৮।৫৮	১৯।৩৫	১৮।৭	১৫।১১
১৯।২	১৯।৩৪	১৮।৩	১৫।৪
১৯।৫	১৯।৩৩	১৭।৫৮	১৪।৫৭
১৯।৮	১৯।৩১	১৭।৫৩	১৪।৫০
১৯।১১	১৯।৩০	১৭।৪৮	১৪।৪৩
১৯।১৪	১৯।২৮	১৭।৪৩	১৪।৩৬
১৯।১৬	১৯।২৬	১৭।৩৭	১৪।২৯
১৯।১৯	১৯।২৪	১৭।৩৩	১৪।২২
১৯।২১	১৯।২২	১৭।২৭	১৪।১৪
১৯।২৩	১৯।২০	১৭।২২	১৪।৭
১৯।২৫	১৯।১৮	১৭।১৬	১৪।০
১৯।২৭	১৯।১৬	১৭।১১	১৩।৫২
১৯।২৯	১৯।১৩	১৭।৫	১৩।৪৫
১৯।৩১	১৯।১০	১৬।৫৮	১৩।৩৮
১৯।৩২	১৯।৮	১৬।৫৩	১৩।৩০
১৯।৩৩	১৯।৫	১৬।৪৭	১৩।২২
১৯।৩৫	১৯।২	১৬।৪১	১৩।১৬
১৯।৩৬	১৮।৫৮	১৬।৩৫	১৩।১৮
১৯।৩৭	১৮।৫৫	১৬।২৯	১৩।১
১৯।৩৮	১৮।৫২	১৬।২৩	১২।৫৩
১৯।৩৯	১৮।৪৮	১৬।১৭	১২।৪৬
১৯।৩৯	১৮।৪৫	১৬।১০	১২।৩৮
১৯।৩৯	১৮।৪১	১৬।৪	১২।৩০
১৯।৩৯	১৮।৩৭	১৫।৫৮	১২।২৩
১৯।৩৯	১৮।৩৩	১৫।৫১	১২।১৫
১৯।৩৯	১৮।২৯	১৫।৪৫	১২।৮
১৯।৩৯	১৮।২৫	১৫।৩৮	১২।০
১৯।৩৯	১৮।২১	১৫।৩১	
২৭০	৩০০	৩৩০	৩৬০

বীজানয়ন।

কল্যব্দ পিণ্ডকে ৩০০০ দিয়া ভাগ করিলে, যে ভাগফল হয়, তাহার ভাগাদিকে বীজ আখ্যা দেওয়া যায় এবং উহাকেই বীজাংশাদি বলে। ঐ বীজাংশাদি চন্দ্রকেন্দ্রে যোগ করিতে হয়, আর ঐ বীজাংশকে তিন গুণ করিয়া শনির মধ্যভুক্তিতে এবং উহাকে চতুর্গুণ করিয়া বুধের শীঘ্রভুক্তিতে যোগ করিবে। উহাকে দ্বিগুণ করিয়া বৃহস্পতির মধ্যভুক্তিতে এবং ত্রিগুণিত বীজাংশ, শুক্রের শীঘ্রভুক্তিতে হীন করিলে উহাদিগের মধ্য ও শীঘ্র বীজশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্ক।

১২৮৮৬০১কে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে পুনরায় ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হয়, তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে এবং যাহা ভাগশেষ থাকিবে তাহাতে রবির ক্ষেপাঙ্ক হইবে। এইরূপে চন্দ্রের ৬০০৮৩২কে ঐরূপে দুইবার ৬০ দিয়া ও তাহার পর ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা ক্ষেপাঙ্কের রাশি এবং শেষ অঙ্ক দ্বারা অংশাদি নির্দ্দিষ্ট হইবে। চন্দ্রকেন্দ্রের ১২৫৮৮২৬ রাহু মধ্যের ৯৫৯৪৪১, কুজ মধ্যের ৭৯২ ৯৮৯, বুধ শীঘ্রের ৭৯৮৯৩৩, বৃহস্পতির ৭৫৫৪৪৮, শুক্রশীঘ্রের ৯২৪৩০, শনির ২৪৪৮৬৬ ইহাদিগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে গ্রহদিগের ক্ষেপাঙ্কের উৎপত্তি হয়। উপরোক্ত ৩০ দ্বারা ভাগ লব্ধ রাশি শেষ অংশ এবং ৬০ দিয়া ভাগ শেষে কলাদি জানিতে হইবে। ঐরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সূক্ষ্ম ক্ষেপ না হইতে পারে, মধ্যানয়ন প্রকরণে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই গ্রহদিগের সূক্ষ্ম ক্ষেপ বলিয়া জানিতে হইবে।

রবি স্ফুট-গণনা।

রবির শুদ্ধ মধ্য দুই স্থানে রাখিয়া একটী হইতে তৎকালিক রবি মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ দিবে। যদি মধ্য রাশ্যাদি হইতে মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ না যায় তবে মধ্যরাশিতে দ্বাদশ যোগ করিয়া বাদ দিবে। যদি এইরূপে বাদ দিয়া রাশি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহা মন্দকেন্দ্র নামে খ্যাত। ঐ মন্দ কেন্দ্রাংশে যে সংখ্যা থাকিবে, ঐ সংখ্যা-পরিমিত অঙ্কে রবির মান্দ্যখণ্ডায় যে অঙ্ক থাকে, তাহা যোগ করিয়া রাখিলে উহাকে খণ্ডা কহে। তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যাঙ্ক গ্রহণ করিলে উহাকে অনুখণ্ডা বলে। ঐ অনুখণ্ডা খণ্ডার নীচে রাখিয়া বিয়োগ করিলে, যে অঙ্ক বাকী থাকিবে, তাহা ভোজ্য নামে খ্যাত। ঐ ভোজ্যাঙ্ক দ্বারা কেন্দ্র শেষ কলাদি গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যাইবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগ ফল লাভ হইবে, তাহা ঋণধন খণ্ডা অর্থাৎ যদি খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডা অল্প হয়, তাহা হইলে ঋণখণ্ডা এবং খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডার পরিমাণ অধিক হইলে, তাহা ধনখণ্ডা বলিয়া উক্ত হয়। ধণখণ্ডা স্থলে উক্ত লব্ধাঙ্ক খণ্ডাকে হীন করিবে এবং ধনখণ্ডা স্থলে লব্ধাঙ্ক খণ্ডাকে যোগ করিবে। উক্তাঙ্ক মন্দ কেন্দ্রাংশ ফল নামে খ্যাত। উক্ত মন্দ কেন্দ্রাংশ ফল শুদ্ধ রবি মধ্য রাশ্যাদির কলাদিতে যোগ করিয়া তাহা হইতে ১৩৫ কলা বাদ দিলে যদি ঐ কলাতে ষাটির অধিক অঙ্ক থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া শেষাঙ্কে কলা স্থাপিত করিয়া লব্ধাঙ্ক শেষে মিশ্রিত করিয়া অংশ স্থাপন করিলে, যে অঙ্ক হইবে, তাহাই রবির স্ফুট রাশ্যাদি জানিতে হইবে।

চন্দ্র স্ফুট গণনা।

সংস্কৃত সূর্য্যখণ্ডাকে কেন্দ্রাংশ ফল ও সূর্য্যফল কহে। ঐ সূর্য্য ফলকে ২৭ দিয়া ভাগ করিলে, যে ভাগফল হইবে, তাহার সহিত শুদ্ধ চন্দ্রমধ্য যোগ করিয়া স্থাপন করিবে। আর ঐ সাতাইশ অংশ ফল চন্দ্রকেন্দ্রে যোগ করিয়া চন্দ্র কেন্দ্র রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিলে, যে অঙ্ক হইবে, ঐ অঙ্ক পরিমিত অঙ্কে, চন্দ্রের মান্দ্যখণ্ডায় যে অঙ্ক থাকিবে, তাহা খণ্ডা নামে গণ্য, তৎপরে অনুখণ্ডা হইতে অন্তর করিয়া শেষ ভোগ্য দ্বারা কেন্দ্র শেষ গুণ ও খণ্ডা যোগান্ত সমস্ত ক্রিয়া পূর্ব্বমত সমাধা করিয়া শুদ্ধ খণ্ডা পূর্ব্ব স্থাপিত অংশযুক্ত চন্দ্র মধ্য রাশ্যাদিতে যোগ করিবে। পরে তাহার অংশাদি হইতে ৫ অংশ, আট কলা বাদ দিলে চন্দ্রের স্ফুট রাশ্যাদি হইবে।

মঙ্গলাদি গ্রহের স্ফুট গণনা।

মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহের যে কোনটীর স্ফুট গণনা আবশ্যক হইবে,তাহার মধ্য রাশ্যাদি উপরিভাগে স্থাপন করিয়া নিম্নে তাহার শীঘ্র রাশ্যাদি বিয়োগ কর। তাহাতে যে শেষ রাশ্যাদি থাকিবে, তাহার রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ কর। ঐ যুক্তাঙ্কের সংখ্যা যত হইবে, সেই গ্রহের শীঘ্র খণ্ডা হইতে সেই সংখ্যাস্থলে, যে অঙ্ক আছে, সেই খণ্ডা এবং তৎপর খণ্ডা লইয়া উভয়ের অন্তর করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ভোগ্য বলে। তাহা দ্বারা মধ্যভুক্তির কলা বিকলাদি গুণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্ব কথিত প্রকারে খণ্ডার ঋণ ধন বিবেচনা করিয়া খণ্ডায় হীন বা যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহা শীঘ্র কেন্দ্রাংশ ফল।

তাহাকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিবে। পরে তাহার আপনার শুদ্ধ রাশ্যাদিতে আপনার মন্দোচ্চ রাশ্যাদি হীন করিয়া অবশিষ্ট রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে কেন্দ্রাংশ ফলের অর্দ্ধাংশ মন্দ কেন্দ্রাংশাদিতে যোগ করিয়া যে সংখ্যা হইবে, আপনার মান্দ্যগণ্ডায় সেই সংখ্যার স্থানে যে খণ্ডাঙ্ক হয়, তাহা এবং তাহার অনুখণ্ডা লইয়া পূর্ব্বোক্ত মত অংশ ফল সাধন করিলে, তাহা মন্দ কেন্দ্রাংশ ফল হইবে। ঐ মন্দ কেন্দ্রাংশ ফল দুই স্থানে রাখিয়া একটীতে গ্রহের সংস্কৃত মধ্য যোগ করিয়া,অপরটীতে তাহার নিজ শীঘ্রজ কেন্দ্রাংশ ফল মিশ্রিত করিলে,যে অঙ্ক হইবে,তাহা হইতে ১২বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহার অংশ ফল সাধন করিয়া যাহা অংশফল পাওয়া যাইবে, তাহা সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রাংশ ফলে যোগ করিতে হইবে। ইহাতে যে রাশ্যাদি হইবে, সেই রাশি হইতে দুই রাশি হীন করিলে, যে রাশ্যাদি হইবে, সেই রাশ্যাদি সেই গ্রহের স্ফুট রাশ্যাদি জানিতে হইবে।

রাহু স্ফুট গণনা।

রাহুর সর্ব্বদাই বক্রগতি। একারণ রাহু মধ্য রাশ্যাদি, দ্বাদশ রাশি হইতে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই রাহু স্ফুট বলিয়া জানিবে এবং তাহাকে ছয় রাশি যোগ করিলে কেতুর স্ফুট হইবে।

রবির গতি সাধন।

রবি স্ফুট সাধন সময়ে খণ্ডা ও অনুখণ্ডার অন্তরে যে ভোগ্যাঙ্ক লাভ হয় তাহাকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ১০০ দ্বরা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে, তাহাতে ৭ যোগ করিলেই রবির ভুক্তি হইবে।

চন্দ্রের গতি সাধন।

চন্দ্রের স্ফূট সাধন সময়ে চন্দ্রকেন্দ্রের যে অঙ্ককে একবার মাত্র একশত দ্বারা ভাগ করিয়া খণ্ডা গ্রহণ করা হয় ঐ একশত বিভক্ত শেষাঙ্ককে পুনরায় একশত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা ঐ গৃহীত খণ্ডার পূর্ব্ব ভোগ্য ও পর ভোগ্য পরস্পর অন্তর করিলে, যে অঙ্ক হইবে, তাহা দ্বারা গুণ করিবে। পরে গুণিতাঙ্ককে পশ্চাল্লিখিত চন্দ্রভুক্তিতে যোগ বা তাহা হইতে বিয়োগ, যদি পরভোগ্য অধিক হয়, তাঁহা হইলে যোগ আর যদি কম হয়, তাহা হইতে বিয়োগ করিলে, যে অঙ্ক হইবে, তাহাই চন্দ্রের শুদ্ধভুক্তি। চন্দ্রের স্ফূট সাধন কালে খণ্ডা ও অনুখণ্ডার অন্তরে যে ভোগ্য হইয়াছে তাহাতে ৯০ যোগ করিলেই চন্দ্রের ভুক্তি হয়।

গ্রহণের কারণ।

চন্দ্র সূর্য্যের অধস্থ হইয়া মেঘের ন্যায় সূর্য্য রশ্মিকে ঢাকা দিলে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে।

চন্দ্র পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া যদি পৃথিবীর ছায়া মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে চন্দ্র গ্রহণ হয়।

রাহু কেতু যে এক একটি পৃথক গ্রহ নহে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহারা চন্দ্রের পাত। ঐ পাত স্থান বা রাহুর কিঞ্চিৎ অংশ ন্যুনাতিরেক রূপে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য অবস্থিতি করিলে চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হইয়া থাকে।

অমাবস্যার সময় সূর্য্য স্ফুটে ও পাত স্ফুট বা রাহুর স্ফুটে

১০ অংশ ন্যূনাতিরেক হইলেই সূর্য্যগ্রহণ আর পাত স্ফুটে ১৩ অংশ ন্যূনাধিক হইলেই চন্দ্রগ্রহণ হয় *।

সূর্য্য যে নক্ষত্রের যে পাদে থাকিবে সেই নক্ষত্রের সেই পাদের পূর্ব্বাপর ত্রিপাদ মধ্যে যদি রাহু অথবা কেতু থাকে তাহা হইলে সূর্য্যগ্রহণ হইবার সম্ভাবনা হয়। আর চন্দ্র যে নক্ষত্রের যে পাদে থাকে, সেই নক্ষত্রের সেই পাদের পূর্ব্বাপর চতুষ্পাদ মধ্যে রাহু বা কেতু থাকিলেও গ্রহণ হইয়া থাকে।

সূর্য্য যে নক্ষত্রে থাকিবে সেই নক্ষত্র হইতে চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে যদি চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধি সময়ে গ্রহণ হয়।

প্রতি অমাবস্থায় চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে প্রবেশ করে এবং পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়। পৃথিবী ভাটার ন্যায় গোলকের ও দীপ্তিবিহীন এবং বিনা আধারে শূন্য দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য তেজোময় ও পৃথিবী হইতে বড় এজন্য পৃথিবীর যে ভাগ সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহার বিপরীত ভাগে যে ছায়া পড়ে তাহা সূচ্যাকার। ঐ ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে ক্রমশঃ দীপ্তিহীন ও মলিন হইতে থাকে, এই ঘটনাকেই চন্দ্রগ্রহণ বলে। পূর্ণিমা ভিন্ন অপর কোন তিথিতে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না; এজন্য পূর্ণিমা ব্যতীত অন্য তিথিতে চন্দ্র গ্রহণ হইতে পারে না।

চন্দ্র যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয় তখনই চন্দ্রের

* ইংরাজী মতে ১৭ অংশ ২১ অংশ কলা পাত স্থানের নিকটে থাকিলে সূর্য্যগ্রহণ, আর ১১ অংশ ৩৪ কলা হইলে চন্দ্র গ্রহণ হইয়া থাকে।

ছায়া দ্বারা সূর্য্যকিরণ অবরুদ্ধ হয়, এইরূপ হইলেই সূর্য্যগ্রহণ বলা যায়। এই ঘটা অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতে হইতে পারে না।

চন্দ্রের কক্ষপথ এবং পৃথিবীর কক্ষ পথ সমসূত্রে নহে, এ বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেবল উভয় বিন্দু মাত্র তির্য্যক ভাবে মিলিত হয়। ঐ দুই সন্ধি স্থলের নাম চন্দ্রপাত *। এই পাতস্থলে চন্দ্র আসিলে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রবর্ত্তী হয়। এজন্য অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমায় চন্দ্র আপন পাতস্থ কিম্বা পাতের সমীপবর্ত্তী না হইলে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হয় না।

গ্রহণ গণনা।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় যে দিন গ্রহণ সম্ভাবনা বোধ হয়, সেই দিন অমাবস্যা বা পূর্ণিমার অন্তিম সময়ের দিন বৃন্দ রবি চন্দ্রের তাৎকালিক স্ফুট ও গতি নিরূপণ করিতে হইবে, পরে দিন বৃন্দকে ২০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগ ফল হইবে, তাহাই রাহু স্ফুটের অংশাদি জানিতে হইবে। পুনরায় দিনবৃন্দকে ১৯৯৯ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগ ফল হইবে, তাহা অংশাদিতে যোগ করিবে। পরে অব্দ পিণ্ডকে ১৫০ দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল হইবে তাহা ঐ রাহু স্ফুটের অংশাদির বিকলার সহিত যোগ করিবে, পরে ঐ স্ফুটের অংশকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তাহাকে

* চন্দ্রের পাত স্থির নহে, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে প্রতিবর্ষের একই সময়ে গ্রহণ হইত। ঐ পাত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রতিবর্ষে প্রায় ১৯ অংশ ১৯ কলা ও ৪৪ বিকলা গমন করে এবং প্রায় ১৮ বৎসর ২২৮ দিন ১৫ দণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে উপস্থিত হয় এজন্য উক্ত সময় অন্তে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ প্রায়ই তত্তৎ দিনে ও তত্তৎ প্রকারে হইয়া থাকে।

পুনরায় ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই রাশ্যাদি হইবে। ঐ রাশ্যাদিকে ৩।৩।১২।৫২ ক্ষেপ হইতে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই রাহু স্ফুট বা রাহুর স্ফুটপাত।

চন্দ্রগ্রহণ গণনা।

পূর্ণিমার শেষ সময়ের রাশ্যাদি স্ফুটপাত যাহা হইবে, তাহা তাৎকালীন রবি স্ফুটের রাশ্যাদি হইতে অন্তর করিয়া যে অংশাদি হইবে, তাহাকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া তৎপরের কলার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে পুনরায় ৪১ দিয়া গুণ করিয়া, গুণ ফল দুই স্থানে রাখিবে; পরে তাহার এক স্থানের অঙ্ককে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, ঐ অঙ্ক অন্য স্থানের অঙ্ক হইতে বিয়োগ করিয়া যাহা থাকিবে তাহা এক স্থানে রাখিতে হইবে। পরে তৎকালীন রবির গতির কলাদিকে ১৩৪ দিয়া গুণ করিলে যে অঙ্ক হয়, তাহা পূর্ব্বাঙ্কের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ যোগফল হইতে ১৯৬৫ বাদ দিলে যাহা বাকী থাকিবে, সেই অঙ্ককে তাৎকালিক চন্দ্রের গতির কলাদির দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল লাভ হয় তাহাকে ৪৩২০ হইতে বিয়োগ করিয়া যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহার নাম গ্রাস। যদি ঐ লব্ধাঙ্ক ৪৩,২০ অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে গ্রহণ হইবে না।

উপরোক্ত গ্রাসাঙ্ক দুই স্থানে রাখিবে, পরে তাহার এক স্থানের অঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিবে এবং অপর স্থানের অঙ্কে ১০ যোগ করিবে। তাহার পরে ঐ দশযুক্ত অঙ্কের দ্বারা দ্বাদশ গুণিত অঙ্ককে ভাগ করিলে তাহাই ঐ দিবসের চন্দ্র গ্রহণের স্থিতি দণ্ডাদি।

পুনরায় ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই রাশ্যাদি হইবে। ঐ রাশ্যাদিকে ৩।৩।১২।৫২ ক্ষেপ হইতে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই রাহু স্ফুট বা রাহুর স্ফুটপাত।

চন্দ্রগ্রহণ গণনা।

পূর্ণিমার শেষ সময়ের রাশ্যাদি স্ফুটপাত যাহা হইবে, তাহা তাৎকালীন রবি স্ফুটের রাশ্যাদি হইতে অন্তর করিয়া যে অংশাদি হইবে, তাহাকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া তৎপরের কলার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে পুনরায় ৪১ দিয়া গুণ করিয়া, গুণ ফল দুই স্থানে রাখিবে; পরে তাহার এক স্থানের অঙ্ককে ১৬ দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, ঐ অঙ্ক অন্য স্থানের অঙ্ক হইতে বিয়োগ করিয়া যাহা থাকিবে তাহা এক স্থানে রাখিতে হইবে। পরে তৎকালীন রবির গতির কলাদিকে ১৩৪ দিয়া গুণ করিলে যে অঙ্ক হয়, তাহা পূর্ব্বাঙ্কের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ যোগফল হইতে ১৯৬৫ বাদ দিলে যাহা বাকী থাকিবে, সেই অঙ্ককে তাৎকালিক চন্দ্রের গতির কলাদির দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল লাভ হয় তাহাকে ৪৩২০ হইতে বিয়োগ করিয়া যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহার নাম গ্রাস। যদি ঐ লব্ধাঙ্ক ৪৩২০ অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে গ্রহণ হইবে না।

উপরোক্ত গ্রাসাঙ্ক দুই স্থানে রাখিবে, পরে তাহার এক স্থানের অঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিবে এবং অপর স্থানের অঙ্কে ১০ যোগ করিবে। তাহার পরে ঐ দশযুক্ত অঙ্কের দ্বারা দ্বাদশ গুণিত অঙ্ককে ভাগ করিলে তাহাই ঐ দিবসের চন্দ্র গ্রহণের স্থিতি দণ্ডাদি।

প্রকারান্তর।

পূর্ণিমার শেষ সময়ের স্ফুটপাত রবি স্ফুট হইতে অন্তর করিলে যদি ১৩ অংশের ন্যূন বা অধিক হয় তাহা হইলে গ্রহণ হইবে। ঐ অন্তরিত অংশ ন্যূন বা যত অধিক হইবে তাহাকে কলা করিয়া দুই স্থানে রাখিবে, পরে তাহার এক স্থানের অঙ্ককে ৫৫ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লাভ হইবে তাহা ঐ নয় ভাগ লব্ধাঙ্কে যোগ করিবে. পরে যোগাঙ্ক পূর্ব্বের অন্তরিত কলা হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার সহিত ঐ সময়ের রবির গতিকে তিন গুণ করিয়া যোগ করিবে এবং ঐ যোগাঙ্ক হইতে ৪০ বাদ দিবে। অবশিষ্টাঙ্ক তৎকালীন চন্দ্রের গতি হইতে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে ৬ দ্বারা গুণ করিয়া যে অঙ্ক হইবে তাহার নাম গ্রাস। ঐ গ্রাসকে দুই স্থানে রাখিয়া তাহার একটিকে ১২ দিয়া গুণ করিতে হইবে, অপর একটীতে ১৯৩ যোগ করিবে, পরে ঐ ১২ গুণিত অঙ্ক ১৯৩ যুক্ত অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যাহা হইবে তাহা সেই চন্দ্র গ্রহণের স্থিতি দণ্ডাদি জানিবে।

পূর্ণিমার শেষ সময়ের রাশ্যাদি চন্দ্র স্ফুট হইতে রাশ্যাদি স্ফুটপাতকে হীন করিলে যে রাশ্যাদি হইবে, ঐ রাশ্যাদির সহিত তিন যোগ করিবে। যদি যুক্তাঙ্ক ছয়ের অধিক হয়, তবে ছয় বাদ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিবে এবং দেখিবে যে ঐ তিনের অধিক কি না। যদি অধিক হয় তাহা হইলে ঐ তিন পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক লইয়া কলা করিবে। আর যদি ঐ অঙ্ক তিনের কম হয় তবে ঐ ন্যূনাঙ্ক তিন হইতে বাদ দিলে যাহা বাকী থাকিবে তাহাকেই কলা করিবে। পরে ঐ কলাদিকে ৭ দিয়া গুণ করিলে যে অঙ্ক হয় তাহাকে ৯০ দিয়া ভাগ করিয়া যে ফল লাভ হইবে তাহাকে শর বলে।

তাহার পর চন্দ্রের সাধিত গতিকে ১৭ দিয়া গুণ করিয়া ৪২০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগ ফল হইবে, তাহাকে এক স্থানে রাখিবে, পরে রবির গতিকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যাইবে তাহা হইতে ৮৭৯ বাদ দিলে যে অঙ্ক বাকী থাকিবে তাহাকে ১১১ দিয়া ভাগ করিয়া, ভাগফল পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্ক হইতে বিয়োগ কর তাহাতে যে অঙ্ক হইবে তাহার নাম রাহুমান। উক্ত চান্দ্রমান ও রাহুমানের অঙ্ক যোগ করিলে যে সমষ্টি হইবে তাহাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহা হইতে পূর্ব্ব আনীত শরের অঙ্ক বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার নাম গ্রাস। ঐ শরের অঙ্ক যদি ঐ লব্ধাঙ্ক হইতে অধিক হয় তাহা হইলে গ্রহণ হইবে না।

ঐ গ্রাসাঙ্কের যে সংখ্যা হইবে সেই সংখ্যানুসারে নিম্নলিখিত চক্রে দৃষ্টি কর স্থিত্যর্দ্ধ খণ্ডা ও শুদ্ধি পল গ্রহণ করিয়া একস্থানে রাখিবে। পরে তৎকালে চন্দ্রের গতিকে ৮৬০ হইতে বিয়োগ করিলে যাহা বাকী থাকিবে তাহাকে ঐ শুদ্ধিপল দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ১৪০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে তাহা স্থিত্যর্দ্ধ খণ্ডার অঙ্কে যোগ করিলে শুদ্ধ স্থিত্যর্দ্ধ দণ্ড হইবে।

পূর্ণিমার স্থিতিদণ্ডকে দুই স্থানে রাখিয়া তাহার একটী হইতে শুদ্ধ স্থিত্যর্দ্ধ দণ্ডাদি বাদ দিলে, যে অঙ্ক হইবে তাহাই চন্দ্র গ্রহণের স্পর্শ দণ্ডাদি, অপরটীর সহিত ঐ শুদ্ধ স্থিত্যর্দ্ধ দণ্ডাদি যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা চন্দ্র গ্রহণের মোক্ষ্য দণ্ডাদি।

যদি চন্দ্র স্ফুটে এবং পাত স্ফুটে বিয়োগ করিলে হীনাঙ্ক যদি ছয় অপেক্ষা কম হয় তবে ঈশান কোণে স্পর্শ ও বায়ুকোণে

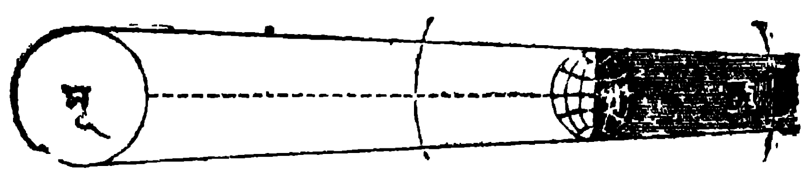
মোক্ষ হইবে, আর যদি ছয় অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে নৈঋত কোণে মোক্ষ হইবে বলিয়া জানিতে হইবে।

গ্রাস	স্থিত্যর্দ্ধ	শুদ্ধিপল
০।১০	০।২১	১
০।২০	০।২৯	২
০।৩০	০।৩৬	৩
০।৪০	০।৪১	৩
০।৫০	০।৪৬	৪
১।০	০।৫০	৪
১।৩০	১।২	৫
২।০	১।১১	৬
২।৩০	১।২০	৬
৩।০	১।২৭	৬
৪।০	১।৪০	৭
৫।০	১।৫১	৮
৬।০	২।১	৯
৭।০	২।১১	১০
৮।০	২।১৯	১০
৯।০	২।২৭	১০
১২।০	২।৪৭	১২
১৫।০	৩।৪	১৩
১৬।০	৩।৯	১৩
২০।০	৩।২৮	১২
২৪।০	৩।৪৪	১১
২৮।০	৩।৫৭	১০

গ্রাস	স্থিত্যর্দ্ধ	ভুক্তিপল
৩২।০	৪।৮	৯
৩৬।০	৪।১৮	৭
৪০।০	৪।২৬	৫
৪৪।০	৪।৩২	৩
৪৮।০	৪।৩৭	৩
৫২।০	৪।৪১	৫
৫৬।০	৪।৪৩	৮
৬০।০	৪।৪৫	৮
৬৪।০	৪।৪৭	৯

রবি ও মঙ্গলের নবাংশে গ্রহণ হইলে মেঘশূন্য গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়, বুধ ও শনির নবাংশে হইলে মলিন রূপে দর্শন তৎকালে বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির নবাংশে মেঘের সহিত গ্রহণ দৃষ্ট হয়। চন্দ্রের ও শুক্রের নবাংশে গ্রহণ হইলে যদি বর্ষাকাল হয় তবে প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে।

চন্দ্র গ্রহণের উদাহরণ।



শকাব্দা ১৮০০ শকাব্দের ২৮ শে শ্রাবণ দিবসীয় গ্রহণ গণনা এইরূপে করা যাইতে পারে।

ঐ দিন পূর্ণিমার অন্তিম দণ্ড ৫৯।১৫, অব্দ পিণ্ড ২৮৭ দিন বৃন্দ ১০৪৯৫২, দিনমান দণ্ডাদি ৩২।২০, দিনার্দ্ধ ১৬-।১০, মিশ্রদণ্ড ৪৬।১০, মিশ্র ইষ্টান্তর দণ্ড ১৩।৫ কেহ কেহ

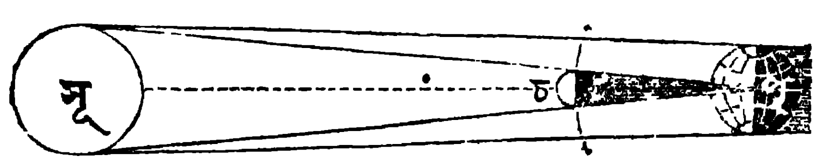
ইহাকে যুক্তেষ্ট দণ্ড বলেন। কারণ ইহা মধ্য রাত্রির স্ফুট সাধনে যোগ করিতে হয়। যদি ইষ্ট দণ্ড মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে হয় তাহা হইলে হীনেষ্ট দণ্ড বলা যায়। তৎকালিক রবি মধ্য ৩।২৯।৫।১৪, তৎকালিক চন্দ্র মধ্য ৯।২৩।৪৩।৬, তৎকালীন চন্দ্র কেন্দ্রের মধ্য ১০।৮।১৬৩১, তৎকালিক রবিস্ফুট ৩।২৭।৩৭।৩৩ গতি ৫৭।২৯।৩৫ এবং তৎকালিক চন্দ্র স্ফুট ৯।২৭।৩৭।৪৩ গতি ৭৪৬।৪৮।৪৮

দিন বৃন্দ ৪০৪৯৫২কে ২০ দিয়া ভাগ করিলে ৫২৪৭।৩৬ হয়। ইহাকে এক স্থানে পৃথক করিয়া রাখ, পরে দিনবৃন্দ ১০৪-৯৫২কে ৬ দ্বারা গুণ করিলে ৬২৯৭১২ হয়। ইহাকে ১৯৯৯ দিয়া ভাগ করিলে ৩১৫০।৪৮।৩৭ হয়। উহা পূর্ব্বাঙ্কে অর্থাৎ ৫২৪৭।৩৬ সের সহিত যোগ করিলে ৫৫৬২।৩৬।৪৮।৩৭ অংশাদি হইল। অব্দপিণ্ড ২৮৭ কে ১৫০ দিয়া ভাগ করিলে ১।৫৪।৪৮ হইল। ইহা পূর্ব্বাঙ্ক অর্থাৎ ৫৫৬২।৩৬।৪৮।৩৭ রবির কলাদিতে যোগ করিলে ৫৫৬২।৩৬।৫০।৩১।৪৮ হয়। ইহাই অংশাদি। ইহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে ১৮৫ রাশি ও অবশিষ্ট ১২ অংশ থাকে। ঐ ১৮৫ রাশিকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৫ রাশি থাকে। ইহা ক্ষেপাঙ্ক ৩।৩।১২।৫২ হইতে বিয়োগ করিলে ।৯।২০।৩৬।১।২৮ থাকে। ইহারই নাম স্ফুটপাত।

শকাব্দা ১৮০০ শাকের ২৮ শে শ্রাবণ পূর্ণিমার শেষ সময়ের রবি স্ফুট ৩।২৭।৩৭।৩৩, স্ফুট পাত ৯।২০।৩৬।২ এতদুভয়ের অন্তর রাশ্যাদি ৫।২২।৫৮২৯ তিন রাশির অধিক হওয়াতে ছয় রাশি হইতে শোধিত অংশাদি ৭।১।৩১, কলাদি ৪২১।৩১কে ৪১ দ্বারা গুণ করিলে ১৭২৮২।১১ হয় ইহার ষোল ভাগের এক ভাগ ১০৮০।৮ বিয়োগ করিলে ১৬২০২।৩ বাকী থাকে,

পরে সূর্য্যগতি ৫৭।৩০ কে ১৩৪ দিয়া গুণ করিলে ৭৭০৫ হয়। উহা পূর্ব্বাঙ্ক অর্থাৎ ১৬২০২ এর সহিত যোগ করিলে ২৩৯০৭৩ হয়, ইহা হইতে ১৯৬৫ বিয়োগ করিলে ২১৯৪২।৩ অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে চন্দ্রের গতি ৭৪৭ দিয়া ভাগ করিলে ২৯।২২ পাওয়া যায়। ইহা ৪৩.২০ হইতে বিয়োগ করিলে ১৩।৫৮ থাকে। ইহারই নাম গ্রাস। এই গ্রাসকে দুই স্থানে রাখ। এক স্থানের গ্রাসকে ১২ দ্বারা গুণ করিলে ১৬৭।৩৬ হয়। অপর স্থানে রাখা হইয়াছে যে গ্রাস তাহার সহিত ১০ যোগ করিলে ২৪ হয়। ইহা দ্বারা পূর্ব্বাঙ্ক অর্থাৎ ১৬৭।৩৬ ভাগ করিলে ৬।৫৯ ভাগ ফল হয়। ইহা ঐ দিনের গ্রহণের স্থিতিদণ্ডাদি, এই স্থিতি দণ্ডকে ২ দিয়া ভাগ করিলে ৩।২৯।৩০ হয়, ইহা পূর্ণিমার অন্তিম দণ্ড অর্থাৎ ৫৯।১৫ পলের সহিত যোগ ও বিয়োগ করিতে হইবে। যোগ ফল ৬২।৪৪।৩০ এবং বিয়োগ ফল ৫৫ ৪৫।৩০। বিয়োগ ফল গ্রহণের মোক্ষকাল, এবং বিয়োগ ফল গ্রহণের আরম্ভ বা স্পর্শ কাল। এই গ্রহণের মোক্ষকাল ৬০ দণ্ডের অধিক হইয়াছে অতএব পর দিন মুক্তি হইবে। চন্দ্রগ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষকাল বিয়োগ করিলে রাত্রিমান হয়। ৫৫।৪৫।৩০ হইতে দিনমান দণ্ড ৩২।২০ পল বিয়োগ করিলে ২৩।২৫।৩০ বাকী থাকে ইহা রাত্রি দণ্ডের স্পর্শকাল জানিবে।

সূর্য্যগ্রহণ গণনা।



যে অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ সম্ভাবনা হইবে প্রথমতঃ সেই দিবসের অমাবস্যার স্থিতি দণ্ডাদি এক স্থানে রাখিবে।

পরে সেই দিবসের দিনমানকে দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ ঐ অবাবস্থার দণ্ড হইতে অন্তর করিলে যত দণ্ড হইবে তাহার নাম নত দণ্ড। নত দণ্ড দুই প্রকার—প্রাগ্নত ও পশ্চান্নত, যদি ঐ দিবসের অমাবস্যার স্থিতি দণ্ড ঐ দিনার্দ্ধের ন্যূন হয় তাহা হইলে তাহার নাম প্রাগ্নত দণ্ড এবং অধিক হইলে তাহার নাম পশ্চান্নত দণ্ড হইবে।

পরে সেই দিনের অয়নাংশের সহিত রবি স্ফুট যোগ করিলে যে রাশ্যাদি হইবে, নিম্ন লিখিত চক্রে সেই রাশিতে নত দণ্ড সংখ্যায় যে খণ্ডা ও অনুখণ্ডা হইবে তাহা এক হইতে অপরটী বিয়োগ করিলে যে ভোগ্যাঙ্ক হয় তাহা দ্বারা ঐ নত দণ্ডের শেষাঙ্ক পলকে পূরণ করিয়া এবং ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া যে ফল হয় তাহা ঐ খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহার নাম লম্বন।

সূর্য্য গ্রহণে নতদণ্ড সংখ্যায় লম্বন আনিবার খণ্ডা।

শূন্য রাশিতে প্রাপ্তি।	১ রাশিতে প্রাপ্তি।	২ রাশিতে প্রাপ্তি।	৩ রাশিতে প্রাপ্তি।	৫ রাশিতে প্রাপ্তি।	৬ রাশিতে প্রাপ্তি।	৭ রাশিতে প্রাপ্তি।
০।৪০	০।৪৫	০।৪৩	০।৩৮	০।৪২	০।৪৮	০।৩৮
১।১৩	১।২৪	১।২২	১।১৪	১।২৩	১।২৮	১।১৮
১।৩৯	১।৫৬	১।৫৭	১।৪৭	২।১০	২।৮	১।৫৭
১।৫৬	২।১৮	২।২৬	২।১৭	২।২৮	২।৩৯	২।৩৩
২।১০	২।০৪	২।৪৯	২।৪৩	২।৫৩	৩।৫	৩।২
২।২০	২।৪৬	৩।৫	৩।৫	৩।১৩	৩।২৫	৩।২৫
২।২৮	২।৫৩	৩।১৫	৩।২৬	৩।২৯	৩।৩৯	৩।৩৯
২।৩৪	২।৫৬	৩।২০	৩।৩৬	৩।৪১	৩।৪৮	৩।৫১
২।৩৮	২।৫৭	৩।২২	৩।৪৭	৩।৫০	৩।৫৫	৩।৫৬
২।৪০	২।৫৬	৩।২০	৩।৫৩	৩।৫৬	৩।৫৯	৩।৫৯
২।৪১	২।৫৪	৩।১৭	৩।৫৫	৩।৫৯	৪।৩	৩।৫৯
২।৪২	২।৫০	৩।১৫	৩।৫৪	৩।৫৯	৩।৫৯	৩।৫৬
২।৪২	২।৪৬	৩।৪	৩।৫০	৩।৫৭	৩।৫৬	৩।৫২
২।৪১	২।৪১	২।৫৫	৩।৪৪	৩।৫৩	৩।৫১	৩।৪৬
২।৩৯	২।৩৫	২।৪৬	৩।৩৬	৩।৪৬	৩।৪৪	৩।৩৮
২।৩৭	২।২৯	২।৩৭	৩।২৫	৩।৩৭	৩।৩৬	৩।২৯
২।৩৩	২।২৩	২।২৭	৩।১৪	৩।২৭	৩।২৭	৩।২৯
২।২৭	২।১৭	২।১৬	৩।২	৩।১৫	৩।১৭	৩।২৮
১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

৮ রাশিতে প্রাপ্ততি।	৯ রাশিতে প্রাপ্ততি।	১০ রাশিতে প্রাপ্ততি।	১১ রাশিতে প্রাপ্ততি।	পশ্চাদ্রতে সায়নার্কে	০ রাশিতে পশ্চাদ্রতি
০।২৮	০।২২	০।২৩	০।৩০	নত প্রতি	০।৪৪
০।৫৭	০।৪৩	০।৪৩	০।৫৫		১।২৮
১।২৭	১।৫	১।২	১।১৬	লক্ষণ শূন্য	২।১৮
২।০	১।২৭	১।১১	১।৩৪		২।৩৯
২।৩৩	১।৫২	১।৩৯	১।৪৮	রাশ্যাদি	৩।৫
৩।১৪	২।২৭	১।৫৫	২।০		৩।২৫
৩।২২	২।৩৯	২।১০	২।১১	লক্ষণ খণ্ডা	৩।৩৯
৩।৩৮	২।৫৯	২।২৫	২।২১		৩।৪৮
৩।৪৮	৩।১৩	২।৪০	২।১৯		৩।৫৫
৩।৫৪	৩।৩১	২।৫৪	২।৩৭		৩।৫৯
৩।৫৫	৩।৩৮	৩।৫	২।৪৪		৪।০
৩।৫৩	৩।৪২	৩।১৩	২।৪৯		৩।৫৯
৩।৪৯	৩।৪৩	৩।১৯	২।৫৩		৪।০
৩।৪৩	৩।৩৯	৩।২২	২।৫১		৩।৫৯
৩।৩৪	৩।৩৪	৩।১৮	২।৫৭		৩।৫৬
৩।২৫	৩।২৬	৩।১২	২।৫৬		৩।৫১
৩।১৫	৩।১৬		২।৫৪		৩।৪৪
					৩।৩৬
					৩।২৭
১৭	১৭	[illegible]	১৭০		১৭

১ রাশিতে পশ্চান্নতি	২ রাশিতে পশ্চান্নতি	৩ রাশিতে পশ্চান্নতি	৪ রাশিতে পশ্চান্নতি	৫ রাশিতে পশ্চান্নতি	৬ রাশিতে পশ্চান্নতি	৭ রাশিতে পশ্চান্নতি
০।৪২	০ ৩৮	০।৩৮	০।৪১	০।৪৫	০।৪০	০।৩০
১।১৩	১।১৪	১।১৪	১।২২	১।২৪	১ ১৩	০।৫৫
২ ২০	১।৪৭	১।৪৭	১।৫৭	১।৫৬	১।৩৯	১।১৬
২।২৮	২।১৭	২।১৯	২।২৬	২।১৮	১ ৫৬	১।৩৪
২।৫৩	২।৪৩	২।৪৬	২।৪৯	২ ৩৪	২।১০	১।৪৮
৩ ১৩	৩।৫	৩।৭	৩।৫	২।৪৬	২।২০	২।০
৩ ২৯	৩।২০	৩।২৪	৩।১৫	২।৫৩	২।২৮	২ ১১
৩।৪১	৩ ৩৬	৩।৩৫	৩।২০	২।৫৬	২ ৩৪	২ ২১
৩।৫০	৩।৪৭	৩।৪১	৩।২২	২।৫৭	২।৩৮	২।২৯
৩ ৫৬	৩ ৫৩	৩।৪২	৩ ২০	২।৫৫	২ ৪০	২।৩৭
৩।৫৯	৩।৫৫	৩।৪১	৩ ১৭	২।৫৪	২।৪১	২।৪৪
৩ ৫৯	৩।৫৪	৩।৩৬	৩।১০	২।৫০	২।৪২	২।৪৯
৩।৫৭	৩।৫০	৩।৩০	৩।৪	২।৪৬	২।৪২	২।৫৩
৩ ৫৩	৩।৪৪	৩।২১	২।৫৫	২।৪০	২।৪১	২।৫৬
৩।৪৬	৩।৩৬	৩।১১	২।৪৬	২।৩৫	২।৩৯	২।৫৭
৩।৩৭	৩ ২৫	৩ ০	২।৩৭	২।২৯	২।৩৭	২।৫৭
৩।২৭	৩।১৫	২।৪৮	২।৩৭	২।২৩	২।৩৩	২।৫৪
১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭

৮ রাশিতে পশ্চান্নতি	৯ রাশিতে পশ্চান্নতি	১০ রাশিতে পশ্চান্নতি	১১ রাশিতে পশ্চান্নতি	লগ্নোদয় খণ্ডা ও তদ্ভোগ্য খণ্ডা	ভোগ্য
০|২৩	০|২২	২|২৮	০|৩৮	৩|৩৮	৪|৫৯
০|৪৩	০|৪১	০|৫৭	১|১৮	৯|৩৭	৫|২৩
১|৮	১|৫	১|২৭	১|৫৭	১৫|০	৫|২৩
১|২১	১|২৭	২|০	২|৩৩	২০|২৩	৪|৫৯
১|৩৯	১|৫২	২|৩১	৩|২	২৫|২২	৪|৩৮
১|৫৬	২|১৭	৩|০	৩|২৫	৩০|০	৪|৩৮
২|১০	২|৩৯	৩|২২	৩|৪০	৩৪|৩৮	৪|৫৯
২|২৫	২|৫৯	৩|৩১	৩|৫১	৩৯|৩৭	৫|২৩
২|৪০	৩|১৭	৩|৪৮	৩|৫৬	৪৫|০	৫|২৩
২|৫৪	৩|৩০	৩|৫১	৩|৫৯	৫০|২৩	৪|৫৯
৩|৫	৩|৩৮	৩|৫৫	৩|৫৯	৫৫|২২	৪|৩৮
৩|১১	৩|৪২	৩|৫৩	৩|৫৬	৬০|০	৪|৩৮
৩|১৯	৩|৪০	৩|৪৯	৩|৫২		
৩|২২	৩|৩৯	৩|৪৩	৩|৪৬	১২	১২
৩|২২	৩|৩৪	৩|৩৪	৩|৩৮		
৩|১৮	৩|২৬	৩|২৫	৩|২৯		
৩|১২	৩|১৬	৩|১৫	৩|১৯		
১৭	১৭	১৭			

ইতি লগ্ন খণ্ডা সমাপ্ত

অথ ক্রান্তিখণ্ডা		শুঙ্কাদি হার	জ্যাখণ্ডা	নতিখণ্ডা
				০|০
৩	৪৩১	৬০|০	২৫	২২১|৩৪
৯	৪৮১	৬০|২১	৫০	২২১|৩১
২১	৫২০	৬১|২২	৭৪	২২২|১৯
৩৭	৫৫৮	৬৩|৬	৯৮	২২৩ ৩৮
৫৬	৫৯৫	৬৫|৪২	১২০	২২৫ ২৮
৮০	৬৩০	৬৯|১৬	১৪১	২২৭|৪৬
১০৭	৬৬৩	৭৪ ১১	১৬১	২৩০,৩৪
১৩৭	৬৯৬	৮০|৪৬	১৭৮	২৩৩,৪৬
১৭০	৭২০	৮৯|৪২	১৯৪	২৩৭;২৩
২০৫	৭৪৪	১০২|৮	২০৮	২৪১|২১
২৪২	৭৬৩	১২০|০	২১৯	২৪৫|২৭
২৮০	৭৭৯	১৪৭|২০	২২৮	২৫০|১১
৩১৯	৭৯১	১১	২৩৫	২৫৪ ৫৬
৩৫৯	৭৯৭		২৩৯	২৫৯|২
৪০০	৮০০		২৪০	২৬৪|৫৪
	৩০		১৫	২৭০|০
				২৭৫|৬
				২৮০|৮
				২৮৫|৪
				২৮৯|৪৯
				১৯

গ্রাস ক্রম হইতে অর্দ্ধস্থিতি	
০|৩৬	২|১৪
০|৫১	২|১৬
১|২	২|১৮
১|১১	২|২০
১|১৮	২|২১
১|২৫	২|২২
১|৩১	২|২৩
১|৩৭	২|২৪
১|৪২	২|২৫
১|৪৬	২|২৬
১|৫০	২|২৭
১|৫৪	২|২৮
১|৫৮	২|২৮
২|১	৩২
২|৪	
২|৭	
২|১০	
২|১২	

স্থিত্যর্দ্ধ খণ্ডা সমাপ্ত।

বঙ্গেচ্ছায়া

৫|১০

তত্রাক্ষঃ

৭৮৮|৩২

কর্ণ্যাংছায়া

৫|৪৫

তত্রাক্ষঃ

৮২৭|১

গ্রাস হইতে রবিপল ভোগ্য।	
১	৪
১	৪
১	৫
১	৫
২	৫
২	৫
২	৫
২	৫
৩	৫
৩	৫
৩	৬
৪	৬
৪	৩২
৪	
৪	
৪	
৪	

অয়নাংশ যুক্ত তৎকালিক রবি স্ফুটের রাশির সংখ্যার উপরিলিখিত লঙ্কোদয় খণ্ডা একস্থানে রাখিবে। পরে ঐ খণ্ডার ভোগ্য দ্বারা রবি স্ফুটের অংশাদিকে গুণ করিয়া এক জাতীয় করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগ ফল যাহা পাওয়া যাইবে তাহা ঐ লঙ্কোদয় খণ্ডায় যোগ করিবে। অমাবস্যার স্থিতি দণ্ড গণনা দিবসের বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকিলে তাহাকে পূর্ব্ব সাধিত লগ্নের সহিত নত দণ্ড যোগ করিয়া যে যুক্তাঙ্ক হইবে তাহা হীন করিতে হইবে, আর দুই প্রহরের পর হইলে যোগ করিতে হইবে। ঐরূপে যোগ কিম্বা বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহা হইতে যে রাশির সংখ্যার ঐ লঙ্কোদয় খণ্ডার অঙ্ক বাদ দেওয়া সম্ভব হয়, সেই খণ্ডাটী ঐ যুক্ত কিম্বা হীনাঙ্কে বাদ দিয়া অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে পাঁচ দিয়া গুণ করিয়া যে অঙ্ক হইবে তাহা একস্থানে। পরে যে রাশির খণ্ডাটি বিয়োগ করা হইয়াছে সেই রাশির ভোগ্য খণ্ডা দ্বারা ঐ পঞ্চ গুণিত অঙ্ককে ভাগ দিয়া যাহা লাভ হইবে তাহা এক স্থানে স্থাপন করিবে। পরে যত সংখ্যা রাশির খণ্ডাটী হীন করা হইয়াছে সেই সংখ্যক অঙ্ককে পাঁচ দিয়া গুণ করিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্কে যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহার নাম দশমোদয়।

মধ্যোদয় যে অঙ্ক হইবে তাহাতে ১৫ যোগ করিবে, ঐ যোগাঙ্ক যদি ত্রিশের অধিক হয় তাহাকে ৬০ হইতে বাদ দিবে আর উহা ৬০ এর অধিক হইলে ৬০ বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহা লইবে। যদি ৩০ এর অধিক না হয় তবে তাহার প্রথম অঙ্ক সংখ্যার নিম্নলিখিত ক্রান্তি খণ্ডা এবং তাহার অগ্রখণ্ডা লইয়া উভয়কে অন্তর করিলে যাহা ভোগ্য হইবে

সেই অঙ্ক দ্বারা ঐ মধ্যোদয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার অঙ্ক পূরণ করিয়া এক জাতীয় করিলে যাহা হইবে তাহাকে ৬০ দিয়া যোগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম ক্রান্তি। ঐ ক্রান্তিকে অক্ষাঙ্ক ৭৮৮।৩২ সহিত অন্তর করিয়া যাহা হইবে তাহাকে এক শত দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে তৎসংখ্যার হারখণ্ডা ও অনুখণ্ডা লইয়া পরস্পরে অন্তর করিলে যাহা ভোগ্য হইবে তদ্দ্বারা ঐ শতহৃত লব্ধ শেষ অঙ্ককে গুণ করিয়া গুণ ফলকে ১০০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ক খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম হার।

অয়নাংশযুক্ত রবিস্ফুটের রাশ্যাদিকে অংশাদি করিয়া যাহা হইবে তাহাকে ছয় দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগ ফল হইবে তাহা পূর্ব্বসাধিত মধ্যোদয়ের সহিত অন্তর করিলে যাহা হইবে তাহার নাম স্ফুটনত।

যাহা স্ফুটনত হইবে যদি তাহা ৩০ ত্রিশের অধিক হয় তবে ৬০ হইতে বাদ আর যদি ১৫ পনর অধিক হয় তবে ৬০ হইতে বাদ দিয়া যাহা হইবে তাহার প্রথমাঙ্ক সংখ্যার জ্যা খণ্ডা ও অনুখণ্ডা পরস্পর অন্তর করিলে যাহা হইবে তাহা দ্বারা স্ফুটনতের শেষাঙ্ককে গুণ করিয়া ঐ গুণিতাঙ্ককে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ককে জ্যা খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম জ্যা। ঐ জ্যার অঙ্ককে পূর্ব্বসাধিত হার অঙ্ক দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম স্থির লম্বন।

পূর্ব্ব সাধিত লম্বন ও স্থির লম্বন এই দুইকে অন্তর করিলে সে অঙ্ক হইবে তাহা এক স্থানে রাখিবে। পশ্চান্নত কালে যদি পূর্ব্ব লম্বন হইতে স্থির লম্বন কম হয় তাহা হইলে

মধ্যোদয়ের ঐ স্থাপিত অঙ্কে হীন আর অধিক হইলে যোগ করিবে, প্রাপ্ত কালে যদি পূর্ব্ব লম্বন হইতে স্থির লম্বন ন্যূন হয় তাহা হইলে ঐ মধ্যোদয়ে যোগ এবং অধিক হইলে হীন করিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে তাহার নাম স্ফুট দশমোদয়।

এই তৎকালিক দশমোদয়ের সহিত ১৫ যোগ করিলে, যদি ৩০ ত্রিশের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬০ হইতে বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকিবে তাহার প্রথম অঙ্ক সংখ্যায় পুনরায় ক্রান্তি খণ্ডা এবং তাহার অনুখণ্ডা গ্রহণ করিয়া পরস্পর অন্তর করিলে যে ভোগ্য হইবে তদ্দ্বারা তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ককে গুণ করিয়া এক জাতীয় করিবে। পরে ঐ অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহার নাম ক্রান্তি। ঐ ক্রান্তিতে ১৫০০ যোগ করিয়া তাহা হইতে ৭৮৮।৩২ অক্ষাঙ্ককে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে ১০০ দিয়া ভাগ দিবে পরে ভাগফল সংখ্যার নতখণ্ডা ও অনুখণ্ডা লইয়া পরস্পর অন্তর করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম ভোগ্য। এই ভোগ্য দ্বারা শতহৃত শেষাঙ্ককে গুণ করিয়া যাহা হইবে তাহাকে ১০০ দিয়া ভাগ করিবে। পরে ঐ ভাগফল নত খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম নত।

পূর্ব্ব সাধিত স্থির লম্বনকে প্রাপ্ত সময়ে অমাবস্যার স্থিতি দণ্ডে হীন ও পশ্চান্নত সময়ে যোগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম স্ফুট দর্শদণ্ড।

তৎকালের চন্দ্র গতিকে স্থির লম্বন দ্বারা গুণ করিলে যাহা হইবে তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল কলাদি হইবে। ঐ কলাদিকে প্রাপ্ত সময়ে তৎকালিক রবিস্ফুটে হীন ও

পশ্চাদ্রত কালে যোগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম ম্লৌ অর্থাৎ স্ফুট দর্শ দণ্ড সময়ের চন্দ্রস্ফুট।

ঐ স্ফুটদর্শ দণ্ড সময়ের চন্দ্র স্ফুট হইতে তিন রাশি বিয়োগ করিলে (যদি তিন রাশির ন্যূন হয়) তাহা হইলে চন্দ্র স্ফুটের রাশিতে ১২ যোগ করিয়া তিন রাশি হীন করিলে যাহা হইবে তাহা হইতে ঐ দিনের স্ফুটপাতকে বিয়োগ করিবে। যদি ঐ অঙ্ক ছয় রাশির অধিক হয় তবে তাঁহাকে ১২ রাশি হইতে বাদ দিয়া যে রাশ্যাদি হইবে তাহাকে কলা করিয়া ৮ দিয়া গুণ করিতে হইবে। ঐ গুণিতাঙ্ক হইতে ১৫৩৯০ বাদ দিলে শেষ যাহা থাকিবে তাহাকে ১০৩ দ্বারা বিভক্ত করিবে। ঐ ভাগ ফলের নাম শর। ঐ শরকে পূর্ব্বসাধিত মতির সহিত অন্তর করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক যাহা থাকিবে তাহার নাম স্ফুটস্বর।

তৎকালিক রবির স্ফুট গতিকে ৫৭ দিয়া গুণ করিলে যাহা হইবে তাহাকে ১০৪ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে তাহার নাম রবিমান।

ঐ চন্দ্রমান ও রবিমানকে যোগ করিলে-যাহা হইবে তাহাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল হইতে, পূর্ব্ব সাধিত স্ফুটশরকে বিয়োগ করিলে যাহা হইবে তাহার নাম গ্রাস। যদি ঐ ভাগ ফল হইতে স্ফুটশর অধিক হয় তাহা হইলে গ্রহণ হইবে না।

গ্রাসাঙ্ক সংখ্যায় সূর্য্য গ্রহণের স্থিত্যর্দ্ধ খণ্ডার• যাহা আছে তাহা একস্থানে রাখিবে। পরে রবিমানকে ৬০ দিয়া গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহা ১৮৬৯ দিয়া হীন করিয়া যাহা থাকিবে তাহা গ্রাসাঙ্ক সংখ্যার রবির শুদ্ধি পল-দ্বারা গুণ করিয়া ১৫১ দিয়া ভাগ করিলে যে ফল লাভ হইবে তাহাকে এক স্থানে রাখিবে এবং ঐরূপ চন্দ্রমানকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া গুণিতাঙ্কে ২০৮৯ হইতে

বিয়োগ করিলে যাহা থাকিবে তাহা ঐ গ্রাসাঙ্ক সংখ্যার চন্দ্রের শুদ্ধি পল দ্বারা গুণ করিয়া ৩৩৮ দ্বারা ভাগ করিবে। পরে ঐ ভাগ ফল পূর্ব্ব স্থাপিত রবির ভাগ ফলের সহিত যোগ করিয়া ঐ পূর্ব্ব স্থাপিত স্থিত্যার্দ্ধ খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহার নাম স্থিত্যর্দ্ধ।

পূর্ব্বসাধিতস্ফুটদর্শদণ্ড পলকে দুই স্থানে রাখিবে। উহার একটীর সহিত স্থিত্যার্দ্ধ দণ্ড পলকে হীন করিলে সূর্য্যগ্রহণের স্পর্শ দণ্ড হইবে এবং অপরটীর সহিত যোগ করিলে সূর্য্যগ্রহণের মোক্ষ দণ্ড হইবে।

সূর্য্যগ্রহণের উদাহরণ।

১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ দিবসের সূর্য্যগ্রহণের উদাহরণ। ঐ দিন অমাবস্থার অন্তিম বা শেষ দণ্ড ১১।১৮, লব্ধপিণ্ড ২৫২, দিন বৃন্দ ৯২২৯৯, দণ্ডাদি ২৬।২২, দিনার্দ্ধ ১৩।১১, মিশ্রদণ্ড ৪৭।১১, হীনেষ্ট দণ্ড ৩১।৫৩, অয়নাংশাদি ২০।১০।১২, তৎকালীন রবিমধ্য ৮।৭।৩১।৪২, তৎকালীন চন্দ্রমধ্য ৮।৩।২৭।৩৫, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৭।১৭।২৪।৫৯, তৎকালীক রবিস্ফুট ৮।৭।৮।২৮, তৎকালীক রবির গতি ৬১ ২৩, তৎকালিক চন্দ্র স্ফুট ৮।৭।১০।১১, তৎকালিক চন্দ্রের গতি ৮৩৭।২৪, স্ফুট পাত ৮।১।১৩।৫৬।

দিনার্দ্ধ ১৩।১১, পর্ব্বদণ্ড ১১।১৮ উভয়ে অন্তর করিলে ১।৫৩ বাকী থাকে। ইহাইত দণ্ড। দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বে গ্রহণ হইবে যেহেতু অমাবস্থার অন্তিম দণ্ড ১১।১৮। এজন্য ইহার নাম প্রাঙ্নত হইল। প্রাঙ্নত দণ্ড ১।৫৩।

তৎকালীন অয়নাংশ ২০।১০।১২, রবিস্ফুট ৬।৭।৮।২৮, যোগাঙ্ক ৮।২৭।১৭।৪০ ইহার নাম সায়ন রবি। সূর্য্যগ্রহণে নতদণ্ড সংখ্যায় লগ্ন আনিবার খণ্ডায় (৮ রাশিতে প্রাঙ্নতি) এই

কোষ্ঠার নতদণ্ড ১।৫৩ ইহার সংখ্যায় ১ এর খণ্ডা ০।২৮ পরখণ্ডা ০।৫৭ উভয়ে অন্তর করিলে ০।২৯ হইল। ইহার নাম ভোগ্য! এই ভোগ্য দ্বারা অবশিষ্ট অঙ্ক ৫৩ কে গুণ করিলে ১৫৩৭ হয়। ইহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ২৫।৩৭ হয়। উহাকে খণ্ডা ০।২৮ এর সহিত যোগ করিলে ০।৫৩।৩৭ হয় ইহারই নাম মধ্য লগ্ন।

অয়নাংশ যুক্ত রবিস্ফুট ৮।২৭।১৮।৪০, ইহার সংখ্যার লঙ্কোদয় খণ্ডা ৩৯।৩৭, পরখণ্ডা ৪৫।০ র অন্তর ৫।২৩ ইহারই নাম ভোগ্য। এই ভোগ্য দ্বারা অয়নাংশযুক্ত রবিস্ফুটের অংশাদিকে গুণ করিলে ১৪৭।১।২৯।২০ হয়, ইহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে ৪।৫৪।৩ হয়। ইহা লঙ্কোদয় খণ্ডায় যোগ করিলে ৪৪। ৩১।৩ হয়। পূর্ব্ব সাধিত মধ্য লগ্ন ০।৫৩।৩৭ এবং প্রাপ্ত দণ্ড ১।৫৩ উভয়ের যোগাঙ্ক ২।৪৬।৩।৭ প্রাপ্ত বসিয়ে ইহা পূর্ব্বাঙ্ক হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। বিয়োগ ফল ৪১।৪৪।২৬ ইহা হইতে লঙ্কোদয় খণ্ডা ৩৯।৩৭ বাদ দেওয়া সম্ভব। অতএব ইহা পূর্ব্বাঙ্ক হইতে বিয়োগ করিলে ২।৭।২৬ বাকী থাকে ইহাকে ৫ দিয়া গুণ করিলে ১০।৩৭।১০ হয়। ৮ রাশির লঙ্কোদয় খণ্ডা ৩৯।৩৭ বিয়োগ করা হইয়াছে। উহার ভোগ্য ৫।২৩ ইহা দ্বারা পূর্ব্বাঙ্গ ১০।৩৭ ১০ কে ভাগ করিলে ১।৫৮।২১ ভাগ ফল হয়। ৮ রাশির খণ্ডা বিয়োগ করা হইয়াছে। অতএব ৮ কে ৫ দিয়া গুণ করিলে ৪০ হয়। ইহা পূর্ব্বাঙ্ক অর্থাৎ ১।৫৮।২১ এর সহিত যোগ করিলে ৪১।৫৮।২১ হইল। ইহারই নাম মধ্যোদয়। ইহার বিশেষ নাম দশমোদয়।

মধ্যোদয় ৪১।৫৮।২১ এর সহিত ১৫ যোগ করিলে ৫৬।৫৮ ২১ হয়। ইহা ৩০ এর অধিক হইয়াছে। এজন্য ৬০ হইতে বিয়োগ করিলে ৩।১।৩৯ অবশিষ্ট থাকে। ইহার প্রথমাঙ্ক ৩

সংখ্যার ক্রান্তি খণ্ডা ২১, পর খণ্ডা ৩৭ উভয়ের অন্তরের ভোগ্য ১৬, শেষাঙ্ক ১।৩৯ কে ১৬ ভোগ্য দ্বারা গুণ করিলে ।২৬।২৪ হয়। ইহাকে যাটি ভাগ করিলে ০।২৬।২৪ হইল। ইহা খণ্ডার সহিত যোগ করিলে ২১।২৬।২৪ হয়। ইহার নাম ক্রান্তি।

ঐ ক্রান্তিকে আপনাপন দেশের অক্ষাঙ্ক হইতে বাদ দিলে যে অঙ্ক হইবে,তাহাকেই ১০০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। আমাদের কলিকাতার অক্ষাঙ্ক ৭৮৮।৩২, ক্রান্তি ২১।২৬।২০, উভয়ে অন্তর করিলে ৭৬৭ ৫।৩৬ বাকী থাকে। ইহাকে একশত দ্বারা ভাগ করিলে ভাগ ফল ৭ ও শেষাঙ্ক ৬৭।৫।৩৬, লব্ধাঙ্ক ৭ সংখ্যার হার খণ্ডা ৮০।৪৬, অনুখণ্ডা ৮৯।৪২, উভয়ের অন্তর ৮।৪৬ এর নাম ভোগ্য। এই ভোগ্য দ্বারা শতহৃত শেষাঙ্ক ৬৭।৫।৩৬ কে গুণ করিলে ৫৯৯।২২।১।৩৬ হয়। ইহাকে ১০০ দিয়া ভাগ করিলে ৬ হয়। ইহা খণ্ডা ৮০।৪৬ এর সহিত যোগ করিলে ৮৬।৪৬ হয়। ইহারই নাম হার।

অয়নাংশ যুক্ত রবিস্ফুট ৮।২৭।১৮।৪০ ইহার অংশাদি ২৬৭। ১৮।৪০ কে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৪৪।৩৩।৬ হয়। এই অঙ্ক পূর্ব্বসাধিত মধ্যোদয় ৪১।৫৮।২১ এর সহিত অন্তর করিলে ২।৩৪। ৪৫ হয়। ইহারই নাম স্ফুটনত।

স্ফুটনত ২।৩৪।৪৫ দুই অঙ্ক সংখ্যার জ্যা খণ্ডা ৫০, তাহার পর খণ্ডা ৭৪ উভয় অঙ্কের অন্তর ২৪ এই ভোগ্যের দ্বারা শেষাঙ্ক ৩৪।৪৫ কে গুণ করিলে ৮৩২।০ হয়। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ১৩।৫২ হয়। ইহা খণ্ডার সহিত যোগ করিলে ৬৩।৫২ হয়। ইহার নাম জ্যা। এই জ্যাকে পূর্ব্বসাধিত হারাঙ্ক ৮৬।৪৬ দ্বারা ভাগ করিলে ০।৪৪।১০ হয় ইহার নাম স্থির লম্বন।

পূর্ব্বসাধিত লম্বন ০।৫৩।৩৭ হইতে পূর্ব্বানীত স্থির লম্বন ০।৪৪।১০ হীন করিয়া শেষ ০।৯।২৭ থাকে। এস্থলে প্রাপ্ত

প্রযুক্ত মধ্যোদয় ৪১।৫৮।২১ এর সহিত শেষাঙ্ক ০।৯।২৭ যোগ করিলে ৪২।৭।৪৮ হইল। ইহাকেই তৎকালিক মধ্যোদয় কহে।

তৎকালিক মধ্যোদয় ৪২।৭।৪৮ এর সহিত ১৫ যোগ করিলে ৫৭।৭।৪৮ হয়। ইহার প্রথমাঙ্ক ৫৭ সাতান্ন ৬০ হইতে বাদ দিলে ২।৫২।১২ থাকে, ইহার প্রথমাঙ্ক ২, এজন্য ক্রান্তি খণ্ডার ২ কোষ্ঠার খণ্ডা ৯, অনুখণ্ডা ২১ উভয়ের অন্তর করিলে ১২ বাকী থাকে। উহাই ভোগ্য। ঐ ভোগ্য দ্বারা শেষ ৫২।১২ কে গুণ করিয়া গুণ ফলকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ১০।২৬ খণ্ডা ৯ এর সহিত যোগ করিয়া ১৯।২৬ হয় তাহার সহিত ১৫০০ যোগ করিয়া ১৫১৯।২৬ হয়। ইহাতে অক্ষাঙ্ক ৭৮৮।৩২ হীন করিলে শেষ ৭৩০।৫৪ কে ১০০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফল ৭ হয়। ইহার অনুসারে নতি খণ্ডার ২৩০।৩৪ খণ্ডা ও অনুখণ্ডা ২৩৩।৪৬ লইয়া উভয়ে অন্তর করিয়া ভোগ্য ৩।১২ দ্বারা শতহৃত শেষ ৩০।৫৪ কে গুণ করিয়া গুণ ফলকে একশত দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগ ফলে ০।৫৯ ১৯ খণ্ডা ২৩০।৩৪ এর সহিত যোগ করিয়া ২৩১।৩৩।১৯ হয়। ইহাই নতি।

প্রাপ্ত হেতু এস্থলে পর্ব্বান্তদণ্ড ১১।১৮ হইলে স্থির লম্বন ০।৪৪।১০ হীন করিলে শেষ ১০।৩৩।৫০ থাকে। ইহাই স্ফুটদর্শ দণ্ড।

চন্দ্রাহতি ৮৩৭।২৪ কে স্থির লম্বন ০।৪৪ ১০ দিয়া গুণ করিয়া গুণ ফলকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগ ফল ১০।১৬।২৫ কলাদি তৎকালিক রবিস্ফুট হইতে হীন করিলে ৮।৬।৫৮।১১।৩৫ রাশ্যাদি থাকে। ইহাই গ্লৌ অর্থাৎ স্ফুটদর্শ দণ্ড সময়ের চন্দ্রস্ফুট।

স্ফুটদর্শ দণ্ড সময়ের চন্দ্রস্ফুট ৮।৬।৫৮।১১।৩৫ হইতে ৩ রাশি বাদ দিলে বাকী থাকে, ৫।৬।৫৮।১১।৩৫ ইহা হইতে স্ফুট-পাত রাশ্যাদি ৮।১।১৩।৫৬ হীন করিয়া শেষ ৯।৫।৪৫ রাশ্যাদি

থাকিবে। উহা ১২ হইতে বিয়োগ করিয়া যে ২।২৪।১৫।২৫ রাশ্যাদি থাকে যে তাহার রাশি ও অংশকে কলা করিয়া তাহার সহিত যোগ করিলে যোগাঙ্ক ৫০৫৫ হইবে। তাহাকে ৮ দিয়া গুণ করিয়া গুণ ফল ৪০৪৪০ হইতে ১৫৩৯০ বাদ দিলে ২৫০৫০ বাকী থাকিবে। তাহাকে ১০৩ দিয়া ভাগ করিয়া ২৪৩।৩২।৪০ হয় ইহাই শর ঐ শরাঙ্ক হইতে নতি ২৩১।৩৩।১৯ বাদ দিলে বাকী ১১।৫৯।২১ থাকে। ইহাকে স্ফুটশর কহে।

চন্দ্রের তৎকালিক গতি ৮৩৭।২৪ কে ৫৭ দিয়া গুণ করিয়া গুণ ফল ১৪২৩৫।৪৮ কে ৪২০ দ্বারা ভাগ করিয়া ৩৩।৩৯।২৩ হয় ইহাই চন্দ্রমান।

রবির তৎকালিক গতি ৬১।২৩ কে ৫৭ দিয়া গুণ করিয়া গুণ ফল ৩৪৯৮।৫১ কে ১০৪ দিয়া ভাগ করিলে ভাগ ফল ৩৩। ৩৮।৩৪ হয়। ইহাই রবিমান।

চন্দ্রমান ৩৩।৩৯।২৩ এর সহিত রবিমান ৩৩।৩৮।৩৪ যোগ করিলে যোগ ফল ৬৭।১৭।৫৭ হয়। তাহাকে দুইভাগ করিয়া ভাগ ফল ৩৩।৩৮।৫৮।৩০ হইল। ইহা হইতে স্ফুটশর ১১।৫৯।২১ হীন করিয়া শেষ ২১।৩৯।৩৭।৩০ হয়। ইহাই গ্রাস।

গ্রাস ২১।৩৯।৩৭।৩০ ইহার প্রথমাঙ্ক ২১ এর স্থিত্যর্দ্ধ খণ্ডা ২।১৮ অমুখণ্ডা ২।২০ ভোগ্য ২, শেষ ৩৯।৩৭ কে ২ ভোগ্য দ্বারা গুণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ১।১৯ ১৫ হয়, খণ্ডা ২।১৮ তাহার সহিত যোগ করিয়া যোগফল ৩।৩৭।১৫ হয়। রবিমান ৩৩।৩৮ চন্দ্রমান ৩৩।৩৯, গুণক ৬০ গুণিত ২০১৯ চন্দ্রমান। ৬০ গুণিত ২০১৯ রবিমান হইতে ১৮৬৯ বাদ দিলে বাকী ১৫০ কে গ্রাস সংখ্যাকে রবির শুদ্ধিপল ৪ দ্বারা গুণ করিয়া গুণ ফলকে ১৫১ দ্বারা ভাগ করিয়া যে ৩।৫৮ পদ লাভ হয় তাহাকে ২০৮৯ হইতে গুণিত চন্দ্রমান ২০১৯ বাদ দিলে অবশিষ্ট

৭০ কে চন্দ্রের শুদ্ধিপল ১২ দিয়া গুণ করিয়া গুণ ফল ১৩৩০ কে ৩৩৮ ভাগ করিয়া ভাগ লব্ধ ৩।৫৬ পল রবির লব্ধ পলে যোগ করিয়া ৭।৫৪ পল হইল। ইহা যোগাঙ্ক ৩।৩৭।১৫ র সহিত যোগ করিয়া ৩।৪৫ হইল, ইহার নাম মধ্যস্থিত্যর্দ্ধ।

স্ফুট দর্শ দণ্ড ১০।৩৩।৫০ হইতে স্থিত্যর্দ্ধদণ্ড ৩।৪৫।৮ বাদ দিয়া শেষ ৬।৪৮।৪২ রহিল, ইহাই উক্ত সূর্য্য গ্রহণের স্পর্শকাল আর স্ফুটদর্শই দণ্ড ১০।৩৩।৫০ এর সহিত স্থিত্যর্দ্ধ দণ্ড ৩৪৫ যোগ করিয়া ১৪।১৮।৫৮ ইহাই মোক্ষকাল। মোক্ষকাল হইতে স্পর্শ কাল বাদ দিলে ৩০।১৬ বাকী থাকে। উহাই গ্রহণের স্থিতিকাল।

দৈব-শক্তি।

লাগ্নিকপ্রশ্ন গণনা।

লাগ্নিক প্রশ্ন গণনা অভ্যাস করিতে হইলে অগ্রে গ্রহ রাশি, ও নক্ষত্র গণের নাম, গ্রহদিগের বলাবল দৃষ্টি স্থান ইত্যাদি ভালরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। ঐ সকল বিষয় জ্যোতিষ রত্নাকরের প্রথম খণ্ডে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।

যে সময়ে প্রশ্ন হইবে অগ্রে তাহার সময় স্থির করিয়া তৎকালিক লগ্ন নির্ণয় করিতে হইবে। তাহার পর একটী রাশি চক্র অঙ্কিত করিয়া জাতক গণনায় ন্যায় প্রশ্নকালে কোন গ্রহ কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে তাহা নিশ্চয়

করিয়া লগ্নের ভুক্ত ও ভোগ্য অংশ, গ্রহদিগের দৃষ্টি ও বলাবল ও ভাব প্রভৃতি গণনা করিবে। তাহার পর প্রশ্ন গণনা আরম্ভ করিতে হইবে।

সময় নিরূপণার্থ শঙ্কুছায়া পাদছায়া ঘটিকাযন্ত্র প্রভৃতি নানা-প্রকার উপায় আছে। শঙ্কুছায়া দ্বারা যেরূপে সময় নির্ণয় করিতে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

দীপ ও সূর্য্যের ছায়া পরিমাণের জন্য কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত ক্রম সূক্ষ্মাগ্র দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত কীলক অর্থাৎ কাটীর নাম শঙ্কু। শঙ্কুর মূলদেশ দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল করিয়া অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম করিতে হইবে। এই শঙ্কুর ছায়া যত অঙ্গুলি হইবে তাহা হইতে সেই দিনের মাধ্যাহ্নিক শঙ্কুছায়া বিয়োগ করিয়া তাহাতে ১২ যোগ করিবে। ঐ অঙ্ককে হারকাঙ্ক স্বরূপ ধরিয়া লইবে। পরে দিবাদণ্ডকে ৬ দ্বারা গুণ করিয়া উক্ত হারকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে ভাগ ফল যাহা হইবে তাহাই তৎকালের নির্নীত দণ্ড পলাদি সময় জানিবে। যদি দিবসের পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ দুই প্রহরের পূর্ব্বের সময় অবধারিত করিতে হয় তাহা হইলে ঐ দণ্ডাদি সূর্য্যোদয় কালের পর হইয়াছে, আর যদি অপরাহ্নে অর্থাৎ দুই প্রহরের পর হয় তাহা হইলে তত দণ্ড পলাদি বেলা আছে জানিতে হইবে।

আষাঢ় মাসের মাধ্যাহ্নিক ছায়া ০ শ্রাবণ মাসের ১ ভাদ্র মাসের ৩ আশ্বিন মাসের ৫, কার্ত্তিকের ৮, অগ্রহায়ণের ১০, পৌষের ১১, মাঘের ১০, ফাল্গুনের ৮, চৈত্রের ৫ বৈশা-খের ৩, জ্যৈষ্ঠের ১। উপরে যে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার বিষয় লিখিত হইল উহা অয়নাংশ জনিত সংক্রান্তি দিবসে ধরিয়া লইতে হইলে, যে দিবস সূর্য্য এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে

গমন করে তাহাকেই সংক্রান্তি বলা যায়; কিন্তু আজি কালি-কার পঞ্জিকায় যে যে দিবস সংক্রান্তির কথা লিখিত থাকে সে দিনকে সংক্রান্তি ধরিলে গণনা ঠিক হইবে না। কারণ সেই সেই দিবসে প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য এক রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন করে না। এক্ষণকার প্রতিমাসের দশম দিবসেই রবিসংক্রমণ অর্থাৎ সংক্রান্তি হইয়া থাকে। এই সংক্রান্তির দিন ছাড়া অন্য দিনের মাধ্যাহ্নিক ছায়া অবধারিত করিতে হইলে পূর্ব্ব ও পর সংক্রান্তি দিবসের মাধ্যাহ্নিক ছায়া অবলম্বনে অনুপাত দ্বারা মধ্যবর্ত্তী দিনের মধ্যাহ্ন ছায়া নিরূপণ করিবে।

যে কোন প্রশ্নই হউক ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহা জীব, ধাতু, অথবা মূল এই তিনের একটীর বিষয়ীভূত। ১ মনুষ্য হইতে কীট পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গম পদার্থকে জীব বলিয়া জানিতে হইবে। ২। সুবর্ণ হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে সমস্তই ধাতু। ৩। যাহারা মূল-দ্বারা পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় তাহারাই মূল শব্দে উক্ত।

১। যদি কোন গ্রহ অন্য গ্রহের নবাংশে অবস্থিতি করিয়া প্রশ্ন লগ্নের অথবা ত্রিকোণের আপন নবাংশে দৃষ্টি করে তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা জীব বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন জানিবে।

২। যদি কোন গ্রহ আপন নবাংশে থাকিয়া প্রশ্নলগ্নের অন্তর্গত অথবা ত্রিকোণের অন্তর্গত আপন নবাংশে দৃষ্টি রাখে তবে প্রশ্নকর্ত্তার মনে ধাতু বিষয়ক প্রশ্ন আছে অবধারিত করিবে।

৩। যদি কোন গ্রহ অন্য গ্রহের নবাংশে অবস্থিতি করিয়া

পরনবাংশযুক্ত লগ্ন বা ত্রিকোণে দৃষ্টি করে তাহা হইলে প্রশ্ন-কর্ত্তার মূল বিষয়ক চিন্তা বুঝিবে।

বিশেষ এই যে লগ্নের যে নবাংশ উদয় কালে প্রশ্ন হইবে সেই নবাংশের অধিপতি গ্রহকেই অবলম্বন করিয়া জীব ধাতু ও মূলাদি বিষয় অবধারণ করিতে হইবে। যেমন মেষ লগ্নের নবম নবাংশের অধিপতি বৃহস্পতি। ঐ নবম নবাংশে প্রশ্ন হইলে বৃহস্পতির স্থিতি ও দৃষ্টি বিবেচনায় প্রশ্নের বিষয় বিচার করিবে।

যদি ওজ রাশি অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই কয়েকটী লগ্নের প্রথম চতুর্থ ও সপ্তম নবাংশে প্রশ্ন হয় তাহা হইলে ধাতু চিন্তা, ঐ সকল লগ্নের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম নবাংশে প্রশ্ন হইলে মূল চিন্তা, এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম নবাংশে প্রশ্ন হইলে জীব চিন্তা নিশ্চয় করিবে।

যদি যুগ্ম অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ছয় লগ্নের মধ্যে কোন লগ্নে প্রশ্ন হয় তবে উহার বিপরীত গণনা করিবে অর্থাৎ প্রথম চতুর্থ ও সপ্তম নবাংশে প্রশ্ন হইলে জীবচিন্তা, দ্বিতীয় পঞ্চম ও অষ্টম নবাংশে প্রশ্ন হইলে মূল চিন্তা, এবং তৃতীয় ষষ্ঠ ও নবম নবাংশে হইলে ধাতু চিন্তা জানিবে।

মেষ, বৃশ্চিক অথবা সিংহলগ্নে যদি মঙ্গল ও শনি থাকে, অথবা ঐ লগ্নে যদি প্রশ্ন হয় তাহা হইলে নষ্ট দ্রব্য, মুষ্টিস্থিত দ্রব্য, চিন্তিত দ্রব্য অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে তাহা ধাতু বলিয়া জানিতে হইবে।

যদি কন্যা, মিথুন, মকর, অথবা কুম্ভ লগ্নে প্রশ্ন হয় এবং ঐ লগ্নে যদি বুধ ও শনি থাকে, কিম্বা উহাতে তাহাদের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নবিষয়ক বস্তু মূল বলিয়া বোধকরিবে।

বৃষ কর্কট তুলা ধনু ও মীন লগ্নে প্রশ্ন হইলে যদি ঐ লগ্নে চন্দ্র বৃহস্পতি ও শুক্র থাকে অথবা তাহাদের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন বিষয়ক জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

যদি মেষ লগ্নে প্রশ্ন হয় তাহা হইলে দ্বিপদ চিন্তা, বৃষ লগ্নে হইলে চতুষ্পদ চিন্তা, মিথুন লগ্নে যুগ্ম চিন্তা, কর্কট লগ্নে হইলে ধাতুচিন্তা, সিংহ লগ্নে প্রশ্ন হইলে মূল চিন্তা, কন্যা লগ্নে হইলে যুবতী চিন্তা, তুলায় ধাতু ওর জত চিন্তা, বৃশ্চিক লগ্নে ভূমিজাত মূল চিন্তা ধনুলগ্নে জীবমূল চিন্তা, মকরে কলহ চিন্তা, কুম্ভে গত চিন্তা, এবং মীনে জীবধাতু চিন্তা নিশ্চয় করিবে। যে লগ্নে প্রশ্ন হইবে, ঐ লগ্নকে দ্বাদশ অংশ করিয়া প্রত্যেক অংশকে এক এক লগ্ন করিবে। যে রাশিকে দ্বাদশ ভাগ করা যাইবে সেই রাশিকেই প্রথম অংশে প্রথম লগ্ন ধরিয়া ক্রমিক দ্বাদশ অংশে দ্বাদশ লগ্ন জ্ঞান করিবে।

যদি প্রশ্ন লগ্নে অথবা কেন্দ্র স্থানে গুরু অথবা শুক্র থাকে তাহা হইলে জীব বিষয়ক প্রশ্ন এবং যদি ঐ প্রশ্ন লগ্নে অথবা কেন্দ্র স্থানে রবি অথবা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে ধাতু বিষয়ক প্রশ্ন, যদি ঐ স্থানে বুধ, চন্দ্র অথবা শনি থাকে তাহা হইলে মূল বিষয়ক প্রশ্ন নিশ্চয় করিবে।

যদি চর লগ্নে অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর লগ্নে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে একমাত্র গমন চিন্তা স্থির করিবে। স্থির লগ্নে অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ লগ্নে প্রশ্ন হইলে লাভচিন্তা ও শুভাশুভ উভয়ই বুঝিতে হইবে। দ্ব্যাত্মক লগ্নে অর্থাৎ মিথুন কন্যা, ধনু ও মীন লগ্নে যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধে স্থির লগ্নের ন্যায় এবং উত্তরার্দ্ধে চরলগ্নের ন্যায় জানিবে।

নষ্টাদি দ্রব্য নিরূপণ।

কোন জিনিষ চুরি হইলে বা হারাইলে অথবা যদি কেহ

কোন দ্রব্য হস্তে রাখিয়া বা মনে মনে কোন জিনিষ কোন হস্তে লইলাম স্থির করিয়া প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে শুভাশুভ গ্রহ বিচার করিয়া ধার্য্যাধার্য্য ধাতু নির্ণয় করিবে। যদি প্রশ্ন লগ্নের নবাংশ পাপগ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহের অংশ হয়, তাহা হইলে ধার্য্য অর্থাৎ শীষক লৌহাদি এবং ঐ নবাংশ শুভগ্রহযুক্ত অথবা শুভগ্রহের অংশ হইলে অধার্য্য অর্থাৎ সুবর্ণাদি ধাতু হইবে। যদি পাপগ্রহের অংশে শুভগ্রহের স্থিতি হয়, অথবা শুভগ্রহের অংশে পাপগ্রহের অবস্থিতি হয়, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে শুভাশুভ যোগ হয় তাহা হইলে ধার্য্য ও অধার্য্য মিশ্রিত দ্রব্য জানিবে। ইহার মধ্যে যদি পাপগ্রহের অংশে পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে ধার্য্য ধাতুর অংশ অধিক স্থির করিবে এবং যদি শুভগ্রহের অংশে শুভগ্রহ ও পাপগ্রহ উভয়ে থাকে, তবে অধার্য্য ধাতুর ভাগ অধিক বিবেচনা করিতে হইবে।

লগ্নের যে অংশে প্রশ্ন হইবে, তাহাতে শুক্র বা চন্দ্র থাকিলে রৌপ্য, বুধ বা বৃহস্পতি থাকিলে স্বর্ণ, রবি থাকিলে মুক্তা, মঙ্গল থাকিলে তাম্র, শনি অথবা রাহু থাকিলে লৌহ, এইরূপ গ্রহ বিচার করিয়া ধাতু নিরূপণ করিবে।

লগ্নের প্রথম নবাংশে প্রশ্ন হইলে স্বর্ণ, দ্বিতীয়ে রৌপ্য, তৃতীয়ে তাম্র. চতুর্থে রঙ্গ, পঞ্চমে পিত্তল, ষষ্ঠে লৌহ, সপ্তমে শীসক, অষ্টমে কাংস্য, নবমে দস্তা বলিয়া জানিবে।

যদি মীন, মেষ ও কুম্ভের নবাংশে প্রশ্ন হয় তাহা হইলে প্রশ্নবিষয়ক বস্তু গোলাকার হইবে। সিংহ, বৃশ্চিক, মিথুন ও কর্কটের নবাংশে প্রশ্ন হইলে উহা দীর্ঘ, এতদ্ভিন্ন রাশির অর্থাৎ বৃষ, কন্যা, তুলা ধনু ও মকরের নবাংশে প্রশ্ন হইলে উহা গোলাকার বা দীর্ঘাকার হইবে না, মধ্যমাকৃতি হইবে।

এই সমস্ত বিচার করিবার কালে গ্রহদিগের বলাবল সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কভাবে দৃষ্টি করিতে হইবে।

প্রশ্নলগ্নে সূর্য্যের দৃষ্টি থাকিলে প্রশ্ন বিষয়ক দ্রব্য ছিদ্র যুক্ত হইবে। বৃহস্পতি ও শুক্রের দৃষ্টি থাকিলে অক্ষরসংযুক্ত বুঝিবে. মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে কোণযুক্ত এবং শনির দৃষ্টি থাকিলে উহা জীর্ণ ও দীর্ঘাকার হইবে।

প্রশ্ন দ্বারা মূলচিন্তা অবধারিত হইলে তাহার প্রকার ভেদ জানিবার উপায় এই যে, যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে, সেই নবাংশের অধিপতি যদি শুক্র হয়, তাহা হইলে পুষ্প জানিবে, চন্দ্রের নবাংশে ফল, শনির নবাংশে মূল ও কাষ্ঠ, রবি মঙ্গল বুধ ও বৃহস্পতির নবাংশে পত্র স্থির করিবে। ঐরূপে নবাংশাধিপতি যদি সূর্য্য হয়, তবে সারবান্ বৃক্ষ, চন্দ্র হইলে ক্ষীর অর্থাৎ আঠাযুক্ত স্নিগ্ধ বৃক্ষ, মঙ্গল হইলে কণ্টকযুক্ত বা কষায় বৃক্ষ, বুধ হইলে অফল বৃক্ষ অর্থাৎ যে বৃক্ষে ফল হয় না. বৃহস্পতি হইলে ফলবান্ বৃক্ষ, শুক্র হইলে পুষ্পবৃক্ষ, শনি হইলে আগাছা ইত্যাদি। নবাংশের অধিপতি গ্রহ দ্বারা ইহা বিচার করিবে।

লগ্নের যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে, তাহার অধিপতি শুক্র হইলে শস্য, চন্দ্র হইলে পুষ্প, বুধ হইলে লতাদি ও নিঃসার বৃক্ষ জানিতে হইবে। ঐরূপ নবাংশাধিপতি মঙ্গল বা রবি হইলে কটু, বুধ বা বৃহস্পতি হইলে ক্ষারাম্ল বোধ হইবে।

প্রশ্ন লগ্নে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে ভক্ষ্য বৃক্ষ এবং অশুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অভক্ষ্য বৃক্ষ স্থির করিবে। যদি ঐ অশুভ গ্রহের সহিত সমস্ত শুভ গ্রহের যোগ থাকে তাহা হইলে উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য বুঝিবে।

লগ্নের যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে, তাহাতে যদি চন্দ্র ও শুক্র থাকে তবে স্নিগ্ধ, বুধ থাকিলে কোমল, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি

থাকিলে স্নিগ্ধ এবং কোমল, উভয়ই বোধ করিতে হইবে। উক্ত নবাংশেতে শনি বা কেতু হইলে শুষ্ক, শনি ও রাহু একস্থানগত হইলে অতিশয় শুষ্ক জানিবে।

লগ্নাধিপতি গ্রহ দ্বারা এরূপে উদ্ভিদ পদার্থ নিশ্চয় করা যায় যে, শুক্র হইলে গুল্ম, চন্দ্র হইলে লতা, বুধ হইলে লতা ও কন্দ, বৃহস্পতি হইলে বৃক্ষপত্র, সূর্য্য হইলে ফল, শনি ও মঙ্গল হইলে মূল জানিবে।

জীবাদি জ্ঞান।

লগ্নের যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে, তাহার অধিপতি গুরু ও শুক্র হইলে দ্বিপদ, মঙ্গল ও রবি হইলে চতুষ্পদ, শনি ও বুধ হইলে পক্ষী, চন্দ্র ও রাহু হইলে সরীসৃপ বিষয়ক প্রশ্ন জানিবে। লগ্নে বা লগ্নের নবাংশে রাহু বা কেতু থাকিলে অপর জীব বুঝাইবে। কিন্তু উক্ত গ্রহগণের অবস্থিতি লগ্নে হওয়া অথবা তাহাতে উহাদের পূর্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

দেবতা বিষয়ক প্রশ্ন অবধারিত হইলে যদি সূর্য্য মঙ্গল ও বৃহস্পতি লগ্নাধিপতি হইলে পুরুষ দেবতা, চন্দ্র এবং শুক্র লগ্নাধিপতি হইলে স্ত্রী দেবতা, বুধ এবং শনি লগ্নাধিপতি হইলে নপুংসক দেবতা হইবে।

দেবতাবিষয়ক প্রশ্নে সূর্য্যের লগ্ন নবাংশে অথবা চন্দ্রযুক্ত নবাংশে রক্তশ্যামবর্ণ দেবতা জানিবে, চন্দ্রের লগ্ন নবাংশে বা চন্দ্রযুক্ত নবাংশে গৌরবর্ণ দেবতা বুঝিবে, মঙ্গলের লগ্ন নবাংশে বা মঙ্গল যুক্ত নবাংশে মধ্যমাকৃতি গৌরবর্ণ দেবতা নিশ্চয় করিবে। বুধের লগ্ন নবাংশে অথবা বুধযুক্ত নবাংশে দূর্ব্বার ন্যায় শ্যামবর্ণ দেবতা; শনির লগ্ন নবাংশে বা শনিযুক্ত নবাংশে কৃষ্ণবর্ণ দেবতা, বৃহস্পতির লগ্ন নবাংশে বা বৃহস্পতিযুক্ত নবাংশে

গৌরবর্ণ দেবতা; শুক্রের লগ্ন নবাংশে বা শুক্রযুক্ত নবাংশে শ্যামবর্ণ দেবতা জ্ঞান করিতে হইবে।

মনুষ্য পাঁচ জাতীয় যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নীচ জাতি। বৃহস্পতি ও শুক্র ব্রাহ্মণজাতীয়, মঙ্গল ও রবি ক্ষত্রিয়, চন্দ্র বৈশ্য, বুধ শূদ্র এবং শনি অন্ত্যজ জাতি। ঐ সকল গ্রহ প্রশ্ন লগ্নের অধিপতি হইলে, তত্তৎ জাতীয় মনুষ্যবিষয়ক প্রশ্ন বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ জাতীয় মনুষ্য বিষয়ক প্রশ্ন যদি অবধারিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ কোন্ বেদী তাহা অবধারিত করিবার উপায় এই যে, যে যে বেদের অধিপতি যে যে গ্রহ, তদ্দ্বারা লগ্নাধিপতি হইলে প্রশ্নোক্ত ব্রাহ্মণকেও সেই বেদী বলিয়া জানিতে হইবে।

লগ্নাধিপতি মঙ্গল হইলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি যুবা, বুধ হইলে শিশু, চন্দ্র ও শুক্র হইলে নবীন এবং রবি ও বৃহস্পতি হইলে বৃদ্ধ বলিয়া জানিবে।

চন্দ্র স্তন্যপায়ী, মঙ্গল বালক, বুধ অপ্রাপ্তযৌবন, শুক্র যুবা, বৃহস্পতি প্রৌঢ়, সূর্য্য বৃদ্ধ এবং শনি অতিবৃদ্ধ। এই সকল গ্রহ প্রশ্নলগ্নে অবস্থিতি করিলে বা লগ্নে এই সকল গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, তাহাদের বলাবল বিচার পূর্ব্বক প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির বয়স অবধারিত করিবে।

লগ্নে বা তাহার সপ্তম স্থানে যদি শুভ গ্রহ থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নোক্ত স্ত্রীলোক সধবা, আর ঐ লগ্নের সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে বিধবা জানিবে। লগ্নে শুভগ্রহ থাকিলে সাধ্বী স্ত্রী, এবং দুই তিন বা ততোধিক পাপগ্রহ থাকিলে কুলটা স্ত্রী বলিয়া জানিবে।

চৌর্য্য গণনা।

কোন দ্রব্য খুঁজিয়া না পাইলেই যে চুরি গিয়াছে মনে করা

অন্যায়, উহা কোনরূপে হারাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। অতএব চুরি কি হারাণ ইহা সর্ব্বাগ্রে অবধারিত করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে পশ্চাৎ যথাযোগ্য গণনা করিতে হইবে।

প্রশ্নলগ্নে যদি রবি মঙ্গল শনি প্রভৃতি গ্রহের দৃষ্টি থাকে বা ঐ সকল গ্রহ তাহাতে অবস্থিত হয়, কিম্বা ঐ লগ্ন যদি পাপ-গ্রহের নবাংশ হয় তবে উদ্দিষ্ট দ্রব্য চোরে লইয়াছে স্থির করিবে।

নবাংশ দ্বারা অপহৃত দ্রব্য অর্থাৎ অপহৃত দ্রব্য কি, তাহার আকার কেমন ইত্যাদি জানিতে পারা যায়। দ্রেকাণ দ্বারা চোরকে ঐ রূপে জানিতে হয়। রাশি দ্বারা দেশ কাল দিক অর্থাৎ অপহৃত দ্রব্য কোন্ দিকে কোন দেশে আছে, কোন্ সময়ে চুরি হইয়াছে ইহা জানিতে হইবে এবং লগ্নাধিপতি দ্বারা চোরের জাতি ও বয়ঃক্রম স্থির করিবে। পশ্চাৎ তাহার বিস্তৃত উপায় প্রদর্শিত হইতেছে।

১। নিম্নোক্ত উপায়ে অপহৃত দ্রব্য কি তাহা জানা যায়;—যথা, ১। মেষের প্রথম নবাংশে প্রশ্ন হইলে তাম্র, রঙ্গ, অথবা চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণাকার দগ্ধ মৃত্তিকাময় দ্রব্য; ২। দ্বিতীয় নবাংশে মূল, জলজ দ্রব্য, স্নিগ্ধ ক্ষার বা অম্লরস পত্র; ৩। তৃতীয়ে দ্বিপদ জীব, দম্পতি বা গর্ভযুক্তা স্ত্রী। চতুর্থে রজত খণ্ড, অঙ্গুরীয়ক বা চতুরস্র দ্রব্য। ৫। পঞ্চমে সিদ্ধমূল, কটুফল বা তৃণাদি; ৬। ষষ্ঠে দেবতাতুল্য জীব, স্ত্রী অথবা সুন্দরী অঙ্গনানুরক্ত পুরুষ; ৭। সপ্তমে রূপার ন্যায় ধাতু বা অঙ্গুরীয়ক খণ্ড; ৮। অষ্টমে মূল, জীর্ণমার্জ্জন কাষ্ঠ বা কণ্টকময় দ্রব্য; ৯। নবমে ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ গৌর-বর্ণ, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুঝিবে।

২। বৃষের প্রথম নবাংশে মৎস্যাদি জল জন্তু, বিড়াল,

মূষিক, ব্যাঘ্র, শৃগাল, শশক অথবা বৃক; ২। দ্বিতীয়ে কৃষ্ণবর্ণ মূল, জলজ দীর্ঘাকৃত তিক্ত কাষ্ঠ; ৩। তৃতীয়ে ধাতু, রত্ন সংযুক্ত স্বর্ণ; বর্ত্তুলাকার পিতল, অথবা কাষ্ঠ বিশেষ ৪। চতুর্থে মেষাদি রক্তবর্ণ, বলবান, দগ্ধাদি চতুষ্পদ জীব; ৫। পঞ্চমে কষায় স্নিগ্ধ মূল বা গোলাকার মধুর ফল; ৬। ষষ্ঠে ধান্যাদি ধাতু স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক, বা পাষাণযুক্ত রজত। ৭। সপ্তমে বহুপদ জীব, ভৃঙ্গ, কর্কট অথবা উভচর জীব। ৮। অষ্টমে সূক্ষ্ম দীর্ঘ কটু রক্তবর্ণ মূল অঙ্ক বা পত্র, ৯। নবমে বর্ত্তুলাকার পিত্তল, স্বর্ণ, তাম্র, সিন্দুর অথবা হিঙ্গুল।

৩। মিথুনের প্রথম নবাংশে চতুরস্র বা গোলাকার রজত খণ্ড; ২। দ্বিতীয়ে মূল দগ্ধ কটু পত্র বা কণ্টক যুক্ত পত্র; ৩। তৃতীয়ে ঘোটক বা মনুষ্য গৌর অথবা শ্যামবর্ণ দম্পতী বা শ্রেষ্ঠ দ্বিজ; ৪। চতুর্থে স্বর্ণ অথবা পিত্তল পূজন দ্রব্য বা ধাতু প্রস্তর; ৫। পঞ্চমে দীর্ঘ মূল, কটু পুষ্প, কৃষ্ণবর্ণ মালা, ছিদ্র সংযুক্ত নারিকেল মালা বা কমণ্ডলু; ৬। ষষ্ঠে গর্ভযুত মৎস্য কুক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ; ৭। সপ্তমে তাম্রবর্ণ ধাতু বাঙ্গ অথবা ত্রিকোণ ও চতুরস্রাকার দগ্ধ মৃত্তিকা; ৮। অষ্টমে মূল ধান্য তিল, সর্ষপ, বিল্ব, অথবা লতাযুত কুষ্মাণ্ড; ৯। নবমে মনুষ্য, দেবতা, মাছ, গাভী ইত্যাদি জীব।

৪। কর্কটের প্রথম নবাংশে শ্বেতবর্ণ জলচর জীব, ভেক কর্কট অথবা মৎস্যাদি, ২। দ্বিতীয়ে মূল, শুষ্ক কাষ্ঠ তৃণাদি, ফল শ্বেতবর্ণ বর্ত্তুল কটু পত্র; ৩। তৃতীয়ে স্বর্ণ পিতলাদি ধাতু, ছিদ্র যুক্ত ধনুরাকৃতি স্ত্রী ব্যবহার্য্য অলঙ্কার; ৪। চতুর্থে দ্বিপদ জীব, দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণ, মধ্যম বয়স, শ্যামবর্ণ পুরুষ, অথবা দুর্মুখা স্ত্রী ৫। পঞ্চমে সিদ্ধমূল, ফল বা পুষ্প ৬। ষষ্ঠে প্রস্তর ও চিত্রযুক্ত স্বর্ণ, উহা খণ্ড বা গোলাকারেও হইতে পারে। ৭। সপ্তমে

দীর্ঘ চতুষ্পদ জীব, খঞ্জ বা পীড়িত বা পরদেশস্থিত; সুধী, ৮। অষ্টমে তিক্তমূল, কণ্টকী বৃক্ষ,উহা ছিদ্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ বা দগ্ধ; ৯। নবমে সুবর্ণ, রজত বা পিত্তল, অথবা সচিত্র চক্রাকার জলাধার জানিতে হইবে।

৫। সিংহের প্রথম নবাংশে প্রশ্ন হইলে স্বর্ণ তাম্রাদি ধাতু, প্রবাল বৈদুর্য্য প্রবাল মুক্তাময় দ্রব্য; ২। দ্বিতীয়ে শ্যামরক্তবর্ণ মূল, ফল, বর্ত্তুলাকার কন্দ, বা মুদ্রিত চিত্র, ৩। তৃতীয়ে শ্যামবর্ণ বাণিজ্যকারী মনুষ্য বা মনুষ্য যুগল, ৪। চতুর্থে রজতমিশ্রিত ধাতু; স্ত্রীলোকের অলঙ্কার অথবা জলপাত্র; ৫। পঞ্চমে রক্তবর্ণ ফল, শ্বেত সর্ষপ, ধান্য অথবা কটু পত্র; ৬। ষষ্ঠে শ্যামবর্ণ মূল, বালক, চিত্রবেশ যুতা স্ত্রী অথবা খর্ব্বদেহী কদাকার পুরুষ; ৮। অষ্টমে রক্তবর্ণ বা দগ্ধ মুল, কণ্টকী পত্র; ৯। নবমে ঘোটকান্বিত মনুষ্য অথবা কাব্যামোদী স্ত্রীরত পণ্ডিত ব্যক্তি বুঝিবে।

৬। কন্যার প্রথম নবাংশে সর্পাকার জীব, জলচর, মৎস্য, অপদ অথবা সরীসৃপ জন্তু; ২। দ্বিতীয়ে মূল, শ্যামবর্ণ কষায় পত্র অথবা যবচূর্ণ; ৩। তৃতীয়ে বর্ত্তুলাকার সুবর্ণ অথবা চিত্র যুক্ত তাম্বূলাধার। ৪। চতুর্থে শৃঙ্গযুক্ত মেষ; রক্তবর্ণ দগ্ধ বা রোগান্বিত হরিণ। ৫। পঞ্চমে শ্বেতবর্ণ মূল ৬। ষষ্ঠে ধাতু বর্ত্তুলাকৃতি সুবর্ণ, স্ত্রীলোকের মালা বা চিত্রযুক্ত অলঙ্কার, ৭। সপ্তমে শ্বেত বা রক্তবর্ণ জলচর জীব অপদ চক্রাকার মস্তক বিশিষ্ট মৎস্য বা সর্পাদি; ৮। অষ্টমে সূক্ষ্ম শ্বেত বা রক্তবর্ণ মূল; ৯। নবমে ধাতু, পিত্তল, সুবর্ণ, চিত্রযুক্ত তাম্বূলাধার অথবা তৈলযুক্ত বর্ত্তি জানিবে।

৭। তুলার প্রথম নবাংশে শ্বেতধাতু, স্ত্রীলোকের বামাঙ্গের রজতালঙ্কার; ২। দ্বিতীয়ে রক্ত বা পিঙ্গলবর্ণ মূল, কটু দগ্ধ কণ্টকীপত্র, ৩। তৃতীয়ে ঘোটক বা মনুষ্য; ৪। চতুর্থে দীর্ঘদণ্ড

লৌহ, ভগ্ন ছিদ্রযুক্ত বা ভগ্ন কাংস্যময় যন্ত্র; ৫। পঞ্চমে সুদীর্ঘ তিক্তফল বা মূল, দগ্ধ ভাণ্ড অথবা পুষ্প; ৬। ষষ্ঠে জলচর কৃষ্ণবর্ণ জীব, বিপ্র যুগল বা বৃদ্ধ বৈষ্ণব; ৭। সপ্তমে তাম্র-মিশ্রিত স্বর্ণ, প্রবাল স্ফটিক অধাম্য ধাতু, অথবা হিঙ্গুল; ৮। অষ্টমে স্নিগ্ধ কটুরসাশ্রিত মূল, বাজ্য, ভূমি, লতাখণ্ড। ৯। নবমে শ্যামবর্ণ মনুষ্য দম্পতী বা দেবকার্য্যানুরত দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বুঝিযা লইবে।

৮। বৃশ্চিকের প্রথম নবাংশে বহুপদ জীব, জলচর, কর্কট, সর্প ও ভেক; ২। দ্বিতীয়ে শ্বেতবর্ণ মূল, কটুপত্র, তিক্ত ফল কষায় অথবা বৃক্ষত্বক; ৩। তৃতীয়ে সুবর্ণ তাম্রমিশ্রিত যন্ত্র অথবা চিহ্নসংযুক্ত পিত্তল; ৪। চতুর্থে শ্যামবর্ণ উত্তম দ্বিজ, অথবা ব্যাপিকা ভ্রষ্টা স্ত্রী; ৫। পঞ্চমে দগ্ধ শুষ্করক্তবর্ণ, তিক্ত বা কটু মূল অথবা ফল; ৬। ষষ্ঠে বর্ত্তুলাকার সুবর্ণমঞ্চস্থ দেবতা বা চিত্রযুক্ত চতুরস্র দ্রব্য; ৭। সপ্তমে চতুষ্পদ মৃগাদি জীব, বহুচর বৃক, ব্যাঘ্র অথবা জম্বুকী; ৮। অষ্টমে দীর্ঘতিক্ত মূল, যুগ্যফল অথবা কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রদলযুক্ত পুষ্প; ৯। নবমে বর্ত্তুলাকার স্বর্ণ অথবা পিত্তলময় জলাধার স্থির করিবে।

৯। ধনুর প্রথম নবাংশে সুবর্ণ, পিত্তল, স্বর্ণ বা রাঙ্গ; ২। দ্বিতীয়ে শ্বেত মূল বা শ্বেত পুষ্প, অথবা তিক্ত মধুর পত্র, ৩। তৃতীয়ে যুগল শ্যামবর্ণ জীব, স্ত্রী, যুবতী, কন্যা, গর্ভিণী অথবা তিনটী শিশু; ৪। চতুর্থে রৌপ্যময় জলাধার, রজতখণ্ড মুদ্রা অথবা প্রস্তরাদি; ৫। পঞ্চমে রক্ত,পাণ্ডুবর্ণ চতুরস্র মূল, কটু ফল, শুষ্ক পত্র ছিদ্রযুক্ত পুষ্প; ৬। ষষ্ঠে শ্যামবর্ণ অথবা চিত্ররতা যুবতী বা বালক; ৭। সপ্তমে রজতাঙ্গুরীয়ক, ৮। অষ্টমে তিক্ত কটু মিশ্রিত মূল, রক্ত পাণ্ডব পুষ্প বা দগ্ধ ধান্যাদি; ৯। নবমে ঘোটকাদি চতুষ্পদ জীব, অথবা দেবতাযুক্ত মনুষ্য বুঝাইবে।

১০। মকরের প্রথম নবাংশে ব্যাঘ্র, বৃক, জম্বুকাদি জীব অথবা নখ শৃঙ্গবান্ জলচর জন্তু; ২। দ্বিতীয়ে তিক্ত দীর্ঘ ছিদ্রযুক্ত মূল অথবা কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ কণ্টক; ৩। তৃতীয়ে পক্ষাকার বিচিত্র ছিদ্রসংযুক্ত সুবর্ণ জলাধার; ৪। চতুর্থে শৃঙ্গ এবং ক্ষুর চতুষ্টয়-যুক্ত গোরু, মহিষ, ছাগ, মেষ বা বন্যজন্তু; ৫। পঞ্চমে ক্ষার তিক্ত-সংযুক্ত স্নিগ্ধ মূল, অথবা ত্বক; ৬। ষষ্ঠে বর্ত্তুলাকৃত ছিদ্র সূত্রযুক্ত সুবর্ণ; ৭। সপ্তমে বর্ত্তুলাকার পদবিশিষ্ট জলচর জীব, ভূদেব অথবা নরদেব; ৮। অষ্টমে কটুতিক্ত রসাশ্রিত ফল বা পুষ্প, সূক্ষ্ম মূল, তৃণ, কাপাস বা সূত্রজ; ৯। নবমে বর্ত্তুলাকার রজতখণ্ড বা পিত্তলের চিত্রখণ্ড অনুমান করিবে।

১১। কুম্ভের প্রথম নবাংশে ছিদ্রযুক্ত রজতখণ্ড, মৃণ্ময় ভাণ্ডস্থ লৌহ দ্রব্যাদি; ২ দ্বিতীয়ে মূল বা সকণ্টক পত্র পুষ্প; ৩। তৃতীয়ে গৌরবর্ণ মনুষ্য, ঘোটক বা গাভী; ৪। চতুর্থে সছিদ্র ধাতুময় জলপাত্র, লৌহ অথবা দণ্ডসংযুক্ত সছিদ্র কাংস্যময় ভগ্ন দ্রব্য; ৫। পঞ্চমে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ তিক্ত মূল, অথবা বর্ত্তুলাকার মৃত্তিকা; ৬। ষষ্ঠে দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য, ৭। সপ্তমে তাম্র ও স্বর্ণঘটিত দ্রব্য, সূত্রবদ্ধ ছিদ্রবিশিষ্ট চতুরস্র প্রবাল; ৮। অষ্টমে গৃহস্থিত শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ মূল অথবা সূত্রসংযুক্ত নীবার, ধান্য বা সর্ষপ; ৯। নবমে নৃপ দ্বিজ গর্ভিণীনারী, দম্পতী বা পবিত্র শিশুসংকুল জীব বুঝিবে।

১২। মীনের প্রথম নবাংশে পরদেশাগত দুইটী পুরুষ বা দম্পতী; ২। দ্বিতীয়ে দগ্ধ, শুষ্ক বা রক্তবর্ণ মূল, মধুর শুষ্ক পত্র অথবা ভস্ম; ৩। তৃতীয়ে চতুরস্র রজত অন্যান্য বর্ত্তুলাকার পিত্তল; ৪। চতুর্থে যুগল মনুষ্য, গর্ভিণীনারী বা বালক যুগল; ৫। পঞ্চমে শুক্লরক্তবর্ণ চতুরস্র মূল, ধান্যাদি জলজ দ্রব্য, অথবা পঙ্কজ; ৬। ষষ্ঠে ধাতু, মুক্তামালা, প্রবাল অথবা

তাম্র ঘটিত স্বর্ণ; ৭। সপ্তমে বহুমনুষ্য, পরদেশগত যুগ্মা দুগ্ধবতী গাভী; ৮। অষ্টমে সূত্রযুগ্মমূল, কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যন্ন জন্তু অথবা কীটসূত্র; ৯। নবমে তাম্রমিশ্রিত সুবর্ণ, তাম্রাধার, অথবা পূজনদ্রব্য জ্ঞান করিবে।

দ্রেক্কাণ-দ্বারা চোরজ্ঞান।

নিম্নে যে সকল দ্রেক্কাণ-ফল লিখিত হইতেছে, ইহা জাতক প্রকরণেও প্রয়োগ করা যায়। চৌর্য্যগণনায় প্রশ্নলগ্নের দ্রেক্কাণানুসারে যেরূপ চোরের স্ত্রী, পুরুষ আকার প্রকার ও স্বভাবাদি অবধারণ করা যাইতেছে, জাতক-গণনায় জাতকের জন্মলগ্নের দ্রেক্কাণ দ্বারাও তদ্রূপ জ্ঞান করিতে হয় অর্থাৎ জাতব্যক্তি লগ্নের যে দ্রেক্কাণে জন্মগ্রহণ করে, তদনুসারে তাহার স্ত্রী বা পুরুষত্ব আকার প্রকার ও স্বভাবাদি জানিতে পারা যায়।

১। মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি পুরুষ, তাহার কটিদেশে শুক্ল বস্ত্র বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহার বর্ণ কৃষ্ণ, ক্রোধী, বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ, ভীষণস্বভাব, কুঠার ধারী ও রক্তচক্ষু হইয়া থাকে।

২। মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে রক্তবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রী, সে ভোজনীয় দ্রব্যে লালাসান্বিত, কুম্ভোদরী, অশ্বমুখী, পিপাসাযুক্ত এবং খঞ্জা হইবে।

৩। মেষের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ক্রূর, চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞ করিলে বর্ণ, সদাকর্ম্মাভিলাষী নিয়ম-রক্ষায় অসমর্থ, উদ্যত দণ্ডহস্ত, রক্তবস্ত্রপরিধানপ্রিয় এবং ক্রোধী হইয়া থাকে।

১। বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রীর কেশ কুঞ্চিত ও উদর কুম্ভাকৃতি, সে দগ্ধবস্ত্র পরিহিতা, পিপাসান্বিতা, পান

ভোজন ও অলঙ্কার প্রিয়া হইবে। ২। বৃষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষ কৃষি ধান্য গৃহ এবং ধেনু প্রিয় চতুঃষষ্টি কালজ্ঞ, পণ্ডিত, লাঙ্গল ও শকটচালনে পটু, বৃষস্কন্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, ছাগমুখ ও মলিনবস্ত্রধারী হইয়া থাকে।

৩। বৃষের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষের শরীর হস্তী-সদৃশ বৃহৎ, দন্ত পাণ্ডুবর্ণ, চরণ বৃহৎ, বর্ণপিঙ্গল এবং সে মেষ ও মৃগমাংস লোলুপ হয়।

১। মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রী সূচীকার্য্য নিপুণ, সুন্দরী, আভরণ প্রিয়া, সন্তানহীনা,সদা ঊর্দ্ধে হস্তরাখিতে অভি-লাষিণী, ধাতুমতী অথবা কামার্ত্তা হইবে।

২। মিথুনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষ উদ্যানবাসী কবচ ও ধনুর্দ্ধারী, বলবান্, অস্ত্রধারী পক্ষীর ন্যায় মুখ, ক্রীড়া, পুত্র, অলঙ্কার ও অর্থচিন্তায় সদা অনুরক্ত হয়।

৩। মিথুনের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ ; ঐ পুরুষ অলঙ্কার ভূষিত, রত্নযুক্ত বাহু, তূণ, কবচ ও ধনুর্দ্ধারী, নৃত্যবাদ্যাদি বিদ্যায় বিদ্বান্ এবং পরিহাসপটু হইবে।

১। কর্কটের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ, সেই পুরুষের শরীর হস্তীর ন্যায়, ফলমূল পত্রধারী শূকরমুখ হয় এবং মলয় কানন বাস প্রিয় হইয়া থাকে।

২। কর্কটের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রী মস্তকে পদ্ম ও সর্পযুক্তা, কর্কশ, পূর্ণযৌবনা কাননে রোদনশীলা এবং পলাশ বৃক্ষশাখাশ্রিতা হয়।

৩। কর্কটের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ ; সেই পুরুষ সুবর্ণা-লঙ্কারে ভূষিত,চিপিট মুখ এবং সে স্ত্রীর আভরণ জন্য সর্প বেষ্টিত হইয়া যানারোহণে সমুদ্র-যাত্রা করিবে।

১। সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ ঐ পুরুষ মলিনবস্ত্রধারী

পিতৃমাতৃ বিয়োগ বিধুর এবং সে মলিন বস্ত্র ধারণে শাল্মলী বৃক্ষোপরি পক্ষী, শৃগাল ও কুক্কুরের ন্যায় রোদন করিবে।

২। সিংহের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষের অশ্বসদৃশ আকার, মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ মালাযুক্ত, কৃষ্ণাকার চর্ম্ম ও কম্বলধারী দুর্বাসদ ধনুর্দ্ধর এবং তাহার নাসার অগ্রভাগ নত হয়।

৩। সিংহের তৃতীয় দ্রেক্কাণে ও পুরুষ উহার ভল্লুকসদৃশ মুখ, বানরের ন্যায় স্বভাব, দণ্ডফল ও আমিষভোগী তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কুটীলকুন্তল হইয়া থাকে।

১। কন্যার প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রী পুষ্পপূর্ণিত কুম্ভ-ধারিণী, মলিন বস্ত্রপরিহিতা, বস্ত্র ও অর্থাভিলাষিণী এবং গুরুকুল-গামিনী হয়।

২। কন্যার দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ; ঐ পুরুষের হস্তে লেখনী, বর্ণ শ্যাম, মস্তক বস্ত্রবেষ্টিত হইবে, সে আয়ব্যয় কার্য্যরত, মহা ধনুর্দ্ধারী এবং লোমশ হইয়া থাকে।

৩। কন্যার তৃতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রী গৌরবর্ণা, ধৌত-পট্টবস্ত্রাচ্ছাদিত, অতিশয় উচ্চা কুম্ভ ও দর্ব্বী হস্তা ও দেবালয় গমনোদ্যতা হয়।

১। তুলার প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষ পথিমধ্যে তুল-দণ্ড ধারণে বাণিজ্যাদি কার্য্য ও স্বর্ণরত্নাদি ছেদনে অস্ত্র ধারণ করিবে ও তুলকার্য্যপটু হইবে।

২। তুলার দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষের পক্ষী সদৃশ মুখ, স্ত্রীপুত্রানুরক্ত হইয়া থাকে।

৩। তুলার তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষ স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত স্বর্ণ তূণ এবং বর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া বনে মৃগদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে, সে মৎস্য মাংস প্রিয় ও তাহার বানরের ন্যায় রূপ হইবে।

১। বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী, বস্ত্রাভরণবর্জ্জিতা স্থানচ্যুতা, মনোরমা হইবে এবং সমুদ্রমগ্ন হইলেও কূলে আসিয়া জীবনরক্ষায় সমর্থা হইবে।

২। বৃশ্চিকের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রী সুখাভিলাষিণী, স্বামীর জন্য ভুজগাবৃতদেহ এবং কচ্ছপ ও কলসের ন্যায় দেহ হইবে।

৩। বৃশ্চিকের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষের বিস্তীর্ণ এবং চিপিট ও কচ্ছপের ন্যায় মুখ হইবে, কুক্কুর, মৃগ, বরাহ এবং শৃগাল প্রভৃতি জন্তু উহাকে দেখিলে ভীত হইবে এবং নিজে প্রতাপান্বিত হইবে।

১। ধনুর প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষের মনুষ্যের ন্যায় মুখ ও অশ্বসদৃশ দেহ হইবে এবং সে আশ্রমস্থ হইয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তপস্বীগণের এবং যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যাদির রক্ষা করিবে।

২। ধনুর দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রী মনোরমা চম্পক পুষ্পের ন্যায় সুবর্ণা, আসনোপবেশন প্রিয়, মধ্যম রূপা ও রত্নযুক্তা হইবে।

৩। ধনুর তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষের স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, শ্মশ্রু দীর্ঘ, সে দণ্ডধারী হইবে আসনে উপবিষ্ট থাকিবে এবং মৃগচর্ম্ম ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিবে।

১। মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষ রোমযুক্ত তাহার মকরের ন্যায় দন্ত শূকরের ন্যায় দেহ এবং সে যোত্র ও জালবন্ধন রজ্জুধারী হইবে।

২। মকরের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী, ঐ স্ত্রী কলাভিজ্ঞা, পদ্ম পত্রের ন্যায় আয়ত চক্ষু, শ্যামবর্ণা, চিত্রবিচিত্র রঙ্গের বস্ত্র প্রিয় হইবে এবং তাহার কর্ণের অলঙ্কার লৌহময় হইবে।

৩। মকরের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ, ঐ পুরুষের

কিন্নরের ন্যায় দেহ হইবে; কম্বল, তূণ ধনু এবং কবচযুক্ত থাকিবে, আর ঐ পুরুষ তাহার স্কন্ধদেশে রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র কলস ধারণ করিবে।

১। কুম্ভের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ। ঐ পুরুষ, ঘৃত, মদ্য, জল এবং ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইবে; সে কম্বল ও চর্ম্মধারী হইবে ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিবে এবং তাহার মুখ গ্রীধ্রতুল্য হইবে।

২। কুম্ভের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী; ঐ স্ত্রী বন হইতে দগ্ধ শকটে লৌহ আহরণ করিবে এবং মলিন বস্ত্র পরিধান ও মস্তকে ভাণ্ড ধারণ করিবে।

৩। কুম্ভের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ; ঐ পুরুষ শ্যামবর্ণ, কর্ণে লোমযুক্ত হইবে, মস্তকে কিরীট ধারণ করিবে এবং পত্রত্বক, নির্য্যাস ও ফলযুক্ত লৌহ-ভাণ্ডধারী হইবে।

১। মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ; ঐ পুরুষ যজ্ঞের ভাণ্ড মুক্তা, মণি, শঙ্খ এবং অলঙ্কার ধারণ করিবে এবং তাহার স্ত্রী অলঙ্কারের জন্য নৌকারোহণে সমুদ্র-যাত্রা করিবে।

২। মীনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী; ঐ স্ত্রী অতিশয় উচ্চ ধ্বজা-পতাকা-যুক্ত নৌকায় সপরিবারে সমুদ্র গমন করিবে এবং তাহার স্বর্ণ সদৃশ বর্ণ হইবে।

৩। মীনের তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ; সেই পুরুষ গর্ত্তসমীপে অঙ্গে সর্প বেষ্টন করিয়া এবং বস্ত্রবিহীন হইয়া থাকিবে। সে চৌর ও অনলকর্ত্তৃক ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বনে রোদন করিবে।

দ্রেক্কাণাধিপতি স্ত্রীগ্রহ হইয়া যদি দুর্ব্বল হয় এবং লগ্নাধিপতি গ্রহ যদি পুরুষ হয় কিম্বা যদি লগ্নে পুরুষগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে, স্ত্রী দ্রেক্কাণেও পুরুষ জন্মে, এবং বলবান্ স্ত্রীগ্রহ যদি লগ্নে অবস্থিতি করে, অথবা লগ্নে যদি স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি থাকে

তাহা হইলে, পুরুষ দ্রেক্কাণেও স্ত্রী জন্মিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মিলে এবং পুরুষ দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মিলে উক্ত স্ত্রী পুরুষ দ্রেক্কাণাধিপতি গ্রহের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

চোরশরীরে চিহ্নাদি জ্ঞান।

লগ্নাদি দ্বাদশ রাশির প্রথম দ্রেক্কাণে গ্রহ থাকিলে, জাত বালকের কিম্বা প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির শরীরে মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, নাসা, কপোল, হনু, ও মুখে চিহ্ন থাকা জানিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে হইলে কণ্ঠ, স্কন্ধ, হস্ত, পার্শ্ব, হৃদয়, কটি ও নাভিস্থলে চিহ্ন জ্ঞান করিবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে হইলে বস্তি, শিশ্ন, গুহ্য, মুষ্ক, উরু, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে চিহ্ন অনুমান করিবে।

'চিহ্ন' বলিলে তিল, মাংস বৃদ্ধি জটুল ও বিস্ফোটক প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হইবে। যদি চন্দ্র চিহ্নকারক হয়, তবে তিল, আর পূর্ণ চন্দ্র হইলে মাংসবৃদ্ধি অর্থাৎ আব বুঝিবে। যদি সূর্য্য চিহ্ন কারক হয়, তবে জটুল চিহ্ন থাকিবে এবং মঙ্গল চিহ্নকারক হইলে দেহে স্ফোটক চিহ্ন থাকিবে।

চোরের সংশ্রবজ্ঞান।

প্রশ্নলগ্ন স্থিররাশি হইলে বন্ধুবর্গ চোর, চর রাশি-হইলে অপর ব্যক্তি এবং দ্ব্যাত্মক রাশি হইলে পার্শ্বস্থ ব্যক্তি চোর অবধারিত করিতে হইবে।

স্থির লগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ লগ্নে অথবা এই সকল রাশির নবাংশে বা বর্গোত্তম লগ্নে প্রশ্ন হইলে অপহৃত বস্তু আপনার আত্মীয়কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে এবং সেই বস্তু সেই স্থানেই আছে। ইহার বিপরীত হইলে অপর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া দ্রব্য স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং বর্গোত্তম ভিন্ন দ্ব্যাত্মক লগ্নে প্রশ্ন

হইলে পার্শ্বস্থ ব্যক্তি সেই বস্তু অপহরণ করিয়া নিকটেই রাখিয়াছে জানিবে।

লগ্নস্বামী লগ্নকে নিরীক্ষণ করিলে আপনার কুটুম্ব চোর; যদি লগ্নাধিপতির মিত্র গ্রহ লগ্নকে দর্শন করে, তাহা হইলে আপনার মিত্র চোর এবং প্রশ্নকালে লগ্নের ষড়্‌বর্গাধিপতি যে কোন গ্রহ লগ্ন স্বামীর শত্রু হইবে, সে যদি ঐ লগ্নকে দর্শন করে, তবে অপর ব্যক্তি চোর জানিবে।

প্রশ্নলগ্ন রবি ও চন্দ্র এতদুভয় গ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, গৃহবাসী ব্যক্তি চোর; এই উভয় গ্রহের মধ্যে লগ্নে একটী গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, প্রতিবেশী চোর জানিতে হইবে।

যদি রবি ও চন্দ্র লগ্নকে বা লগ্ন-স্বামীকে দর্শন করে, তাহা হইলে গৃহস্বামী চোর নিশ্চয় করিবে।

রবি ও চন্দ্র আপনাপন রাশিতে অবস্থিতি করিয়া যদি লগ্নকে দর্শন করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পরিজনদিগের মধ্যে কেহ চুরি করিয়াছে।

প্রশ্নসময়ে যদি রবি ও চন্দ্র উভয়ে একত্র দ্ব্যাত্মক রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে চোর গৃহবাসী ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে যেখানে অপহৃত দ্রব্য ছিল, তাহাতে প্রবেশ করিয়া চুরি করিয়াছে জানিবে।

প্রশ্নকালে যদি সপ্তম গৃহাধিপতি গ্রহ লগ্নের দ্বিতীয় অথবা দশম স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে গৃহস্বামীর অর্থাৎ যাহার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে তাহার দাস দাসী দিগের মধ্যে কেহ না কেহ চুরি করিয়াছে জানিতে হইবে।

সপ্তমাধিপতি গ্রহ পুরুষ গ্রহ হইলে, চোর দাস এবং স্ত্রী গ্রহ হইলে, চোর দাসী হইবে।

যদি সপ্তম গ্রহের অধিপতি পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া

কেন্দ্রস্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে কোন বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যক্তি চুরি করিয়াছে বিবেচনা করিবে। যদি ঐ সপ্তম স্থানের অধিপতি গ্রহ কোন শুভ গ্রহের সহিত মিলিত হইয়া কেন্দ্রস্থানে অবস্থান করে, তাহাহইলে নিশ্চয় করিবে যে চোর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ নহে। যদি সপ্তম গৃহাধিপতি অষ্টম গৃহে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে চোর মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে জানিবে।

যদি চন্দ্র সপ্তম গৃহের অধিপতি হয়, তাহা হইলে মাতা চুরি করিয়াছেন, রবি ঐ গৃহের অধিপতি হইলে পিতা, শুক্র ঐ গৃহাধিপতি হইলে পত্নী, শনি হইলে ভৃত্য চুরি করিয়াছে, বিবেচনা করিবে।

যদি বৃহস্পতি সপ্তম গৃহাধিপতি হয় তাহা হইলেও গৃহস্বামী চোর, মঙ্গল হইলে ভ্রাতা, পুত্র, মিত্র অথবা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ চোর অবধারিত করিবে।

অপহৃত দ্রব্যের অবস্থিতিজ্ঞান।

যদি লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হয়, তবে অপহৃত বস্তু দ্বারদেশে আছে এবং প্রশ্ন সময়ে লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ হইলে উহা গৃহমধ্যে আছে এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে, উহা গৃহের বাহিরে আছে জানিবে।

বৃশ্চিক রাশি যদি লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানে হয়, তাহা হইলে অপহৃত দ্রব্য ভূমিতে প্রোথিত আছে, মীন ও মকর রাশি লগ্ন হইতে চতুর্থে হইলে উহা জল মধ্যে নিমজ্জিত আছে। ধনু রাশি প্রশ্নলগ্ন হইতে চতুর্থে হইলে হৃতদ্রব্য আপনালয়ে আছে, সিংহ রাশি চতুর্থে হইলে গৃহমধ্যে আছে, মেষ রাশিচতুর্থে হইলে অগ্নি সমীপে ও দৃঢ় ভূমিমধ্যে আছে, বৃষ রাশি চতুর্থে হইলে

মহিষী স্থানে, গোস্থানে বা অন্য স্থানে আছে, কন্যা রাশি চতুর্থে হইলে ক্ষেত্রে ধান্য সমীপে আছে, মকর রাশি চতুর্থ হইলে জল সমীপে আছে, তুলা, মিথুন অথবা কুম্ভ রাশি চতুর্থে হইলে হৃতবস্তু গৃহে অথবা ভূমিগত হইয়াছে জানিবে।

অপহরণ-কালজ্ঞান।

যদি প্রশ্নলগ্নে রবির দৃষ্টি থাকে, তবে দিবসে, চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে রাত্রিকালে দ্রব্য হারাইয়াছে বা চুরি গিয়াছে বলিবে। যদি চন্দ্র বা সূর্য্য উভয় গ্রহ প্রশ্নলগ্নকে দৃষ্টি না করে, তাহা হইলে সন্ধ্যাকালে জানিবে। যদি সূর্য্যের বলাধিক্য তাহা হইলে প্রাতঃসন্ধ্যা আর চন্দ্রের বলাধিক্য হইলে সায়ংসন্ধ্যা বুঝা যাইবে।

নষ্ট দ্রব্যের অবস্থান দিক্ জ্ঞান।

কেন্দ্রে রবি থাকিলে অপহৃত দ্রব্য পূর্ব্বদিকে, শুক্র থাকিলে অগ্নিকোণে, মঙ্গল থাকিলে দক্ষিণদিকে, রাহু থাকিলে নৈঋত কোণে, শনি থাকিলে পশ্চিম দিকে, চন্দ্র থাকিলে বায়ুকোণে বুধ থাকিলে উত্তর দিকে আর বৃহস্পতি থাকিলে ঈশানকোণে আছে জানিবে। যদি প্রশ্ন লগ্নের কেন্দ্রে একাধিক গ্রহ থাকে তবে যে গ্রহ বলবান্ হইবে, সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সেই দিকেই নষ্ট দ্রব্য আছে বলিয়া জানিতে হইবে।

যদি কেন্দ্রে কোন গ্রহ না থাকে, তবে লগ্ন অবলম্বন করিয়া দিঙনিরূপণ করিবে অর্থাৎ যদি মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য পূর্ব্বদিকে আছে; যদি বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্নে প্রশ্ন হয়, তবে নষ্ট দ্রব্য দক্ষিণে; মিথুন তুলা ও কুম্ভলগ্নে হইলে পশ্চিমে; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে হইলে উত্তর দিকে আছে বুঝা যাইবে। ঐ নষ্ট দ্রব্য কত দূরে আছে, জানিতে হইলে, যে লগ্নে প্রশ্ন হইবে, তাহার প্রথম চারি নবাংশ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পঞ্চম নবাংশ হইতে গণনা করিয়া যে নবাংশে প্রশ্ন হইয়াছে, তাহা যত সংখ্যক নবাংশ হইবে, তত যোজন অন্তরে নষ্ট বস্তু আছে জানিতে হইবে। প্রথম নবাংশ হইতে পঞ্চম নবাংশ পর্য্যন্ত নষ্ট বস্তু স্বদেশের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দিকে আছে ইহা নিশ্চয় করিবে।

নষ্ট দ্রব্য পাওয়া যাইবে কি না।

প্রশ্ন লগ্নে অথবা শীর্ষোদয় লগ্নে চন্দ্র থাকিলে অথবা শুভ গ্রহকর্ত্তৃক আলোকিত হইয়া যদি তাহাতে শুভগ্রহ অবস্থিতি করে, কিম্বা একাদশ স্থানে বলবান্ শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে নষ্ট দ্রব্য লাভ হয়।

প্রশ্ন লগ্নের কেন্দ্রে যদি বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকে, তাহা হইলে নষ্ট দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আর যদি ঐ বুধাদি গ্রহের একটী মাত্র কেন্দ্রে থাকে, তাহা হইলে নষ্ট দ্রব্যের কিয়দংশ পাওয়া যায়।

যদি চন্দ্র ব্যয় অর্থাৎ দ্বাদশ স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে লগ্ননাথের সহিত অবস্থিতি করে, তবে যত্নে পরের সাহায্যে হৃতদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রোগ-বিষয়ক প্রশ্ন।

প্রশ্নলগ্নে ক্রূর গ্রহ থাকিলে বৈদ্যকৃত ঔষধে রোগ বৃদ্ধি পাইবে, আর লগ্নে শুভগ্রহ থাকিলে বৈদ্য কৃত ঔষধে রোগ নিবৃত্তি পাইবে।

রোগবিষয়ক প্রশ্নকালে যদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগে রোগ বৃদ্ধি হইবে, এবং শুভগ্রহ থাকিলে রোগমুক্তি জানা যাইবে। লগ্নের চতুর্থ ও দশম স্থানস্থিত শুভাশুভ গ্রহদ্বারা রোগমুক্তি প্রশ্নের শুভাশুভ জানা যাইবে।

লগ্নের চতুর্থ স্থানে রাহু ও শনির দৃষ্টি থাকিলে রোগশান্তির জন্য যে ঔষধ প্রয়োগ করিবে, সেই ঔষধ বিষের ন্যায় অপকারী হয়, আর ঐ চতুর্থ স্থানে যদি শনি ও মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে রোগীকে কটু মূলজ ঔষধ সেবন করাইবে।

প্রশ্ন লগ্নের চতুর্থ স্থানে মঙ্গল থাকিলে ভস্মীভূত ঔষধে রোগ নষ্ট করিবে, আর মঙ্গল ও রবি থাকিলে, তাম্রঘটিত, শনি থাকিলে রঙ্গ-অভ্র-লৌহঘটিত, শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে রৌপ্যঘটিত অথবা পারদমিশ্রিত, বৃহস্পতি থাকিলে স্বর্ণঘটিত অথবা হরিতাল ও গন্ধকমিশ্রিত ঔষধে রোগ নিবারণ জানা যায়। মিশ্র অর্থাৎ উক্ত দুই তিন গ্রহ প্রশ্ন লগ্নের চতুর্থে থাকিলে দুই তিন প্রকার ঔষধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে রোগ নিবৃত্তি হইবে। প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ স্থানে শুক্র থাকিলে অহিফেন অর্থাৎ আফিং, রবি ও মঙ্গল থাকিলে ফল মিশ্রিত ঔষধ সেবনে করাইয়া রোগ মোচন করা যাইতে পারিবে।

প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ স্থানে রাহু বা কেতু থাকিলে উগ্রবীর্য্য ঔষধে, শুক্র ও বুধ থাকিলে তৈলসেবনে রোগমুক্ত হইবে।

লগ্নাধিপতি যে গৃহে থাকিবে, সেই গৃহের ও লগ্নের দুই পার্শ্বে যত সংখ্যক গ্রহ থাকে, প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির শরীরে তত সংখ্যক রোগ আছে, জানা যাইবে।

প্রশ্ন লগ্নের পূর্ব্ব বা পর রাশিতে শনি থাকিলে রক্তরোগ ও গ্রহণী, বুধ থাকিলে অজীর্ণ ও কফ-রোগ জানিবে।

প্রশ্ন লগ্নের ও লগ্নাধিপতির পূর্ব্ব বা পর রাশিতে শুক্র থাকিলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির শরীরে প্রমেহ, শোথ, বহুমূত্র, মুষ্কবৃদ্ধি (কুরন্দ) প্রভৃতি রোগ আছে নিশ্চয় করিবে। এইরূপ মঙ্গল ও রবি থাকিলে ব্রণ, জ্বর, বায়ু-রোগ, রক্ত-দোষ ও দাহ-রোগ জ্ঞান করিবে।

প্রশ্ন লগ্নের অষ্টম স্থানে রবি ও মঙ্গল থাকিলে কুষ্ঠ-রোগ, রাহু ও রবি থাকিলে বাত-রোগ, ঐরূপ রাহু, রবি ও মঙ্গল থাকিলে গলিতকুষ্ঠ, রাহু ও শনি থাকিলে বর্ণক্ষয় ইত্যাদি-রোগ অবধারিত করিবে।

প্রশ্নলগ্নের অষ্টম স্থানে শনির দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে অঙ্গহানি ও উন্মাদ-রোগ জানিতে হইবে। ঐরূপে মঙ্গল, রাহু ও রবি থাকিলে লিঙ্গরোগ; শুক্র থাকিলে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানি ও বিকজ প্রভৃতি রোগের কথা জানা যাইবে।

প্রশ্ন লগ্নের সপ্তম অথবা অষ্টমে চন্দ্র থাকিলে যদি ঐ চন্দ্র দুর্ব্বল হয় ও তাহার প্রতি শনি ও কেতুর দৃষ্টি বা যোগ থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির কাশরোগ অনুমান করিতে হইবে।

প্রশ্নকালে শনি লগ্নে এবং রাহু কেতু থাকিলে পার্শ্ব রোগ জ্ঞান করিবে।

প্রশ্নলগ্নের অষ্টম স্থানে রবি থাকিলে পিত্তপ্রকোপিত রোগ জানিবে, আর ইহাতে যদি চন্দ্র পাপগ্রহের মধ্যগত হয়, তবে ঐ রোগে সন্নিপাত উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয়।

শনি, রাহু, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এই সকল গ্রহ প্রশ্ন-লগ্নকে নিরীক্ষণ করিলে এবং ঐ সময়ে চন্দ্র দুর্ব্বল থাকিলে রোগে জীবন সংশয় হয়।

প্রশ্নলগ্নের ষষ্ঠ স্থান চররাশি হইলে রোগী গমনাগমনে সমর্থ থাকে, কিন্তু বাক্‌শক্তিরহিত হয়। ঐ ষষ্ঠ স্থান স্থির লগ্ন হইলে রোগী সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকিবে।

প্রশ্নলগ্নের অষ্টম স্থান চর রাশি হইলে রোগী বিদেশে থাকে, ঐ অষ্টম স্থান দ্ব্যাত্মক রাশি হইলে স্বদেশ বা বিদেশ উভয় স্থানেই রোগীর অবস্থান সম্ভাবিতে পারে।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয় ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকিলে রোগীর

সুখ এবং ঐ সকল স্থানে ও সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নের সপ্তম চতুর্থ ও দশম স্থানে সকল পাপগ্রহ থাকিলে সেই পীড়ায় নিশ্চয় রোগীর মৃত্যু জানিবে।

প্রশ্নলগ্নে চন্দ্র, দ্বাদশ স্থানে শনি ও মঙ্গল, চতুর্থ স্থানে রবি থাকিলে এবং বৃহস্পতি দুর্ব্বল হইলে রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

প্রশ্নকালে রবি যদি শত্রু গৃহে বা আপন ক্ষেত্রে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র দশমে স্থানেতে হয় তাহা হইলে বিষম রোগ এবং তাহার তৃতীয় দিবসে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রশ্নকালে লগ্ন, পঞ্চম, তৃতীয় ও চতুর্থ এই সকল স্থানে সমস্ত পাপ গ্রহ অবস্থিতি করিলে, অষ্টম দিবসে রোগীর রোগ মুক্তি বা মৃত্যু হয়।

প্রশ্নলগ্নের সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ অবস্থান করিলে, যদি ঐ স্থান ধনু কিম্বা মিথুন রাশি হয়, তবে সুস্থ ব্যক্তির রোগ এবং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হয়।

জয়-পরাজয়-বিচার।

প্রশ্ন লগ্ন, তাহার সপ্তম বা দশম স্থানে শুভ গ্রহ থাকিলে, রাজার জয়লাভ, মঙ্গল ও শনি নবম স্থানস্থ হইলে পলায়ন এবং বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র নবমে থাকিলে বিজয় হয়।

প্রশ্ন লগ্নের তৃতীয় স্থান হইতে অষ্টম স্থান পর্য্যন্ত ছয়টি ক্ষেত্রের সংজ্ঞা পৌর এবং লগ্নের নবম স্থান অবধি দ্বিতীয় স্থান পর্য্যন্ত ছয়টী ক্ষেত্রের সংজ্ঞা যায়ী। পৌর স্থান শুভ গ্রহযুক্ত হইলে নগরবাসীর জয় এবং যায়ী স্থান শুভগ্রহ যুক্ত হইলে গমনকারীর শুভ হয়। লগ্নের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে পাপ গ্রহ থাকিলে পুরবাসীর অনিষ্ট ও গমনকারীর ইষ্ট হয়।

শুভাশুভ বিচার।

লগ্নের চতুর্থ সপ্তম, দশম, নবম অথবা পঞ্চম স্থানে শুভ গ্রহ থাকিলে এবং পাপগ্রহ যদি কেন্দ্র ও অষ্টম স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকে, তাহা হইলে সকল প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হয়। ইহার বিপরীত হইলে, সকল কার্য্যেরই হানি হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বা একাদশ স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির লাভ এবং পাপগ্রহ থাকিলে হানি হয়। তুলা, কন্যা, মিথুন ও কুম্ভ এই চারিটী রাশিতে শুভ গ্রহ থাকিলে শুভ হয়।

প্রশ্নলগ্নের সপ্তম ও দশম স্থানে শুভ গ্রহ থাকিলে লাভ হয়, দ্বিতীয় বা পঞ্চম স্থানে থাকিলে মণি ও অর্থ লাভ হয়, একাদশ ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকিলে শুভ হয় না। লগ্নে বা লগ্নের দশমে চন্দ্র থাকিলে মন্দ হয়।

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম, একাদশ, ষষ্ঠ বা তৃতীয় স্থানে চন্দ্র থাকিলে ও তাহাতে বৃহস্পতি দৃষ্টি করিলে প্রশ্নকর্ত্তার স্ত্রীর শুভফল লাভ হয়। প্রশ্নলগ্নে ও উহার তৃতীয়, নবম, পঞ্চম বা অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে কার্য্যহানি, অর্থহানি এবং ভীতিসঞ্চার হয়। কিন্তু, এই সকল স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নে বা উহার সপ্তম অষ্টম বা পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে ও শুভগ্রহকর্ত্তৃক তাহারা পরিদৃষ্ট হইলে এবং লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকিলে রোগীব্যক্তির পীড়া নষ্ট হয়।

প্রবাস-বিচার।

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয় তৃতীয় বা পঞ্চম স্থানে কোন গ্রহ থাকিলে

দূরাগত ব্যক্তির আগমন হয়; ঐ স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে নষ্ট দ্রব্যেরও লাভ হইয়া থাকে, এবং বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে প্রবাসী অতিশীঘ্র গৃহে গমন করে।

যদি প্রশ্নলগ্নের ষষ্ঠ বা সপ্তম স্থানে কোনও গ্রহ থাকে এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ হয় কিম্বা নবম বা পঞ্চম স্থানে বুধ বা শুক্র থাকে, তাহা হইলে প্রবাসী সত্বর গৃহগমন করিয়া থাকে।

প্রশ্নলগ্নের অষ্টম স্থানে চন্দ্র অবস্থিতি করিলে ও কেন্দ্রস্থানে কোনও পাপগ্রহ না থাকিলে প্রবাসী সুখে গৃহাগত হয় এবং ঐ কেন্দ্রস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে, ধনাদি লাভযুক্ত হইয়া গৃহে আইসে।

মেষ, বৃষ, কর্কট, মকর, ধনু বা মীনরাশি যদি প্রশ্নলগ্ন হয় এবং তাহাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে প্রবাসীর বধ বা বন্ধন জন্মিবে। পাপগ্রহ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি লগ্নের তৃতীয় স্থানে থাকে, তাহা হইলে, প্রবাসী একদেশ হইতে অন্য দেশে গমন করে, কিম্বা পাপগ্রহ লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে থাকে, তবে প্রবাসীর মৃত্যু হয় অথবা কেন্দ্রে অবস্থিতি করে, তবে প্রবাসীর দ্রব্যাদি সমস্ত অপহৃত হয়।

প্রশ্নলগ্ন হইতে যত সংখ্যক রাশিতে পূর্ব্বোল্লিখিত কারণভূত গ্রহ অবস্থিতি করে, তত সংখ্যা দ্বারা দ্বাদশ রাশি অর্থাৎ কয়টী অঙ্ক গুণিত করিয়া গুণফল যাহা হইবে, সেই পরিমিত দিবসের মধ্যে প্রবাসী গৃহে আগমন করে। যদি বক্রগামী হয়, তবে ঐ সংখ্যক দিনের মধ্যে প্রবাসীর দেশে আগমন হইবে না।

নানা বিষয়-বিচার।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা একাদশ স্থানে শনি থাকিলে পুত্র এবং অন্যত্র থাকিলে কন্যা জন্মে। প্রশ্নলগ্নের

দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, বা দ্বাদশ স্থানে শনি অবস্থিতি করিলে, বরের কন্যা লাভ হয় এবং বিষম স্থানে থাকিলে কন্যা-লাভ হয় না।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ বা ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র অবস্থিতি করে এবং বৃহস্পতি রবি বা বুধকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় অথবা শুভ গ্রহকেন্দ্রে বা ত্রিকোণে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে।

শুক্র বা শনি যদি রবির বা চন্দ্রের সপ্তম স্থানে কিম্বা প্রশ্ন-লগ্নের চতুর্থ বা অষ্টম স্থানে, অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবে।

কর্কট, মকর বা মীন, রাশিতে যদি শুভগ্রহ অবস্থিতি করে, কিম্বা শুক্লপক্ষের অর্দ্ধমাস সময়ে কোন শুভগ্রহ জল রাশিস্থ হইয়া লগ্নের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা কেন্দ্র স্থানে থাকে অথবা চন্দ্র জল-রাশিস্থ হইয়া লগ্নে অবস্থিতি করে, তবে বৃষ্টি হইবে।

প্রশ্নলগ্ন যদি মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু, সিংহ, কুম্ভ বা কোন বলবান রাশি হয় এবং তাহাতে পুরুষ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে পুরুষ জন্মিবে। যদি যুগ্ম রাশি লগ্ন হয় ও তাহাতে স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। প্রশ্নলগ্নে বুধ অবস্থিতি করিলে, স্ত্রীর প্রসব হয় নাই, এপর্য্যন্ত গর্ভিণী আছে, বুঝাইবে।

প্রশ্নলগ্নে যদি বালচন্দ্র বা বুধ দৃষ্টি করে, কিম্বা অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে কুমারী, শনি হইলে বৃদ্ধা, সূর্য্য ও বৃহস্পতি হইলে প্রসূতা এবং মঙ্গল ও শুক্র থাকিলে কর্কশা স্ত্রী বুঝাইবে। এইরূপে পুরুষের বয়ঃক্রমও গণনা দ্বারা অবগত হইবে।

নেপোলিয়নের অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যথা,—১। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কিনা? ২। আমার সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব কিনা? ৩। উপস্থিত কার্য্যে আমার লাভ কি ক্ষতি হইবে? ৪। আমাকে কি বিদেশে বাস করিতে হ[ইবে]? ৫। প্রবাসী ব্যক্তি কি বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হই[বে]? ৬। আমার হৃত বিষয় পুনঃপ্রাপ্ত হইব কি না? ৭। [আমা]র বন্ধু আমার সহিত সত্য ব্যবহার করিবেন কি না? ৮। আমাকে কি পর্য্যটনে যাত্রা করিতে হইবে? ৯। এই ব্যক্তি কি আমাকে ভালবাসে ও সমাদর করে? ১০। এই বিবাহ কি শুভজনক হইবে? ১১। আমার কিরূপ (প্রশ্নকর্ত্তা পুরুষ হইলে) ভার্য্যা, (স্ত্রীলোক হইলে) ভর্ত্তা হইবে? ১২। গর্ভিণীর পুত্র না কন্যা সন্তান হইবে? ১৩। রোগী পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবে কি না? ১৪। বন্দী মুক্তি লাভ করিতে পারিবে কি না? ১৫। অদ্যকার দিন আমার পক্ষে শুভ না অশুভ? ১৬। আমার স্বপ্নের ফলাফল কিরূপ?

নিম্নলিখিত কয়েকটী দিন অশুভকর এজন্য এই সকল দিনে নেপোলিয়নের অদৃষ্ট-পরীক্ষা মতে গণনা করিবে না; যথা,— জানুয়ারী মাসের ১।২।৪।৬।১১।১২।২০ তারিখে, ফেব্রুয়ারি মাসের ১১।১৭।১৮ তারিখে, মার্চ্চ মাসের ১৩।১৬ তারিখে, এপ্রেল মাসের ১০।১৭।১৮ তারিখে, মে মাসের ৭।৮ তারিখে, জুন মাসের ১৭ তারিখে, জুলাই মাসের ১৭।২১ তারিখে, আগষ্টমাসের ২০।২১

রিখে, সেপ্টেম্বর মাসের ১০।১৮ তারিখে, অক্টোবর মাসের ৬ রিখে, নভেম্বর মাসের ৬।১০ তারিখে এবং ডিসেম্বর মাসের ১১।১৫ তারিখে।

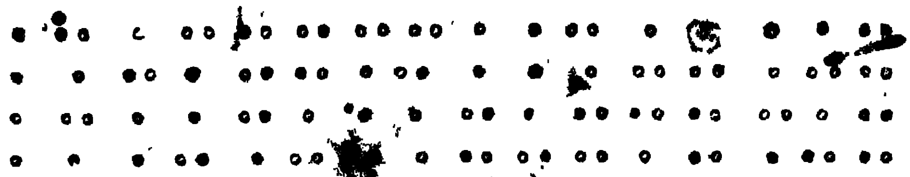
গণনার নিয়ম।

গণনা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে এক রেখার মধ্যে কতকগুলি × এইরূপ চিহ্ন লিখিত কর; তাহার পর নীচে নীচে আর তিন পংক্তি ঐরূপে চিহ্নপাত কর, কোন বারেই উক্ত বিধ চিহ্ন পাত করিবার সময় তাহাদের সংখ্যা গণনা করিবে না, যখন চারিটী পংক্তি লেখা শেষ হইবে, তখন একএকটী করিয়া চারিটী পংক্তির চিহ্ন সংখ্যা গণনা করিবে। যে পংক্তিতে বিজোড় চিহ্ন থাকিবে, তাহার জন্য সেই পংক্তির পার্শ্বে একটী শূন্য রাখিবে এবং যে পংক্তিতে জোড় সংখ্যার চিহ্ন থাকিবে, সেই পংক্তির পার্শ্বে দুইটী শূন্য স্থাপন করিবে। যথা:—

× × × × × = 0
× × × × × × = 00
× × × × × × = 00
× × × × × = 0

নীচে যে দৈবচক্র লিখিত হইল, ইহার সর্ব্ব উপরের প্রত্যেক ঘরে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার চারিটী পংক্তি করিয়া শূন্য দেখিতে পাইবে। উপরোক্ত প্রকারে যদৃচ্ছা ক্রমে সংখ্যা গণনা করিয়া × চিহ্নপাত করিবার ফল স্বরূপ যে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার চারি পংক্তি পাওয়া যাইবে, তাহাই দৈবচক্রের উপরে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

দৈব-চক্র।



১	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত
২	খ	ঘ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক
৩	গ	চ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ
৪	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ
৫	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ
৬	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৭	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ
৮	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
৯	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
১০	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ
১১	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
১২	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
১৩	ড	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ
১৪	ঢ	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড
১৫	ণ	ত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ
১৬	ক	ত	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ

পূর্ব্বে যে ১৬টী প্রশ্ন লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তোমার প্রশ্নটী যে সংখ্যার হইবে, দৈবচক্রের বামভাগে যে সকল সংখ্যা লিখিত আছে, সেই সংখ্যা গ্রহণ করিয়া উপরের যে ঘরের শূন্য সংখ্যা তোমার × চিহ্ন শ্রেণী লিখনের ফল স্বরূপ লব্ধ শূন্য সংখ্যার সহিত মিলিবে, সেই ঘরে যে বর্ণ আছে পরবর্ত্তী ককারাদি বর্ণ চিহ্নিত খণ্ডার মধ্যে সেই বর্ণ খণ্ডার বামভাগে শূন্য সংখ্যা সহিত উত্তর দেখিতে পাইবে।

ক।

o
o
o
o

তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, ত্বরায় তাহা প্রাপ্ত হইবে।

oo
o
oo
o

কেবল কষ্ট ও দুঃখ মাত্র সার।

o
oo
o
o

অদ্যকার দিন সাবধানে কাটাইবে, পাছে বিপদে পতিত হও।

oo
o
o
oo

বন্দী শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য দুঃখ করিবে।

oo
oo
oo
o

এ যাত্রা রক্ষা হওয়া দুর্ঘট, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

oo
oo
o
oo

একটী সুন্দরী কন্যা হইবে; কিন্তু, তোমার পক্ষে উহা কষ্টের কারণ হইবে।

oo
o
o
o

তুমি ধার্ম্মিক (স্ত্রীর অদৃষ্ট গণনা হইলে) স্বামী এবং (পুরুষের অদৃষ্ট গণনা হইলে) স্ত্রী প্রাপ্ত হইবে।

oo
oo
o
o

এ ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে তোমার মিত্র শত্রু হইবে।

o
o
oo
oo

এই প্রণয় হইতে নিবৃত্ত হওয়াই তোমার শ্রেয়ঃ; কারণ, এ ভালবাসা কৃত্রিম জানিবে।

o
o
o
oo

এ ভ্রমণ হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে।

oo
o
oo
oo

তোমার প্রকৃত এবং অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিয়াছে।

o
oo
oo
o

তুমি হৃত বস্তু পুনঃ প্রাপ্ত হইবে না।

o
oo
oo
oo

প্রবাসী ব্যক্তি অতি সত্বর আহ্লাদের সহিত প্রত্যাগত হইবে।

o
o
oo
o

এক্ষণে তুমি যেস্থানে আছ, সেস্থান হইতে অন্যত্র যাইও না।

o
oo
o
oo

জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া তোমাকে সৎকার্য্যে সদুপায় করিয়া দিবেন।

oo
oo
oo
oo

তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নহে, এজন্য কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা কর।

খ।

o
o
o
o

তোমার সৌভাগ্যে অপরে হিংসা করিবে।

oo
o
oo
o

এক্ষণ তোমার বর্ত্তমান অভিলাষ পরিত্যাগ কর।

o oo o o	কোনও ব্যক্তি তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে।
oo o o oo	সেখানে শত্রু রহিয়াছে, তাহারা তোমাকে ভয় প্রদর্শন, প্রবঞ্চনা ও অসুখী করিতে চেষ্টা পাইতেছে।
oo oo oo o	সে ব্যক্তি অতিকষ্টে ক্ষমা ও মুক্তিলাভ করিবে।
oo oo o oo	রুগ্নব্যক্তি এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না।
oo o o o	প্রসূতি একটী সন্তান প্রসব করিবে ; ভবিষ্যতে সেই-পুত্র বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্ হইবে।
oo oo o o	তোমার একটী ধনাঢ্য অংশীদার হইবে।
o o oo oo	এই বিবাহে তোমার পরম সৌভাগ্য, লাভ ও সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে
o o o oo	অকপট ও সরল অন্তঃকরণ হইতে এই প্রেম উদ্ভূত হইয়াছে।
oo o oo oo	বিঘ্ন-বিনাশন পরমেশ্বর সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিবেন ও তোমার মঙ্গল করিবেন।

o
oo
oo
o

কপট ও প্রবঞ্চক বন্ধু হইতে সাবধান হও।

o
oo
oo
oo

অজ্ঞাতসারে তোমার হৃতবস্তু পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।

o
o
oo
o

সম্প্রতি প্রণয়ই তাহার গৃহপ্রত্যাগমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

o
oo
o
oo

এখানে তোমার অবস্থিতি ঘটিতেছে না, একারণ স্থানান্তর হইবার চেষ্টা কর।

oo
oo
oo
oo

তোমার কোনও লাভ হইবে না; অতএব বিবেচকের ন্যায় সাবধান হও।

গ।

o
o
o
o

ঈশ্বরানুগ্রহে তোমার যথেষ্ট লাভ হইবে।

oo
o
oo
o

বাস্তবিক তোমার অদৃষ্ট মন্দ, মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর।

o
oo
o
o

যদি তোমার আশা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সফল হইতে পারে।

oo
o
o
oo

বন্ধুসমাজে ঐক্য ও কুশল বিদ্যমান।

00
00
00
0

অদ্য বিশেষ সাবধানে থাক, নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

00
00
0
00

ক্ষমা বা মুক্তিপ্রাপ্তি বন্দীর পক্ষে সুকঠিন।

00
0
0
0

রোগীব্যক্তি স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্যভোগ করিবে।

00
00
0
0

প্রসূতির কন্যা সন্তান জন্মিবে, ভূমিষ্ঠ হইলে যত্নের আবশ্যক।

0
0
00
00

এ ব্যক্তির অধিক ধনসম্পত্তি নাই, অবস্থা মধ্যম।

0
0
0
0

এ বিবাহ শুভজনক নহে, করিলে মনঃকষ্ট পাইবে।

00
0
00
0

এই প্রণয় পরিত্যাগ কর, ইহাতে তোমার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

0
00
00
0

তোমার ভ্রমণ বৃথা, ইহা অপেক্ষা তোমার গৃহে থাকাই শ্রেয়স্কর।

0
00
00
00

তুমি সত্য এবং অকপট সৌহৃদ্যে বিশ্বাস করিতে পার।

o
o
oo
o

তুমি যাহা হারাইয়াছ, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশা করিও না।

o
oo
o
oo

প্রবাসী পীড়িত হওয়ায় তোমাকে দেখিতে আসিতে পারিতেছে না।

oo
oo
oo
oo

এক্ষণে যেস্থানে তুমি অবস্থিতি করিতেছ, অদৃষ্ট-বশতঃ আপাততঃ সেইখানেই তোমাকে থাকিতে হইবে।

ঘ।

o
o
o
o

বিদেশে তুমি বহুল ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে।

oo
o
oo
o

সাহসে নির্ভর করিয়া প্রবৃত্ত হইলে তুমি নিশ্চয়ই দ্বিগুণ উপায় করিতে পারিবে।

o
oo
o
o

জগদীশ্বর তোমার দুরদৃষ্টকে সুখে ও কৃতকার্য্যতায় পরিণত করিবেন।

oo
o
o
oo

তোমার ইচ্ছা পরিবর্ত্তন কর, নতুবা দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিবে।

oo
oo
oo
o

তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে অনেক বাধা ঘটিবে।

oo
oo
o
oo

আজি তোমার যাহা কিছু বাসনা হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

00
0
0
0
বন্দী এ যাত্রা পুনরায় মুক্তিলাভ করিবে।

00
00
0
0
পীড়িত ব্যক্তির পীড়া সংশয়াপন্ন ও কষ্টকর।

0
0
00
00
প্রসূতির একটী আজ্ঞাবহ সুকুমার জন্মিবে।

0
0
0
00
এ ব্যক্তির অবস্থা মন্দ, কিন্তু অন্তঃকরণ সরল।

00
0
00
00
এই বিবাহ শুভজনক, ইহাতে তোমার সুখ-সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইবে।

0
00
00
0
তুমি যাহাকে ভালবাস, সে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী নহে।

0
00
00
00
যদি বিবেচকের ন্যায় চল, তবে তোমার ভ্রমণ মঙ্গলজনক হইতে পারে।

0
0
00
0
সে যাহা বলে তাহা সত্য নহে; কারণ তাহার মন কপটতাপূর্ণ।

0
00
0
00
কিছু ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিলে তোমার বিষয় পাইতে পার।

oo
oo
oo
oo

প্রবাসীকে পুনর্দ্দর্শনের বাসনা পরিত্যাগ কর।

৬।

o
o
o
o

তুমি যেরূপ আশা কর, সে তত শীঘ্র ফিরিবে না।

oo
o
oo
o

সুহৃদ্‌সমাজে অবস্থান কর, তোমার ভাল হইবে।

o
oo
o
o

তুমি যাহা অনুসন্ধান করিতেছ তাহা কিছুকাল পরে প্রাপ্ত হইবে।

oo
o
o
oo

তোমার অদৃষ্ট মন্দ, সৎপথে থাকিয়া ঈশ্বরের আরাধনা কর।

oo
oo
oo
o

তোমার কোনও বন্ধুদ্বারা তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

oo
oo
o
oo

তোমার শত্রু আছে, তাহারা তোমার সর্ব্বনাশের ও তোমাকে অসুখী করিবার চেষ্টা করিতেছে।

oo
o
o
o

সাবধান, কোনও শত্রু তোমার অনিষ্ট ও সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইতেছে।

oo
oo
o
o

বন্দীর মনঃকষ্ট ও দুঃখ প্রবল, তাহার মুক্তিলাভের বিষয়ে সন্দেহ আছে।

o
o
oo
oo

পীড়িত ব্যক্তি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে, কোনও ভয় নাই

o
o
o
oo

গর্ভিণীর একটী কন্যা সন্তান জন্মিবে; ভবিষ্যতে সেই কন্যা মহামাননীয়া ও সৌভাগ্যশালিনী হইবে।

oo
oo
oo

তোমার পরিণেতা সুরাসক্ত হইবে এবং তাহাতে সে আপন মানসম্ভ্রম সকলই নষ্ট করিবে।

oo
oo
o

এই বিবাহে তোমাকে দীনদশাগ্রস্ত হইতে হইবে; অতএব বিবেচকের ন্যায় কাজ কর

o
oo
oo
oo

তোমার সহিত এই প্রণয় কৃত্রিম এবং অপরের সহিত অকৃত্রিম জানিবে।

o
o
oo
o

এখন পর্য্যটনে ক্ষান্ত হও, ইহাতে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

o
oo
o
oo

এই ব্যক্তির মন গভীর ও সরল, তাহাকে সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য।

oo
oo
oo
oo

তোমার নষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার হওয়া সুকঠিন।

চ।

o
o
o

তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে তোমার হৃত বিষয় পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।

oo
o
oo
o

প্রবাসীর ফিরিয়া আসা সাধ্যাতীত।

o
oo
o
o

প্রবাসে তুমি কৃতকার্য্য হইতে ও অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে।

oo
o
o
oo

ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তোমার অদৃষ্টক্রমে বহুসুখ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে।

oo
oo
oo
o

সংপ্রতি কৃতকার্য্য হইবার অনেক বিঘ্ন আছে।

oo
oo
o
oo

এক্ষণ বৃথা মানস করিয়াছ, তোমার কামনা আন্ততঃ সফল হইবে না।

oo
o
o
o

ঘোরবিপদ্ ও দুঃখ তোমার সম্মুখে উপস্থিত প্রায়।

oo
oo
o
o

অদ্যকার দিন তোমার পক্ষে অশুভ; তজ্জন্য মনোগত অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর।

o
o
oo
oo

কয়েদী নিষ্কৃতিলাভ করিবে।

o
o
o
oo

রোগীর আরোগ্যলাভ করা সুকঠিন।

০০
০
০০
০০
গর্ভিণীর একটী সুন্দর পুত্রসন্তান জন্মিবে।

০
০০
০০
০
উপযুক্ত ব্যক্তি এবং উত্তম অদৃষ্ট।

০
০০
০০
০০
তোমার বাসনা তোমার বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিবে।

০
০
০০
০
এই প্রণয় অকৃত্রিম ও গাঢ়, পরিত্যাগ করিও না।

০
০০
০
০০
তুমি ভ্রমণে অগ্রসর হও, তজ্জন্য তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না।

০০
০০
০০
০০
যদি তুমি এই বন্ধুকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তোমাকে পরিতাপ করিতে হইবে।

ছ।

০
০
০
০
এই বন্ধু সকল বিষয়ে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

০০
০
০০
০
ধৈর্য্যের সহিত ক্ষতি সহ্য হয়।

০০
০০
প্রবাসী হঠাৎ প্রত্যাগমন করিবে।

OO
O
O
OO

বাটীতে মিত্রসমাজে থাকিলে তুমি বিঘ্নবিপত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

OO
OO
OO
O

তুমি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহাতে কোনও লাভ নাই।

OO
OO
O
OO

ঈশ্বর তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন।

OO
O
O
O

না।

OO
OO
O
O

তুমি অতি শীঘ্র শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

O
O
OO
OO

দুরদৃষ্ট আগত প্রায়, ইহা হইতে তোমার উদ্ধার পাওয়া সুঠিন।

O
O
O
OO

মৃত্যু ব্যতীত কয়েদীর উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।

OO
O
OO
OO

ঈশ্বর-কৃপায় রোগীব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিবে।

O
OO
OO
O

কন্যা, কিন্তু বড় দুর্ব্বল ও কৃশাঙ্গী হইবে।

o
oo
oo
oo

অল্পবয়স্ক, কান্তিবিশিষ্ট ও নম্র প্রকৃতির লোক প্রাপ্ত হইবে।

o
o
oo
o

এই বিবাহ-সম্বন্ধ একবারে পরিত্যাগ কর; নতুবা, তোমার কষ্ট উপস্থিত হইবে।

o
oo
o
oo

এই ভালবাসা পরিত্যাগ কর।

oo
oo
oo
oo

অল্পদূর পর্য্যটনের জন্য প্রস্তুত হও, কোনও অলক্ষিত ঘটনা-সূত্রে তোমাকে পুনরাহ্বান করা হইবে।

জ

o
o
o
o

পর্য্যাটনে যাত্রা কর, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে।

oo
o
oo
o

তোমার কৃত্রিম বন্ধুবা তোমাকে গোপনে ঘৃণা করে।

o
oo
o
o

তোমার সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির আশা বৃথা।

oo
o
o
oo

কোনও কার্য্যবশতঃ প্রবাসী বন্ধুটি প্রত্যাগত হইতে পারিল না।

oo
oo
oo
o

প্রবাসে তোমার প্রভূত সৌভাগ্য দেখিতে পাইবে

00 00 0 00	সঙ্কল্পিত বিষয়ে ক্ষান্ত হও, ভাল হইবে।
00 0 0 0	বৃথা আশা কর, কৃতকার্য্য, হইতে পারিবে না।
00 00 0 0	তুমি যাহা কামনা করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে
0 0 00 00	আজি তোমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়া কিছু ভাল হইবে।
0 0 0 00	পুলকিত হও, তোমার সুসময় উপস্থিত।
00 0 00 00	বহুদিন কারাবাসের পর সে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।
0 00 00 0	রোগী পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবে।
0 00 00 00	গর্ভিণীর একটী হৃষ্টপুষ্ট পুত্রসন্তান হইবে।
0 0 00 0	তোমার সমযোগ্য ব্যক্তির সহিত ত্বরায় বিবাহ হইবে

যদি সুখলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে ইহাকে বিবাহ করিও না।

এই প্রণয় আন্তরিক,—যাবজ্জীবন থাকিবে।

ঝ।

এই প্রণয় খুব বেশী, কিন্তু অত্যন্ত বিদ্বেষ ঘটিবে।

পর্য্যটনে তোমার ফল দর্শিবে না।

তুমি যতদূর আশা কর, তোমার বন্ধু ততদূর সরল চিত্ত হইবে।

কোন শঠলোকের সহযোগে তোমার অপহৃত বস্তুর উদ্ধার হইবে।

প্রবাসী সানন্দচিত্তে সত্বর প্রত্যাগমন করিবে।

বিদেশে তুমি কৃতকার্য্য বা সৌভাগ্যবান্ হইতে পারিবে।

যিনি সকল সুখের মূল সর্ব্বময় ঈশ্বর, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

00 00 0 0	তোমার ভাগ্য দুর্ভাগ্যরূপে পরিণত হইবে।
0 0 00 00	তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।
0 0 0 00	যে দুর্নিমিত্ত জন্য তুমি শঙ্কিত তাহা নিবারিত হইবে।
00 0 00 00	শত্রুপক্ষ হইতে সাবধান হও,তাহারা তোমার অনিষ্ট-চেষ্টায় আছে।
0 0 00 0	অল্পদিন পরে তোমার এই বন্দীর জন্য চিন্তা দূর হইবে।
0 00 00 00	ঈশ্বর এই পীড়িতকে শক্তি ও স্বাস্থ্য প্রদান করিবেন
0 0 00 0	গর্ভিণীর একটী সুরূপা কন্যা হইবে।
0 00 00	তোমার একরূপ একজনের সহিত বিবাহ হইবে,যাহার সহিত তোমার অল্পমাত্র পরিতৃপ্তি জন্মিবে।
00 00 00 00	এই বিবাহে তোমার আশা পূর্ণ হইবে না।

ঐ।

o
o
o
o

বহু কষ্ট সহ্য করিবার পর তুমি সুখ ও সন্তোষলাভ করিবে।

oo
o
oo
o

তুমি সরল অন্তঃকরণ হইতে অকপট প্রণয় পাইবে।

o
oo
o
o

পাঠান্তে তুমি উন্নতিলাভ করিতে পারিবে

oo
o
o
oo

এই ব্যক্তির বন্ধুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিও না।

oo
oo
oo
o

অপহৃত দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না; কিন্তু, অপহারক দণ্ড পাইবে।

oo
oo
o
oo

ভ্রমণকারী কিছুকাল আসিবে না।

oo
o
o
o

বিদেশে তোমার সুখ-সৌভাগ্যের সঞ্চার হইবে।

oo
oo
o
o

বর্ত্তমান সময়ে তুমি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবে না।

o
o
oo
oo

সঙ্কল্পিত বিষয়ে তুমি কৃতকার্য্য হইবে।

0 0 0 00	সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন কর, তোমার মঙ্গল হইবে।
00 0 00 00	অনেক অসৎব্যক্তি নিকটে আছে।
0 00 00 0	সন্তুষ্ট থাক, তোমার অবস্থা শীঘ্র সংশোধিত হইবে।
0 00 00 00	বন্দী মুক্তিলাভ করিবে।
0 0 00 0	রোগী বাঁচিবে না।
0 00 0 00	গর্ভিণীর পুত্রসন্তান হইবে।
00 00 00 00	তোমার অংশীদার পাওয়া সুকঠিন।

ট।

0 0 0 0	তুমি মনোমত একজন অংশীদার পাইবে।
00 0 00 0	এ বিবাহে নানা বিপদ্ ঘটিবে।

O
OO
O
O

এই প্রণয় বিভ্রাতক ও পরিবর্ত্তনশীল।

OO
O
O
OO

পর্য্যটনে বাহির হইলে দুরদৃষ্ট ঘটিবে।

OO
OO
OO
O

এই ব্যক্তির ভালবাসা যথার্থ ও অকৃত্রিম, তুমি ইহার উপর নির্ভর করিতে পার।

O
OO

তোমার ক্ষতি হইবে, কিন্তু অপহারক দণ্ড পাইবে।

OO
O
O
O

যথেষ্ট অর্থের সহিত প্রবাসী শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।

OO
OO
O
O

যদি তুমি বাটীতে অবস্থিতি কর, তবে কৃতকার্য্য হইবে।

O
O
OO
OO

তোমার অতি সামান্য উপার্জ্জন হইবে।

O
O
O
OO

তুমি দুঃখে পতিত হইবে।

O
OO
OO
O

তুমি কিছু অর্থ পাইবে।

υ
oo
oo
oo

শত্রু হিংসা করিলেও তোমার উন্নতি হইবে

o
o
oo
o

বন্দী বহুদিন কারাদণ্ড ভোগ করিবে।

o
oo
o
oo

রোগী আরোগ্যলাভ করিবে।

oo
oo
oo
oo

গর্ভিণীর একটী কন্যাসন্তান হইবে।

ঠ।

o
o
o
o

গর্ভিণীর একটী কন্যা-সন্তান হইবে।

oo
o
oo
o

তিনি এমন একজন অংশীদার পাইবেন, যাঁহাদ্বারা তাঁহার অনেক কার্য্যসিদ্ধি ও প্রচুর অর্থ লাভ হইবে।

o
oo
o
o

এই বিবাহ শুভজনক হইবে।

পাই

oo
o
o
oo

তিনি এই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করিবে।

oo
oo
oo
o

তোমার পর্য্যটনে লাভ আছে।

০০
০০ এই ব্যক্তিকে অধিক বিশ্বাস করিও না।
০
০০

০০
০ কোনও সময়ে তোমার বস্তু পাইবে।
০
০

০০
০০ ভ্রমণকারীর আচরণে তাহার প্রত্যাগমন সন্দেহজনক ;
০
০

০
০ প্রবাসে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।
০০
০০

০
০ লাভের আশা করিও না, বৃথা হইবে।
০
০০

০০ তুমি যাহা আশা কর, তদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী
০
০০ হইবে।
০০

০
০০ তোমার যাহা কিছু অভিলাষ আছে ত্বরায় সিদ্ধ হইবে।
০০
০

০
০০ তোমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করা হইবে।
০০
০০

০ তোমার দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করিবার কোনও
০
০০ কারণ নাই।
০

o
oo
o
oo

কাহারও অনুগ্রহে বন্দী মুক্তিলাভ করিবে।

oo
oo
oo
oo

রোগীর আরোগ্যলাভ দুর্ঘট।

ড।

o
o
o
o

রোগী আরোগ্যলাভ করিবে বটে; কিন্তু তাহার দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

oo
o
oo
o

গর্ভিণীর একটী কন্যা-সন্তান হইবে।

o
oo
o
o

অতি সম্ভ্রান্তবংশে তোমার বিবাহ হইবে।

oo
o
o
oo

এই বিবাহে তোমার কিছুই লাভ নাই।

oo
oo
oo
o

সময় প্রতীক্ষা কর, প্রেমের আধিক্য দেখিতে পাইবে।

oo
oo
o
oo

গৃহ পরিত্যাগ করিতে সাহস করিও না।

oo
o
o
o

এই ব্যক্তি তোমার অকপট মিত্র।

00
00
0
0

হৃতদ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না।

0
0
00
00

প্রবাসী পুনরাগমন করিবে, কিন্তু শীঘ্র নহে।

0
0
0
00

যখন প্রবাসে থাকিবে, তখন ভ্রষ্টা নারীর সহবাসে থাকিবে না; কারণ তাহাতে তোমার মন্দ ও হানি হইবে।

00
0
00
00

তুমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইবে; যে বিষয়ে তোমার অন্য আশা আছে।

0
00
00
0

তুমি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে।

0
00
00
00

তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও।

0
0
00
0

দুঃখ শীঘ্র দূর হইবে এবং সুখের উদয় হইবে।

0
00
0
00

তোমার সৌভাগ্যের সূত্রপাত, শীঘ্র তাহা লাভ করিবে।

00
00
00
00

মৃত্যুই কেবল এই কারাযন্ত্রণা মোচনের একমাত্র উপায়।

ট।

o
o কারাবাসী আহ্লাদের সহিত মুক্তিলাভ করিবে।
o

oo
o রোগীর আরোগ্যলাভ সন্দেহজনক।
oo
o

প্রসূতি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিবে এবং সেই সন্তান দীর্ঘজীবী হইবে।

oo
o
o তুমি একজন ধার্ম্মিক অংশীদার পাইবে।
oo

oo
oo এই বিবাহে বিলম্ব করিও না, ইহাতে তোমার বিশেষ
oo সুখোৎপত্তি হইবে।
o

oo
o পৃথিবীতে কেহই তোমাকে অধিক ভালবাসে না।
oo
oo

oo
o তুমি বিশ্বাসের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।
o
o

oo
oo বন্ধু নয়—তোমার গুপ্ত শত্রু।
o
o

o
o তোমার হৃত দ্রব্যের শীঘ্রই পুনরুদ্ধার হইবে।
oo
oo

o
o
o
oo

প্রবাসী প্রত্যাগমন করিবে না।

oo
oo
o
oo

কোনও অপরিচিতা স্ত্রীলোককর্ত্তৃক তোমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে।

o
oo
oo
o

তোমার উপার্জ্জনে তুমি প্রতারিত হইবে।

o
oo
oo
oo

তোমার দুরদৃষ্ট আর থাকিবে না, তৎপরিবর্ত্তে তুমি সুখী হইবে।

o
o
oo
o

তোমার আশা বৃথা; কারণ দৈব প্রতিকূল এরূপ জানা যাইবে।

o
oo
o
oo

তুমি শীঘ্রই তোমার অভিলাষানুরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইবে।

oo
oo
oo
oo

দুর্ভাগ্য তোমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত।

৭।

o
o
o
o

অদ্য তোমার সুখবৃদ্ধি হইবে।

oo
o
oo
o

বন্দী তাহার শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

O
OO
O
O

রোগী আরোগ্যলাভ করিবে এবং বহুদিন জীবিত থাকিবে।

OO
O
O
OO

প্রসূতির দুইটী কন্যাসন্তান হইবে।

OO
OO
OO
O

একজন সমৃদ্ধিসম্পন্ন যুবাপুরুষ তোমার অংশীদার হইবে।

OO
OO
O
OO

তোমার বিবাহ-বিষয়ে ত্বরা কর; ইহাতে তোমার বিশেষ সুখোৎপত্তি হইবে।

OO
O
O
O

এই ব্যক্তি তোমাকে মনের সহিত ভাল বাসে।

OO
OO
O
O

স্বদেশে তোমার উন্নতি হইবে না।

O
O
OO
OO

স্বর্ণ অপেক্ষাও এই বন্ধু অধিক মূল্যবান্।

O
O
O
OO

তুমি কখনই তোমার দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না।

OO
O
OO
OO

তিনি এক্ষণে অতিশয় পীড়িত; এ কারণ প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই।

0
00 তোমার নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর কর এবং
00 বাটীতে থাক।
0

0
00 প্রফুল্ল হও, ভবিষ্যতে তোমার অদৃষ্টে সুখ আছে।
00
00

0
0 তোমার শুভাদৃষ্টের উপর অধিক নির্ভর করিও না।
00
0

0
00 তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।
0
00

00
00 অদ্য তুমি বিশেষ সাবধানে থাকিবে, কোনও দুর্ঘটন
0 ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।
00

ত।

0 বন্ধু-সমাজে অধিক সুখ ও আনন্দ হইবে।
0
0
0

00 অদ্যকার দিন শুভ নহে, বরং তাহার বিপরীত হইতে
0 পারে।
00
0

0 যদিও এক্ষণে তিনি দুরস্থাপন্ন, কিন্তু ভবিষ্যতে সম্মা-
00 নিত হইবেন।
0
0

00 আরোগ্যলাভ সন্দেহ।
0
0
00

oo গর্ভিণী একটী অবাধ্য পুত্রসন্তান প্রসব করিবে।
oo
oo
o

oo সঙ্গতিপন্ন অংশীদার, কিন্তু তাহার স্বভাব মন্দ।
oo
o
oo

oo ইহাকে বিবাহ করিলে তোমার সুখের সীমা থাকিবে
o না।
o
o

oo এই লোক তোমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, কিন্তু তাহা
oo গোপন রাখা তাঁহার ইচ্ছা।
o
o

o তুমি নির্ভয়ে পর্য্যটনে বাহির হও।
o
oo
oo

o তাহাকে বিশ্বাস করিও না, সে চঞ্চলমনা ও প্রতারক
o
o
oo

oo দৈবউপায়ে তোমার দুরবস্থা অপহৃত হইবে।
o
oo
oo

o প্রবাসী শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে।
oo
oo
o

o প্রবাসে তুমি সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে।
oo
oo
oo

০ যদি তুমি সরলভাবে কাজ কর, নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ
০০ করিবে।
০০
১
০ তুমি ধুমধামের সহিত সঙ্গতিপন্নব্যক্তির ন্যায় এখনও
০০ কালাতিপাত করিবে।
০
০০
০০ বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক।
৩০
০০
০০

আদর্শ-কোষ্ঠী ও তাহার বিচার।

জন্মপত্রিকা-বিচার অর্থাৎ কোষ্ঠী দেখিয়া তাহার ফলাফল জ্ঞান করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জাতচক্রে অর্থাৎ জন্মকালীন রাশী-চক্রে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহাতে দেখিতে হইবে এই যে, জাতকের জন্মকালে গ্রহগণ কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবস্থিতির ভাব দেখিয়া তাহাদিগের বলাবল বিচার করা যায়। গ্রহগণ জাতকের জন্ম কালে যেরূপ বলবান্ বা বলহীন থাকে, তদনুসারে জাতকের ভাবী জীবনে সুখ ও দুঃখ অবধারণ করা যায়, অর্থাৎ গ্রহগণ বলশালী থাকিলে জাতক সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে এবং হীনবল হইলে জাতক দুর্ভাগ্য-

শালী হইয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে, কি হইলে গ্রহগণ বলবান্ এবং কি হইলে তাহাদিগকে হীবল বলা যায়।

গ্রহগণ আপনাপন সূচ্চাংশে শ্রেষ্ঠবল।

মেষের দশম অংশ রবির; বৃষের তৃতীয়াংশ চন্দ্রের, মকরের অষ্টাবিংশতি অংশ মঙ্গলের, কন্যার পঞ্চদশ অংশ বুধের, কর্কটের পঞ্চম অংশ বৃহস্পতির, মীনের সপ্তবিংশতি অংশ শুক্রের এবং বিংশতি অংশ শনির সূচ্চাংশ। মূল ত্রিকোণে আপনাপন ক্ষেত্রে গ্রহগণ মধ্যবল। মিত্রভবনে থাকিলে কিঞ্চিৎ বলবান্। উপযুক্ত স্থান ব্যতীত যদি অন্য স্থানে থাকে এবং তাহাতে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে কিঞ্চিৎ বলবান্ বলা যায়।

শুভগ্রহগণ নীচাংশে ও শত্রুর ক্ষেত্রে দুর্ব্বল এবং যে গ্রহের উপর পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, সেই স্থানে থাকিলে দুর্ব্বল হয়।

শুভগ্রহ যদি পাপগ্রহের ক্ষেত্রে কিম্বা যদি শত্রুভবনে থাকে এবং যদি শত্রুগ্রহ কিম্বা কেহ পাপগ্রহের সেই ক্ষেত্রে দৃষ্টি থাকে আর পাপ কিম্বা শত্রুগ্রহের সহিত এক রাশিতে থাকে, তবে তাহাকে দুর্ব্বল বলা যায়।

পাপগ্রহ যদি পাপগ্রহের কিম্বা শত্রুর ক্ষেত্রে থাকে কিম্বা মিত্রের গৃহের থাকে আর তাহাতে শত্রু কিম্বা পাপ-গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে সেই পাপগ্রহ বলবান্ হয়।

শুভগ্রহের নক্ষত্রে যদি পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, আর তাহার উপর যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, কিম্বা শুভ গ্রহের সহিত এক রাশিতে থাকে, তবে সেই পাপগ্রহ দুর্ব্বল হয়।

গ্রহগণের আপন আপন গৃহ, দৃষ্টি, কেন্দ্র ভুক্ত উচ্চ এবং নীচস্থান, এবং মূল ত্রিকোণাদি প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

সে গুলি উত্তমরূপে অভ্যাস না করিলে কোষ্ঠীবিচার সহজ হইবে না ;—অতএব সে গুলি অগ্রে অভ্যাস করা উচিত।

১ এতদ্ব্যতীত গ্রহগণের স্থানবল, দিগ্বল, চেষ্টাবল, বর্ষবল, ঋতুবল, দিবারাত্রির কালবল, স্বাভাবিক বল এবং চন্দ্রের বিশেষ বল ও বিবেচনা করা যায়।

যোগবল, গ্রহগণের ষড়্বলাদি বিচার ত্রিপাপচক্র, ডিম্বচক্র বর্ষপ্রবেশ প্রভৃতিও বিশেষ দ্রষ্টব্য। তাহার পর, দশা, অন্তর্দ্দশা গণনারও বিশেষ প্রয়োজন।

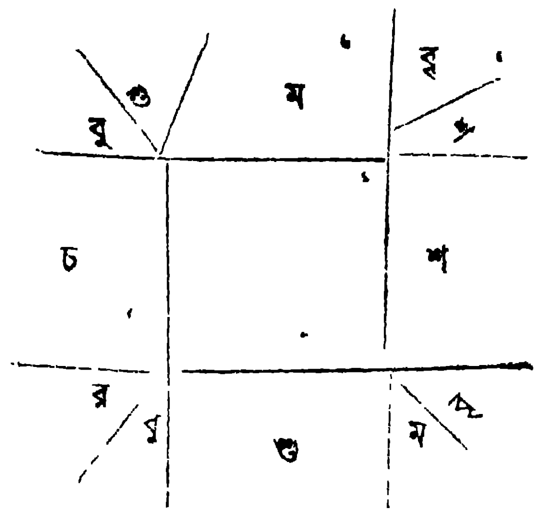
জাতক-গণনায় সর্ব্বাগ্রে পতাকী-গণনা আবশ্যক। পতাকী গণনায় যদি জাতকের জন্মকালে রিষ্ট থাকে, তবে কিছুতেই জাতক পতাকী কালোপেক্ষা অধিক দিন জীবিত থাকে না ; গ্রহগণ যতই কেন শুভদায়ক থাকুক না কিছুতেই জাতকের জীবনরক্ষায় সমর্থ হয় না।

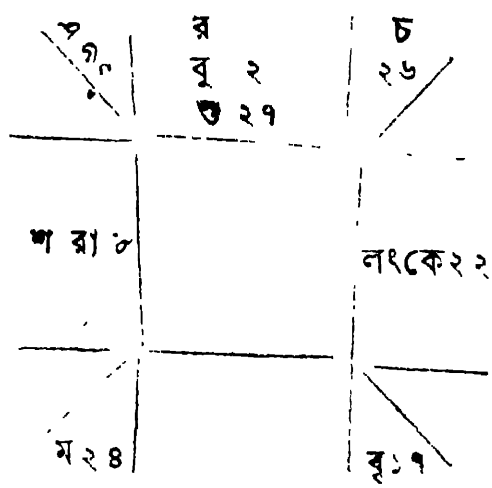
জন্মপত্রিকা লিখিবার আরম্ভে মঙ্গলাচরণ লিখিতে হয় ; যথা—

"শ্রীমৎ পঙ্কজিনিপতি প্রাণেশ্বরো ভূসুতঃ।
শশাঙ্কি সুররাজবন্দিত পদো দৈত্যেন্দ্র মন্ত্রীশনিঃ॥
স্বর্ভানুঃ শিখিনাং গণোগণপতি ব্রহ্মেশ লক্ষ্মীশ্বরাঃ।
সংকুর্ব্বন্তু সদৈব যস্য বিদুষঃ পত্রী ময়া লিখ্যতে॥
বিধাত্রাপি লিখিতাযাতু কপালেক্ষর মালিকা।
দৈববিতাং বিজানিতে হোরা নির্ম্মলচক্ষুসা॥
যস্যনাস্তি জন্মপত্রিকা শুভাশুভফলপ্রদর্শিনী।
অন্ধকং ভবতি তস্য জীবনং দীপহীনমিব মন্দিরং নিশি॥
আদিত্যাদি গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চরাশয়ঃ।
দীর্ঘমায়ু প্রকুর্ব্বন্তু যস্যেয়ং জন্মপত্রিকা॥"

তাহার পর—

শুভমস্তু শক নরপতে রতীত বৎসরাদয়ঃ :—এই রূপে জন্ম শক মাস, তারিখ, দণ্ড পলাদি, দিবা বা রাত্রিকালে জন্ম হইলে দিবা বা নিশার্দ্ধ পরিমাণ, যাম, যামার্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও দণ্ড লিখিয়া তাহার পরে রাশিচক্র একটী লিখিয়া পঞ্জিকা দৃষ্টে জাতকের রাশি-চক্রে গ্রহ সংস্থাপন করিতে হয়। কেহ কেহ জন্ম-পত্রিকার উপরি ভাগে রাশি-চক্র লিখিয়া থাকেন। জাতকের জন্ম-পত্রিকায় মাসাদি লিখিবার সময় বৎসরের যে কয় মাস অতীত হইয়াছে, তাহা অঙ্ক দ্বারা লিখিয়া যতদিন গত হইয়া তত দিবস, তাহার দণ্ডপলাদি লিখিতে হয়। যথা—কোনও বালকের ১৮১০ শকের বৈশাখ মাসে ২৫ পঞ্চবিংশতি দিবস ৪৪ পল, ৫২ বিপল, ৪৭ অনুপল সময়ে জন্ম হইয়াছে। তাহার জন্ম-পত্রিকায় এইরূপ লিখিতে হইবে ; যথা—১৮১০।০।২৪।৪৪।৪৭।৩০ নিশামানং ২৭।৩৭, নিশার্দ্ধং ১৩।৪৮।৩০, যামঃ ৬।৫৪।১৫, যামার্দ্ধং ৩।২৭।৭।৩০, মুহূর্ত্তঃ ১।৪৩।৩৩। ৪৫, দণ্ড ০।৫১।৪৬।৫২ ॥০ এতচ্ছকীয় সৌর বৈশাখস্য পঞ্চ বিংশতি দিবসে রবিবাসরে অসিতপক্ষীয় একাদশ্যাস্তিথৌ নিশা সার্দ্ধ চতুঃসপ্ত অনুপলাধিক দ্বিপঞ্চাশৎ পলোত্তর চতুশ্চত্বারিংশ দণ্ডাভ্যন্তরে শুভ মকরোদয়ে সূর্য্যাপুত্রস্যক্ষেত্রে নিশানাথস্য হোরায়াং অসিতস্য দেক্কাণে, শনের্নবাংশে, অস্যৈব দ্বাদশাংশে শুক্রস্য ত্রিংশাংশে, সিতস্য যামার্দ্ধে, নিশানাথস্য দণ্ডে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিত মীনরাশৌ চন্দ্রে এবং ষড়্‌বর্গ পরিশোধিতে শ্রীযুক্ত——শর্ম্মণঃ—পুত্র জাতঃ। চিরং জীবতু বালক অস্য কণ্ঠশ্রিত নাম দকারাদি শ্রীদুর্গানন্দ শর্ম্মণঃ জন্ম কোষ্ঠীয়ং দেবদ্বিজ আশীর্ব্বাদাৎ। চন্দ্রস্য দণ্ডে জাতত্বাৎ পতাকীবেধো নাস্তি।





অনায়াসে ক্ষেত্রাধিপতি জানিবার জন্য দক্ষিণদিকস্থ চক্রে কোন গ্রহ কোন্ গ্রহের অধিপতি প্রদর্শিত হইল। ঐ দুই চক্রের মধ্য স্থলে অথবা সেই দিবসের তিথি নক্ষত্রাদি সংক্ষেপে লিখিতে হয়। জাত দিবসের পূর্ব্বদিবসকে পূর্ব্বাহ এবং পর দিবসকে পরাহ বলে। স্থল বিশেষে পূর্ব্বাহ ও পরাহের ও উপরোক্ত প্রকারে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে হয়; যথা—

জাতাহঃ			পূর্ব্বাহঃ		
১	২৫	২৭	৭	২৪	২৬
২৬	৩০	৪১	২৫	২৬	৪৫
৪৫	১৪	২৫	৪২	৪৪	১০
১৯	১	২৪	৫৭	৬	২৪

দিবা ৩২।২৩ রাত্রি ২৭।৩৭।

তাহার পর ক্ষেত্র ফল, লগ্ন ফল, হোরা ফল, দ্রেকান ফল, বাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ফল অবশ্যই লিখিতে হইবে যথা—

ক্ষেত্রফলমাহ—

"কৃশাঙ্গ বিরূপোক্রোধী পরদেশে সথান্বিতঃ।
গুহ্যরোগী সুবক্তা চ শনিক্ষেত্রে সদাশুচিঃ"॥

লগ্নফলং—

"দক্ষোঽতি ধৈর্য্যঃ প্রণতোপকারী।
স্বেচ্ছাবিহারী মুখরো বদান্যঃ॥
সুপুষ্ট দন্তৌষ্ঠ মুখোঽতি গর্ব্বী।
বিশুদ্ধচেতা মকরোদ্ভবস্যাৎ॥"

হোরা দ্রেকাণাদি ফল ঐরূপে লিখিতে হইবে। তাহার পর, তুঙ্গী গ্রহের ফল লিখিতে হয়। এই জন্ম-পত্রিকায় দেখা যাইতেছে যে, রবি আপন তুঙ্গস্থান মেষ রাশিতে আছে, অতএব, রবিতুঙ্গী ইহার ফল :—

শাস্ত্রান্বিতো ধর্ম্মযুতোঽপি ধীরো।
নৈরুজ্যদেহো বহুগোত্রপোষ্য॥
দাতা নৃপোঽসৌ বহুভোগভোগী।
তুঙ্গে রবৌ মাণ্ডলিকং করোতি॥"

কেন্দ্রফল। জাতকের জাতলগ্নে, তাহার চতুর্থ, সপ্তম এবং

দশম স্থানকে "কেন্দ্র" বলে এই সকল স্থানে গ্রহগণ থাকিলে যে যে ফল হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। এই জন্ম-পত্রিকায় দেখা যাইতেছে যে, কেতু, রবি, বুধ, শুক্র, শনি এবং রাহু গ্রহ কেন্দ্র স্থানে আছে; তাহাদের ফল যথা,—

"ক্রূরঃ কৃতাস্তো রুধিরোঽতি মূঢ়।
সদা ক্ষুধার্ত্তশ্চ শিরোঽক্ষি রোগী॥
পরদাররক্তশ্চ পরেণ বাসী।
সূর্য্যোপকেন্দ্রী নিগদন্তি গর্গাঃ॥" রবি॥

"অপার বুদ্ধির্ব্বহুমানযুক্তো।
বিদ্যাসুভোগী গুরুরাজভক্ত॥
সুশীল ভার্য্যাশ্চ বুধশ্চ কেন্দ্রী।
বিপ্রার্চ্চনে সাধুজনে চ রক্ত॥" বুধ॥

"সুখী সুবেশঃ সুজনানুরাগী।
সুদারযুক্তো গুণবান্ ধনাঢ্য॥
সুবুদ্ধিশীলশ্চ কুলপ্রদীপঃ।
শুক্রোঽপি কেন্দ্রী চিরকালমায়ুঃ॥" শুক্র।

"প্রেষ্যঃ খলো জন্মদরিদ্র রোগী।
কুমূর্ত্তিশীলো ব্যসনৈকচিত্ত॥
কুমারশীল পরকার্য্যহন্তা।
পঙ্গুপকেন্দ্রী নিগদন্তি ধীরো॥" শনি।

"ক্রূরঃ কুমূর্ত্তিঃ কুমতিঃ কুকর্ম্মাঃ।
পরোপকারী পরভাগ্যভোগী।
রাহুস্তু কেন্দ্রী পরদানশীলঃ॥" রাহু।

এখন দেখা যাউক যে, এই কয়েকটী গ্রহের কেন্দ্রফল যাহা

লিখিত হইল, তাহাতে জাতক বিবিধ প্রকৃতির এবং বিভিন্ন অবস্থার হওয়া সম্ভব। এরূপ বিরোধী গুণ বা অবস্থাদি একাধারে কিরূপে সম্ভাবিতে পারে? তৎপক্ষে বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে গ্রহ অপরাপেক্ষা বলবান্, তাহারই ফল দর্শিবে।

উপস্থিত জন্মপত্রিকায় দেখা যাইতেছে যে, রবি আপন তুঙ্গ স্থানে থাকায় বিশেষ বলবান্. স্বক্ষেত্রে বা মূল ত্রিকোণে কোন গ্রহই নাই। লগ্নস্থ পাপগ্রহ কেতু বিশেষ বলবান; যেহেতু উহা শত্রুক্ষেত্রে আছে এবং উহার প্রতি মঙ্গলের অর্দ্ধদৃষ্টি, রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি, রবির একপাদ দৃষ্টি। যদিও বৃহস্পতি, বুধ এবং শুক্র, এই তিন শুভ গ্রহের একপাদ দৃষ্টি আছে, কিন্তু পাপগ্রহের বলাধিক্য, প্রযুক্ত কেতু বলবান্।

জন্মতিথি কৃষ্ণা একাদশীপ্রযুক্ত চন্দ্র স্বল্পবল; কিন্তু উহার উপর বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় বলবান বলা যাইতে পারে।

রবি তুঙ্গস্থানগত এজন্য বিশেষ বলবান্।

শুক্র বড়ই দুর্ব্বল, কারণ উহা শুভগ্রহ হইয়া পাপগ্রহের গৃহগত এবং পাপগ্রহ রবির সহিত একগৃহে অবস্থিত. ঐ গৃহে রাহুর অর্দ্ধদৃষ্টি আছে, শনির পূর্ণদৃষ্টি আছে.কিন্তু উহা দশম ভবনের অধিপতি হইয়া কেন্দ্রস্থ হওয়ায় ক্ষেত্র সিংহাসন যোগ ঘটিলেও ঐ যোগ পূর্ণ ফল দানে সমর্থ হইবে না।

বুধ ও বিশেষ বলবান্ নহে; যেহেতু শুক্রের উপর যে সকল পাপ-গ্রহের দৃষ্টি আছে, ইহার উপরও তদ্রূপ দৃষ্টি আছে এবং পাপগ্রহ রবিযুক্ত বুধ, আদিত্যের সহিত একগৃহে থাকায় যে বুধাদিত্য যোগ হয়, তজ্জন্য কিঞ্চিৎ শুভকর হইতে পারে।

শনি রাহু বিশেষ বলবান্ নহেন; কারণ, উহারা চন্দ্রের গৃহস্থিত এবং উহাদের উপর বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি, বুধ শুক্রের ত্রিপাদ দৃষ্টি এবং চন্দ্রের অর্দ্ধেক দৃষ্টি আছে।

মঙ্গল বুধের গৃহগত, উহার উপর শনির পূর্ণ দৃষ্টি এবং চন্দ্রের ও পূর্ণ দৃষ্টি আছে, কিন্তু চন্দ্র বিশেষ বলবান্ হওয়ায় উহা তত অধিক বলবান্ হইতে পারিবে না।

বৃহস্পতি মিত্রগৃহস্থিত, উহাতে চন্দ্রের অধিক দৃষ্টি, বুধ শুক্রের অর্দ্ধ দৃষ্টি, আর রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি ও শনির অর্দ্ধ দৃষ্টি, রবির অর্দ্ধ দৃষ্টি এবং মঙ্গলের একপাদ দৃষ্টি থাকিলেও পাপগ্রহ গণের অধিকাংশেরই তাদৃশ বলশালী না থাকায় প্রভূত বলশালী না হইলেও বলশালী বলা যাইতে পারে।

যোগফল। ক্ষেত্রসিংহাসন-যোগ যথা ;—

"দশম ভবননাথ কেন্দ্রকোণে ধনে বা।
বলবতী যদি জাতঃ ক্ষেত্রসিংহাসনে বা॥
ঘলবতী নরনাথ বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তি।
মদললিতকপোলৈঃ সদ্গজৈঃ সেব্যমান॥"

চন্দ্রপ্রভা-যোগ যথা,—

"পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্দ্রে।
চন্দ্রপ্রভা যোগ ইহ প্রণীত॥
রাজাধিরাজো গুণবান্ বিলাসী।
গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনাঞ্চ॥

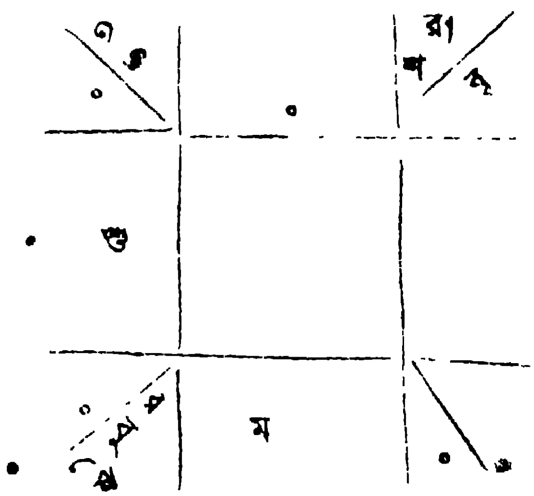
মোটামুটী এইরূপ বিচার করা গিয়া থাকে। তাহার পর, সূক্ষ্ম বিচার জন্য অধিক প্রক্রিয়া করিতে হয়। *

---

* ৩য় খণ্ডে সূক্ষ্ম-গণনা দ্রষ্টব্য।

মহাত্মাগণের জন্মপত্রিকা।

৺ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মপত্রিকা।



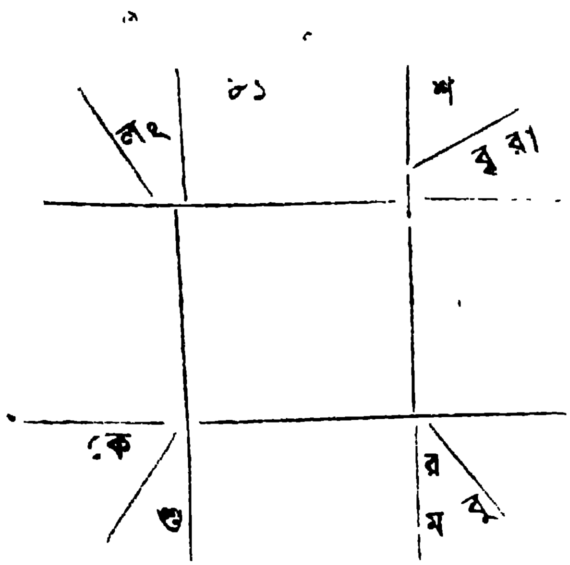
জন্মতারিখ ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন বেলা ১৫ দণ্ড ৪০ পল সময়।

তুঙ্গগত বুধের ফলে তিনি এরূপ প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের জন্মপত্রিকা।

জন্মতারিখ ১৭৪৩ শকাব্দার ২রা অগ্রহায়ণ এবং মৃত্যুতারিখ ১৮০২ শকাব্দার ৮ই কার্ত্তিক।

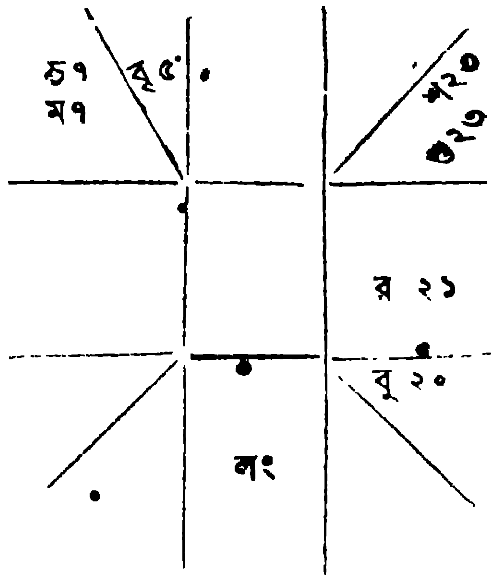
যদি কেন্দ্র বা ত্রিকোণাধিপতি কোনও গ্রহ নীচ রাশিস্থ হয়, আর সেই নীচ রাশির অধিপতি এবং ঐ গ্রহের উচ্চ রাশির অধিপতি কেন্দ্রে বা উচ্চস্থানে থাকে, তবে রাজযোগ হয়। এই যোগে ইনি জন্মপরিগ্রহ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।



ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড বায়রণের জন্মপত্রিকা।

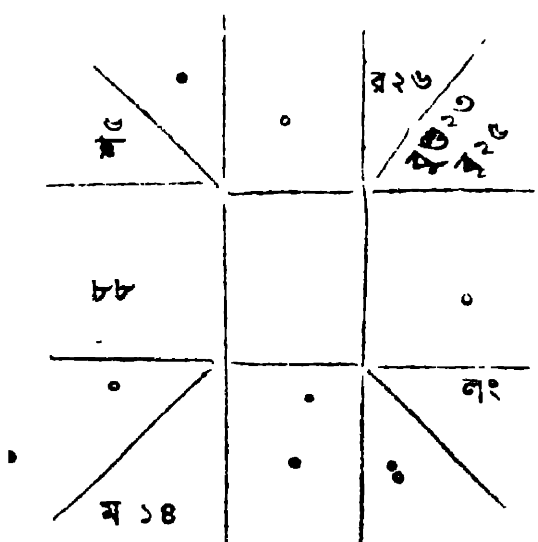
জন্মতারিখ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারি এবং মৃত্যু-তারিখ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল।

যদি পঞ্চমাধিপতি গ্রহ ও বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র পঞ্চমে এবং চন্দ্র ও মঙ্গল মিথুন রাশিতে হইয়া নবমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতক পরম রসজ্ঞ কল্পনা-শক্তিবিশিষ্ট ও সুকবি হয়। ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।



ফ্রান্সদেশের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্রের জন্মপত্রিকা।

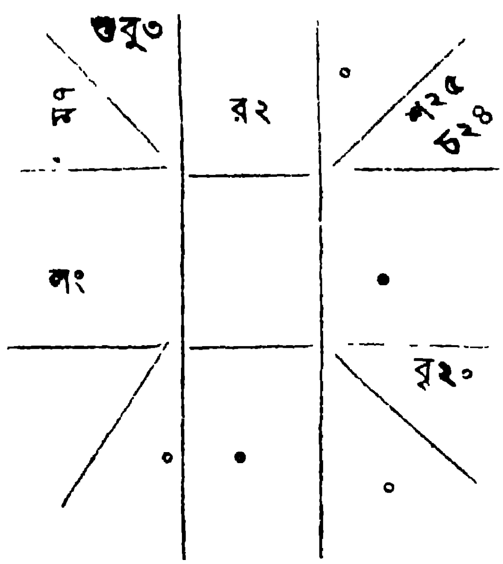
যদি তিনটী কেন্দ্র স্থানে পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতকের অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইনি এই যোগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত জুলু প্রদেশে অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। জন্মতারিখ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন।



রুশ দেশের সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজ্যাণ্ডরের জন্মপত্রিকা।

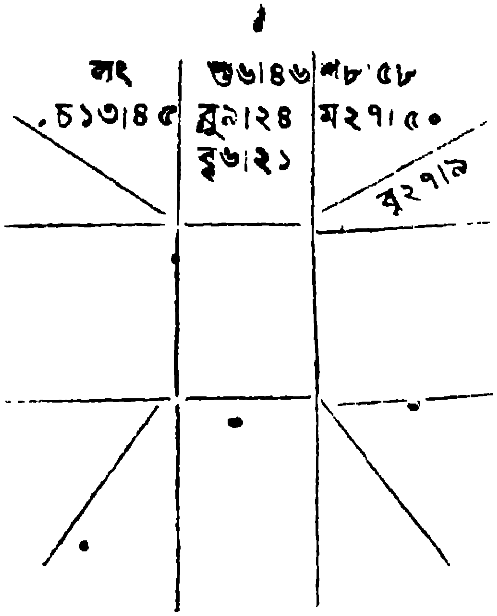
জন্মতারিখ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ।

লগ্নাধিপতি কিম্বা চন্দ্র যদি পাপগ্রহযুক্ত হইয়া অষ্টমে এবং দশম ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে জাতকের অপমৃত্যু ঘটে। ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করা প্রযুক্ত প্রজা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।



ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মপত্রিকা।

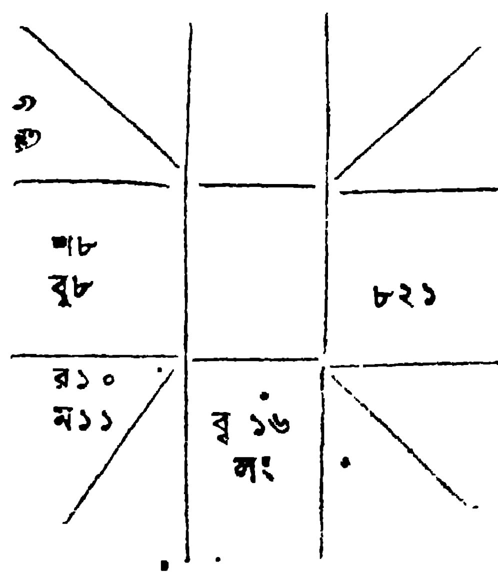
জন্ম তারিখ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে। অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমায় জন্ম হইলে যদি কোন তুঙ্গীগ্রহ লগ্নে থাকে, আর বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমে এবং শনি বা মঙ্গল একাদশে থাকে, তবে রাজ-যোগ হয়। আমাদের মহারাণী এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।



ফরাসী-দেশের সম্রাট জগদ্বিখ্যাত বীর চূড়ামণি নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর জন্মপত্রিকা।

জন্ম তারিখ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে।

মকর ভিন্ন অন্য লগ্নে বৃহস্পতি একাদশস্থান রবি ও মঙ্গল এবং চতুর্থ ও দশমাধিপতির মধ্যে বিনিময় যোগ থাকিলে এবং অপর কোনও গ্রহ নীচস্থ না হইলে রাজ-যোগ হয় ইনি এই যোগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।



রাশিগণের স্বরূপ।

মেষ।

এই রাশি পুরুষ, দৃঢ়াঙ্গ চতুষ্পদ, মেষাকার, রক্তবর্ণ, উষ্ণস্বভাব, পিত্ত প্রকৃতি, অতিশয় শব্দকারী, উগ্র, পর্ব্বতচারী, দিবসে বলবান্, পূর্ব্বদিকের অধিপতি, অল্প স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্প সন্তান, রুক্ষদেহ, সমান অঙ্গ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণ।

বৃষ।

স্থির, স্ত্রী, পৃথ্বী রাশি, বৃষাকার, শীতল স্বভাব, রুক্ষদেহ, দক্ষিণ দিগাধিপতি, শোভন মূর্ত্তি, ভূমিচারী, বায়ু প্রকৃতি, রাত্রিকালে বলবান্ চতুষ্পদ, শ্বেতবর্ণ, অতিশয় শব্দকারী, শিথিলাঙ্গ, মধ্যমরূপ সন্তান এবং বৈশ্যবর্ণ।

মিথুন।

দ্বিপদ, পুরুষ ও স্ত্রী আকার, বায়ু প্রকৃতি, হরিতবর্ণ, উগ্রস্বভাব, মধ্যমরূপ স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, বনচারী, মহাশব্দকারী, চিক্কণ, শিথিলাঙ্গ, দিবসে বলবান্, মধ্যমরূপ সন্তান, পশ্চিম দিকের অধিপতি ও শূদ্রবর্ণ।

কর্কট।

বৃশ্চিকের ন্যায় আকার, শ্বেতরক্তবর্ণ, শব্দহীন, স্ত্রীস্বভাব, শিথিলাঙ্গ, বহুপদ, বহু স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, বহুসন্তানযুক্ত, কফ প্রকৃতি, চিক্কণ, রাত্রিকালে বলবান্, বিপ্রবর্ণ ও উত্তরদিকের অধিপতি।

গ্রহসঞ্চার-চক্র।

অব্দাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	ম	২৪	২৪।২৬	২৭।২০	১	১।১১	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪।১১
	বু	২৭।১৩	২।৮।২০	৬।৯	৮	৮।১৫	১০।২	১৫।৭	১৭	১৭।১৮	১৮।৫	২৪।১৪	২৭।২৫
	বৃ	২	২।৯	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	শু	২৭।৬	৪।২১	৬।১৫	৮ ৮	১০।২	১৫।২১	১৭।১৭	২০।২৫	২০।১৫	২৪	২৪	২৪
	শ	২৪ ২	২৬	২৬	২৭	২৭	২৭ ১৫ব	২৪	২৪	২৪।১৯	২৭	২৭	২৭
	রা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	ম	৬	৬।৩	৮।২১	১০	১০।৬	১৩।২৯	১৫	১৫ ২	১৮।৪	২০।২৪	২২	২২।৩
	বু	২৭৯	৪ ৮	৬	৬ ১৩	৮।৮।২৪	১৩।১০	১৫	১৫।২১	১৮।১০	২২	২২।১৫	২৪।২২
	বৃ	৪	৪।৯	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	শু	২৪।১৬	২।২৪	৪।৩।১৮	৬।২৪	৮ ২৮	১০।২৬	১৩।১০	১৫।৫ব	২২।১৫	২২।১৫	২৪	২৭।৫।৯
	শ	২৭	২৭ব	২৫	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	৭২
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	ম	২৪।২৪	২৭।২৬	২	২।৪	৪।৩	৬	৬।১৩	৮	৮।১৫	৬	৬	৬
	বু	২৭।৯।২০	৪।১৬	৬	৬।১৩	১০	১৩।৩	১৫	১৫।১৫	১৭।১।১৮	২২	২২।২৬	২৪।২৫
	বৃ	৬	৬।৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮।১০
	শু	৪।১৩	৬।১৯	৮।২৫	১০।২৫	১০।২৫	১০ ১৫	১০।১১	১৩।২৫	১৫।১৫	১৮।১১	২০।৪	২৪।২৫
	শ	২৭	২৭	২	২	১	২।৯ব	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭।১৩	২
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।১৩	১০	১০	১০	১০	১০	১০

শকাব্দের	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৪	ম	৬।১৭	৮	৮।১	১০।১৬	১৩	১।১	১৫।১০	১৮	১৮।২	২০।১৩	২২।২৩	২৪।২৮
	বু	২।১৫	২৭।১১	৪।২৮	৬।২২	১০।১৮	১৩।৮	১৩।১৭	১৫।৫।২২	২০।২	২২।২২	২২।১১	২৪।৭
	বৃ	৯ব	৮	৮।২৮	১০	১১	১০	১১।১৮	১৩ব	১০।১১	১০	১০	১১
	শু	১৭।২৮	২।৩	৪।১৩	৮।১৩	১০।১৬	১৩।১৭	১৫।৪	২০।১৩	২২।২৩	২৪।১৫	২৭।১৫	২।১৮
	শ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	রা	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	ম	২৭	২৭।২	২	২।১৮	৪	৪।৫	৬	৬।১০	৮।১৮	১০।১৩	৮	৮
	বু	২।১৭	৪	৪।১৩।১	৮।১৫	১০।২	১৩।৫	১৫।১।২৭	১৮।১৮	২০	২০।১৫	২৩।১৫	২৭।১৫
	বৃ	১১	১১	১১	১১।২০	১৩।৬	১৩	১৩	১৩	১৩।১০	১৫	১৫।২৮ব	১৩
	শু	২৭।৯	২৭।১	২।১৩	৪।১৪	৬।১০	৮।১।২৫	১৩।২৫	১৫।১৯	১৭।১৬	২০।২	২৩।১৩	২৩।১৯
	শ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	রা	১০।১৮	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
	ম	৯	১০	১০।১৯	১৩	১৩	১৩।১	১৫।১৮	১৮।২০	২০।১২	২২।২২	২৪	২৭
	বু	২৭।১০	২।১৯	৪।৬।১১	৮।৮	১০	১০	১৩।১৮	১৮।৮	২০।২৭ব	২০	২২।৪	২৭।১৮ব
	বৃ	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩।১৯	১৫	১৫	১৫	১৫।১৪	১৭	১৭।১৮ব	১৫
	শু	২।১২	৪।৬	৮।২৪	১৩।২৫	১৩।১৫	১৫।১৩	১৮।২	১৮	১৮।১৪	২০।১৪	২২।১২	২৪
	শ	২।১৮	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮।১০	৬	৬	৬	৬

৭	ম	২৭।২০	২।১৭	৪।২৯	৬	৬।২	৮।২৯	১০	১০	১০।২	১৩	১৩	১৩।৯।২
	বু	২২।২৪	২।১৪ ২৮	৬।১৪	৮।৩ব	৮	৮।৬।২৪	১৫।১০	১৮	১৮।২২।২৭	২০ ৯।২৬	২৪।২৪	২৭
	বৃ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।১৯	১৭	১৭	১৮ব	১৭	১৭	১৮
	শু	২৪।২	৪।২০	৪।২	৬।১৩	৮।৭	১১।২৫	১৫।১৯	১৮।১৪	২০।২০	২৪।৩	২৭।২১	২।১৮
	শ	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৮	ম	১০	১০।১৫	১৩	১৩।১২	১৭।১৫	১৮	১৮।১৭	২০।১৮	২২।২৯	২৪	২৪	২৭।২৪
	বু	২৭।১০	২।৪ব	৬।৮	৮।১অ	১০।১৫	১৩।১৫	১৫।১০	১৫।২৭	১৮।১৩	২২।১০	২৪	২৪।২৬
	বৃ	১৮	১৮	১৮ব	১৮	১৮	১৮	১৮।২	২০	২০	২০	২০	২০।৬
	শু	৪।১৪	৬।১৫	৪।৫	৬।১৪	৬।১৪	৮।১৫	১০।২০	১৩।৮	১৫।৩ ১৮	২০।১৩	২২।১৬	২৪।১০
	শ	৪	৪।১৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	রা	৬	৬।১৩	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৯	ম	২।২৬	৪	৪।১০	৬।১৮	৮	৮।২৬	১০।২৪	১৩	১৩।২০	১৫	১৫	১৫
	বু	২৭।১৬	৪।১৪	৬।১১ব	৬।১৯	৮।৪।৯	১৩।৮	১৫	১৫।৮	১৮।১৯	২২।১২	২৪।১৬	২৪।১৯
	বৃ	২২	২২	২২।২৩ব	২০	১৯	২০	২০	২০।৬	২২	২২	২২	২২।১৯
	শ	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	রা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪।১৭	২	২	২	২

অব্দাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১০	ম	১৫	১৫	১৫	১৫।১৯	১৮	১৮।৯	২০।২১	২২	২২।২৫	২৪।২৩	২৭।১৮	২
	বু	১৭।৬।২৬	৪ ৪	৬	৬ ৯ ২৭	১০।১৩	১৩ ২৫	১৩।৮	১৩।১০।২৬	২০।২৫	১২	২২।২৪	২৪।১১
	বৃ	২০	২৪	২৪	২৪	২৪।২৮ব	২২	২২।২	২৪	২৪	২৪	২৪।২২	২৪।৬
	শ	৬	৬	৬।২২	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	রা	২	২	২	২৭	২	২	২	২	২	৮	২	২
১১	ম	৪।১৮ব	৪।২৩	৬	৮।১০	১০	১০	১০ ৬	১৩,২৩	১৫	১৫।১০	১৮	১৮।২১
	বু	২।৫	৪	৪।১৮	৬।৪।৯	১০।৬	১৩	১৩।১৪	১৫।২৫	১৮ ১।২৬	২২।২৮	২২।২৮	২৪।৩।২০
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	শ	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	রা	২	২	২	২	২।১৮	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
১২	ম	২০	২০	২০	২০	২০।১০	২২	২২ ৫	২৪ ২০	২৭	২৭।৫	২।২০	৪
	বু	২।১২।২৬ব	২।২২	৪।১০।১৬	৮।১৩	১০।১৭ব	১০।১	১৩।৬।২৪	১৮।১৬	২০।১০	২২ ২২	২৪।৯ ২৫	২৭।১৫
	বৃ	২৭।১৭	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	শ	৮	৮	৮	৮	৮।৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭ ২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
১৩	ম	৪	৪।৫	৬ ৮	৮	৮।৩	১০।১৪	১৩	১৩।৫	১৫।২৪	১৮	১৮।১০	২০।১৮
	বু	২	২	৪।১৮	৮।৪	১০	১০।১১।২৮	১৫	১৫।১০	১৮।২৩	২০।২৪	২২।১।২৭	২০।২০
	বৃ	২।২০	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	শ	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪

সিংহ।

সিংহাকার, পুরুষ, পীতবর্ণ, রুক্ষ শরীর, দৃঢ়াঙ্গ, চতুষ্পদ, পিত্তপ্রকৃতি, দিবসে বলবান্, উগ্রস্বভাব; অতিশব্দকারী, পর্ব্বতচারী, অল্প স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, সন্তান সংখ্যা অল্প, ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং পূর্ব্ব দিকের অধিপতি।

কন্যা।

প্রদীপহস্তা, নৌকাবস্থিতা, কন্যা, পিঙ্গলবর্ণ, শোভন, অসম্পূর্ণ ভাষী, শীতল স্বভাব, বায়ু প্রকৃতি, রুক্ষ, সন্তান সংখ্যা অল্প, সৌম্য রাশি, দ্ব্যাত্মক, রাত্রিকালে বলী, বৈশ্যবর্ণ এবং দক্ষিণ দিকের অধিপতি।

তুলা।

পণ্যধর, পুরুষ, নানাবর্ণ, উষ্ণস্বভাব, চিক্কণ, বায়ু প্রকৃতি, বনচারী রবকারী নহে, দিনে বলী, অল্প স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, সন্তান সংখ্যা অল্প, শিথিলাঙ্গ, শূদ্রবর্ণ ও পশ্চিম দিকের স্বামী।

বৃশ্চিক।

বৃশ্চিকের মত আকৃতি, স্ত্রী, শ্বেতবর্ণ, জলরাশি, বহুপদ, কফপ্রকৃতি, জলচর, মনোহর শরীর, নিশাবলী, রব করে না, বহুসন্তানযুক্ত, সৌম্য, বিপ্রবর্ণ, এবং উত্তর দিকের অধিপতি।

ধনু।

ধনুর্দ্ধারী পুরুষাকার, পশ্চাদ্ভাগ ঘোটকাকার, চতুষ্পদ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, পর্ব্বতচারী, অতিশয় শব্দকারী, দিনবলী, দৃঢ়াঙ্গ, রুক্ষ শরীর, উগ্রস্বভাব, দ্ব্যাত্মক, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্প সন্তানবিশিষ্ট, সম-রাশি, পিত্তপ্রকৃতি, ক্ষত্রিয় জাতি এবং পূর্ব্বদিকের অধিপতি।

মকর।

মকরের ন্যায় আকার, স্ত্রী রাশি, পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষশরীর, সৌম্য,

পৃথ্বী রাশি, জলচর, শীতলস্বভাব, অর্দ্ধরবকারী, চররাশি, অল্প-পত্যযুক্ত, বায়ুপ্রকৃতি, রাত্রিবলী, চতুষ্পদ, বৈশ্যবর্ণ এবং দক্ষিণ দিকের অধিপতি।

কুম্ভ।

কুম্ভবাহী, পুরুষ, অপদ, দিনবলী, মধ্যমরূপ স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, মধ্যমরূপ সন্তান, মিশ্রবর্ণ, বনচারী, চিক্কণ, বায়ুরাশি, উগ্র স্বভাব খণ্ডস্বর, বায়ুপিত্তকফপ্রাকৃতিক, শিথিলাঙ্গ, শূদ্রবর্ণ, এবং পশ্চিম দিগ্ স্বামী।

মীন।

মৎস্যদ্বয় আকারধারী, স্ত্রীরাশি, অপদ, জলরাশি, কফপ্রকৃতি অল্পরবকারী, পিঙ্গলবর্ণ, চিক্কণ, শিথিলাঙ্গ, বহুসন্তানযুক্ত, বিপ্রবর্ণ এবং উত্তর দিগাধিপতি।

গ্রহনক্ষত্রের প্রতিরূপ।

রবি।

পাপগ্রহ, কালের আত্মা, গ্রহরাজ, বর্ণ রক্তশ্যাম, পুরুষ, রজ-গুণ, কটুরসপ্রিয়, পিত্তকর, মধ্যাহ্নকালে মনুষ্যের দেহ ও মনের উপর আধিপত্য প্রকাশ করে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, বৃদ্ধ, বনচর, চতুষ্পদ, বর্ত্তুলাকার, পূর্ব্বদিকের অধিপতি এবং ক্ষত্রিয় জাতি।

সোম।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীপর্য্যন্ত পাপগ্রহ রূপে পরিগণিত; কালের হৃদয় ও মন, রাজা, গৌরবর্ণ, স্ত্রী, সত্ত্ব-গুণ, লবণরসপ্রিয়, শ্লেষ্মাকর, অপরাহ্ণ সময়ে মানবের শরীর ও

মনের উপর প্রাধান্য করে মধ্যদৃষ্টি, মধ্যবয়স্ক, কীট, স্থূল, বায়ু কোণের অধিপতি এবং শূদ্রজাতীয়।

মঙ্গল।

পাপগ্রহ, মঙ্গল কালের বলস্বরূপ, সেনাপতি, রক্তবর্ণ, পুরুষ, তমগুণ, তিক্তরসপ্রিয়, পিত্তকর, মধ্যাহ্নকালের অধিপতি; এজন্য মধ্যাহ্নকালে মনুষ্য-দেহে ও মনে প্রাধান্য করে। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, যুবা, চতুষ্পদ, চতুষ্কোণ, দক্ষিণ দিকের অধিপতি এবং ক্ষত্রিয়-জাতীয়।

বুধ।

শুভগ্রহ, কিন্তু পাপগ্রহের সহিত একগৃহে থাকিলে পাপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত হয়। কালের বাক্যস্বরূপ, দূর্ব্বা শ্যামবর্ণ, নপুংসক, সত্বগুণ, মিশ্রবর্ণপ্রিয়, সমধাতু, প্রভাত কালের অধিপতি, বক্র দৃষ্টি, বালক, পক্ষী, ধনুরাকৃতি, উত্তর দিকের অধিপতি এবং শূদ্র-জাতীয়।

বৃহস্পতি।

শুভগ্রহ, কালের জ্ঞান ও সুখস্বরূপ, রাজমন্ত্রী, গৌরবর্ণ, পুরুষ, তমগুণ, মধুর রসপ্রিয়, সমধাতু, সমদৃষ্টি, বৃদ্ধ, গ্রামচর, দ্বিপদ, পদ্মাকৃতি, ঈশানকোণের অধিপতি, ব্রাহ্মণজাতীয় এবং প্রভাত-কালের অধিপতি।

শুক্র।

শুভগ্রহ, কালের কামস্বরূপ, রাজমন্ত্রী, শ্যামবর্ণ, স্ত্রী, রজগুণ, মধুর রসপ্রিয়, শ্লেষ্মাকর, অপরাহ্ন-সময়ের অধিপতি, তীর্য্যক অর্থাৎ বক্রদৃষ্টি, মধ্যবয়স, দ্বিপদ, চতুষ্কোণ, অগ্নিকোণের অধিপতি এবং ব্রাহ্মণজাতীয়।

শনি।

পাপগ্রহ, কালের দুঃখস্বরূপ, প্রেষ্যদূত, কৃষ্ণবর্ণ, নপুংসক, সত্ত্বগুণ, কষায় রসপ্রিয়, বায়ুকর, সন্ধ্যাকালের অধিপতি, অধোদৃষ্টি, বনচরগ্রহ, পক্ষী, দণ্ডাকৃতি, পশ্চিম দিকের অধিপতি এবং অন্ত্যজজাতীয়।

রাহু।

পাপদায়ক গ্রহ, কৃষ্ণবর্ণ, বায়ুকর, সন্ধ্যাকালের অধিপতি, অধোদৃষ্টি, বনচর গ্রহ, অপদ, মকরাকৃতি এবং অন্ত্যজজাতীয়।

কেতু।

পাপদায়ক গ্রহ, ধূম্রবর্ণ এবং সর্পাকৃতি।

নক্ষত্রগণের আকার ও জাতিভেদ।

১। অশ্বিনী,—তিনটী নক্ষত্রে রচিত। এই নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি অশ্বের মস্তকের ন্যায় বিন্যস্ত। এজন্য ইহার নাম অশ্বিনী।

২। ভরণী,—তিনটী নক্ষত্রের সমষ্টি, আকার ত্রিকোণ।

৩। কৃত্তিকা,—ছয়টী নক্ষত্রে রচিত, আকার খড়্গা-ধারের মত।

৪। রোহিণী,—চারিটী নক্ষত্রযুক্ত শকটাকার।

৫। মৃগশিরা,—তিনটী নক্ষত্রবিশিষ্ট হরিণ-মস্তকাকার।

৬। আর্দ্রা,—একটী মাত্র নক্ষত্র, রত্নের ন্যায় আকার।

৭। পুনর্ব্বসু,—ছয়টী নক্ষত্রযুক্ত গৃহাকার।

৮। পুষ্যা,—দুইটী নক্ষত্রযুক্ত চক্রাকার।

৯। অশ্লেষা,—পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত কুলাল চক্রাকার।

১০। মঘা,—পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত বাটীর মত।

১১। পূর্ব্বফল্গুনী,—দুইটী নক্ষত্রযুক্ত খট্টার আকার।

১২। উত্তরফল্গুনী,—দুইটী নক্ষত্রযুক্ত শয্যাকার।

১৩। হস্তা,—সাতটী নক্ষত্রযুক্ত হস্তাকার।

১৪। চিত্রা,—একটী নক্ষত্র, মুক্তাকার।

১৫। স্বাতি,—একটী প্রবালাকার নক্ষত্র।

১৬। বিশাখা,—পুষ্পমাল্যাকার একটী নক্ষত্র।

১৭। অনুরাধা,—সাতটী নক্ষত্রযুক্ত জলধারার আকার।

১৮। জ্যেষ্ঠা,—কর্ণকুণ্ডলাকার একটী নক্ষত্র।

১৯। মূলা,—একাদশটী নক্ষত্রযুক্ত সিংহ-লাঙ্গুলাকার।

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া,—চারিটী নক্ষত্রযুক্ত হস্তীদন্তাকার।

২১। উত্তরাষাঢ়া,—চারিটী নক্ষত্রযুক্ত শয্যাকার।

২২। শ্রবণা,—তিনটী নক্ষত্রযুক্ত ত্রিশূলাকার।

২৩। ধনিষ্ঠা,—পাঁচটি নক্ষত্রযুক্ত ঢক্কাকার।

২৪। শতভিষা,—একশত নক্ষত্রযুক্ত মণ্ডলাকার।

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ,—দুইটী নক্ষত্রযুক্ত ঘণ্টাকার।

২৬। উত্তরভাদ্রপদ,—দুইটি নক্ষত্রযুক্ত, দুই মস্তকযুক্ত মনুষ্যের ন্যায়।

২৭। রেবতী,—বত্রিশটী নক্ষত্রযুক্ত মৃদঙ্গাকার।

অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বজাতি, রেবতী ও ভরণী হস্তী, কৃত্তিকা অজা, রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প, আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র, পুনর্ব্বসু মেষ, পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর, পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ, বিশাখা ও অনুরাধা হরিণ, জ্যেষ্ঠা কুক্কুর, মূলা ও শ্রবণা বানর, পূর্ব্বাষাঢ়া নকুল এবং ধনিষ্ঠা পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তর ভাদ্রপদ সিংহ-জাতীয়।

পঞ্জিকা-গণনা।

অব্দপিণ্ড,—যে বৎসরের পঞ্জিকা গণনা করিতে হইবে, সেই শকাঙ্ক হইতে ১,৫২১ বাদ দিলে যাহা বাকী থাকিবে, তাহাকে 'পিণ্ড' বলে।

তিথিদিন,—ঐ অব্দ-পিণ্ডকে ৩৮৯ দিয়া গুণ করিয়া তাহাতে ৪,৩০০ যোগ করিয়া যোগফলকে ৬,০০০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে 'তিথিদিন' কহে।

নক্ষত্র দিন ও যোগদিন,—অব্দপিণ্ডকে ৮৩৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে ১৫,১০০ যোগ করিয়া যোগফলকে ২০,০০০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহা "নক্ষত্র দিন" ও "যোগদিন" নামে খ্যাত।

অব্দ-পিণ্ডকে ১১ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে ১২ এবং তিথি দিন যোগ করিয়া যোগফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সেই বৎসরের প্রথম তিথি হইবে। যদি শূন্য থাকে, তবে অমাবশ্যা প্রথম তিথি হইবে।

অব্দপিণ্ডকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে ১১ যোগ করিবে ও পূর্ব্বোক্তমতে যে নক্ষত্রদিন ও যোগদিন হইবে, সেই অঙ্ক তাহা হইতে বিয়োগ করিয়া যাহা বাকী থাকিবে তাহাকে ২৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগ-শেষ যাহা থাকিবে, সেই অঙ্ক সেই বৎসরের "ভ" যোগ হইবে। যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে ২৭ এই অঙ্ক প্রথম "ভ" যোগ অর্থাৎ প্রথম নক্ষত্র ও প্রথম যোগ হইবে।

অব্দ পিণ্ডকে ৭,৭,৯,৫,৫১,২৭ ক্রমান্বয়ে পৃথক্‌রূপে গুণ করিয়া গুণফলগুলিকে পৃথক্ স্থানে রাখিবে। তাহার পর, শেষেরটী অর্থাৎ ২৭ গুণিত অব্দপিণ্ডকে ৬০ দিয়া দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, ৫১ গুণিত অব্দপিণ্ডকে তাহা যোগ করিবে এবং তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগ-ফলকে ৫ গুণিত অব্দ-পিণ্ডকে যোগ করিবে ও তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া ৯ গুণিত অব্দপিণ্ডকে যোগ করিতে হইবে। পরে, তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া ৭ গুণিত অব্দ পিণ্ডকে যোগ করিবে। পশ্চাৎ তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া ৭ গুণিত অব্দপিণ্ডকে যোগ করিবে এবং অবশিষ্ট গুলি পর পর থাকিবে।

তিথিকেন্দ্র ;—ভ্রম ও তিথিকেন্দ্র তিথি দিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথিদিনকে ৩০৯ দিয়া ভাগ করিয়া অপর স্থানের তিথিদিনের সহিত যোগ করিয়া এই যোগাঙ্কেও পূর্ণ প্রক্রিয়ামতে যে অঙ্ক হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে ০,১১,৫৯ ক্ষেপাঙ্কের সহিত যোগ করিবে। যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইবে, তাহার প্রথমাঙ্কটীকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া দ্বিতীয়াঙ্কের সহিত যোগ করিবে। পরে তাহাকে ১,৬৮৫ দিয়া ভাগ করিলে, যাহা ভাগফল হইবে, তাহাকে 'তিথিকেন্দ্র' বলে। আর যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্কটীকে বামে বসাইলে, তাহার নাম 'তিথিকেন্দ্র' হইবে।

অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বোক্ত মতে পর পর ১,১৯,৪৮, ৩১ দিয়া গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে শেষেরটীকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ৪৮, ১৯,১ পূর্বিতাব্দ-পিণ্ডকে যোগ করিবে এবং তাহা হইতে ৩,২৫,১৫,১৪ হীন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত তিথিকেন্দ্র ভ্রমকে ৩২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লাভ হইবে ও যাহা অবশিষ্ট থাকিবে; তাহা পূর্ব্বাঙ্কে (অর্থাৎ ৩,২১৫৬,

১৪ হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট আছে, সেই অঙ্কে হীন) করিবে। পরে পূর্ব্বমত তিথিদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথি দিনের সহিত যোগকরতঃ পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিবে। তাহা হইলে, তিথির বারাদি অর্থাৎ বার, দণ্ড প্রভৃতি হইবে।, অব্দপিণ্ডকে ১,৫০০ দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল হইবে তাহা তিথি বারাদির পলের সহিত যোগ করিবে এবং বারটীকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহা বার হইল এবং তাহার পূর্ব্বে প্রথম তিথি পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তিথি বারাদি হইবে।

নক্ষত্র কেন্দ্রভ্রম ও নক্ষত্র কেন্দ্র ;—অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পর পর ৭,০,৪৫,৫৩,৩,৩৪,১২ দিয়া গুণ করিয়া পূর্ব্বমত শেষেরটী হইতে ৬০ বিভাগ লব্ধফল যথাক্রমে ৩১,৩,৫৩ ৪৫ ০,৭, পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্কে যোগ করিবে। নক্ষত্রদিনকে দুইস্থানে রাখিয়া একস্থানের নক্ষত্রদিনকে ১,২০০ দিয়া ভাগ ভাগ করিয়া ভাগফলকে অন্য স্থানের নক্ষত্রদিনের সহিত যোগ করিয়া তাহা পূর্ব্বাঙ্কে হীন করিবে ও তাহাতে ০।২৫ ১৭ যোগ করিয়া প্রথমাঙ্কটীকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া দ্বিতীয়াঙ্কটীকে তাহার সহিত যোগ করিবে। পরে তাহাকে ১,৬৩৫ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধাঙ্কটীকে বামে বসাইয়া দিলে তাহার নাম "নক্ষত্র কেন্দ্র" হইবে এবং উক্ত ১,৬৩৫ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইয়াছিল, তাহার নাম "নক্ষত্র কেন্দ্রভ্রম" হইবে।

নক্ষত্র বারাদি ,—অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পর পর ১,১৩,২৫,১৮,১৪,৩১,১২ দ্বারা গুণ করিয়া পূর্ব্বমত ৬০ বিভাগ লব্ধাঙ্ক যথাক্রমে ৩১,১৪,১০,২৫,১৩,১ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্কে যোগ করিবে, নক্ষত্রদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া একস্থানের নক্ষত্রদিনকে

১,১০০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফলকে অন্য স্থানের নক্ষত্রদিনের সহিত যোগ করিয়া যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্ক হইতে হীন করিবে। এইরূপ হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ৪।২৭।৫১ ২৬ যোগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র কেন্দ্রভ্রমকে ১৮ দিয়া গুণ করিয়া ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে ও যাহা বাকী (ভাগ শেষ) থাকিবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে (অর্থাৎ ৪।২৭।৫২ ২৬ যোগ করিবার পর যত হইয়াছে, সেই অঙ্কে) যোগ করিবে। তাহাতে বার, দণ্ড, পল প্রভৃতি হইবে। বারটীকে দণ্ড দিয়া ভাগ করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা বার হইবে এবং তাহার পূর্ব্বে প্রথম নক্ষত্র পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে; তাহা হইলে নক্ষত্র বারাদি হইবে।

যোগকেন্দ্র ভ্রম ও যোগকেন্দ্র ;—অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যথাক্রমে ৭,৩৩,১৫,৩৫,৫২,৫৮,১৮ দ্বারা গুণ করিয়া পূর্ব্বমত ক্রমশঃ ৬০ বিভাগ দ্বারা লব্ধ অঙ্কশ্রেণী ৫৮,৫২, ৩৫,১৫,৩৩,৭ গুণিত পিণ্ডাঙ্কে যোগ করিবে। পরে যোগদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া একস্থানের যোগদিনকে ৩১০ দিয়া ভাগ করিয়া অপর স্থানের যোগদিনের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ অঙ্ক পূর্ব্বাঙ্ক হইতে হীন করিতে হইবে। তাহাতে ০।২৮।১৮ যোগ করিবে। যোগফল যাহা হইবে, তাহাকে ৬০ গুণ করিয়া তাহারা পরের অঙ্কটীকে তাহার সহিত যোগ করিবে এবং তাহাকে ১,৭৬২ দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্কটীকে বামে বসাইলে তাহার নাম "যোগ কেন্দ্র", আর উক্ত ১,৭৬২ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা ভাগফল হইয়াছিল, তাহার নাম "যোগকেন্দ্র ভ্রম"।

যোগবারাদি :—অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বমত যথাক্রমে ১,৪৬, ১০,২৯,৩০,৩৬ দিয়া গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রমান্বয়ে ৬০

বিভাগ দ্বারা লব্ধ অঙ্ক শ্রেণীকে ৩০,২৯,১০,৪৬,১ গুণিত অঙ্ক পিণ্ডাঙ্কে যোগ করিবে। পরে যোগদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের যোগদিনকে ২৪০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে অন্য স্থানের যোগদিনের সহিত যোগ করিবে এবং তাহা পূর্ব্বাঙ্ক হইতে বিয়োগ করিবে। ৪।১২।৩৮।৬ এই অঙ্কও তাহা হইতে হীন করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত যোগকেন্দ্র-ভ্রমকে ১১০ দ্বারা গুণ করিয়া তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া পূর্ব্বাঙ্ক হইতে হীন করিবে। তাহা হইলেই বার, দণ্ড, পল ইত্যাদি হইবে। বার-টীকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহা বার হইবে এবং তাহার পূর্ব্বে প্রথম যোগটিকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই যোগবারাদি হইবে।

সুমেরু পর্ব্বত ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ যে একটি রেখা কল্পিত করা হইয়াছে, তাহার নাম 'মধ্যরেখা'। ঐ রেখা হইতে আপনার দেশ যত যোজন দূর হইবে, সেই সংখ্যক যোজনকে ৬ দিয়া গুণ করিয়া ১৩ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে, তাহা পল। ঐ পল যদি ষাইটের অধিক হয়, তবে তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিবে; তদ্দ্বারা দণ্ড পলাদি করিয়া মধ্যরেখার পূর্ব্বদেশে ও সমস্ত তিথি বারাদি, নক্ষত্র বারাদি, যোগ বারাদি ও মেষ সংক্রান্তি ধ্রুব হইয়াছে, তাহার সহিত যোগ করিবে। ঐ প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা মধ্য-রেখার পশ্চিমদেশে হীন করিতে হইবে। মনে কর,—আমাদের দেশ কলিকাতা মধ্যরেখার দুইশত যোজন পূর্ব্বে আছে; অতএব, এদেশে দেশান্তরদণ্ড ২।৩৪ যোগ করিতে হইবে।

বিষুব দিনের বারাদি ধ্রুব ও কেন্দ্র ধ্রুব দুই স্থানে পৃথক পৃথক্ রাখিয়া ঐ বার ধ্রুবের ও কেন্দ্র ধ্রুবের সহিত প্রতিদিনের বার ধ্রুব-ক্ষেপাঙ্ক ও কেন্দ্র ধ্রুব-ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে প্রতিদিনের

শুক্রবার ধ্রুব ও শুদ্ধকেন্দ্র ধ্রুব হইবে। ঐ শুদ্ধকেন্দ্র ধ্রুব সংখ্যায় খণ্ডাগ্রহণ করিয়া তাহা একস্থানে স্থাপিত করিবে। তাহার পর, খণ্ডা ঐ স্থাপিত খণ্ডা অপেক্ষা যত অধিক হইবে, তাহার নাম ধনভোগ্য এবং যত কম হইবে তাহার নাম ঋণভোগ্য। কেন্দ্রের অঙ্ক যাহা বাকী থাকিবে, তাহাকে ভোগ্য দিয়া গুণ করিয়া ষষ্ঠ লব্ধ শোধিত করিয়া ধনভোগ্যস্থলে স্থাপিত খণ্ডার পলের সহিত যোগ করিতে হইবে এবং ঋণভোগ্য স্থলে স্থাপিত খণ্ডার পলের সহিত বিয়োগ করিতে হইবে; ঐ খণ্ডা বারাদি ধ্রুবের দণ্ডের সহিত যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই, প্রতিদিনের তিথ্যাদির দণ্ড হইবে। ঐ দণ্ডাদি যদি ষাটির অধিক হয়, তবে তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ক বারে যোগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট দণ্ডাদি থাকিবে। প্রথমাঙ্কটী তিথি, তাহা হইলেই উক্ত বার দিবসে উক্ত তিথির স্থিতিকাল হইবে। পশ্চাৎ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

যদি একদিবস বার লব্ধ না হয় অর্থাৎ রবিবারের মঙ্গলবার লব্ধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সোমবার দিন সেই তিথিটি ৬০ দণ্ড আছে এবং মঙ্গল বার দিন ও লব্ধদণ্ড আছে।

দুই দিনে যদি একই বার লাভ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম লব্ধ দণ্ড পর্য্যন্ত একটি তিথি আছে এবং ঐ দিন ত্র্যাহস্পর্শ হইবে। ত্র্যাহস্পর্শ গণনা স্থলে পরলব্ধ দণ্ড হইতে পূর্ব্ব লব্ধদণ্ড বাদ দিয়া লিখিতে হয়।

কেন্দ্র যদি আপনাপন ভ্রম হইতে অধিক হয় অর্থাৎ তিথি কেন্দ্র যদি ২৮।৫এর অধিক হয়, নক্ষত্রকেন্দ্র যদি ২৭।১৫এর অধিক হয়, তাহা হইলে আপনাপন কেন্দ্রে বাদ দিয়া তিথি বারাদির দণ্ডে ৩২ বাদ দিবে, নক্ষত্র বারাদির দণ্ডে ১৮ যোগ করিবে,

যোগ বারাদির দণ্ডে ১১০ হীন করিবে। তাহা হইলেই, শুদ্ধ বারাদি হইবে।

তিথি কেন্দ্রের ভ্রম ২৮।৫, নক্ষত্র কেন্দ্রের ভ্রম ২৭।১৫, যোগ কেন্দ্রের ভ্রম ২৯.২২।

তিথির অঙ্কসংখ্যা যত হইবে, তাহাকে দ্বিগুণ করিবে। যদি তিথি মানের পূর্ব্বার্দ্ধে করণ-গণনা করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বিগুণাঙ্কে ২ বাদ দিবে এবং তিথিমানের পরার্দ্ধ হইলে ১ বাদ দিবে। অবশিষ্ট অঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা বাকী থাকিবে, তাহাই করণ হইবে। করণ, বব, বালব ইত্যাদি নামে জানিবে; কিন্তু, কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর মানের শেষ অবধি গণনার বিশেষত্ব আছে।

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধে শকুনি, অমাবস্যার স্থিতি দণ্ডের প্রথমার্দ্ধে চতুষ্পদ, অমাবস্যার শেষার্দ্ধে নাগ, প্রতিপদের প্রথমে কিস্তুঘ্ন ইত্যাদি করণ জানিতে হইবে।

অব্দপিণ্ডকে ১,০০৭ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৮০০ দিয়া ভাগ করিবে। লব্ধাঙ্ক বার, দণ্ড প্রভৃতি হইবে। পুনর্ব্বার অব্দ পিণ্ডকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া গুণ-ফলকে ৩০০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ককে পলে যোগ করিতে হইবে। তাহার সহিত ৪।৪৪ ৮।১৩ এই ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিয়া দিবে এবং তাহাকে সাত দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বিষুব সংক্রান্তির বারাদি হইবে। ইহাতে পূর্ব্বমত দেশান্তর সংস্কার ও চরার্দ্ধ সংস্কার করিতে হইবে। তাহা হইলেই বিষুব সংক্রান্তির শুদ্ধ বারাদি হইবে অর্থাৎ ঐ সময়ে সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করিবে।

বৃষক্ষেপ বারাদি ২।৫৬।৪৯, মিথুনক্ষেপ বারাদি ৬।২২।২৮, কর্কটক্ষেপ বারাদি ৩।১।৩ সিংহক্ষেপ বারাদি ৬।২৯।০, কন্যাক্ষেপ

বারাদি ২।২৯।২০, তুলাক্ষেপ বারাদি ৪।৫৫।০, বৃশ্চিকক্ষেপ বারাদি ৬।৪৭।৫১, ধনুক্ষেপ বারাদি ১।১৬।৫২, মকর ক্ষেপ বারাদি ২।৩৬। ১।, কুম্ভক্ষেপ বারাদি ৪।৩।২৪, মীনক্ষেপ বারাদি ৫।৫১।৮।

বিষুব সংক্রান্তির শুদ্ধ বারাদিতে এই বৃষাদির ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে সেই সময়ে সূর্য্য বৃষ, মিথুনাদি রাশিতে গমন করিবেন অর্থাৎ মাসের শেষে ঐ ঐ বারে, ঐ ঐ সময়ে সংক্রান্তি হইবে।

যে মাস যত দিনে শেষ হইবে, তাহার পরিমাণ বৈশাখ ৩০।৫৬।৪৯, জ্যৈষ্ঠ ৩১।২৫।৩৯, আষাঢ় ৩১।৩৮।৩৫, শ্রাবণ ৩১। ২৭।৫৭, ভাদ্র ৩১।০।২০, আশ্বিন ৩০।২৫।৪০, কার্ত্তিক ২৯।৫২। ৫১, অগ্রহায়ণ ২৯।২৯।১, পৌষ ২৯।১৯।৯, মাঘ ২৯।২৭।২৩, ফাল্গুণ ২৯।৫০।৪, চৈত্র ৩০।২২।৩ সর্ব্বসমেত বৎসরের দিন সংখ্যা তাহা হইলে ৩৬৫।১৫।৩১; কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল এবং ২৪ অনুপলে এক বৎসর হয়।

নক্ষত্র বার তিথ্যাদি গণনার বিস্তারিত উপায়।

অব্দপিণ্ড ও তিথিদিন।

মনে কর,—১,৮০০ শকাব্দের পঞ্জিকা-গণনা আবশ্যক। এই ইষ্ট শক হইতে ১,৫২১ বাদ দিলে বাকী রহিল ২৭৯; ইহারই নাম

"অব্দ পিণ্ড"। ইহাকে ৩৮৯ দিয়া গুণ করিলে ১,০৮ ৫৩১ হয়। ইহাতে ৪,৩০০ যোগ করিলে ১,১২,৮৩১ হইবে। ইহাকে ৬,০০০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ১৮ হয়। ইহার নাম তিথি দিন, ইহা গ্রহণ করিয়া যে ভাগশেষ ৩,৮৩১ থাকিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

নক্ষত্রদিন ও যোগদিন।

২৭৯ অব্দ-পিণ্ডকে ৮৩৩ দিয়া গুণ করিলে ২,৩২,৭০৭ হইল। ইহার সহিত ১৫,১০০ যোগ করিলে ২,৪৭,৮০৭ হয়, ইহাকে ২০,০০০ দিয়া ভাগ করিলে ১২ হয়। ভাগশেষ যে ৭,৮০৭ থাকে, উহা অনাবশ্যক; সুতরাং, তাহা পরিত্যজ্য। ১২ হইল নক্ষত্র দিন ও যোগদিন।

প্রথম তিথিগণনা।

অব্দ-পিণ্ড ২৭৯ কে ১১ দিয়া গুণ করিলে ৩,০৬৯ হয়। তাহার সহিত ১২যোগ করিলে ৩,০৮১ হয়। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত তিথিদিন ১৮ যোগ করিলে ৩,০৯৯ হয়। তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে বাকী থাকে ৯, ইহাই ১৮০০ শকাব্দের প্রথম দিবসের তিথি।

প্রথম নক্ষত্র ও যোগ গণনা।

অব্দ পিণ্ড ২৭৯ কে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২,৭৯০ হয়, তাহার সহিত ১১ যোগ করিলে ২,৭৯১ হইবে। ইহা হইতে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রদিন বাদ দিলে ২,৭৭৯ থাকে। ইহাকে ২৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৮ থাকে, ইহাই ১৮০০ শকের প্রথম নক্ষত্র ও প্রথম যোগ হইল।

তিথিকেন্দ্র।

অঙ্কপিণ্ড ২৭৯কে ৭ ৭,৯,৫,৫১,২৭ দিয়া পৃথক্ পৃথক্ গুণ করিলে যথাক্রমে ১,৯৫৩,১,৯৫৩, ২,৫১১, ১৪,২২৯ ও ৭,৫৩৩ হইল; ইহার শেষাঙ্ক অর্থাৎ ৭,৫৩৩কে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ১২৫ হইল এবং ভাগশেষ ৩৩ থাকিল। ভাগফল ১২৫কে পূর্ব্বাঙ্কের সহিত যোগ করিলে ১৪,৩৫৪ হয়। তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ২৩৯ ভাগফল হয় এবং ভাগশেষ ১৪ থাকে। লব্ধাঙ্ককে তাহার পূর্ব্বের অঙ্কের সহিত অর্থাৎ ১,৩৯৫ এর সহিত যোগ করিলে ১,৬৩৪ হয়। তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ২৭ হইল এবং ১৪ ভাগশেষ রহিল এবং লব্ধাঙ্ক ২৭কে তাহার পূর্ব্বের অঙ্কের সহিত অর্থাৎ ২,৫১১ এর সহিত যোগ করিলে ২,৫৩৮ হইল। ইহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ৪২ হয় এবং ১৮ বাকী থাকে। ঐ লব্ধাঙ্ক ৪২ তাহার পূর্ব্বাঙ্কে অর্থাৎ ১,৯৫৩ এর সহিত যোগ করিলে ১,৯৯৫ হয়; পরে তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক ৩৩ হয় এবং ভাগশেষ ১৫ থাকে। ঐ ৩৩কে ১,৯৫৩ এর সহিত যোগ করিলে ১,৯৮৬ হয়। শেষাঙ্ক গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলে ১৯৮৬।১৫।১৮।১৪।১৪।৩৩ হয়। তাহার পর তিথিদিন ১৮কে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথিদিন ১৮কে ৩০০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক ০।৩।৩৬ হইবে। তাহাকে পূর্ব্বস্থাপিত তিথিদিনের সহিত যোগ করিলে ১৮।৩। ৩৬ হইবে। এই অঙ্ক পূর্ব্বাঙ্ক ১৯৮৬।১৫।১৮।১৪।১৪।৩৩ এর সহিত যোগ করিলে ২,৩০৪।১৮।৫৪ ১৪।১৪।৩৩ হয়। ইহার সহিত ক্ষেপাঙ্ক ০।১১।৫৯ যোগ করিলে সমষ্টি ২,০০৪।৩০।৩০।৫৩ ১৪।১৪।৩৩ হয়। ইহার প্রথমাঙ্কটী অর্থাৎ ২,০০৪ কে ৬০ দ্বারা গুণ করিলে ১২,০৪০ হইবে। তাহার পরের অঙ্ক ৩০ যোগ

করিলে ১২,৭৭০ হইল। ইহাকে ১,৬৮৫ দিয়া ভাগ করিলে ৭১ হইল। ইহার নাম 'তিথিকেন্দ্র ভ্রম'। অবশিষ্ট ৬৩৫। ৩৩।২৪।১৪।৩৩ থাকে; ইহার প্রথমটীকে অর্থাৎ ৬৩৫কে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ও ভাগশেষ সমেত ১০।৩৫।৩৩।১৪।১৪।৩৩ হইল। ইহার নাম 'তিথিকেন্দ্র'।

তিথি বারাদি গণনা।

অব্দপিণ্ড ২৭৯কে ১।১৯।৪৮।৩১ এই প্রত্যেক অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ২৭৯।৫,৩০১।১৩,৩৯২ ৮,৬৪৯ হইল। ইহার শেষের অঙ্ক অর্থাৎ ৮,৬৪৯ কে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে, অবশিষ্ট ৯ থাকে এবং লব্ধাঙ্ক ১৪৪ হয়। ঐ লব্ধাঙ্ক অর্থাৎ ১৩,৩৯২এর সহিত যোগ করিলে ১৩,৫৩৬ হয়; ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ৩৬ বাকী থাকে ও লব্ধাঙ্ক ২২৫ হয়; ঐ লব্ধাঙ্ক উহার পূর্ব্বের অঙ্ক অর্থাৎ ৫,৩০১ ইহার সহিত যোগ করিলে ৫,৫২৬ হয়; তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ ৬ থাকে এবং লব্ধাঙ্ক ৯২ হয়। ঐ লব্ধাঙ্ক ৯২কে প্রথমাঙ্কের সহিত অর্থাৎ ২৭৯ এর সহিত যোগ করিলে ৩৭১ হয়। ক্রমশঃ, শেষাঙ্ক গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে ৩৭১।৬।৩৬।৯ হয়, ইহা হইতে ৩।২৫।১৫।১৪ বাদ দিলে ৩৬৭।৪১।২০।৫৫ হয়, তিথি কেন্দ্র ভ্রম ৭১। ইহাকে ৩২ দ্বারা গুণ করিলে ২,২৭২ হয়, অবশিষ্ট ৫২ থাকে। ঐ ৩৭।৫২ পূর্ব্বাঙ্কে অর্থাৎ ৩৬৭।৪১।২০।৫৫ দ্বারা ইহা হীন করিলে ৩২৯।৪৯।২০।৫৫ হয়। পূর্ব্বমত তিথিদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথিদিনকে ৩০০ দিয়া ভাগ করিলে ০।৩।৩৬ লব্ধ হয়। ঐ লব্ধাঙ্ক অন্য স্থানের তিথিদিনের সহিত যোগ করিলে ১৮।৩।৩৬ হয়। এই অঙ্ক পূর্ব্বাঙ্কে অর্থাৎ ৩২৯। ৪৯।২০।৫৫ ইহার সহিত যোগ করিলে ৩৪৭।৫২।৫৬।৫৫। ইহা বার,

দণ্ড, পল, বিপল ইত্যাদি অব্দপিণ্ডকে ১,৫০০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পল হইবে ; কিন্তু এখানে পলে শূন্য লাভ হইয়াছে, আর বিপলে ১১ লাভ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে ৩৪৭।৫১।৫৭। ৬ হয়। ইহার প্রথমটী বার, ঐ বারকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৪।৫২।৫৭।৬ অবশিষ্ট থাকে, ইহার পূর্ব্বে প্রথম তিথি ৯কে পৃথক্ শ্রেণীরূপে যোগ করিলে ৯ ৪।৫২।৫৭।৬ হয়। ইহাতে আমাদের দেশান্তর দণ্ডাদি যোগ করিলে ৯ ৪।৩৫। ৩১ ৬ হইবে। ইহার নাম 'তিথিবারা' দি।

নক্ষত্রকেন্দ্র গণনা।

২৭৯ অব্দপিণ্ডকে ৭।০।৪৫।৫৩।৩,৩৪।১২ প্রত্যেক অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে ১৯৫৩।০।১২,৫৫৫।১৪,৭৮৭।৮৩৭।৯,৪৮৬ ও ৩,৩৪৮ হয়। ইহার শেষের অঙ্কটি অর্থাৎ ৩,৩৪৮কে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ৪৮ শেষ থাকে ও ভাগফল ৫৫ লব্ধাঙ্ক হয়। ঐ লব্ধ পূর্ব্বাঙ্ক অর্থাৎ ৯,৪৮৬ এর সহিত যোগ করিলে ৯,৫৪১ হয়। উহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে শেষ ১ থাকে এবং লব্ধাঙ্ক ১৫৯ হয়। ঐ লব্ধাঙ্ক পূর্ব্বাঙ্কে অর্থাৎ ৮৩৭ এর সহিত যোগ করিলে ৯৯৬ হয়। উহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ১৬ হয় এবং ৩৬ বাকী থাকে। ঐ লব্ধফল তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪,৭৮৭এর সহিত যোগ করিলে ১৪,৮০৩ হয়। উহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ৪৩ বাকী থাকে; আর ভাগফল ২৪৬ হয়। ঐ লব্ধ অঙ্ক উহার পূর্ব্ব অর্থাৎ ১২,৫৫৫ এর সহিত যোগ করিলে ১২,৮০১ হয়। উহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে শেষ ২১ থাকে এবং ভাগফল ২১৩ হয়। উহাকে পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্কের সহিত অর্থাৎ শূন্যের সহিত যোগ করিলে ২১৩ই হইল। উহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে শেষ ৩৩ থাকে এবং

ভাগ লব্ধ এল ৩ হয়। উহা পূর্ব্বস্থাপিতাঙ্কে অর্থাৎ ১,৯৫৩ এর সহিত যোগ করিলে ১,৯৫৬ হয়। পরে ক্রমশঃ শেষাঙ্ক গুলি শ্রেণীপূর্ব্বক সংস্থাপন করিলে ১৯৫৬।৩৩।২১।৪৩।৩৬।১।৪৮ হয়। তৎপরে নক্ষত্র দিন যে ১২, ইহাকে দুইস্থানে রাখিয়া এক স্থানের নক্ষত্র দিনকে ১,২০০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগলব্ধ ফল ০।০।৩৬ হয়। উহা পূর্ব্বস্থাপিত নক্ষত্র দিনের সহিত যোগ করিলে ১২।০।৩৬ হয়। ইহা পূর্ব্বাঙ্কে অর্থাৎ ১,৯৫৬।৩৩।২১।৪৩।১।৪৮ ইহা হইতে হীন করিলে ১,৯৪৪।৩২।৪৫।৪৩।৩৬।১।৪৮ হয়,ইহার সহিত ০।২৫। ১৭ যোগ করিলে ১৯৪৪।৫৮।২।৪৩।৩৬।১।৪৮ হয়। ইহার প্রথমাঙ্কটীকে অর্থাৎ ১৯৪৪কে ৬০ দিয়া গুণ করিলে ১,১৬,৬৪০ হয়। উহার সহিত পরের অঙ্কটী অর্থাৎ ৫৮ যোগ করিলে ১,১৬,৬৯৮ হয়। ইহাকে ১,৬৭৫ দিয়া ভাগ করিলে ৭১ লাভ হয়। ইহার নাম "নক্ষত্র কেন্দ্রের ভ্রম" এবং অবশিষ্ট ৬১৩।২।৪৩।৩৬।১।৪৮ থাকে। উহার প্রথমটীকে অর্থাৎ ৬১৩ কে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ও ৬০ সমেত ১০।১৩।২।৪৩।৩৬।১।৪৮ হয়। ইহার নাম "নক্ষত্রকেন্দ্র।"

নক্ষত্রবার গণনা।

অব্দপিণ্ড ২৭৯ কে ১।১৩।২৫।১৮।১৪।৩১।১২ এই প্রত্যেক অঙ্ক দিয়া পূরণ করিলে ২৭৯।৩,৬২৭।৬,৯৭৫।৫,০২২।৩,৯০৬ ৮,৬৪৯। ও ৩,৩৪৮ হইল। ইহার শেষের অঙ্কটী অর্থাৎ ৩,৩৪৮কে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৪৮ থাকে এবং ভাগফল ৫৫ হয়। ঐ লব্ধাঙ্ক উহার পূর্ব্বের অঙ্ক অর্থাৎ ৮,৬৪৯এর সহিত যোগ করিলে ৮,৭০৪ হইল। উহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৪ থাকে এবং ভাগফল ১৪৫ লব্ধ হয়। ঐ লব্ধফল উহার পূর্ব্বের অঙ্ক

অর্থাৎ ৩,৯০৬ এর সহিত যোগ করিলে ৪,০৫১ হইল। উহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৩১ থাকে এবং ৬৭ ভাগফল লব্ধ হয়। ঐ লব্ধ-অঙ্ক উহার পূর্ব্বের অঙ্ক অর্থাৎ ৫,০২২ এর সহিত যোগ করিলে ৫,০৮৯ হইল। উহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ৪৯ ভাগশেষ থাকে এবং ভাগফল ৮৪ হয়। ঐ লব্ধাঙ্ক উহার পূর্ব্বের অঙ্ক অর্থাৎ ৬,৯৭৫ এর সহিত যোগ করিলে ৭,০৫৯ হইল। উহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ৪ থাকে এবং ১১৭ ভাগ লব্ধাঙ্ক হয়। ঐ লব্ধ ফল উহার পূর্ব্বের অঙ্ক অর্থাৎ ৩৬২৭ এর সহিত যোগ করিলে ৩,৭৪৪ হইল। তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে শেষ ২৪ থাকে এবং ভাগ শেষাঙ্ক ৬২ হয়। ঐ লব্ধাঙ্ক উহার পূর্ব্বের অঙ্ক অর্থাৎ ২৭৯ এর সহিত যোগ করিলে ৩৪১ যোগফল হইল। পরে ক্রমশঃ শেষাঙ্কগুলি শ্রেণীপূর্ব্বক সংস্থাপন করিলে ৩৪১।২৪।৩৯।৪৯।৩১।৪।৪৮ হয়। নক্ষত্রদিন ১২ কে দুই স্থানে রাখিয়া একস্থানের নক্ষত্রদিনকে ১,২০০ দিয়া ভাগ করিলে ০।০।৩৬ হয়। উহা অপর স্থানের নক্ষত্র দিনের সহিত যোগ করিলে ১২।০।৩৬ হয়। ইহা পূর্ব্বাঙ্কে হীন করিলে ৩২৯ ২৪।৩।৪৯ ৩১।৪।৪৮ বাকী থাকে। ইহার সহিত ক্ষেপাঙ্ক ৪।২৭ ৫২ ৫৬ যোগ করিলে ৩৩৩।৫১।৫৬।১৫।৩১।৪।৪৮ হয়। নক্ষত্রকেন্দ্র ভ্রমকে ১৮ দিয়া গুণ করিলে ১,২৭৮ হয়। উহা পূর্ব্বাঙ্কে অর্থাৎ ৩৩৩।৫১।৫৬।১৫।৩১।৪।৪৮ যোগ করিলে ৩৫৫।৯। ৫৬ ১৫।৩১।৪।৪৮ হয়। ইহার নাম নক্ষত্রবারাদি। বার ৩৫৫ ইহাকে ৭দ্বারা ভাগ করিলে ৫ বাকী থাকে এবং এই অঙ্কশ্রেণীর প্রথম নক্ষত্রটীকে বসাইলে ৮।৫।৯।৫৬।১৫।৩১।৪।৪৮হইল। ইহাতে আমাদের দেশীয় দেশান্তর দণ্ড ২।৩৩ যোগ করিলে ৮।৫।১২।৩০। ১৫।৩১।৪।৪৮ হইল। ইহার প্রথমটী নক্ষত্র, তৎপরেরটী বার, তাহার পরেরটি দণ্ড, পল, বিপল ইত্যাদি। ইহাই 'নক্ষত্রবারা'দি।

যোগকেন্দ্র গণনা।

২৭৯ অঙ্ক পিণ্ডাঙ্কে ৭,৩৩।১৫ ৩৫ ৫২ ৫৮ ৪৮ এই সকল অঙ্কের প্রত্যেক দ্বারা গুণ করিলে ১,৯৫৩,৯,২০৭।৪,১৮৫,৯,৭৬৫।১৪,৫০৮। ১৬,১৮২।১৩,৩৯২ হয় ইহার শেষেরটীকে অর্থাৎ ১৩,৩৯২কে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ১২০ থাকে এবং লব্ধফল ২২৩ হয়। ইহাকে ৫৮ গুণিত অব্দ-পিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ১৬,১৮২ এর সহিত যোগ করিলে ১৬,৪০৫ হয়। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ২৫ বাকী থাকে এবং ভাগফল ২৭৩ লব্ধ হয়। ইহার সহিত ৫২ গুণিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ১৪,৫০৮ যোগ করিলে ১৪,৭৮১ হয়। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ২১ বাকী থাকে এবং লব্ধ ২৪৬ হয়। ইহাকে ৩৫ গুণিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ৯,৭৬৫এর সহিত যোগ করিলে ১০,০১১ হয়। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৫১ থাকে এবং লব্ধফল ১৬৬ হইল। উহা ১৫ গুণিত অব্দ পিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ৪,১৮৫ এর সহিত যোগ করিলে ৪,৩৫১ হয়। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে বাকী ৩১ থাকে এবং ভাগফল ৭২ হইল। ইহা ৩৩ গুণিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ৯,২০৭এর সহিত যোগ করিলে ৯,২৭৯ হয়। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ৩৯ বাকী থাকে এবং ভাগফল ১৫৪ হইল। ইহা ৭ গুণিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ১,৯৫৩এর সহিত যোগ করিলে ২,১০৭ হইল এবং শেষাঙ্কগুলি শ্রেণীমত রাখিলে ২,১০৭।৩৯।৩১ ৫১।২১।২৫ ১২ হয়। যোগদিন ১২। ইহাকে দুই স্থানে রাখিয়া একস্থানের যোগদিনকে ৩০০ দিয়া ভাগ করিলে ০।২।২৪ লব্ধ হয়। তাহাতে পূর্ব্ব স্থাপিত যোগদিন ১২ যোগ করিলে ৬২ ২।২৪ হয়। এই অঙ্ক পূর্ব্বাঙ্ক ২১,০০৭।৩৯ ৩১।৫১।২১।২৫।১২ এর সহিত বিয়োগ করিলে ২০৯৫।৩৭।৭।৫১।২১।২৫।১২ হইল। উহাতে

০।২৮।১৮ যোগ করিলে ২০৯৬।৫।২৫।৫১।২১।২৫।১২ হইল। ইহাকে ৬০ দিয়া গুণ করিলে ১,২৫,৭৬৫।২৫।৫১।২১।২০।১২ হইল। ইহাকে ১,৭৬২ দিয়া ভাগ করিলে ৭১ ভাগফল হয়। এই অঙ্কটীর নাম "যোগকেন্দ্রভ্রম", অঙ্কশেষ ৬৬৩।২৫।৫১।২১।২০।১২ রহিল। ইহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ১১।৩।২৫।৫১।২১।২৫।১২ হইল। ইহাই "যোগকেন্দ্র"।

যোগবার গণনা।

অব্দপিণ্ড ২৭৯ কে যথাক্রমে ১।৪৬।১০।২৯।৩০।৩৬ দিয়া যথাক্রমে গুণ করিলে ২৭৯।১২,৮৩৪।২,৭৯০।৮,০৯১।৮,৩৭০।১০,০৪৪ হয়। ইহাকে যথাক্রমে শেষাঙ্ক অবধি ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া তৎপূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে ৪৯৩।৪২।৪৭।১৩।১৭।২৪ হইল। পরে যোগদিন ১২কে দুই স্থানে রাখিয়া তাহার একটীকে ২৪০ দিয়া ভাগ করিয়া ০।৩ লাভ হইল। তাহাকে অপর স্থানে স্থাপিত যোগদিনের সহিত যোগ করিলে ১২।৩ হইল। ইহাকে পূর্ব্বাঙ্ক ৪৯৩।৪২।৪৭।১৩।১৭।২৪ হইতে হীন করিলে ৪৮১।৩৯।৪৮।১৩।১৭ ২৪ হইল। পুনর্ব্বার ইহা হইতে ৪।১২।৩৮।৬ হীন করিলে ৪৭৭।২৭।৯ ৭।১৭।২৪ হয়। পরে পূর্ব্বনিরূপিত যোগকেন্দ্রভ্রম ৭১কে ১১০ দিয়া গুণ করিলে ৭,৮১০ দণ্ড হইল। ইহাকে ৬০ দ্বার ভাগ করিলে ১৩০।১০ লাভ হয়। এক্ষণে উক্ত ৪৭৭।২৭।৯ ৭।১৭।২৪ হইতে এই ১৩০।১০ হীন করিলে ৩৪৭।১৭।৯ ৭।১৭।২৪ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৪।১৭।৯।৭।১৭।২৪ হইল। ইহাতে দেশান্তর সংস্কার ২।৩৪ দণ্ড ও পল স্থলে, অর্থাৎ উক্ত অঙ্কশ্রেণীর অন্তর্গত ১৭ ৯ দণ্ড ও পল যোগ করিলে ৪।১৯।৪৩।৭। ১৭।২৪ শুদ্ধ যোগ কর্য়াদি হইল। এই অঙ্কের পূর্ব্বে পূর্ব্বে

আনীত প্রথম যোগ আট অঙ্কটিকে প্রথমে বসাইলে ৮।৪।১৯। ৪৩।৭ হইল। ইহার প্রথমাঙ্ক সংখ্যা যোগ, দ্বিতীয়াঙ্ক সংখ্যা বার, তাহার পর ক্রমশঃ দণ্ড, পল ইত্যাদি হইল। ইহার নাম "যোগবারা"দি।

প্রতি দিবসের তিথিনক্ষত্র যোগের স্থিতিদণ্ড গণনা।

পূর্ব্ব প্রক্রিয়ানুসারে ১৮০০ শকের আরম্ভকালে তিথিবারাদি ধ্রুব ৯।৪।৫৫।৩০।৫৬ এবং তিথিকেন্দ্র ধ্রুব ১১।৩৫।৫৩।৩৮ স্থির হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যেক দিনের তিথির দণ্ড পল প্রভৃতি যে রূপ স্থির করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ঐ তিথি বারাদি ধ্রুব ৯।৪।৫৫।৩০।৫৬ ইহার সহিত তিথি বারাদি ও তিথিকেন্দ্রের দৈনিক ধ্রুবাঙ্কের তালিকায় ১৪ দিন প্রতিদিনের ধ্রুবাঙ্ক ১।১।০।১০।৪৮ যোগ করিলে, প্রথম দিনের ১০।৫।৫৫।৪১।৪৪ হইল অর্থাৎ দশ অঙ্কে দশমী তিথি, ৫ অঙ্কে বৃহস্পতি বার, ৫৫ অঙ্কে দণ্ড, ৪১ অঙ্কে পল, ৪৪ অঙ্কে বিপল হইল। তৎপরে ১৮০০ শকের আরম্ভকালে যে পূর্ব্বোক্ত তিথিকেন্দ্র ধ্রুব ১০।৩৫।৫৩।৩৮, ইহার সহিত ঐ ১৪ দিন পর্য্যন্তের কেন্দ্র ধ্রুব ও প্রতিদিনের ধ্রুবাঙ্ক ১।০।৮।৩৬ যোগ করিলে ১১।৩৬,২।১৪ হইল। উহা তিথি খণ্ডার একাদশ খণ্ডায় ৪৮।৪৪ ও ৪৮।৩৯ পর পর লিখিত আছে। প্রথমোক্তটী হইতে শেষোক্তটী বাদ দিলে ৫ থাকে। ঐ ৬ ঋণভোগ্য। ঐ ৫ দ্বারা শেষাঙ্ক ২।১৪ কে গুণন করিলে ১০।৭০ হইতেছে। তাহাকে এক জাতীয় করিলে ০।১১।১০ হইল; পরে ০।১১।১০ ঐ খণ্ডা ৪৮।৪৪ হইতে বিয়োগ করিলে ৪৮।৪৩।৪৮।৫০ দণ্ডাদি হইল। এক্ষণে ৪৮ দণ্ড, ৪৩ পল

৪৮ বিপল, ৫০ অনুপল পূর্ব্বোক্ত তিথি বারাদি অঙ্কে অর্থাৎ ঐ ১০।৮।৫৫।৪১।৪৪ অঙ্কের অন্তিম ৫৫ দণ্ড অবধি যোগ করিলে ১০।৬।৪৪।২৫।৩২।৫০ হইল; অতএব এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ১০ অঙ্কে দশমী তিথি ৬ অঙ্কে শুক্রবার ঐ দশমীর স্থিতি ৪৪।২৫। ৩২।৩০ দণ্ডপলাদিক্রমে জানিতে হইবে। তাহার পর দিবসের তিথিবার ও তিথির স্থিত দণ্ডাদি জানিতে হইলে ১০।৫।৫৫।৪১। ৪৪ অঙ্কে ঐ ১৪ দিনের তিথি বারাদি ধ্রুব ১।১।০।১০।৪৮ যোগ করিয়া তিথিকেন্দ্র ১১।৩৬।২।১৪ অঙ্কে তিথিকেন্দ্র ধ্রুব ১।০ ৮।৩৬ যোগ করিলে যাহা হইবে সেই সংখ্যায় পূর্ব্বমত খণ্ডানুখণ্ডা লইয়া তিথি বারাদির অঙ্কের দণ্ডাদির সহিত যোগ করিলে ক্রমশঃ তিথিবার দণ্ড পলাদি হইবে।

নক্ষত্র গণনা।

১৮০০ শকের আরম্ভকালে উপরোক্ত প্রকারে নক্ষত্র বারাদি ধ্রুব ৬।৫।১৯।৩০।১৫ ও নক্ষত্রকেন্দ্র ধ্রুব ১০।৩৩।২।৪৩ হয়। ইহাতে "নক্ষত্র বারাদি ধ্রুবের ও নক্ষত্রকেন্দ্র ধ্রুবের ক্ষেপাঙ্ক তালিকায়" ১ দিন হইতে ২৯ দিন পর্য্যন্ত নক্ষত্র বারাদি ধ্রুব লিখিত আছে; তাহা শকারম্ভের নক্ষত্র বারাদি ধ্রুবে অর্থাৎ ১।১।০।৪ ৫২ এই অঙ্কশ্রেণীকে যোগ করিলে ৯।৬।১২ ৩৫ ৭ হইল, ইহার প্রথমাঙ্কটী নক্ষত্র, দ্বিতীয়াঙ্কটী বার, তৎপরে দণ্ডপলাদি বুঝিতে হইবে। ঐ স্থানের নক্ষত্র কেন্দ্র ধ্রুব ১।০।২।৪৬ শকারম্ভের নক্ষত্রকেন্দ্রে যোগ করিলে ১১।১৩।৫।২৯ হইল। এই ক্ষেত্রকেন্দ্রের ১১।১৩ সংখ্যায় নক্ষত্রখণ্ডা লইতে হইবে। ১১।১৩ সংখ্যায় খণ্ডা ২৮।৪২ অনুখণ্ডা ২৮।৩৯ ঐ খণ্ডা ও অনুখণ্ডার অন্তর করিলে ৩ ঋণভোগ্য হইল। ঐ ভোগ্য তিন দিয়া শেষ ৫।২৯ কে গুণ করিলে ১৫।

৮৭ হয়। উহাকে একজাতীয় করিলে ০।১৬।২৭ হয়। এই ০।১৬।২৭ খণ্ড ২৮।৪২ হইতে বাদ দিলে ২৮।৪১।৪৩।৩৩ হয়। ইহা দণ্ড, পল, বিপল ও অনুপল হইল। পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র বারাদি যাহা ৯।৬।১২।৩৫।৭ হইয়াছে, তাহাতে দণ্ড অবধি খণ্ডার অঙ্ক যোগ করিলে ৯৬৭।১।১৬।৫০।৩৪ হইল। ইহাতে শুক্রবার কূট সংক্রান্তি দিবসে অশ্লেষা নক্ষত্র ৪১ দণ্ড, ১৬ পল, ৫০ বিপল, ৩৩ অনুপল হইল।

যোগ গণনা।

ঐ প্রকার ১৮০০ শকারম্ভের সময়ে পূর্ব্ব লিখিত যোগবারাদি ধ্রুব ৮।৪।১৯।৪৩।৭ হইয়াছে এবং যোগকেন্দ্র ধ্রুব ১।১।২।২৫।৫১ হইয়াছে। যোগ বারাদি ধ্রুব ও যোগ কেন্দ্র ধ্রুব তালিকায় ১ দিন অবধি ১৩ দিন পর্য্যন্ত যোগবারাদি ধ্রুব ১।১।০।১৯।২০ লিখিত আছে। তাহাকে যোগবারাদি ধ্রুবের সহিত যোগ করিলে ৯।৫।২০।২।২৭ হইল। ইহার প্রথমটি যোগ, দ্বিতীয়টী বার, তৎপর দণ্ড, পল, বিপল হইল [illegible] ন যে যোগকেন্দ্র ধ্রুব ১।০।১৪।৫৬ লিখিত আছে, [illegible] কেন্দ্র সহিত যোগ করিলে ১২।৩।৪০।৫১ হইল। [illegible] কেন্দ্রের ১২।৩ সংখ্যার খণ্ডা লইতে হইবে। উহা ৭ [illegible] অঙ্ক ৭৮।২৭ উভয়ের অন্তরে খণ্ডভোগ্য ৭ হইল ঐ [illegible] শেষাঙ্ক ৪০।৫১ কে গুণ করিলে ২৮০।৩৫৭ হইল। [illegible] একজাতীয় করিয়া ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ৪।৪৫।৫০ হইল। [illegible] ৭৮।৩৪ খণ্ডা হইতে বাদ দিলে ৭৮।২৯।১৪।৩ দণ্ড পল, বিপল, অনুপল হইল। ইহা যোগ বারাদি ধ্রুবের দণ্ডাদিতে যোগ করিলে ৩।৬।৩৮।৩১।৪১।৩ হইল। ইহাতে কূট সংক্রান্তি দিনে শুক্রবার শূলযোগ ৩৮ দণ্ড, ৩১ পল

৪১ বিপল এবং ৩ অনুপল হইল। তিথি নক্ষত্র যোগের দণ্ডাদিতে ৬০ এর অধিক হইলে, ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধ ফলকে বারের সহিত যোগ করিতে হইবে। বারের অঙ্ক ৭ এর অধিক হইলে, ৭ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ত্র্যহস্পর্শ স্থলে দুই দিবসের বার সমান লইবে; কিন্তু, পর দিবসের দণ্ডাদিকে পূর্ব্ব দিনের দণ্ডাদি হইতে বাদ দিলে যাহা হইবে, তাহাই পঞ্জিকায় লিখিতে হইবে।

কোনও কোনও স্থলে একটি বার পাওয়া যাইবে না। তাহাতে বোধ হইবে যে, যে বার পাওয়া যাইবে, সেই বার দিনে সেই তিথি বা নক্ষত্র যোগ ৬০ দণ্ড থাকিবে এবং পর দিবস অন্য বারে সেই সেই তিথি নক্ষত্র যোগে যে অল্প দণ্ড হইবে, তাহাই পঞ্জিকায় লিখিতে হইবে।

করণ-গণনা।

পূর্ব্ব প্রক্রিয়া দ্বারা ১৮০০ শকের কুট সংক্রান্তির দিবস শুক্রবারে দশমী তিথি ৪৮ দণ্ড, ৪৩ পল স্থির হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তিথির অঙ্ক ১০ কে ২ দিয়া গুণ করিলে ২০ হইল। পূর্ব্বার্দ্ধ প্রযুক্ত ২ হীন করিলে ১৮ হইল। উহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ ৪ থাকিল। ঐ ৪ করণের সংখ্যা, অতএব; তৈতিল করণ বুঝিতে হইল। সুতরাং, ১৮০০ শকের শুক্রবার দশমী কুট সংক্রান্তি দিবসে তৈতিল করণ হইল। এই রূপ গণনা করিলে পরদিনেরও করণ নির্ণয় হইবে। কোন্ তিথির পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে কোন্ করণ হইবে, তাহা নিম্নস্থিত চক্রে প্রদর্শিত হইল। ঐ চক্রের প্রথম পংক্তিতে ১ হইতে ৩০ তিথি অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়

পংক্তিতে ঐ ঐ তিথির পূর্ব্বার্দ্ধে যে যে করণ হইবে, তাহার অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, যথা প্রথম পংক্তির ১ অঙ্কে শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ। ঐ তিথির পূর্ব্বার্দ্ধ হইলে দ্বিতীয় পাক্তির প্রথমে "কিং" কিস্তুঘ্ন এবং পরার্দ্ধ হইলে তৃতীয় পংক্তির ১ অঙ্কে ববকরণ হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গণনা করিতে হইবে। ঐ সকল করণের নাম ১ বব, ২ বালব, ৩ কৌলব, ৪ তৈতিল, ৫ গর, ৬ বণিজ, ৭ বিষ্টি এই ৭, আর শকুনি, চতুষ্পদ, নাগ, কিস্তুঘ্ন এই চারি লইয়া একাদশ করণ হয়। নিম্নস্থ চক্রে বিষ্টির পরিবর্ত্তে (০) শূন্য, শকুনির পরিবর্ত্তে (শ) চতুষ্পদের পরিবর্ত্তে (চ) নাগের (না) কিস্তুঘ্নের (কিং) লিখিত হইল।

তিথির অঙ্ক।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
তিথির পূর্ব্বার্দ্ধে যে করণ	কিং	২	৪	৬	১	৩	৫	০	২	৪	৬	১	৩	৫	০	২	৪	৬	১	৩	৫	০	২	৪	৬	১	৩	৫	০	চং
তিথির পরার্দ্ধে যে করণ	১	৩	৫	০	২	৪	৬	১	৩	৫	০	২	৪	৬	১	৩	৫	০	২	৪	৬	১	৩	৫	০	২	৪	৬	শ	না

সংক্রান্তি বারাদি গণনা।

অব্দপিণ্ড ২৭৯ কে ১,০০৭ দিয়া গুণ করিলে ২,৮০,৯৫৩ হয়। ইহাকে ৮০০ দিয়া ভাগ করিলে ৩৫১।১১।২৮।৩০ লাভ হয়। ইহার প্রথমাঙ্কটী বার, তাহার পর দণ্ড, পরে পল ও বিপল হয়। বারের অঙ্ক ৩৫১ কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ১।১১।২৮।৩০ হয়। ইহাকে একস্থানে রাখ। পুনর্ব্বার ২৭৯ অব্দ পিণ্ডকে ৭ দিয়া গুণ করিলে ১,৯৫৩ হয়। ইহাকে ৩০০ দিয়া ভাগ করিলে ৬।৩০।৩৬ ছয় পল, ত্রিশ বিপল ও ছত্রিশ অনুপল লাভ হয়। ইহা পূর্ব্বাঙ্ক ১।১১।২৮।৩০ পল অবধি যোগ করিলে ১।১১।৩৫।০।৩৬ হয়। ইহার সহিত ক্ষেপ ৪।৪৪।৮।১৩ যোগ করিলে ৫।৫৫।৪৩।১৩।৩৬ হইল। ইহাতে দেশান্তর দণ্ডাদি ২।৩৪। আর পর দণ্ডাদি ০।৩৪ যোগ করিলে ৫।৫৮।৫১।১৩।৩৬ হইল। ইহা দ্বারা জানিতে পারা গেল বৃহস্পতিবারে, ৫৮ দণ্ড, ৫১ পল, ১৩ বিপল এবং ৩৬ অনুপলের সময়ে রবির মেষ রাশিতে সংক্রমণ হইবে। ঐ যোগের সংক্রান্তির বার দণ্ডাদির সহিত বৃষাদির ক্ষেপ যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ যোগ করিলে রবির বৃষাদি সংক্রমণের বার দণ্ডাদি হইবে, যথা—৫।৫৮।৫১।১৩,৩৬ মেষ সংক্রান্তির অঙ্কে বৃষের ক্ষেপ ২।৫৬।৪৯ যোগ করিলে ১।৫৫।৪০।১৩।৩৬ হইল। প্রথমাঙ্ক ৮ বার; সুতরাং, উহা হইতে ৭ বাদ দিলে থাকিল ১, উহা রবিবার হইল, ৫৫ দণ্ড ৪০ পল, ১৩ বিপল এবং ৩৬ অনুপল হইল। এই সময়ে রবি বৃষে গমন করিবে। এইরূপে মিথুনাদির ক্ষেপ ক্রমশঃ যোগ করিলে রবির মিথুনাদি রাশিতে গমনের বার দণ্ডাদি হইবে।

খণ্ডামতে সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি গণনা।

অব্দ পিণ্ডের শেষাঙ্ক-সংখ্যার খণ্ডা লইয়া যোগ করিয়া ক্ষেপ ৪।৪৬।৮।১৩ যোগ করিয়া দেশান্তর ২।৩৪ চরার্দ্ধ ০।৩৪ দণ্ডাদিতে যোগ করিলে রবির মেষ সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি হইবে। পরে, ক্রমশঃ বৃষাদির ক্ষেপ যোগ করিলে রবির বৃষাদি সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি হইবে।

খণ্ডামতে সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি গণনা।

অব্দ পিণ্ড ১৭১ এর শেষাঙ্ক ৯; সুতরাং নিম্নের প্রথম কোষ্ঠার ৯ সংখ্যার খণ্ডা ৪।১৯ ৪৩।৪২ ৩৬ লও। পরে দ্বিতীয় কোষ্ঠার ৭ সংখ্যার খণ্ডাও ৪।৬ ৪৬ ৩৮ স্থাপন কর। পরে তৃতীয় কোষ্ঠার ২ সংখ্যার খণ্ডা ৬।৪৫।৪ ৪০ যোগ করিলে ১।১১ ৩৫।০।৩৬ হইল। ইহার সহিত ক্ষেপ ৪।৪৬ ৮।১৩।০ যোগ করিলে ৫।৫৫।৪৩ ১৩ ৩৬ হইল। ইহাতে দেশান্তর দণ্ডাদি ২।৩৪ যোগ করিলে ৫।৫৮।১৭।১৩।৩৬ হইল। ইহাতে চরার্দ্ধ দণ্ডাদি ০ ৩৪ যোগ করিলে ৫।৫৮।৫১।১৩।৩৬ হইল। ইহাতে বৃষের ক্ষেপ ২।৫৬।৪৯ যোগ করিলে ১।৫৫ ৪০।১৩।৩৬ হইয়াছে। ইহাই জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি হইল। ঐরূপ বৃষ সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি মিথুনাদির ক্ষেপ যোগ করিলে মিথুনাদির অর্থাৎ আষাঢ়াদি মাসের সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি হইবে।

প্রথম কোষ্ঠা	দ্বিতীয় কোষ্ঠা	তৃতীয় কোষ্ঠা	চতুর্থ কোষ্ঠা
১ ৫ ৩১।২৪	৩।৩৫।১৫।১৭	৬।৫২।৩২।২০	৫ ৪৫।২৩।১০
২।৩১।৩।২ ৪৮	৪।১০।৩০।২৮	৬।৪৫।৪ ৪০	৪।৩০।৪৬।৪০
৩ ৪৪।৩৪ ১২	২।৪৫।৪৫।৪২	৬।৩৭।৩৭।০	৩ ১৬।১০।০
৫।২ ৬।৫।৩৬	১।২১।০।৫	৬।৩০।৯।২০	২।১।৩৩ ২০

প্রথম কোষ্ঠা	দ্বিতীয় কোষ্ঠা	তৃতীয় কোষ্ঠা	চতুর্থ কোষ্ঠা
৬।১৭।১৭।৩৭।০	৬।৫৬।১৬।১০	৬।২২।৪১।৪০	৭।৪৬।৫৬।৪০
৭।৩১।৯।৮।২৩	৫।১৩।৩।১৪	৬।১৫।১৪।০	৬।৩২।২০।০
১।৪৮।৪০।১৯।৪৮	৪।৬।৪৬।৩৮	৬।৭।৪৬।২০	৫।১৭।৪৩।২০
৩।৪।৩২।১১।১২	২।৪২।১।৫২	৬।০।১৮।৪০	৪।৩।৬।৪০
৪।১।৪৩।৪২।১৬	১।১৭।১৭।৬	৫।৫২।১১।০	২।৪৮।৩০।০
১	১০	১০০	১,০০০

মেষসংক্রান্তির ক্ষেপ বারাদি ৪।৪৩।৮।১৩ দেশান্তর ২।১৪ চরান্ত ০।১৪।

পঞ্জিকার টেবিলসম্বন্ধে।

এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্জিকা-গণনা সম্বন্ধে যেরূপ সহজ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকবর্গ যে কোনও সময়ে যে কোনও বৎসরের মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র যোগ, করণাদি অনায়াসেই গণনা করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। মনে করিলে ৫০ বৎসর পরে কোন্ মাসে কোন্ তারিখে কি বার, তিথি কি নক্ষত্র ইত্যাদি যখন জানিয়া লইতে পারিবেন, তখন আর দশ কি পঞ্চদশ বৎসরের পঞ্জিকা গণনা করিয়া আমরা অনর্থক শ্রম স্বীকার করিয়া কেন পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করি?

রাম-কবচ।

ধ্যাত্বা নীলোৎপল শ্যামং রামং রাজীবলোচনং জানকী লক্ষণোপেতং জটামুকুট মণ্ডিতং। অসিতূণ ধনুর্বাণ পাণিং নক্তং চরান্তকং। স্বলীলয়া জগত্রাতু মাবির্ভূত মজং বিভুং-

রাম রক্ষাং পঠেত প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্ব কামদাং। শ্রীরাম কবচ স্যাস্য বুধ কৌশিক ঋষির্গ য়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরাম চন্দ্র প্রীত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ শিবরামে রাঘবঃ পাতু ভাগং দশরথাত্মজঃ। কৌশলেয়োদৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্র প্রিয়ঃশ্রুতী। ঘ্রাণং পাতু মুখত্রাতা মুখং সৌমিত্রি বৎসলঃ। জিহ্বাং বিদ্যা-নিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরত বন্দিতঃ। পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষি মিক্ষাকুনন্দনঃ। মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ। গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তমঃ। সুগ্রীবেশঃ কটি পাতু শ বিশ্বনী হনুমত্ প্রভুঃ। উরুরঘূত্তমঃ পাতু রক্ষকুল বিনাশকৃত। জানুনী সেতুকৃত্ পাতু জংঘে দশমুখান্তকঃ। পাদৌ বিভীষণঃ শ্রাদ্ধঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ। এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃত্যা পঠেত। স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ। পাতাল ভূতল ব্যোম চারিণশ্ছদ্মচারিণঃ। নদ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ। রামেতি রামভদ্রেতি রাম-চন্দ্রেতি বাস্মরন্। নমোন নিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি জগজ্জৈত্রৈক মন্ত্রেণ রামনাম্নাভি রক্ষিতং। যঃ কণ্ঠে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। ভূর্জপত্রে লিখিত্বাং বিদ্যাং গন্ধচন্দন চর্চ্চিতাং কৃত্বা বৈ ধারয়েত যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ। কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎস চ যা ভবেৎ। বহুপুত্রা জীববৎসা সা ভবে-ন্নাত্র সংশয়ঃ। বজ্র পঞ্জর নামেদং যো রাম কবচ পঠেৎ। অব্যা-হতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয় মঙ্গলং। আদিষ্টবান যথা স্বপ্নে রাম রামরক্ষামিমাং হরি। তথালিখিতবান প্রাতঃ প্রবুদ্ধা বুধঃ কৌশিকঃ। ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাক পক্ষৌ ধরৌ শুভৌ। ধীরৌ নাং পতি রক্ষেতাং তাবুভৌ রাম লক্ষ্মণৌ। পুণ্ডরীক বিশালাক্ষৌ চিরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ। ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ পুত্রৌ দশরথ স্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।

শরণৌ সর্ব্ব সত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাং। রক্ষঃকুল নিহন্তারৌ ত্রায়েতাং নো রঘূত্তমৌ। আত্ত সজ্য ধনুষা বিষুস্পৃশা অক্ষয়াশুগ নিষঙ্গ সঙ্গিনৌ। রক্ষণায় মমরাম লক্ষ্মণাবগ্রতঃ পথিসদৈব গচ্ছতাং। সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরোযুবা। গচ্ছন্মনোরথাশ্চাপানামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ। অগ্রতঃ পাতু মাং রামঃ পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণস্তথা। পার্শ্বযোস্তু ধনুষ্মন্তৌ লক্ষ্মণঃ রামলক্ষ্মণৌ। রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরোবলী। কাকুৎস্থঃ পুরুষ পূর্ণঃ কৌশল্যেয়ো রঘূত্তমঃ। বেদান্ত বিদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। জানকী বল্লভঃ শ্রীমান প্রমেয়শ্চ পরাক্রমঃ। আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্ব সম্পদাং লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহং। দক্ষিণে লক্ষ্মণো-ধন্বী বামতো জানকী শুভাং। পুরতোমারুতির্যস্য নমামি রঘু-ত্তম। এতানি রাম নামানি যস্তুক্তো সদাস্মরেৎ। অশ্বমেধাযুত-পুণ্যং সম্প্রাপ্নোতি নসংশয়ঃ। ইতি পদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জর নামাখ্য শ্রীরাম কবচ সমাপ্ত॥ ওঁ তৎসৎ॥

অক্ষয়-কবচ।

ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। নারদ উবাচ ও দেবদেব জগন্নাথ লোকানুগ্রকারক। অক্ষয়ং কবচং নাম কৃপয়া কথয়স্বমে। যস্য ধারণাং বারেপি ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ। তন্মে ব্রূহি জগন্নাথ কবচঃ পরমাদ্ভুতং। শ্রীভগবানুবাচ। শৃনু নারদ বক্ষ্যামি কবচ পরমাদ্ভুতং। অক্ষয়ং কবচং নামত্রিষু লোকেষু দুর্লভং। ওঁকারোমে শিরঃ পাতু কণ্ঠৌ চ মধুসূদনং। ভালং বিশ্বধরঃ পাতু ভ্রুবৌ নারায়ণস্তথা নাসিকাং পাতু গোবিন্দমুখঞ্চ গরুড়ধ্বজঃ। কণ্ঠং পাতু জগন্নাথো বাহ্বোর্ব্বাসুদেবজঃ। বক্ষঃপাতু সদাবিষ্ণু

স্তনৌ পাতু জনার্দ্দনঃ। হৃদয়ং পাতু মে কৃষ্ণো নাভিং মে দ্বারকা
পতিঃ। মধ্যদেশং হৃষীকেশো নিতম্বং কেশবস্তথা। জঙ্ঘে পীতম্ব
রঃ পাতু জানুনী কেশিহা হরিঃ। চরণৌ যাদবঃ পাতু পাতু
কৃষ্ণোঽখিলং বপুঃ। য ইদং ধারয়েদ্বাপি যঃ পঠেৎ প্রয়তঃ
সদা। পরমৈশ্বর্য্যমতুলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ভূতপ্রেত
পিশাচাশ্চ ডাকিনী যোগিনী তথা। নাস্তি তেষাং ভয়ঞ্চৈব গ্রহা-
দীনাং বিশেষতঃ। অরণ্যে দুর্গমে বহ্নৌ দাবাগ্নি পরিবারিতে।
শ্মশানে চাতরে বাপি নরোমুচোত সঙ্কটতাং। মৃতবৎসা নষ্ট-
পুত্রাগাচ পুত্রবতী ভবেৎ। কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবে-
ন্নরঃ। সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি কবচস্যাপি ধারণাৎ। অন্তে যাতি
পরং স্থানং পুত্র দারাদিভিঃ সহ। নাধিকারঃ যমস্যাপি বিষ্ণু-
লোকং স গচ্ছতি। ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং শ্রীকৃষ্ণনারদ-সম্বাদে
অক্ষয়কবচং সমাপ্তং।

পরিশিষ্ট।

আভিধানিক শব্দার্থ।

গ্রহগণের নাম।

রবি—সূর্য্য হেলি, দিবাকর, দিননাথ, আদিত্য, দ্বাদশাত্ম, ভাস্কর, প্রভাকর, বিভাকর, বিবস্বৎ, অংশুমান, হরিদশ্ব, উষ্ণরশ্মি, বিকর্ত্তন, অর্ক, মার্ত্তণ্ড, মিহির, অরুণ, পূষণ, ভানু, বিরোচন, বিভাংশু, গ্রহপতি, ত্বিষাম্পতি, অহপতি, তপন, সহস্রাংশু, মহস্পতি, ব্রধ্ন, দ্যুমণি, তরণি, মিত্র, চিত্র, সবিতা এবং হংস।

চন্দ্র,—চন্দ্রমা, হিমাংশু, চন্দ্র, ইন্দু, কুমুদবান্ধব, বিধু, সুধাংশু, শুভ্রাংশু, নিশাপতি, সোম, গ্লৌ, মৃগাঙ্ক, কলানিধি, দ্বিজরাজ, শশধর, নক্ষত্রেশ, ক্ষপাকর ও জৈবাতৃক।

মঙ্গল,—আর, বক্র, ক্রুরদৃক, আহনের, কুজ, অঙ্গারক, ভৌম, ভূমিসুত, অবনীভুব, মহীসুত ও লোহিতাঙ্গ।

বুধ—হেমা, বিৎ, জ্ঞ, বোধন, ইন্দুসুত, ইন্দুপুত্র, রৌহিনেয় ও সৌম্য।

বৃহস্পতি,—জীব, অঙ্গিরা, সুরগুরু, বচসাংপতি, ইজ্য এবং শিখণ্ডিজ।

শুক্র,—ভৃগু, ভার্গব, ভৃগুসুত, সিত, আস্ফুজি, দৈত্যগুরু, কাব্য, উশনা এবং কবি।

শনি,—কাণ, মন্দ, সূর্য্যপুত্র, সৌরি, অসিত এবং শনৈশ্চর।

রাহু,—তম, অগুরসুর, স্বর্ভানু, সৈংহিকেয় এবং বিধুন্তুদ।

কেতু,—শিখী।

রাশির নাম।

১। মেষ—ক্রিয; ২। বৃষ—তাবুরি; ৩। মিথুন—জিতুম; ৪। কর্কট—কুলীর; ৫। সিংহ—লেয; ৬। কন্যা—পাথেয়; ৭। তুলা—জুক; ৮। বৃশ্চিক—কীট, কৌর্পাখ্য; ৯। ধনু—তৌক্ষিক; ১০। মকর—আকোকেরো; ১১। কুম্ভ—হৃদ্রোগ; ১২। মীন—অন্ত্যভ।

নক্ষত্র।

নক্ষত্র—ঋক্ষ, ভং, তারা, তারকা এবং উড়ু।

গ্রহগণের দৃষ্টিচক্র।

[এই চক্র দেখিলে অনায়াসে গ্রহগণের দৃষ্টিজ্ঞান হইবে।]

রবি চন্দ্র বুধ ও শুক্রের দৃষ্টিচক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০	০	১৫	৩০	৪৫	৬০	০	৩০	৬০	১৫	০	০
০	যোগ	যোগ	যোগ	যোগ	বিয়োগ	যোগ	যোগ	বিয়োগ	বিয়োগ		
	॥	॥	॥	॥	২	১	১	১॥	॥		

মঙ্গলের দৃষ্টিচক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০	০	১৫	৩০	৬০	৬০	০	৩০	৬০	১৫	০	০
০	যোগ	যোগ	যোগ	০	বিয়োগ	যোগ	যোগ	বিয়োগ	বিয়োগ		
	॥	॥	১		২	১	১	১॥	॥		

বৃহস্পতির দৃষ্টিচক্র ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০	০	১৫	৬০	৪৫	৬০	০	৬০	৪৫	১৫	০	০
০	যোগ	যোগ	বিয়োগ	যোগ	বিয়োগ	যোগ	বিয়োগ	বিয়োগ	বিয়োগ	০	০
	॥	॥১	।	॥	২	২	১	১	॥		

শনির দৃষ্টিচক্র ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০	০	৬০	৩০	১৫	৬০	০	৩০	৪৫	৬০	০	০
০	যোগ	বিয়োগ	যোগ	যোগ	বিয়োগ	যোগ	যোগ	যোগ	বিয়োগ	০	০
	২	১	॥	॥	২		৷	৷	২		

ষন্নাড়ী-চক্র।

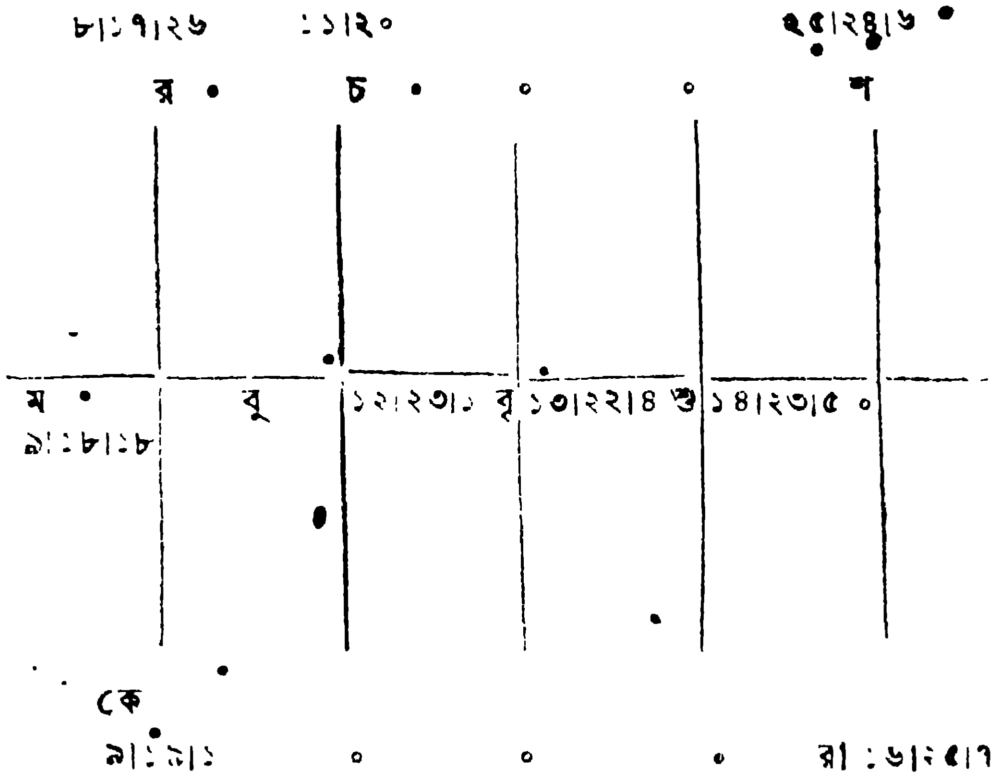
[এই চক্রে দৃষ্টি করিলে যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, তাহার জন্মাদি নাড়ী সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

জন্মনক্ষত্র	জন্মনাড়ী	কর্ম্ম নাড়ী	সাংঘাতিক নাড়ী	সমুদয় নাড়ী	বিনাশ নাড়ী	মানস নাড়ী
১ অশ্বিনী	——	১০	১৬	১৮	২৩	২৫
২ ভরণী	——	১১	১৭	১৯	২৪	২৬
৩ কৃত্তিকা	——	১২	১৮	২০	২৫	২৭
৪ রোহিণী	——	১৩	১৯	২১	২৬	১
৫ মৃগশিরা	——	১৪	২০	২২	২৭	২
৬ আর্দ্রা	——	১৫	২১	২৩	১	৩
৭ পুনর্ব্বসু	——	১৬	২২	২৪	২	৪
৮ পুষ্যা	——	১৭	২৩	২৫	৩	৫
৯ অশ্লেষা	——	১৮	২৪	২৬	৪	৬
১০ মঘা	——	১৯	২৫	২৭	৫	৭
১১ পূঃ ফল্গুনী	——	২০	২৬	১	৬	৮
১২ উঃ ফল্গুনী	——	২১	২৭	২	৭	৯
১৩ হস্তা	——	২২	১	৩	৮	১০
১৪ চিত্রা	——	২৩	২	৪	৯	১১
১৫ স্বাতী	——	২৪	৩	৫	১০	১২
১৬ বিশাখা	——	২৫	৪	৬	১১	১৩
১৭ অনুরাধা	——	২৬	৫	৭	১২	১৪
১৮ জ্যেষ্ঠা	——	২৭	৬	৮	১৩	১৫

১৯ মূলা	——	১	৭	৯	১৪	১৬
২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	——	২	৮	১০	১৫	১৭
২১ উত্তরাষাঢ়া	——	৩	৯	১১	১৬	১৮
২২ শ্রবণা	——	৪	১০	১২	১৭	১৯
২৩ ধনিষ্ঠা	——	৫	১১	১৩	১৮	২০
২৪ শতভিষা	——	৬	১২	১৪	১৯	২১
২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ	——	৭	১৩	১৫	২০	২২
২৬ উত্তরভাদ্র ঐ	——	৮	১৪	১৬	২১	২৩
২৭ রেবতী	——	৯	১৫	১৭	২২	২৪

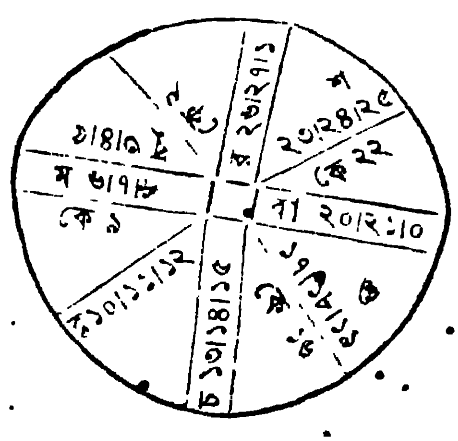
যে ঘরে জন্ম নক্ষত্র লিখিত হইল, জন্মনাড়ীর ঘরেও সেই নক্ষত্র বুঝিতে হইবে। জন্ম নক্ষত্রই জন্মনাড়ী। অন্যান্য ঘরে নক্ষত্রের নাম না লিখিয়া নক্ষত্রের সংখ্যা লিখিত হইল। কোনও বালকের অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে, অশ্বিনী তাহার জন্মনাড়ী, মঘা কর্ম্মনাড়ী, বিশাখা সাংঘাতিক নাড়ী, জ্যেষ্ঠা সমুদয় নাড়ী, ধনিষ্ঠা বিনাশ-নাড়ী ও পূর্ব্বভাদ্রপদ মানস-নাড়ী হইবে। এই রূপে অন্যান্য নক্ষত্রে জন্ম হইলে উপরোক্ত চক্র দৃষ্টি করিলে সহজেই অন্যান্য নাড়ী অবধারিত হইবে।

গুরুকুণ্ডলী চক্র।



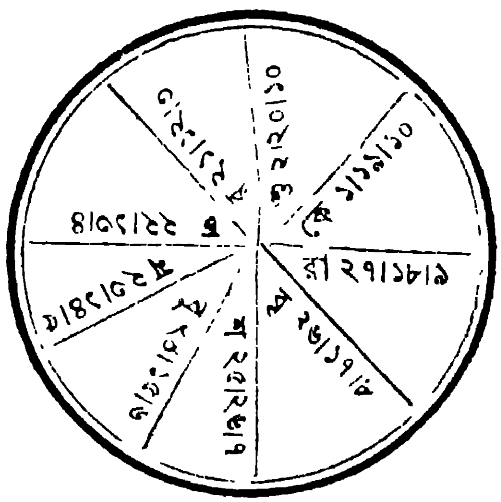
এই চক্রে যেখানে যাহার জন্ম নক্ষত্র পতিত হইবে সেই গ্রহ তাহার প্রথম বর্ষাধিপতি জানিবে।

কেতু কুণ্ডলী চক্র।



উপরোক্ত চক্রে যাহার জন্মনক্ষত্র যে ঘরে পড়িবে, সেই ঘরে যে গ্রহ আছে, প্রথম বৎসর সেই গ্রহের হইবে। পর পর বৎসর পরবর্ত্তী গ্রহের হইবে। এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ গণনা করিলেই বয়সের কোন্ বর্ষের অধিপতি কোন্ গ্রহ হইবে, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

কেতুপতাকী-চক্র।



কেতুপতাকী গণনায় জন্মনক্ষত্র যে ঘরে পড়িবে, সেই ঘরে যে গ্রহ আছে, তাহা প্রথম বর্ষের অধিপতি হইবে। পরে যে যে গ্রহ থাকিবে পর পর বর্ষ তাহাদেরই হইবে। কেতুপতাকী, কেতুকুণ্ডলী, শুককুণ্ডলী-চক্র দৃষ্টে ত্রিপাপ গণনা করিতে হয়। পূর্ব্বে তাহা লিখিত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিকী দশা-চক্র।

১	শু ১০।৬	র ১৬।৬	চ ৩১।৬	ম ৩৯।৬	বু ৫৬।৬	শ ৬৬।৬	বৃ ৮৫।৬	রা ৯৭।৬
২	শু ৫।৩	র ১১।৩	চ ২৬।৩	ম ৩৪।৩	বু ৫১।৩	শ ৬১।৩	বৃ ৮০।৩	রা ৯২।৩
৩	র ৬	চ ২১	ম ২৯	বু ৪৬	শ ৫৬	বৃ ৭৫	রা ৮৭	শু ১০৮
৪	র ৪	চ ১৯	ম ২৭	বু ৪৪	শ ৫৪	বৃ ৭৩	রা ৮৫	শু ১০৬
৫	র ২	চ ১৭	ম ২৫	বু ৪২	শ ৫২	বৃ ৭১	রা ৮৩	শু ১০৪
৬	চ ১৫	ম ২৩	বু ৪০	শ ৫০	বৃ ৬৯	রা ৮৩	শু ১০২	র ১০৮
৭	চ ১১।৩	ম ১৯।৩	বু ৩৬।৩	শ ৪৬।৩	বৃ ৬৫।৩	রা ৭৭।৩	শু ৯৮।৩	র ১০৪।৩
৮	চ ৭।৬	ম ১৫।৬	বু ৩২।৬	শ ৪২।৬	বৃ ৬১।৬	রা ৭৩।৬	শু ৯৪।৬	র ১০০।৬
৯	চ ৩।৯	ম ১১।৯	বু ২৮।৯	শ ৩৮।৯	বৃ ৫৭।৯	রা ৬৯।৯	শু ৯০।৯	র ৯৬।৯
১০	ম ৮	বু ২৫	শ ৩৫	বৃ ৫৪	রা ৬৬	শু ৮৭	র ৯৩	চ ১০৮
১১	ম ৫।৪	বু ২২।৪	শ ৩২।৪	বৃ ৫১।৪	রা ৬৩।৪	শু ৮৪।৪	র ৯০।৪	চ ১০৫।৪
১২	ম ২।৮	বু ১৯।৮	শ ২৯।৮	বৃ ৪৮।৮	রা ৬০।৮	শু ৮১।৮	র ৮৭।৮	চ ১০২।৮
১৩	বু ১৭	শ ২৭	বৃ ৪৬	রা ৫৮	শু ৭৯	র ৮৫	চ ১০০	ম ১০৮
১৪	বু ১২।৯	শ ২২।৯	বৃ ৪১।৯	রা ৫৩।৯	শু ৭৪।৯	র ৮০।৯	চ ৯৫।৯	ম ১০৩।৯
১৫	বু ৮।[illegible]	শ ১৮।৬	বৃ ৩৬।৬	রা ৪৮।৬	শু ৭০।৬	র ৭৬।৬	চ ৯১।৬	ম ৯৯।৬
১৬	বু ৪।৩	শ ১৪।৩	বৃ ৩১।৩	রা ৪৫।৩	শু ৬৬।৩	র ৭২।৩	চ ৮৭।৩	ম ৯৫।

১৭	শ ১০	বৃ ২৯	রা ৪১	শু ৬২	র ৬৮	চ ৮৩	ম ৯১	বু ১০৮
১৮	শ ৬।৮	বৃ ২৫।৮	রা ৩৭।৮	শু ৫৮।৮	র ৬৪।৮	চ ৭৯।৩	ম ৮৭।৮	বু ১০৪।৮
১৯	শ ৩।৪	বৃ ২২।৪	রা ৩৪।৪	শু ৫৫।৪	র ৬১।৪	চ ৭৬।৮	ম ৮৪।৪	বু ১০১।৪
২০	বৃ ১৯	রা ৩৫	শু ৫২	র ৫৮	চ ৭৩	ম ৮১	বু ৯৮	শ ১০৮
২১	বৃ ১৪।৩	রা ২১।৩	শু ৪৭।৩	র ৫৩।৩	চ ৬৮।৩	ম ৭৬।৩	বু ৯৩।৩	শ ১০৩।৩
২২	বৃ ৭।১।১৫	রা ১৯।১।১৫	শু ৪০।১।১৫	র ৪৬।১।১৫	চ ৬১।১।১৫	ম ৬৯।১।১৫	বু ৮৬।১।১৫	শ ৯৬।১।১৫
২৩	রা ১২	শু ৩৩	র ৩৯	চ ৫৪	ম ৬২	বু ৭৯	শ ৮৯	বৃ ১০৮
২৪	রা ৮	শু ২৯	র ৩৫	চ ৫০	বু ৭৫	বু ৭৫	শ ৮৫	বৃ ১০৪
২৫	রা ৪	শু ২৫	র ৩১	চ ৪৬	ম ৫৪	বু ৭১	শ ৮১	বৃ ১০০
২৬	শু ২১	র ২৭	চ ৪২	ম ৫০	বু ৬৭	শ ৭৭	বৃ ৯৬	রা ১০৮
২৭	শু ১৫।৯	র ২১।৯	চ ৩৬।৯	ম ৪৪।৯	বু ৬১।৯	শ ৭১।৯	বৃ ৯০।৯	রা ১০২।৯

পতাকীগণনার সংশোধন।

শিশু জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র পতাকী গণনা অগ্রে কর্ত্তব্য; কেননা যদি গ্রহগণ তুঙ্গ ও বর্গোত্তমে থাকে, জাতক রাজ-যোগে জন্ম গ্রহণ করে, যত প্রকার অরিষ্টভঙ্গ যোগ থাকুক না কেন, পতাকীরিষ্ট কোনমতে খণ্ডিত হইবার নহে। এ অত্যাবশ্যক বিষয় গণনায় যদি ভ্রম-প্রমাদ ঘটে, তবে তাহা নিতান্ত পরি-তাপের বিষয়। প্রথমখণ্ডে পতাকী-গণনা স্থলে উক্ত হইয়াছে যে মিথুন মীন ও ধনুর সহিত কর্কটের বেধ, বৃষ, বৃশ্চিক ও কুম্ভের সহিত সিংহের বেধ ইত্যাদি। ইহা ভ্রমাত্মক। কর্কট সিংহ কন্যার বাম বেধ নাই, তুলা বৃশ্চিক ধনুর সম্মুখ বেধ নাই, মকর কুম্ভ মীনের দক্ষিণ বেধ নাই, কেবল মেষ বৃষ মিথুনের ...রি বেধই আছে। প্রমাণ যথা,—

"কর্কে ধনুষি মীনে চ হরিকীট ঘটেষু চ।
কন্যামকর যুকেষু তুলা মীনাঙ্গনাসু চ॥
বৃশ্চিকে চ ঘটে সিংহে ধনুর্মকর কর্কিষু।
মকরে কার্ম্মুকে নার্য্যাং কুম্ভে সিংহে চ বৃশ্চিকে॥
বৃষে চ বৃশ্চিকে সিংহে তথা কুম্ভ ধরেঽপি চ।
দ্বন্দ্বে চ মকরে কর্কি তুলায়াং বেধনির্ণয়ঃ॥"

কর্কটে ধনুতে মীনে	বেধ
সিংহে বৃশ্চিকে কুম্ভে	বেধ
কন্যায় মকরে তুলায়	বেধ
তুলায় মীনে কন্যায়	বেধ
বৃশ্চিকে কুম্ভে সিংহে	বেধ
ধনুতে মকরে কর্কটে	বেধ
মকরে ধনুতে কন্যায়	বেধ

কুম্ভে সিংহে বৃশ্চিকে	বেধ
মীনে তুলায় কর্কটে	বেধ
মেষে কন্যায় ধনুতে মীনে	বেধ
বৃষে বৃশ্চিকে সিংহে কুম্ভে	বেধ
মিথুনে মকরে কর্কটে তুলায়	বেধ

উপরোক্ত শ্লোকে মেষ বৃষ মিথুনের চারিটী বেধের বিষয় এবং অন্যান্য রাশির তিন তিনটী বেধের বিষয় স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।